হিতোপদেশঃ

শ্রীবিষ্ণুশর্ম্ম-প্রণীতঃ।

শ্রীতারাকুমার কবিরত্নেন

সংস্কৃতঃ।

"অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থং চ চিন্তয়েৎ।
গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ" ॥

হিতোপদেশ।

শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন

কর্ত্তৃক

পরিশোধিত মূল, এবং তৎকৃত অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও পরিশিষ্ট প্রভৃতির

সহিত।

"অজর অমর জ্ঞান করি আপনারে,
প্রাজ্ঞ জন বিদ্যা অর্থ চিন্তিবে সংসারে;
মৃত্যু যেন কেশে আসি করেছে ধারণ,
ইহা ভাবি করিবে সে ধর্ম্ম আচরণ" ॥

কলিকাতা।

১১৯ নং ওল্ড বৈটকখানা বাজার রোড, বানর্জি যন্ত্রে মুদ্রিত, এবং
জে, এন্, বানর্জি এণ্ড সন্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সংবৎ ১২৪৫।

ওঁ
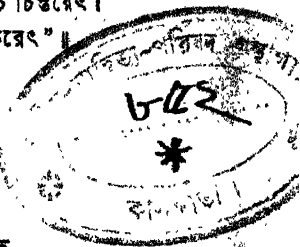
"মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা"

উৎসর্গ।

আমি শৈশবে মাতৃক্রোড়ে বসিয়া যাঁহার মুখে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতির সুললিত কথা শুনিতে শুনিতে নিদ্রা যাইতাম, এবং যাঁহার বদন-বিনির্গত,—"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ", "সা তে ভবতু সুপ্রীতা দেবী শিখরবাসিনী", "কৃষ্ণঃ করোতু কল্যাণং কংসকুঞ্জরকেশরী", "বিদ্বত্ত্বং চ নৃপত্বং চ নৈব তুল্যং কদাচন", "অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থং চ চিন্তয়েৎ", "কোঽর্থঃ পুত্রেণ জাতেন যো ন বিদ্বান্ ন ধাৰ্ম্মিকঃ",—ইত্যাদি মধুময়ী বাণী শিক্ষা করিয়া আধ আধ কথায় উচ্চারণ করিতাম। যাঁহার পীযূষনিস্যন্দিনী ভুবনমোহিনী পৌরাণিকী ধৰ্ম্মকথায় অসীম জনতা দ্রবীভূত হইয়া একটি পবিত্র প্রবাহে পরিণত হইত। যাঁহার আনন্দময় ভাবে তন্ময় হইয়া, জননী পুত্রশোক, শিশু মাতৃস্তন্য, মুমূর্ষু মৃত্যুভয় ভুলিয়া যাইত। যাঁহার আবির্ভাবে যুগপৎ সৰ্ব্বতীর্থের আবির্ভাব হইত, সকল দেবতার অধিষ্ঠান হইত, শত শত যোগী, ঋষি, সিদ্ধ ও মহাপুরুষের সমাগম হইত, স্বর্গীয় আনন্দের শত শত নির্ঝর প্রবাহিত হইত, সত্যযুগের দিব্য পরিমল সঞ্চারিত হইত, শোক হর্ষে এবং নৈরাশ্য উৎসাহে পরিণত হইত। যাঁহার দর্শনমাত্রে অক্রবাণ শিশুও মাতৃবক্ষ ছাড়িয়া তাঁহারি বক্ষ আলিঙ্গনের জন্য লালায়িত হইত। যাঁহার আলাপনে ইন্দ্রিয়মদোন্মত্ত উদ্দাম যুবাও যৌবনোন্মাদ পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎপ্রেমে উন্মত্ত হইত, জরাজীর্ণ অবসন্ন আসন্নমৃত্যু বৃদ্ধও পুলকে প্রফুল্ল হইয়া মৃত্যুশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিত। যাঁহার সমাগমে সকল স্থানই সদা উৎসবময়, জ্যোৎস্নাময় ও মধুময় বলিয়া জ্ঞান হইত। যাঁহার অভয় সদানন্দমূৰ্ত্তি সকলের সকল শোক ও সকল সন্তাপ নিৰ্ব্বাণ করিত। যিনি বিদেশ হইতে স্বদেশে প্রত্যাগত হইলে, দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা পরমানন্দে বিহ্বল হইত। যিনি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিলে, যাঁহার বিরহে এক স্থান শ্মশান ও যাঁহার পদার্পণে অন্য স্থান আনন্দকানন হইত। যাঁহার নিকটে ক্ষণকাল উপবেশন করিলে, হিংস্র, শঠ, নিষ্ঠুর ও পাষণ্ডেরাও আত্মপ্রকৃতি বিস্মৃত হইত। যিনি স্বয়ং সদানন্দ, সদাশিব, আত্মারাম ও অজাতশত্রু ছিলেন। যিনি, সম, দম, অহিংসা,

অনসূয়া, সত্য, শৌচ, ক্ষমা, দয়া, দাক্ষিণ্য, বদান্যতা, আতিথেয়তা প্রভৃতি সমস্ত সত্বগুণের আধার ছিলেন। যিনি পিতৃভক্তি ও মাতৃভক্তির আদর্শ, দাম্পত্যপ্রেমের পরাকাষ্ঠা, সৌভ্রাত্রের চরম সীমা, অপত্যস্নেহের উৎস, পরোপকারের দৃষ্টান্ত, সরলতা ও নির্ব্বিকারতার অবতার এবং বিশ্বপ্রেমের মূর্ত্তি ছিলেন। যিনি,—"মাতৃবৎ পরদারেষু", "কো ধর্ম্মো ভূতদয়া'', "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ'', "কঃ পরঃ প্রিয়বাদিনাম্", "নিস্পৃহস্য তৃণং জগৎ", "বসুধৈব কুটুম্বকম্",—ইত্যাদি মহাবাক্য জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তেই সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। যিনি মধুময় হৃদয়ে বিশ্ব মধুময় দেখিতেন, এজন্য এ সংসারে অবিশ্বাস, অসন্তোষ, অসত্য, কপটতা, ঘৃণা, ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, প্রভৃতির অস্তিত্বই জানিতেন না। যিনি আত্মানন্দে সদাই বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া, কি গলিতদন্ত বৃদ্ধ, কি অজাতদন্ত বালক, উভয়েরি সহিত অভিন্নভাবে মিশ্রিত হইতেন। যাঁহার বিকারশূন্য হৃদয়ে কি আত্ম-শিশু, কি মলমূত্রলিপ্ত চণ্ডাল-শিশু, উভয়েই সমান স্থান অধিকার করিত। যিনি অকৃত্রিম ভক্তিযোগে অমৃতায়মান বাক্যে কি উচ্চ কি নীচ স্ত্রীলোকমাত্রকেই মাতৃসম্বোধন এবং পুরুষমাত্রকেই পিতৃ-সম্বোধন করিতেন। যিনি পিতার গৌরবেই আপনাকে গৌরবান্বিত এবং মাতার আশীর্ব্বাদেই আপনাকে সিদ্ধকাম জ্ঞান করিতেন। পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেই আপনাকে যাঁহার পুত্রাধিক প্রেমাস্পদ বলিয়া জ্ঞান করিত। প্রায় পঞ্চদশ বর্ষ লোকান্তরগত যে পুণ্যাত্মার নাম করিলে অদ্যাপি লোকের হৃদয় স্ফীত, গাত্র কণ্টকিত ও নেত্র গলদশ্রু হয়। পুণ্যশ্লোক নল যুধিষ্ঠিরাদির ন্যায় যে মহাপুরুষের নাম করিলেও সমস্ত অমঙ্গল দূরে যায়। আমি, সেই "স্বর্গাদুচ্চতরঃ'', ঈশ্বরকল্প, অভীষ্টদেব, পরম গুরু, স্বর্গীয়, পিতৃদেব,—

৺ কৃষ্ণমোহন শিরোমণির

প্রাতঃস্মরণীয় নামে

তদীয় অক্ষয়-প্রীতি-কামনায়

এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিলাম।

"পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ'' ॥

পরমারাধ্যশ্রীপিতৃদেবপাদানুধ্যাত
দাসানুদাস
শ্রীতারাকুমার

ভূমিকা।
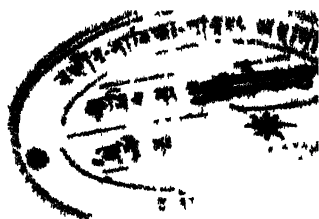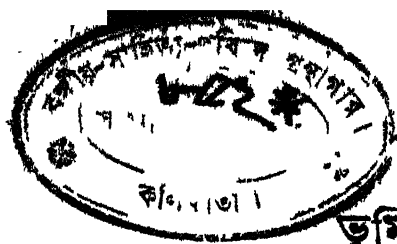
"আহারনিদ্রাভয়মৈথুনং চ
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্ম্মো হি তেষামধিকো বিশেষো
ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥"

"এ জগতে নিদ্রা, ভয়, ভোজন, মৈথুন,
পশু আর নরে ইহা সাধারণ গুণ;
ধর্ম্মেই মনুষ্য হয় পশু হ'তে ভিন্ন,
ধর্ম্ম না থাকিলে নর পশুমধ্যে গণ্য"।

সেই ধর্ম্মজ্ঞানের অভাবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোকেরা যখন ঘোর পশুভাবে মগ্ন ছিল; যখন তাহারা 'আহার' 'নিদ্রা' 'ভয়' ও 'মৈথুন' প্রভৃতি পশুবৃত্তিরই অধীন ছিল; যে আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে মনুষ্য, পশু পক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণী হইতে ভিন্ন হয়, যখন তাহারা মনুষ্যজাতির সেই পরম পুরুষার্থে বঞ্চিত ছিল; যখন তাহারা বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের রসাস্বাদে বঞ্চিত থাকিয়া কেবল পশুভাব চরিতার্থ করত ভল্লুকাদির ন্যায় বনে জঙ্গলে বিচরণ করিত; তখন এই ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে দিব্যস্বভাব ত্রিকালজ্ঞ মহাযোগী আচার্য্যগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে কতকাল পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা কে বলিতে পারে? (১)। তাঁহাদের অনন্ত জ্ঞানকাণ্ডের মহিমা

---

(১) "The world does not now contain annals of more indisputable antiquity than those delivered down by the ancient Brahmans."

Mr. Halhed.

"So far as the etymological investigations of the Sanskrit have hitherto afforded satisfactory results, it may certainly be considered as the parent stock of all the known languages."

Mr. Hammer.

চিন্তা করিলে জ্ঞান হয় যেন তাঁহারা অনাদি অনন্তকাল এই জগতে বর্ত্তমান আছেন। তাঁহারা অপ্রতিহত যোগবলে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাণ্ডবিষয়ক যে সকল তত্ত্ব নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন, তাহার পর জগতে কত রাজা ও রাজবংশের উত্থান ও পতন হইল, পৃথিবীর কত বিপ্লব ও বিপর্য্যয় ঘটিল, সমাজের কত প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটিল, কিন্তু তাঁহাদের যোগলব্ধ সেই সকল তত্ত্ব অদ্যাপি ধ্রুবতারার ন্যায় জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। তাঁহাদিগের যে সকল জ্ঞান-রত্নের গৌরবে এই ভারতভূমি অদ্যাপি জগতে রত্নভাণ্ডার বলিয়া কীর্ত্তিত, 'হিতোপদেশ' সেই সকল অমূল্য রত্নের মধ্যে অন্যতম রত্ন। মহাপণ্ডিত হিতোপদেশপ্রণেতা বিষ্ণুশর্ম্মা অতি প্রাচীনকালের লোক। তিনি অতি প্রাচীন-কালের লোক হইলেও, মনু, বৃহস্পতি, শুক্র, বাল্মীকি, পরাশর, ব্যাস ও চাণক্য প্রভৃতির পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মধু-মক্ষিকা যেমন নানা পুষ্পের মধু আহরণ করিয়া অপূর্ব্ব মধুচক্র রচনা করে, বিষ্ণুশর্ম্মাও তেমনি তৎপূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতগণের শাস্ত্র হইতে সার সঙ্কলন করিয়া এই হিতোপদেশ রচনা করিয়াছেন। ইহার উপদেশ, সকল অবস্থায় মনুষ্যমাত্রেরই উপজীব্য। কি যোগী, কি ভোগী, সকলেরই ইহা সমান উপকারক। ইহা যোগীর যোগসিদ্ধি, ভোগীর পবিত্র ভোগশক্তি, রোগীর রোগ-শান্তি ও শোকার্ত্তের শোকশান্তি প্রদান করে। রাজা, প্রজা, গৃহী, সন্ন্যাসী, পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, নির্ধন, বালক, বৃদ্ধ, যুবা ও আতুর, সকলেরি পক্ষে ইহা স্নেহময়ী জননীর ন্যায়—"মঙ্গল্যা চ মনোহরা চ জগতো মাতেব গঙ্গেব চ"—(ভবভূতি)।

কালক্রমে এই হিতোপদেশের গুণের সৌরভ যখন দেশ-বিদেশে বিকীর্ণ হইল, তখন নানা দেশের গুণগ্রাহিগণ এদেশে আসিয়া এই অপূর্ব্ব মধু সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ক্রমে

হিতোপদেশ পৃথিবীর নানা দেশে নানা ভাষায় নানা আকারে প্রচলিত হইল (২)। ইহার নীতিগর্ভ গল্পগুলি নিতান্ত অসভ্যজাতির মধ্যেও নানাপ্রকার নামে প্রচারিত হইল।

আসিয়া, ইয়ুরোপ ও আমেরিকার সকল জাতি ও সকল ধর্ম্মাবলম্বী লোকেই ঈশ্বরবাক্যের ন্যায় এই হিতোপদেশের উপদেশে শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

হিতোপদেশকর্ত্তা কোন্ সময় কোন্ স্থানে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, 'বিষ্ণুশর্ম্মা' তাঁহার প্রকৃত নাম কি না, এ সকল ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত সটীকরূপে জ্ঞাত হইবার কোনও উপায় নাই। ভারতবর্ষের প্রাচীন আচার্য্যেরা কেহই নিজ নিজ গ্রন্থে আপনাদের লৌকিক পরিচয় দিয়া যান নাই। তাঁহারা কোন্ সময় কোন্ দেশে কোন্ কুলে কি অবস্থায় প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম কি, আকৃতি কিরূপ, ইত্যাদি আধুনিক ঐতিহাসিক পরিচয় কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাঁহারা আত্মপরিচয় দিবেন কি, সম্পূর্ণরূপে আত্মবিস্মৃত হইয়া তন্ময়ভাবে জ্ঞানচিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন, এবং সেই মহাযোগে সিদ্ধিলাভ করিলেই আত্মাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতেন। গ্রন্থে গ্রন্থকারের নাম ধাম প্রভৃতি পরিচয় দিতে হয়, তাহা বোধ হয় তাঁহাদের উদ্বোধই ছিল না। এজন্য রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে, সেই সেই অদ্বিতীয় জ্ঞান-কাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তার কোনও বিবরণ নাই (৩)।

---

(২) হিব্রু, লাটিন, গ্রীক, সাইরিক, ইটালিক, জার্ম্মণিক, ফ্রেঞ্চ, স্পানিস, আরবিক, পারসীক, তুরস্ক, চীন, পহ্লবি, হিন্দি, উর্দ্দু, ইংরাজি, বঙ্গালা প্রভৃতি পৃথিবীর প্রাচীন ও আধুনিক যাবতীয় ভাষায় গদ্যে ও পদ্যে বিষ্ণুশর্ম্মার হিতোপদেশ ও পঞ্চতন্ত্রের অনুবাদ হইয়াছে। ভূমিকার শেষে কোলব্রুকের লিখিত ইংরাজি বিবরণ দেখ।

(৩) এমন কি, তাঁহারা নিজ নিজ গ্রন্থে আপনাদের নাম পর্য্যন্তও দেন নাই। 'বাল্মীকি', 'বেদব্যাস' প্রভৃতি তাঁহাদের প্রকৃত নাম নহে। রামায়ণকবি যখন

তাঁহাদের প্রণীত জ্ঞানকাণ্ডের আব্রহ্মস্তম্বব্যাপিনী বিশালতা দেখিয়া তাঁহাদের এক এক জনের আকৃতি ধ্যান করিলে, সম্মুখে এক একটি বিরাটমূর্ত্তি আবির্ভূত হয়। তাঁহারা আপনাদের লৌকিক পরিচয় প্রদান না করিলেও, যাহা মনুষ্যের প্রকৃত পরিচয়, তাঁহারা সেই অলৌকিক জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা জীবলোকের কল্যাণকামনায় যে অমূল্য জ্ঞানধন সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, তাহা, 'যাবৎ চন্দ্রদিবাকরৌ' তাঁহাদের আত্মপরিচয় প্রদান করিবে। মহাবীর কর্ণ কহিয়াছিলেন,—

"সূতো বা সূতপুত্রো বা যো বা কো বা ভবাম্যহম্।
দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মমায়ত্তং হি পৌরুষম্" ॥

"আমি সূতই হই বা সূতপুত্রই হই, যে কেহ হই না কেন, আমার জাতি কুলের পরিচয়ে কি হইবে? মনুষ্যত্বই আমার প্রকৃত পরিচয়"। অতএব হিতোপদেশকর্ত্তার নাম ধাম ও বংশ প্রভৃতির পরিচয় না পাইলেও মনুষ্যসমাজের কোনও ক্ষতি নাই, তাঁহার এই হিতোপদেশই অনন্তকাল জীবলোকের মহোপকার সাধন করিয়া তাঁহার মনুষ্যত্বের পরিচয় প্রদান করিবে।

পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ, এই দুইখানি গ্রন্থ বিষ্ণুশর্ম্মার প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ। পঞ্চতন্ত্র তাঁহার প্রথম গ্রন্থ, এবং উহা হইতে তিনি সার সঙ্কলনপূর্ব্বক পশ্চাৎ হিতোপদেশ প্রণয়ন করিয়াছেন। উভয় গ্রন্থের একই প্রতিপাদ্য। পঞ্চতন্ত্রে যাহা বিস্তারে আছে; হিতোপদেশে প্রায় তাহাই সংক্ষেপে আছে। অতএব পঞ্চতন্ত্রই

মহাযোগে নিমগ্ন ছিলেন, তখন তাঁহার দেহ ক্রমে বল্মীকরাশিতে সমাকীর্ণ হওয়ায় তিনি 'বাল্মীকি' নামে খ্যাত। বেদ বিভাগ করিয়া মহাভারতকর্ত্তা 'ব্যাস' বা 'বেদব্যাস' নামে খ্যাত।

হিতোপদেশের মূলস্বরূপ (৪)। এই দুই গ্রন্থের প্রস্তাবনায় যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা এই ;—

১ম পঞ্চতন্ত্র।—দাক্ষিণাত্যপ্রদেশে মিহিলারোপ্য (৫) নামে

---

(৪) পঞ্চতন্ত্রের পাঁচটি তন্ত্র অর্থাৎ পরিচ্ছেদ, যথা,—(১) মিত্রভেদ, (২) মিত্র-প্রাপ্তি, (৩) কাকোলূকীয়, (৪) লব্ধপ্রণাশ, (৫) অপরীক্ষিতকারক। হিতোপদেশের চারিটি পরিচ্ছেদ, যথা,—(১) মিত্রলাভ, (২) সুহৃদ্ভেদ, (৩) বিগ্রহ, (৪) সন্ধি। পঞ্চ-তন্ত্রের 'মিত্রভেদ' হইতে হিতোপদেশের 'সুহৃদ্ভেদ' সঙ্কলিত। পঞ্চতন্ত্রের 'মিত্র-প্রাপ্তি' হইতে হিতোপদেশের মিত্রলাভ সঙ্কলিত। হিতোপদেশের 'বিগ্রহ' ও 'সন্ধি', এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য গল্প, পঞ্চতন্ত্রের পাঁচটি তন্ত্র হইতেই আবশ্যকমত সঙ্কলিত হইয়াছে। এস্থলে উভয় গ্রন্থের ন্যূনাধিক্যের তালিকা প্রদত্ত হইল ;—

পঞ্চতন্ত্রের পরিচ্ছেদ ৫
,, মূলের আনুষঙ্গিক গল্প ৬৩
,, শ্লোকসংখ্যা .. ১০২৪
,, পৃষ্ঠা ৩১৫

ইহার মধ্যে প্রস্তাবনায় শ্লোক ৬টি। ১ম তন্ত্রে শ্লোক ৪২৫ এবং গল্প ২২। ২য় তন্ত্রে শ্লোক ১৮৫ এবং গল্প ৬। ৩য় তন্ত্রে শ্লোক ১৮৪ এবং গল্প ৪। ৪র্থ তন্ত্রে শ্লোক ১১৮ এবং গল্প ১৬। ৫ম তন্ত্রে শ্লোক ১০৬ এবং গল্প ১৫।

হিতোপদেশের পরিচ্ছেদ ০৪
,, মূলের আনুষঙ্গিক গল্প ৩৮
,, শ্লোকসংখ্যা ৭২৪
,, পৃষ্ঠা ১৩৫

ইহার মধ্যে প্রস্তাবনায় শ্লোক ৪৭টি। মিত্রলাভে শ্লোক ২১২ এবং গল্প ৮। সুহৃদ্ভেদে শ্লোক ১৮৪ এবং গল্প ৯। বিগ্রহে শ্লোক ১৪৯ এবং গল্প ৯। সন্ধিতে শ্লোক ১৩২ এবং গল্প ১২। বোম্বে মুদ্রিত নারায়ণ বালকৃষ্ণ ও কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গের প্রকাশিত পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ উভয়ই রয়াল ১২ পেজি আকারে মুদ্রিত। এইজন্য উহা হইতে এই তালিকা প্রদত্ত হইল। অন্যান্য সংস্করণে শ্লোকসংখ্যা বরং অধিক দেখা যায়, জনসনের বিলাতি সংস্করণে শ্লোকসংখ্যা ৭৪৫। এই সংস্করণে শ্লোকসংখ্যা অতিরিক্ত-সমেত ৭৫৩। ইত্যাদি।

(৫) কোনও কোনও পুস্তকে, 'মহিলারোপ্য' এইরূপ নাম আছে। ঐ নগরের ঐতিহাসিক বিবরণ এক্ষণে পাওয়া যায় না।

এক নগর আছে। তথায় অর্থিগণের কল্পবৃক্ষস্বরূপ অমরশক্তি নামে এক রাজা ছিলেন। বহুশক্তি, উগ্রশক্তি ও অনন্তশক্তি (৬) নামে তাঁহার তিন পুত্র নিতান্ত দুর্ব্বৃত্ত হইয়া উঠিল। রাজা তাহা-দিগকে সতত কুপথগামী দেখিয়া একদা মন্ত্রিগণকে ডাকিয়া কহিলেন,—"আপনারা জানেন ত আমার এই পুত্রেরা কিরূপ দুঃশীল হইয়াছে। আমি ইহাদের জন্য দুশ্চিন্তায় এ দুর্লভ রাজ-সম্পদেও অণুমাত্র সুখী নহি। আমার বৃত্তিভোগী পাঁচ শত পণ্ডিত আছেন। অতএব যাহাতে আমার পুত্রেরা সুশিক্ষিত হয়, তাহা করুন"। তন্মধ্যে একজন মন্ত্রী কহিলেন,—মহারাজ! শব্দশাস্ত্র শিখিতে বহুকাল বিলম্ব হইবে। অতএব, ইহাদের শিক্ষার নিমিত্ত কোনও সংক্ষিপ্ত শাস্ত্র স্থির করা উচিত। এস্থানে বিষ্ণু-শর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ আছেন, তিনি সমস্ত নীতিশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ এবং ছাত্রগণমধ্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ, তাঁহার হস্তে কুমারগণকে সম-র্পণ করুন। রাজা তৎক্ষণাৎ বিষ্ণুশর্ম্মাকে সাদরে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—ভগবন্! আপনি কৃপা করিয়া আমার এই দুর্ব্বৃত্ত সন্তানগণকে নীতিশাস্ত্রে সুশিক্ষিত করুন। বিষ্ণুশর্ম্মা কহিলেন,—"রাজন্! আমি শত শত ঐশ্বর্য্য পাইলেও বিদ্যা বিক্রয় করি না। আমি বিনামূল্যে কুমারগণকে বিদ্যাদান করিব। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে, ছয় মাসের মধ্যে যদি কুমারগণকে সুশিক্ষিত করিতে না পারি, তবে আমি আমার এ নামই ত্যাগ করিব। আমি স্বার্থলোভে এ কথা বলিতেছি না। আমার অশীতি বৎসর বয়স, আমি বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিয়াছি। আমি নিষ্কাম হইয়া আপনার প্রার্থনা পূরণ করিব"। রাজা ব্রাহ্মণের ঐ প্রতিজ্ঞা শুনিয়া পরম প্রীত হইলেন, এবং তাঁহার

(৬) কোনও কোনও পুস্তকে 'বহুশক্তি' স্থানে 'বসুশক্তি', এবং 'অনন্তশক্তি' স্থানে 'অনেকশক্তি' এইরূপ নাম আছে।

হস্তে পুত্রগণকে সমর্পণ করিলেন। বিষ্ণুশর্ম্মাও, মিত্রভেদ, মিত্রপ্রাপ্তি, কাকোলূকীয়, লব্ধপ্রণাশ, অপরীক্ষিতকারক, এই পাঁচটি তন্ত্র রচনা করিয়া কুমারগণকে পড়াইলেন। সেই রাজপুত্রেরাও তৎপাঠে ছয় মাসেই সুশিক্ষিত হইলেন। তদবধি 'পঞ্চতন্ত্র' নামক নীতিশাস্ত্র বালকগণের নীতিশিক্ষার্থে ভূতলে প্রচারিত হইল।

২য় হিতোপদেশ।—ভাগীরথীতীরে পাটলিপুত্র (৭) নামে এক নগর আছে। তথায় সমস্ত রাজগুণালঙ্কৃত সুদর্শন নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্রেরা মূর্খ ও কুপথগামী হইয়াছিল। তিনি একদা সমস্ত পণ্ডিতগণকে আহ্বানপূর্ব্বক একটি সভা করিলেন, এবং সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে আর্য্যগণ! আপনাদের মধ্যে কি এমন কেহ পণ্ডিত আছেন, যিনি আমার এই মূর্খ ও দুর্ব্বৃত্ত পুত্রদিগকে নীতিশিক্ষা দিয়া তাহাদের পুনর্জ্জন্ম সম্পাদন করিতে পারেন? তন্মধ্যে বৃহস্পতির ন্যায় সমস্ত নীতিশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ বিষ্ণুশর্ম্মা নামে এক বিখ্যাত পণ্ডিত রাজাকে কহিলেন,—রাজন্! এই রাজপুত্রেরা মহদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, আমি ইহাদিগকে নীতিশাস্ত্রে সুশিক্ষিত করিব। রাজাও পরম প্রীত হইয়া, বিষ্ণুশর্ম্মার যথেষ্ট সম্মান করিয়া তাঁহার হস্তে পুত্রগণকে সমর্পণ করিলেন। বিষ্ণুশর্ম্মাও হিতোপদেশ রচনা করিয়া তাহাদিগকে পড়াইলেন। তৎপাঠে তাহারা অচিরেই সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র হইল।

পঞ্চতন্ত্রের মঙ্গলাচরণে আছে,—

"নমো মনু-বৃহস্পতি-ব্যাস-বাল্মীকিপ্রভৃতিভ্যঃ"।

মনু, বৃহস্পতি, ব্যাস ও বাল্মীকি প্রভৃতির চরণে নমস্কার। অনন্তর শ্লোক দ্বারা তিনি,—মনু, বৃহস্পতি, শুক্রাচার্য্য, পরাশর,

(৭). 'পাটলিপুত্র'—বর্ত্তমান পাটনা নগর।

ব্যাস ও চাণক্যপণ্ডিত এই কয় নীতিশাস্ত্রপ্রণেতাকে বন্দনা করিয়াছেন, যথা,—

"মনবে বাচস্পতয়ে শুক্রায় পরাশরায় সসুতায়।
চাণক্যায় চ বিদুষে নমোঽস্তু নয়শাস্ত্রকর্তৃভ্যঃ" ॥

ইহার পর এই শ্লোক আছে, যথা,—

"সকলার্থশাস্ত্রসারং জগতি সমালোক্য বিষ্ণুশর্ম্মেদম্।
তন্ত্রৈঃ পঞ্চভিরেতচ্চকার সুমনোহরং শাস্ত্রম্" ॥

বিষ্ণুশর্ম্মা জগতে সমস্ত অর্থশাস্ত্রের সার সমালোচনপূর্ব্বক পাঁচটি তন্ত্রে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন।

হিতোপদেশের মুখবন্ধে যে কয়টি শ্লোক আছে, তন্মধ্যে একটি শ্লোকে আছে, যে,—পঞ্চতন্ত্র ও অন্যান্য গ্রন্থ হইতে সার সঙ্কলন পূর্ব্বক এই হিতোপদেশ রচিত হইল,—

"মিত্রলাভঃ সুহৃদ্ভেদো বিগ্রহঃ সন্ধিরেব চ।
পঞ্চতন্ত্রাত্তথান্যস্মাদ্ গ্রন্থাদাকৃষ্য লিখ্যতে" ॥

এই সকল প্রমাণ দৃষ্টে এই মাত্র জ্ঞাত হওয়া যায়, যে তিনি একই উদ্দেশে উভয় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। প্রথমে পঞ্চতন্ত্র, এবং পশ্চাৎ তাহাই সংক্ষিপ্ত, সুমার্জ্জিত ও পরিবর্ত্তিত করিয়া হিতোপদেশ প্রণয়ন করিয়াছেন, এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী মনু, পরাশর, ব্যাস, বৃহস্পতি, শুক্রাচার্য্য ও চাণক্যপ্রভৃতি নীতিশাস্ত্রকারের গ্রন্থ হইতে আবশ্যকমত উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন (৮)। তদীয় গ্রন্থে তাঁহার বিষয়ে ইহার অতিরিক্ত আর কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না।

---

(৮) চাণক্য, স্বকীয় নীতিশাস্ত্রের অধিকাংশ শ্লোক মনু, বৃহস্পতি ও মহাভারত প্রভৃতি হইতে সংগ্রহ করিয়া যান। পরন্তুরে, বিষ্ণুশর্ম্মা, চাণক্য-সংগৃহীত নীতিশাস্ত্র, এবং মনু, মহাভারত প্রভৃতি হইতে সার সংগ্রহ করিয়াছেন, এজন্য বিষ্ণুশর্ম্মার গ্রন্থে চাণক্যের অধিকাংশ শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়। মনু ও মহাভারত প্রভৃতি কয়েকখানি মূল গ্রন্থই যে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত নীতিশাস্ত্রকারের

বিষ্ণুশর্ম্মা, অধিকাংশ রত্ন, জগতের প্রাচীনতম রত্ন-ভাণ্ডার মানব, বার্হস্পত্য, মহাভারত প্রভৃতি মূলগ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি, ঐ সকল রত্ন, অপূর্ব্ব-গল্পসূত্রে এরূপে গ্রথিত করিয়াছেন যে, তাঁহার অসাধারণ বহুদর্শিতা, অদ্ভুত সার-গ্রাহিতা ও বিচিত্র রচনাকৌশলের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতে হয়। তাঁহার বিরচিত গদ্য যেমন সরল, প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ, তেমন বোধ হয় সংস্কৃত সাহিত্যে আর নাই। তাঁহার চমৎকারিণী গদ্যরচনা, সংস্কৃত গদ্যরচনার আদর্শস্বরূপ, ইহা বলিলে বোধ অত্যুক্তি হয় না। ফলতঃ তিনি পুরাতন উপদান লইয়া প্রতিভাবলে এক নূতন পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন।

গণের উপজীব্য, তাহাতে আর অণুমাত্র সংশয় নাই। মহাভারতের রাজধর্ম্মের ৫৯ অধ্যায়ে নীতিশাস্ত্রকারগণের বিষয়ে এইরূপ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়;—

পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা দেবগণের প্রার্থনায় লোকরক্ষার জন্য এক লক্ষ অধ্যায়ে প্রথম নীতিশাস্ত্র রচনা করেন। শিব, ব্রহ্মার নিকট সেই নীতিশাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া তাহা সংক্ষেপপূর্ব্বক দশসহস্র অধ্যায়ে প্রণয়ন করেন। শিবের অন্যতম নাম 'বিশালাক্ষ'; এইজন্য শিবপ্রণীত নীতিশাস্ত্র 'বৈশালাক্ষ' নামে প্রসিদ্ধ হইল। ইন্দ্র, শিবসকাশে সেই নীতিশাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া সংক্ষেপপূর্ব্বক পঞ্চসহস্র অধ্যায়ে প্রণয়ন করেন। 'বাহুদন্তী' ইন্দ্রের অন্যতম নাম; এইজন্য ইন্দ্রপ্রণীত নীতিশাস্ত্র 'বাহুদন্তিক' নামে প্রসিদ্ধ হইল। বৃহস্পতি, ইন্দ্রপ্রণীত নীতিশাস্ত্র সংক্ষেপ করিয়া তিন সহস্র অধ্যায়ে প্রণয়ন করেন। বৃহস্পতিপ্রণীত নীতিশাস্ত্র 'বার্হস্পত্য' নামে প্রসিদ্ধ হইল। শুক্রাচার্য্য, পুনরায় তাহা সংক্ষেপ করিয়া এক সহস্র অধ্যায়ে প্রণয়ন করেন। 'উশনা' শুক্রাচার্য্যের অন্যতম নাম; এজন্য তৎপ্রণীত নীতিশাস্ত্র 'ঔশনস' নামে প্রসিদ্ধ হইল। পুনশ্চ;—

গরুড়পুরাণে দৃষ্ট হয় যে, চাণক্য, বৃহস্পতিপ্রণীত 'নীতিসার' নামক গ্রন্থ অব-লম্বন করিয়া শ্লোক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ফলতঃ ঐ 'নীতিসার' গ্রন্থের শ্লোক ও চাণক্য প্রণীত শ্লোক প্রায়ই একরূপ। দণ্ডিপ্রণীত দশকুমার চরিতের বিশ্রুত-চরিতে লিখিত আছে যে, বিষ্ণুগুপ্ত অর্থাৎ চাণক্য, মৌর্য্যবংশীয় মহারাজ চন্দ্র-গুপ্তের জন্য পূর্ব্বপ্রচলিত নীতিশাস্ত্রকে সংক্ষিপ্ত করিয়া ছয় সহস্র শ্লোকে নিবদ্ধ করিয়াছেন।

হিতোপদেশের গল্পগুলির মূল তত্ত্ব নিরূপণ করা অতি দুষ্কর। মানবসমাজের শৈশবাবস্থায় লিপিপ্রণালীর অভাববশতঃ, পুরুষ-পরম্পরাগত প্রবাদবাক্য ও গল্পের সূত্রেই লোকের নীতিশিক্ষা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। অনন্তর, লিপিপ্রণালীর আবির্ভাবে ঐ সকল নীতিগর্ভ প্রবাদ ও গল্প ক্রমে দেশীয় ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়, এবং সমাজের আদিম অবস্থার পরিচায়ক একটি জাতীয় স্থায়ী সম্পত্তিরূপে পরিণত হয়। ক্রমে ঐ সকল লিপিবদ্ধ প্রবাদ ও গল্প নিজগুণে যতই ভিন্ন ভিন্ন সমাজে প্রবিষ্ট হইতে থাকে, স্থানভেদে লোক-প্রকৃতির বিভিন্নতা বশতঃ, ততই ভিন্ন ভিন্ন আকারে বিবর্ত্তিত হয়। এ মীমাংসা সত্য হইলে, হিতোপদেশের গল্পগুলি যে আমাদের দেশের নীতিশিক্ষার প্রথম সোপান, আমাদের সমাজের শৈশবাবস্থার সরল মধুর ও সুকোমল মূর্ত্তি এবং জগতের আদিম সভ্য ভারতের অতি পুরাতন ও শ্লাঘনীয় সম্পত্তি, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

মহাভারত, ভারতের অতি পুরাতন সম্পত্তি। প্রায় চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই মহাকাব্য রচিত হইয়াছে (৯)। সমাজের অতি পুরাতন চিত্র বলিয়াই মহাভারতের নীতিসকল ভূরি ভূরি প্রবাদ ও গল্পের সূত্রে উদাহৃত হইয়াছে। হিতোপদেশের অনেক গল্প মহাভারতেও দেখিতে পাইবে (১০)। অতএব, হিতোপদেশের কোনও কোনও গল্প, মহাভারতের পূর্ব্বেও বর্ত্তমান ছিল। বিষ্ণুশর্ম্মা,

(৯) সর্ব্বপ্রকার ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক গণনা মিলাইয়া দেখিলে জানা যায় যে, কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের পর অন্যূন ৩৮ শত বৎসর অতীত হইয়াছে। অতএব মহাভারত যে প্রায় চারি সহস্র বৎসরের গ্রন্থ, ইহাতে সংশয় নাই। (মৎপ্রকাশিত লঘুচাণক্য—বৃহৎ সংস্করণ-ভূমিকা-৭ পৃষ্ঠার টীকা দেখ।)

(১০) হিতোপদেশের যে যে গল্প মহাভারতে আছে, তাহার কতকগুলি ইহার পরিশিষ্টে প্রদর্শিত হইয়াছে। (পরিশিষ্ট, ৫ পৃষ্ঠা, ১০ম পঙ্ক্তি; ২১ পৃষ্ঠা, ২৬শ পঙ্ক্তি; ২২ পৃষ্ঠা, ৫ম পঙ্ক্তি; ২২ পৃষ্ঠা, ১৯শ পঙ্ক্তি, দেখ)।

কতকগুলি গল্প, ঐ সকল প্রাচীনতর প্রবন্ধ হইতে, এবং কতকগুলি গল্প, পুরুষপরম্পরাগত প্রাচীনতম কিম্বদন্তী হইতে সঙ্কলন করিয়া, মনোরম লিপিসূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন, ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। তিনি ঐ সকল গল্প যথারীতি লিপিবদ্ধ করিলে পর, ক্রমে তদীয় লিপিবদ্ধ মনোহর গল্পাবলী ইউরোপে 'পিল্‌পের গল্পাবলী' (Pilpay's Fables') নামে প্রচলিত হইয়াছে, এবং অন্যান্য দেশেও অন্যান্য নামে প্রচলিত হইয়াছে, এবং ঐ সকল গল্পের মূল নীতি অভিন্ন হইলেও, ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি, জীবনপ্রণালী, রীতি, নীতি ও রুচি প্রভৃতির বৈচিত্র্য অনুসারে নানা আকারে পরিণত হইয়াছে। বিষ্ণুশর্ম্মার কোন্ গল্পটি কোন্ দেশে কিরূপ আকারে প্রচলিত হইয়াছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ পঞ্চতন্ত্রের ভূমিকায় যথাসাধ্য বিবৃত করিবার ইচ্ছা রহিল (১১)। সুবিখ্যাত পণ্ডিত মহামতি কোলব্রুক সাহেব এই হিতোপদেশের বিষয়ে গভীর গবেষণা দ্বারা যাহা নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা অবিকল এই ভূমিকার শেষেই উদ্ধৃত হইল।

যে প্রণালীতে হিতোপদেশের এই সংস্করণ সম্পাদন করিয়াছি তাহা সংক্ষেপে নিম্নে প্রদর্শিত হইল ;—

১। মূল সংস্কৃত।

ভারতবর্ষ ও ইউরোপে প্রচলিত বিবিধ পুস্তকের সহিত মিলাইয়া সম্পূর্ণ পরিশুদ্ধ পাঠ মূলে প্রদান করিয়াছি। শ্লোকগুলির মধ্যে যে সকল অশুদ্ধ পাঠ অবিরমান কাল চলিয়া আসিতেছিল, সে সকলের যথোচিত মূলানুসন্ধান পূর্ব্বক যথাসাধ্য সংশোধন করিয়াছি।

২। বাঙ্গালা অনুবাদ।

প্রতি পৃষ্ঠায় মূলের নিম্নে গদ্যের অনুবাদ গদ্যে এবং পদ্যের অনুবাদ পদ্যে

---

(১১) যে প্রণালীতে হিতোপদেশ প্রকাশিত করিলাম, সেই প্রণালীতে বিষ্ণুশর্ম্মার ১ম গ্রন্থ পঞ্চতন্ত্রও অচিরে প্রকাশ করিব, এবং তাহার ভূমিকায় সমস্ত গল্পের সুবিস্তৃত মূলানুসন্ধান থাকিবে।

প্রদত্ত হইয়াছে। অনুবাদ সরল অবিকল ও মূলের সম্পূর্ণ ভাবব্যঞ্জক করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি।

৩। বাঙ্গালা ব্যাখ্যা প্রভৃতি।

সর্ব্বসাধারণের সম্পূর্ণরূপে সুগম করিবার জন্য, অনুবাদের নিম্নে প্রয়োজনমত অতি সরল ভাষায় ব্যাখ্যা ও প্রমাণ প্রয়োগ প্রভৃতি প্রদত্ত হইয়াছে।

৪। ভূমিকা।

এই গ্রন্থ ও গ্রন্থকর্ত্তা বিষ্ণুশর্ম্মার বিষয়ে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, তাহা ভূমিকায় সবিস্তারে বিবৃত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত কোলব্রুক সাহেব এই হিতোপদেশবিষয়ে বিস্তর অনুসন্ধানপূর্ব্বক ইংরাজিতে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা এই ভূমিকার শেষে অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে।

৫। নির্ঘণ্ট।

প্রথম নির্ঘণ্টে সমস্ত গল্পের সংখ্যা ও সে সকলের পত্রাঙ্ক যথাক্রমে প্রদত্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় নির্ঘণ্টে হিতোপদেশের সমস্ত নীতির একটি সুবিস্তৃত তালিকা ও সে সকলের পত্রাঙ্ক এরূপে প্রদত্ত হইয়াছে যে, ঐ তালিকা দৃষ্টে পাঠকগণ আবশ্যকমত নীতি ও তাহার প্রমাণ প্রয়োগাদি ক্ষণমধ্যেই বাহির করিতে পারিবেন।

৬। হিতোপদেশের উপদেশ।

হিতোপদেশে যে সকল অমূল্য উপদেশ আছে, এই প্রকরণে তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে, অর্থাৎ—ইহার সার সার নীতিগুলির মর্ম্ম উদ্ঘাটনপূর্ব্বক প্রমাণ-প্রয়োগাদির সহিত অতি সরল ভাষায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

৭। পরিশিষ্ট।

বিষ্ণুশর্ম্মা, যে যে মূল হইতে সার সংগ্রহ করিয়া যেরূপ আকারে নিজ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, পরিশিষ্টে তাহা সবিস্তারে প্রদর্শিত হইয়াছে। সমস্ত শ্লোকের মূলানুসন্ধান ও বিবিধ পাঠের সমালোচনা প্রভৃতি পরিশিষ্টের উদ্দেশ্য।

শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।

COLEBROOKE'S

INTRODUCTORY REMARKS,

Prefixed to the Edition of the Hitopadesa,

PUBLISHED AT CALCUTTA, 1804.

To promote and facilitate the study of the ancient and learned language of India, in the College of Fort William, it has been judged requisite to print a few short and easy compositions in the original *Sanskrit*. The first work chosen for this purpose, and inserted in the present volume, under its title of *Hitopades'a*, or 'Salutary Instruction,' had been translated by Mr. WILKINS, and by the late Sir WILLIAM JONES, as the text of a very ancient collection of apologues, familiarly known, in the numerous versions of it, under the name of 'Fables of Pilpay.' The great advantage, which may be derived by students, from consulting correct translations, at their first acquaintance with *Sanskrit* literature, has indicated this work as the fittest for selection; although it be not strictly the original text, from which those beautiful and celebrated apologues were transferred into the languages of Persia, and of the West.

In the concluding line of the poetical preface to the *Hitopades'a*, it is expressly declared to have been drawn from the *Panchatantra* and other writings. The book, thus mentioned as the chief source, from which that collection of fables was taken, is divided into five chapters, as its name imports: it consists, like the *Hitopades'a*, of apologues, recited by a learned *Bráhman* named VISHN'U S'ARMAN, for the instruction of his pupils, the sons of an Indian monarch; but it contains a greater variety of fables, and a more copious dialogue, than the work, which has been chiefly compiled from it; and, on comparison with the Persian translations now extant, it is found to agree with them more nearly, than that compilation, both in the order, and the manner in which the tales are related.

To compare them, it has been first necessary to exclude all the additions, which have been made by translators. These have been explained by ABU'LFAZL, with the history of the publication itself, in the preface to his own version, entitled *Ayár dánish*; and by HUSAIN WA'EZ, in the introduction to the *Anwári Suhailí*.

They recite from ABULMALA's preface to his translation of the *Calílah u Damnah*, that BARZU'YAH, an eminent and learned physician, being purposely sent into *Hindustán* by NU'SHI'RVA'N, king of Persia, brought

a transcript of this with other books, which were preserved among the best guarded treasures of the kings of India: and it was immediately translated into *Pehleví*, for the gratification of the Persian monarch, under the superintendence of his minister BUZERCHUMIHR.

From this version in *Pehleví*, by BUZERCHUMIHR, or by BARZU'YAH, (and which is said to have borne the title of *Humáyún námeh*, *Jáwidán khird*, and testament of *Húshenk*,) the book was translated into the Arabic language by *Imám* ABU'LHASAN ABDULLAH BENU'L MUKAFFA, in obedience to the commands of ABU'LJAFER MANSU'R, second *khalif* of the house of ABBA'S. From Arabic, it was restored into Persian, by direction of ABU'L HASAN NASRU'DDI'N AHMED, a prince of the race of SA'MA'N; and was clothed in verse by the poet RU'DACI', for *Sultán* MAHMU'D SABACTAGI'N It was again translated into prose, from the Arabic of ABDULLAH, by desire of *Abu'l muzafr* BAHRA'M SHA'H, son of *Sultán* MASAU'D, a descendant of *Sultán* MAHMU'D of *Ghazna*: and this version, the author of which was ABU'LMALA NASRULLAH, is the same which has been since current under the title of *Calílah u Damnah*. It underwent a revision, and received the embellishment of flowery language from HUSAIN WA'EZ CA'SHAFI', at the suggestion of *Amír Shaikh* AHMED, surnamed SUHAILI', a chieftain commanding under *Sultán* HUSAIN MI'RZA', of the house of TAIMU'R; and this highly polished version is named from the author's patron *Anwári Suhailí*. It was lastly revised, and put into plainer, but elegant language, by ABU'LFAZL, in obedience to the orders of the Emperor AKBAR.

This amended translation comprises sixteen chapters; ten of which, as ABU'LFAZL states in his preface, were taken from the *Hindí* original entitled *Caratac* and *Dawanac;* and six were added by BUZERCHUMIHR, namely, the four last, containing stories recited by the *Bráhman* BI'DPA'I, in answer to the questions of the King DA'BISHLI'M; and the two first, consisting of a preface by BUZERCHUMIHR, with an introduction by BARZU'-YAH. Both these introductory chapters had been omitted by HUSAIN WA'EZ, as foreign to the original work: but he substituted a different beginning, and made other additions, some of which are indicated by him, and the rest are pointed out by ABU'LFAZL; who has nevertheless retained them, as appendages not devoid of use, and therefore admissible in a composition intended solely to convey moral instruction. The whole of the dramatic part, including all the dialogue between DA'BISHLI'M, king of India, and BI'DPA'I or PILPAI, a *Bráhman* of *Sarándíp*, as well as the finding of HUSHENK's legacy, (from both which the work itself has derived two of the names, by which it has been most frequently distinguished;) appears to have been added by the translators, although the appellations of the king, and of the philosopher, are stated to be of Indian

origin* For ABU'LFAZL has inserted the story at the close of the second chapter; after expressly declaring, in one place, that the substance of the work begins with the third; and in another, that the two first were added by the author of the *Pehleví* translation.

Setting apart then the dramatic introduction, in which the Persian differs from both the *Panchatantra* and the *Hitopades'a*, and beginning the comparison from the third chapter of the *Calílah u Damnah*, it is found, that the fable of the ox † and lion, with all the subsequent dialogue between the shakals *Carátaca* and *Damanaca*, constituting the first chapter of the *Panchatantra*, corresponds with the Persian imitation; excepting, however, a few transpositions, and the omission of some apologues, as well as the insertion of others.

Thus the fable of 'The Ape and the Carpenter's wedge,' which is first in both works, is immediately followed, in the *Panchatantra*, by that of 'The Shakal and the drum;' but the Persian translators have here introduced a different apologue. They have placed the story of 'The Thief and the Mendicant,' with others included in it, immediately after that of 'The Fox and the drum;' but the *Panchatantra* interposes another tale, the omission of which, however, induces no imputation of the good taste of the translators. They have next substituted two fables, ('The Sparraw, the Hawk, and the Sea' and 'The Reformed Tyrant;') for a story of a wheelwright's marriage with a king's daughter.

The next three fables are alike in the *Sanskrít* and Persian; but two, which follow (*viz.* 'The Louse and the Bug,' and 'The Blue Shakal,') are omitted by the translators; who have evinced their judgment in the rejection of the first.

The fable of 'The Three Fish,' is placed next by the Persian authors, and is followed by five others, which do not occur in the *Panchatantrá*. These are succeeded by three more, which are placed by the *Sanskrít* author, immediately after the fable of 'The Blue Shakal,' and before that of 'The Three Fish'.

---

* HUSAIN WA'EZ and ABU'LFAZL explain *Bídpái*, as equivalent to the Persian term *Hacím mehrbán*; and, according to the ingenious conjecture of Sir WILLIAM JONES, that appellation is corrupted from the Sanskrít *Vaidya priya*. The name of DA'BSHLI'M, interpreted *Pádsháh buzurg*, or great King, has not so striking a resemblance to any *Sanskrït* term of the same signification. *Pílpai* appears to be Persian; and in some copies of the *Anwári Suhailí* (for the passage is wanting in others), it is mentioned to have been translated from the Hindi' *Hastipát*; which, in *Sanskrït*, bears the same meaning, *viz.* elephant's foot.

† The Persian name, *Shanzebah* (for so the word should be read, and not, as written in many copies, *Shuterbah*), is evidently formed on the *Sanskrït* name for this ox, *Sanjívaca*.

Here the *Panchatantra* introduces a story of an elephant, whose death was procured through the means of a gad-fly, by birds whom he had aggrieved. But it has been omitted in the Persian, and so has the next fable, of 'The Lion and the Leopard.'

The remaining apologues, belonging to the first chapter, are alike in both works; excepting that of 'The Gardener, the Bear, and the Fly,' which is inserted last but one, in the Persian translation; but which does not occur in the *Panchatantra.*

Many of these fables are also found in the *Hitopades'a*, but arranged in quite a different order, being interspersed with others, through the three last chapters of that compilation.

Without further particularizing the variations of the Persian from the *Sanskrít*, it may be sufficient to say, that the five chapters of the *Panchatantra* agree, in the subject, and in the general arrangement of the fables, with the third, fifth, sixth, seventh, eighth, and ninth, chapters of the *Ayárdánish*: and that more than half of the fables, contained in that part of the Persian work, which purports to have been derived from the Indian text, corresponds exactly to similar apologues in the *Sanskrít:* In most instances of omission, a reason may be easily conjectured for the rejection of the original stories: and those, which have been substituted for them, as well as the few contained in the remaining chapters, which are not avowedly additional, may have been taken by the first translator, either from other Indian works, (for BARZU'YAH is stated to have brought more than one book from *Hindustán*;) or, though not acknowledged by him, may have been drawn from different sources. It probably was more his design to present to the King of Persia a pleasing collection of apologues, than a strictly faithful translation of a single Indian work.

This collection of fables has been translated more frequently, and into a greater variety of languages, than any other composition not sacred; and, although the earliest paraphrase, in *Pehleví*, be now lost, its Arabic version is extant, or lately was so; and may be easily verified through the translations made into more than one language, upon the Arabic text.

It is unnecessary to speak of another Arabic version said to have been taken from the original text of a pretended king of India named ISAM, three hundred years before the time of ALEXANDER; or to mention that made from the testament of HUSHENK (entitled *Jáwidán khird*), by HASAN, son of SUHAIL, Minister of AL MAMU'N, the seventh *khalif* of the *Abbásí* dynasty. For both these pretended versions are probably the same with ABDU'LLAH'S, but erroneously ascribed to other authors.

From his Arabic text, a Greek translation, entitled Stephanites and Ichnelates, was completed, seven hundred years ago, by SIMEO SETHUS, for the Emperor ALEXIUS COMNENUS. One in Syriac, under the title of

Calaileg and *Damnag*, is probably taken from the Arabic, though purporting to be derived immediately from the Indian text. The Turkish versions (for there are more than one) have been derived mediately or immediately from the Arabic; and several Latin and Italian translations have been drawn from the Greek of SETHUS; not to mention another Latin one from the Hebrew, nor the German and Spanish versions from the Latin and the Italian. All these, as well as the French translation of GAULMIN, DAVID SAID, GALLAND and CARDONNE, from the Persian *Calílah u Damnáh*, and from the Turkish *Humáyún námeh* and *Anwári Suhailí*, as also the English version from the French, appear to have been compared with considerable attention by various persons: but, excepting two unfaithful imitations in Latin and Italian, the general correspondence of the rest seems to be acknowledged.*

We may conclude, therefore, that the Persian *Calílah u Damnah*, and *Ayár dánish*, exhibit a sufficiently exact representation of the Arabic translation from the *Pehleví*; and that, after rejecting avowed additions, we ought to find there a near resemblance to the Indian original. From a careful collation of both *Sanskrít* works with the genuine parts of the Persian translation, it is evident, as has been already shown, that the *Panchatantra* corresponds best with them: and there can be little hesitation in pronouncing this to be the original text of the work, which was procured from India by NU'SHI'RVA'N more than twelve hundred years ago.

This fact is not without importance in the general history of Indian literature; since it may serve to establish the greater antiquity of authors who are quoted in the *Panchatantra*; and amongst others, that of the celebrated astrologer VARA'HA MIHIRA, who is cited by name in one passage of the first chapter.

The *Hitopades'a*, containing nearly the same fables told more concisely and in a different order, has been translated into Persian, in comparatively recent times, by *Maulaví* TA'JU'DDI'N, who entitled it *Muferrehu'lkulu'b*; and who does not appear, from his preface, to have been aware, that the work, translated by him, was any way connected with the *Calílah u Damnah*.

This, as well as the *Hindí* version of it, by *Mír* BEHA'DUR ALI', which has been printed for the use of the College of Fort William, and which is entitled *Akhláki Hindí*, may afford some help to a student, reading the *Hitopades'a*, for his first exercise in the *Sanskrít* language. He will find still more effectual assistance in the English translations by Sir

---

* See Bibliotheca Græca of Fabricius, vol. vi. p. 460, and vol. x. p. 324; Bibliothèque Orientale of d'Herbelot, pp. 1118, 206, 245, 399, and 456; Works of Sir W. Jones, vol. vi. p. 4; and As. Res. vol. i. p. 429; also Wilkins's Heetopades, preface, p. xiii.

WILLIAM JONES and Mr. WILKINS : and, for this advantage, no less than for its easy style, the *Hitopades'a* has the first place in the present collection of *Sanskrít* works.

সূচীপত্র।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

বিগ্রহ—তৃতীয় কথাসংগ্রহ।

সন্ধি—চতুর্থ কথাসংগ্রহ।

হিতোপদেশের নীতিবিষয়ক নির্ঘণ্ট।

হিতোপদেশে যে যে উপদেশ আছে, তাহা সংক্ষেপে নির্ঘণ্টের আকারে নিম্নে প্রদর্শিত হইল। যাঁহার যে উপদেশটির প্রয়োজন, তিনি তাহা এই নির্ঘণ্ট দেখিয়া অনায়াসে গ্রন্থ হইতে বাহির করিতে পারিবেন, এবং বুঝিতে পারিবেন যে,—মনুষ্য-মাত্রেরই সকল কার্য্যে, সকল অবস্থায়, সকল স্থানে ও সকল সময়ে ইহা অপরিহার্য্য বন্ধু; সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, স্বদেশে বিদেশে, গৃহে অরণ্যে, জীবনে মরণে, ইহা অদ্বিতীয় সহায়। এই জন্যই আমাদের গুণগ্রাহী পিতৃপিতামহগণ শৈশবে মাতৃদুগ্ধের সঙ্গে এই উপদেশ পান করিতেন, এবং এই উপদেশের গুণেই সংসার-সংগ্রামে জয়লাভ করিতেন।

সাঙ্কেতিক চিহ্ন ;—

অব—অবতরণিকা, গ্রন্থের মুখবন্ধ। মিত্র—মিত্রলাভ প্রকরণ। সু—সুহৃদ্ভেদ প্রকরণ। বি—বিগ্রহ প্রকরণ। সন্ধি—সন্ধি প্রকরণ। এই সকল সঙ্কেতের পর যে সকল সংখ্যা আছে, সে সকল সেই সেই প্রকরণের শ্লোকসংখ্যা।

হিতোপদেশ।

নহেন সামান্য নর, এই গ্রন্থ যাঁর,
নরলোকে বিষ্ণুশর্ম্মা দেব-অবতার ;
পশু-পক্ষী-উপকথা উপলক্ষ্য তাঁর,
এ হিতোপদেশ সর্ব্ব জ্ঞানের ভাণ্ডার ;
দিব্য কল্পতরু দেয় বাঞ্ছিত কেবল,
এ হিতোপদেশ দেয় বাঞ্ছাধিক ফল ;
অলঙ্ঘ্য ইহার নীতি, নাহিক সংশয়,
প্রতিক্ষণে প্রতিকার্য্যে পাবে পরিচয় ;
বৃদ্ধের গৃহিণী ইহা শিশুর জননী,
যুবার সঙ্কট-সিন্ধু-পারের তরণী।

১

মিত্রলাভ।

এ বিশ্ব জানিবে শুধু প্রেমের বন্ধন,
প্রেমময় বিশ্বনাথ, প্রেমের মিলন ;
প্রেমে শক্তি প্রেমে ভুক্তি প্রেমে মুক্তি হয়,
প্রেমেই শোকের শান্তি জানিবে নিশ্চয় ;
মিত্রলাভ-প্রকরণে প্রেমের সাধন,
মিত্রলাভ বিনা কোথা মিলে প্রেম-ধন ?।

২

সুহৃদ্ভেদ।

কি কি পাপে প্রেমের বন্ধন ছিন্ন হয়,
সুহৃদ্ভেদ-প্রকরণে তারি পরিচয়।

৩

বিগ্রহ।

ছিঁড়িলে প্রেমের গ্রন্থি অবশ্য মরণ,
বিগ্রহ-প্রবন্ধে তার পাবে বিবরণ।

৪

সন্ধি।

পুনরায় প্রেমামৃত করিলে সেচন,
দূরে যায় মৃত্যু, হয় নূতন জীবন;
সন্ধি-প্রকরণে তার পাবে বিবরণ,
এই চারি পরিচ্ছেদে গ্রন্থ সমাপন।

ধন্য তুমি আর্য্যভূমি! রত্নের ভাণ্ডার!
সংসারের সার রত্ন সকলি তোমার;
ধন্য ধন্য বিষ্ণুশর্ম্মা! ভুবনভূষণ!
ভারত-মাতার তুমি হৃদয়ের ধন;
হৈল গত কত শত যুগ যুগান্তর,
পঞ্চভূতে মিশিয়াছে তব কলেবর;
কিন্তু তব কীর্ত্তি-দেহ এ হিতোপদেশ,
আজিও উজ্জ্বল করে স্বদেশ বিদেশ;
যে অমূল্য ধন তুমি দিয়াছ এ ভবে,
রবে কীর্ত্তি, যত কাল চন্দ্র সূর্য্য রবে;
সম্রাট-মুকুট শিরে যদি শোভা পায়,
শত শত কহিনুর জ্বলে যদি তায়;
সে সম্পদ সেই জন তুচ্ছ মনে করে,
এ হিতোপদেশ-রত্ন হৃদয়ে যে ধরে।

শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।
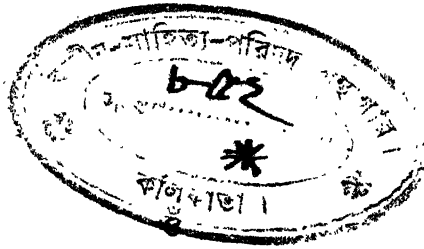
নমঃ শিবায়।

হিতোপদেশঃ।

মঙ্গলাচরণম্।

সিদ্ধিঃ সাধ্যে সতামস্তু প্রসাদাৎ তস্য ধূর্জ্জটেঃ।
জাহ্নবীফেনলেখেব যন্মূর্দ্ধ্নি শশিনঃ কলা॥ ১॥

অবতরণিকা।

শ্রুতো হিতোপদেশোঽয়ং পাটবং সংস্কৃতোক্তিষু।
বাচাং সর্ব্বত্র বৈচিত্র্যং নীতিবিদ্যাং দদাতি চ॥ ২॥
অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।
গৃহীতইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ॥ ৩॥
সর্ব্বদ্রব্যেষু বিদ্যৈব দ্রব্যমাহুরনুত্তমম্।
অহার্য্যত্বাদনর্ঘ্যত্বাদক্ষয়ত্বাচ্চ সর্ব্বদা॥ ৪॥

মঙ্গলাচরণ।

জহ্নুতনয়ার শুভ্র ফেনলেখা প্রায়, যাঁর শিরে শশিকলা সদা শোভা পায়;
সাধুগণ সেই সদাশিবের কৃপায়, শুভকর্ম্ম সিদ্ধিলাভ করুন ধরায়। ১।

আভাষ।

এ 'হিতোপদেশ' গ্রন্থ যে করে শ্রবণ, সংস্কৃতবচনে সেই হয় বিচক্ষণ;
নীতিবিদ্যা লভে, আর সে জন সর্ব্বত্র, সকল বিষয়ে লভে বাগ্মিতা বিচিত্র। ২।
অজর অমর জ্ঞান করি আপনারে, প্রাজ্ঞ জন বিদ্যা অর্থ চিন্তিবে সংসারে;
মৃত্যু যেন কেশে আসি করেছে ধারণ, ইহা ভাবি করিবে সে ধর্ম্ম আচরণ। ৩।
যত কিছু ধন রত্ন আছে এ জগতে, বিদ্যাধন সকলের শ্রেষ্ঠ সর্ব্বমতে;
না পারে হরিতে কেহ, নাহি হয় ক্ষয়, অমূল্য এ ধন ভবে জানিবে নিশ্চয়। ৪।

সঙ্গময়তি বিদ্যৈব নীচগাপি নরং সরিৎ।
সমুদ্রমিব দুর্দ্ধর্ষং নৃপং ভাগ্যমতঃ পরম্॥ ৫॥
বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াদ্ যাতি পাত্রতাম্।
পাত্রত্বাদ্ধনমাপ্নোতি ধনাদ্ধর্ম্মং ততঃ সুখম্॥ ৬॥
বিদ্যা শস্ত্রস্য শাস্ত্রস্য দ্বে বিদ্যে প্রতিপত্তয়ে।
আদ্যা হাস্যায় বৃদ্ধত্বে দ্বিতীয়াদ্রিয়তে সদা॥ ৭॥
যন্নবে ভাজনে লগ্নঃ সংস্কারো নান্যথা ভবেৎ।
কথাচ্ছলেন বালানাং নীতিস্তদিহ কথ্যতে॥ ৮॥
মিত্রলাভঃ সুহৃদ্ভেদো বিগ্রহঃ সন্ধিরেব চ।
পঞ্চতন্ত্রাৎ তথান্যস্মাদ্গ্রন্থাদাকৃষ্য লিখ্যতে॥ ৯॥

কথারম্ভঃ।

অস্তি ভাগীরথীতীরে পাটলিপুত্রনামধেয়ং নগরম্। তত্র সর্ব্বস্বামিগুণোপেতঃ সুদর্শনো নাম নরপতিরাসীৎ। স ভূপতিরেকদা কেনাপি পঠ্যমানং শ্লোকদ্বয়ং শুশ্রাব।

স্রোতস্বতী নিম্নগতি হ'লেও যেমতি, বিশাল সাগর সঙ্গে মিলে দ্রুতগতি;
বিদ্যাও তেমতি যদি নীচে করে স্থিতি, নরেন্দ্রসঙ্গমে তারে উচ্চ করে অতি। ৫।
বিদ্যায় বিনয় হয়, বিনয়ে সুপাত্র, সুপাত্র হইলে ধন লভে সে সর্ব্বত্র;
ধনের সদ্ব্যয়ে করে ধর্ম্ম উপার্জ্জন, ধর্ম্মের প্রভাবে সুখী হয় সেই জন। ৬।
শস্ত্রের বিদ্যায় কিম্বা শাস্ত্রের বিদ্যায়, উভয় বিদ্যায় লোকে প্রতিপত্তি পায়;
কিন্তু শস্ত্র বৃদ্ধকালে হাস্যের বিষয়, শাস্ত্রবিদ্যা সর্ব্বকালে সমাদৃত হয়। ৭।
কোমল শিশুর চিত্ত কাঁচা ভাণ্ড প্রায়, যাহাতে অঙ্কিত রেখা কভু না মিলায়;
সে চিত্তের উপযুক্ত নীতি-উপদেশ, এ গ্রন্থে গল্পের ছলে লিখিনু বিশেষ। ৮।
'মিত্রলাভ', 'সুহৃদ্ভেদ' যেইরূপে হয়, 'বিগ্রহ', পুনশ্চ 'সন্ধি', এ চারি বিষয়;
পঞ্চতন্ত্র আদি হ'তে করি সারোদ্ধার, এ গ্রন্থে সে সব কথা করিনু প্রচার। ৯।

কথারম্ভ।

ভাগীরথীর তীরে পাটলিপুত্র নামে এক নগর আছে। তথায় সমস্ত রাজগুণালঙ্কৃত সুদর্শন নামে এক রাজা ছিলেন। একদা সেই রাজা কোন ব্যক্তির মুখে এই দুইটি শ্লোক শ্রবণ করিলেন, যথা;—

অনেকসংশয়োচ্ছেদি পরোক্ষার্থস্য দর্শনম্।
সর্ব্বস্য লোচনং শাস্ত্রং যস্য নাস্ত্যন্ধ এব সঃ ॥ ১০ ॥
যৌবনং ধনসম্পত্তিঃ প্রভুত্বমবিবেকিতা।
একৈকমপ্যনর্থায় কিমু তত্র চতুষ্টয়ম্ ॥ ১১ ॥

ইত্যাকর্ণ্যাত্মনঃ পুত্রাণামনধিগতশাস্ত্রাণাং নিত্যমুন্মার্গগামিনাং শাস্ত্রাননুষ্ঠানেনোদ্বিগ্নমনাঃ স রাজা চিন্তয়ামাস।

কোঽর্থঃ পুত্রেণ জাতেন যো ন বিদ্বান্ ন ধার্ম্মিকঃ।
কাণেন চক্ষুষা কিং বা চক্ষুঃপীড়ৈব কেবলম্ ॥ ১২ ॥
অজাতমৃতমূর্খাণাং বরমাদ্যৌ ন চান্তিমঃ।
সকৃদ্দুঃখকরাবাদ্যাবন্তিমস্তু পদে পদে ॥ ১৩ ॥

কিঞ্চ। স জাতো যেন জাতেন যাতি বংশঃ সমুন্নতিম্।
পরিবর্ত্তিনি সংসারে মৃতঃ কো বা ন জায়তে ॥ ১৪ ॥

অন্যচ্চ। গুণিগণগণনারম্ভে ন পততি কঠিনী সুসম্ভ্রমাদ্ যস্য।
তেনাম্বা যদি সুতিনী বদ বন্ধ্যা কীদৃশী ভবতি ॥ ১৫ ॥

অশেষ সংশয় যেই করয়ে ছেদন, পরোক্ষ বিষয় যেই করায় দর্শন ;
একমাত্র সেই বিদ্যা সবার নয়ন, সে নয়ন নাহি যার অন্ধ সেই জন। ১০।
বিষম যৌবনকাল, সম্পদের জোর, প্রভুত্ব লোকের প্রতি, অবিচার ঘোর ;
এ চারির প্রত্যেকেই অনর্থ ঘটায়, চারিটি একত্র হ'লে কি বলিব তায়!। ১১।

সেই রাজা যখন এই দুইটি শ্লোক শ্রবণ করিলেন, তখন তিনি, শাস্ত্রজ্ঞানহীন সতত কুপথগামী নিজ পুত্রগণের শাস্ত্রবিরুদ্ধ অনুষ্ঠানের বিষয় স্মরণ করিয়া উদ্বিগ্ন-চিত্তে এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন ;—

বিদ্যাহীন ধর্ম্মহীন সে পুত্রে কি ফল, কাণা চক্ষু থাকা সে ত কষ্টই কেবল। ১২।
অজাত, জন্মিয়া মৃত, আর মূর্খ সুত, এ তিনের মধ্যে ভাল মৃত বা অজাত ;
অজাত বা মৃতে দুঃখ একবার মাত্র, পদে পদে দহে পুত্র হইলে অপাত্র। ১৩।
সার্থক জনম তাঁর, যাঁহার জনম, বংশের গৌরব বৃদ্ধি করে অনুপম ;
নতুবা, মরিয়া কে না জন্মলাভ করে, এ পরিবর্ত্তনশীল ভবের ভিতরে ?। ১৪।
গুণিগণ-গণনার আরম্ভ হইল, আগে ভাগে যার নামে খড়ি না পড়িল ;
সে পুত্রে জননী যদি পুত্রবতী হয়, তবে বল বন্ধ্যা নারী কারে বলা যায় ?। ১৫।

অপিচ। দানে তপসি শৌর্য্যে চ যস্য ন প্রথিতং যশঃ।
বিদ্যায়ামর্থলাভে চ মাতুরুচ্চার এব সঃ ॥ ১৬ ॥

অপরঞ্চ। বরমেকো গুণী পুত্রো ন চ মূর্খশতান্যপি।
একশ্চন্দ্রস্তমো হন্তি ন চ তারাগণোঽপি তৎ ॥ ১৭ ॥
পুণ্যতীর্থে কৃতং যেন তপঃ ক্বাপি সুদুষ্করম্।
তস্য পুত্রো ভবেদ্বশ্যঃ সমৃদ্ধো ধার্ম্মিকঃ সুধীঃ ॥ ১৮ ॥

তথাচোক্তম্। অর্থাগমো নিত্যমরোগিতা চ
প্রিয়া চ ভার্য্যা প্রিয়বাদিনী চ।
বশ্যশ্চ পুত্রোঽর্থকরী চ বিদ্যা
ষড় জীবলোকস্য সুখানি রাজন্ ॥ ১৯ ॥
কো ধন্যো বহুভিঃ পুত্রৈঃ কুশূলাপূরণাঢ়কৈঃ।
বরমেকঃ কুলালম্বী যত্র বিশ্রূয়তে পিতা ॥ ২০ ॥
ঋণকর্ত্তা পিতা শত্রুর্মাতা চ ব্যভিচারিণী।
ভার্য্যা রূপবতী শত্রুঃ পুত্রঃ শত্রুরপণ্ডিতঃ ॥ ২১ ॥

দানে তপে শৌর্য্যে যার নাহি ঘুষে মান, সে পুত্র মাতার মলমূত্রের সমান।১৬।
একমাত্র পুত্র যদি গুণবান্ হয়, সেও ভাল, শত শত মূর্খ কিছু নয়;
পুঞ্জ পুঞ্জ তারা দেখ! না হরে আঁধার, এক চন্দ্র আলো করে জগত সংসার। ১৭।

পুণ্যতীর্থে যেই নর সুদুষ্কর বহুতর
করিয়াছে তপের সাধন;
শান্ত দান্ত তাঁর সুত হয় সর্ব্বগুণযুত
সুধীবর ধার্ম্মিকরতন। ১৮।

নিত্য অর্থাগম, গৃহে নাহি কোন রোগ, প্রিয়ম্বদা প্রিয়তমা পত্নীর সম্ভোগ;
সদা বশীভূত সুত, বিদ্যা দেয় ফল, এই ছয় জীবলোকে সুখের সম্বল। ১৯।
গোলাঘরে সারি সারি শূন্য আড়ি প্রায়, গুণশূন্য শত পুত্রে কেবা ধন্য হয়;
থাকে যদি এক পুত্র, সেও বরং ভাল, নিজগুণে পিতৃনাম যে করে উজ্জ্বল। ২০।
পিতা শত্রু, যদি তিনি ঋণ ক'রে যান্, মাতা শত্রু, যদি তিনি সতীত্ব হারান্;
অত্যন্ত রূপসী ভার্য্যা শত্রু তারে কয়, আর শত্রু মূর্খ পুত্র, জানিবে নিশ্চয়।২১।

অনভ্যাসে বিষং বিদ্যা অজীর্ণে ভোজনং বিষম্।
বিষং গোষ্ঠী দরিদ্রস্য বৃদ্ধস্য তরুণী বিষম্ ॥ ২২ ॥
যস্য তস্য প্রসূতোঽপি গুণবান্ পূজ্যতে নরঃ।
ধনুর্বংশবিশুদ্ধোঽপি নির্গুণঃ কিং করিষ্যতি ॥ ২৩ ॥
হাহা পুত্রক নাধীতং গতাস্বেতাসু রাত্রিষু।
তেন ত্বং বিদুষাং মধ্যে পঙ্কে গৌরিব সীদসি ॥ ২৪ ॥

তৎ কথমিদানীমেতে মম পুত্রা গুণবন্তঃ ক্রিয়ন্তাম্।

আহারনিদ্রাভয়মৈথুনং চ
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্ম্মো হি তেষামধিকো বিশেষো
ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ ॥ ২৫ ॥

যতঃ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং যস্যৈকোঽপি ন বিদ্যতে।
অজাগলস্তনস্যেব তস্য জন্ম নিরর্থকম্ ॥ ২৬ ॥

আলোচনা না করিলে বিদ্যা বিষ হয়, অজীর্ণে ভোজন বিষ জানিবে নিশ্চয়;
দরিদ্রের বহু পোষ্য বিষ বলে গণি, প্রাচীনের পক্ষে বিষ তরুণী রমণী। ২২।
যে সে বংশে জন্মি যদি হয় গুণবান্, সর্ব্ব লোকে অবশ্যই করে তার মান;
উত্তম বংশের ধনু হইলে কি হয়, গুণ না থাকিলে তায় কিবা ফলোদয়? (১)। ২৩।
হায়! পুত্র! বৃথা গেল এতেক রজনী, লেখাপড়া না শিখিলে ঠকিলে আপনি;
পঙ্কমধ্যে ধেনু হয় নিমগ্ন যেমনি, পণ্ডিতসমাজে তব দুর্গতি তেমনি। ২৪।

অতএব এক্ষণে কি উপায়ে আমার এই পুত্রগুলিকে গুণবান্ করা যায়? দেখ!—
এ জগতে নিদ্রা, ভয়, ভোজন, মৈথুন, পশু আর নরে ইহা সাধারণ গুণ;
ধর্ম্মেই মনুষ্য হয় পশু হ'তে ভিন্ন, ধর্ম্ম না থাকিলে নর পশুমধ্যে গণ্য। ২৫।
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, চারিটিই চাই, চারিটির মধ্যে যার কোনটিই নাই;
ছাগলের গলদেশে স্তনের মতন, সে জন জনম লাভ করে অকারণ। ২৬।

---

(১) বংশ শব্দে কুল বুঝায় এবং বাঁশ বুঝায়। ধনুকের পক্ষে বংশ অর্থাৎ বাঁশ। গুণ শব্দে বিদ্যা বিনয় প্রভৃতি, এবং ধনুকের পক্ষে গুণ অর্থাৎ ছিলা। ধনুক, ভাল ঝাড়ের বাঁশ হইতে প্রস্তুত হইলেও, যদি তাহাতে ছিলা না থাকে, সে যেমন অকর্ম্মণ্য হয়, মানুষও তেমনি ভাল বংশে উৎপন্ন হইয়াও গুণহীন হইলে, অকর্ম্মণ্য হয়।

চ্চোচ্যতে।

আয়ুঃ কর্ম্ম চ বিত্তং চ বিদ্যা নিধনমেব চ।
পঞ্চৈতান্যপি সৃজ্যন্তে গর্ব্তস্থস্যৈব দেহিনঃ॥ ২৭॥

কিঞ্চ। অবশ্যম্ভাবিনো ভাবা ভবন্তি মহতামপি।
নগ্নত্বং নীলকণ্ঠস্য মহাহিশয়নং হরেঃ॥ ২৮॥

অপিচ। যদভাবি ন তদ্ভাবি ভাবি চেন্ন তদন্যথা।
ইতি চিন্তাবিষঘ্নোঽয়মগদঃ কিং ন পীয়তে॥ ২৯॥

এতৎ কার্য্যাক্ষমাণাং কেষাঞ্চিদালস্যনিবন্ধনং বচনম্।

ন দৈবমপি সঞ্চিন্ত্য ত্যজেদুদ্যোগমাত্মনঃ।
অনুদ্যোগেন তৈলানি তিলেভ্যো নাপ্তুমর্হতি॥ ৩০॥

অন্যচ্চ। উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।
দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা
যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ॥৩১॥

আর বলিয়া থাকে যে,—

আয়ু, কর্ম্ম, ধন, বিদ্যা ও নিধন,
এ পাঁচ বিষয় ভবে ;
গর্ভবাস কালে বিধি লেখে ভালে,
চেষ্টা কেন কর তবে ?। ২৭।

কপালে যা আছে তাহা অবশ্য ঘটিবে, সকলের শ্রেষ্ঠ যিনি তাঁরো না খণ্ডিবে ;
কপালের দোষে শিব সদা বিবসন, সর্পের শয্যায় দেখ ! বিষ্ণুর শয়ন। ২৮।

না হবার যাহা, তার কে করে ঘটন, যা হবার হবে, তার কে করে খণ্ডন ;
সর্ব্ব চিন্তা-বিষ নাশ করে এই জ্ঞান, এ ঔষধ কেন লোকে নাহি করে পান ?।২৯।

এই সকল কথা কতকগুলি অকর্ম্মণ্য লোকে আলস্যবশতই বলিয়া থাকে। কেন না ;—

দৈবের দোহাই দিয়া থাকা কিছু নয় ; বিনা যত্নে তিল হ'তে তৈল নাহি হয়।৩০।

আরো কথিত আছে যে ;—

লভে লক্ষ্মী সতত উদ্যোগী নরবর, কাপুরুষে দৈবে সদা করয়ে নির্ভর ;
দৈব ছাড়ি দেখাও পৌরুষ প্রাণপণে, কি দোষ ! রতন যদি না মিলে যতনে ?।৩১।

যথা হ্যেকেন চক্রেণ ন রথস্য গতির্ভবেৎ।
এবং পুরুষকারেণ বিনা দৈবং ন সিধ্যতি ॥ ৩২ ॥

তথাচ। পূর্ব্বজন্মকৃতং কর্ম্ম তদ্দৈবমিতি কথ্যতে।
তস্মাৎ পুরুষকারেণ যত্নং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ ॥ ৩৩ ॥

যথা মৃৎপিণ্ডতঃ কর্ত্তা কুরুতে যদ্ যদিচ্ছতি।
এবমাত্মকৃতং কর্ম্ম মানবঃ প্রতিপদ্যতে ॥ ৩৪ ॥

অন্যচ্চ। কাকতালীয়বৎ প্রাপ্তং দৃষ্ট্বাপি নিধিমগ্রতঃ।
ন স্বয়ং দৈবমাদত্তে পুরুষার্থমপেক্ষতে ॥ ৩৫ ॥

উদ্যমেন হি সিধ্যন্তি কার্য্যাণি ন মনোরথৈঃ।
নহি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ ॥ ৩৬ ॥

মাতৃপিতৃকৃতাভ্যাসো গুণিতামেতি বালকঃ।
ন গর্ভচ্যুতিমাত্রেণ পুত্রো ভবতি পণ্ডিতঃ ॥ ৩৭ ॥

তথাচ। মাতা শত্রুঃ পিতা বৈরী যেন বালো ন পাঠিতঃ।
ন শোভতে সভামধ্যে হংসমধ্যে বকো যথা ॥ ৩৮ ॥

রূপযৌবনসম্পন্না বিশালকুলসম্ভবাঃ।
বিদ্যাহীনা ন শোভন্তে নির্গন্ধা ইব কিংশুকাঃ ॥৩৯॥

শুধু চক্রে যেমন শকট নাহি চলে; তেমনি পৌরুষ বিনা দৈব নাহি ফলে। ৩২।
পূর্ব্ব জনমের কার্য্য 'দৈব' তারি নাম; কার্য্যে তবে পৌরুষ দেখাও অবিরাম।৩৩
যেমতি মৃত্তিকাপিণ্ড লয়ে কুম্ভকার, ইচ্ছামত গড়ে কত বিচিত্র আকার;
তেমতি করিয়া লোক আপন ইচ্ছায়, আপন কার্য্যের ফল আপনিই পায়। ৩৪।
দৈবাৎ সম্মুখে যদি হেরে কেহ নিধি, হাতে কি নিজেই তাহা তুলে দেয় বিধি?
কুড়াইয়া লইতেও চেষ্টা করা চাই, পুরুষের চেষ্টা বিনা কোন সিদ্ধি নাই। ৩৫।
ইচ্ছায় না হয় কাজ উদ্যম বিহনে; মৃগ নাহি পশে সুপ্ত সিংহের বদনে। ৩৬।
মা বাপ শিখালে, পুত্র তবে শিখে নীত; পেটে থেকে পড়িয়াই না হয় পণ্ডিত।৩৭।
পিতা মাতা বাল্যকালে যারে না পড়ায়, সে পিতা মাতাকে তার শত্রু বলা যায়;
সে পুত্র হংসের মাঝে বকের সমান, পণ্ডিতসমাজমাঝে নাহি পায় মান। ৩৮।
পরম সুরূপ যুবা বড়ই কুলীন, তথাপি সে নাহি শোভে হ'লে বিদ্যাহীন;
পলাশ কুসুম দেখ! দেখিতে সুন্দর, গন্ধ নাই বলে তারে না করে আদর। ৩৯।

মূর্খোঽপি শোভতে তাবৎ সভায়াং বস্ত্রবেষ্টিতঃ।
তাবচ্চ শোভতে মূর্খো যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে ॥ ৪০ ॥

এতচ্চিন্তয়িত্বা স রাজা পণ্ডিতসভাং কারিতবান্। রাজোবাচ। ভো ভোঃ পণ্ডিতাঃ শ্রূয়তাম্। অস্তি কশ্চিদেবম্ভূতো বিদ্বান্ যো মম পুত্রাণাং নিত্যমুন্মার্গগামিনামনধিগতশাস্ত্রাণাম্ ইদানীং নীতিশাস্ত্রোপদেশেন পুনর্জন্ম কারয়িতুং সমর্থঃ।

যতঃ। কাচঃ কাঞ্চনসংসর্গাদ্ধত্তে মারকতীং দ্যুতিম্।
তথা সৎসন্নিধানেন মূর্খো যাতি প্রবীণতাম্ ॥ ৪১ ॥

উক্তং চ। হীয়তে হি মতিস্তাত হীনৈঃ সহ সমাগমাৎ।
সমৈশ্চ সমতামেতি বিশিষ্টৈশ্চ বিশিষ্টতাম্ ॥ ৪২ ॥

অত্রান্তরে বিষ্ণুশর্ম্মনামা মহাপণ্ডিতঃ সকলনীতিশাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞো বৃহস্পতিরিবাব্রবীৎ। দেব মহাকুলসম্ভূতা এতে রাজপুত্রা ময়া নীতিং গ্রাহয়িতুং শক্যন্তে।

মূর্খ যদি সাধুবেশে সাধুর সভায় বসে,
কোন কথা নাহি তথা কয় যতক্ষণ;
ততক্ষণ সাধুপ্রায় সে সভায় শোভা পায়,
কথা কহিলেই ধরা পড়ে সেই জন। ৪০।

সেই রাজা এই সকল ভাবিয়া, পণ্ডিতগণকে ডাকাইয়া একটি সভা করিলেন। রাজা কহিলেন, হে পণ্ডিতগণ! শ্রবণ করুন। আপনাদের মধ্যে কি কেহ এমন পণ্ডিত আছেন, যিনি, সদাই কুপথগামী শাস্ত্রজ্ঞানহীন আমার পুত্রগণকে এক্ষণে নীতিশাস্ত্রের উপদেশ দিয়া তাহাদের পুনর্জন্ম সম্পাদন করিতে পারেন? যেহেতু;—

কাঞ্চনের কাছে কাচ থাকিলে যেমন, মরকত-মণি-শোভা করয়ে ধারণ;
সেইরূপ সাধুসহবাস করি লাভ, মূর্খও প্রবীণ হয় ছাড়য়ে স্বভাব। ৪১।
হীন-সহবাসে বুদ্ধি হীনতাই পাবে, সমানের সহবাসে রহে সমভাবে;
পরম শিষ্টের সঙ্গে হইলে মিলন, বুদ্ধিও শিষ্টতা অতি করয়ে ধারণ। ৪২।

সেই সময়, বৃহস্পতির ন্যায় সমস্ত নীতিশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ বিষ্ণুশর্ম্মা নামে এক বিখ্যাত পণ্ডিত রাজাকে বলিলেন, দেব! এই রাজপুত্রেরা মহাবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; আমি ইহাঁদিগকে নীতি শিখাইতে পারিব।

যতঃ। নাদ্রব্যে নিহিতা কাচিৎ ক্রিয়া ফলবতী ভবেৎ।
ন ব্যাপারশতেনাপি শুকবৎ পাঠ্যতে বকঃ ॥ ৪৩ ॥

অন্যচ্চ। অস্মিংস্তু নির্গুণং গোত্রে নাপত্যমুপজায়তে।
আকরে পদ্মরাগাণাং জন্ম কাচমণেঃ কুতঃ ॥ ৪৪ ॥

অতোঽহং ষণ্মাসাভ্যন্তরে ভবৎপুত্রান্ নীতিশাস্ত্রাভিজ্ঞান্ করিষ্যামি। রাজা সবিনয়ং পুনরুবাচ।

কীটোঽপি সুমনঃসঙ্গাদারোহতি সতাং শিরঃ।
অশ্মাপি যাতি দেবত্বং মহদ্ভিঃ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৪৫ ॥

অন্যচ্চ। যথোদয়গিরৌ দ্রব্যং সন্নিকর্ষেণ দীপ্যতে।
তথা সৎসন্নিধানেন হীনবর্ণোঽপি দীপ্যতে ॥ ৪৬ ॥

গুণা গুণজ্ঞেষু গুণা ভবন্তি
তে নির্গুণং প্রাপ্য ভবন্তি দোষাঃ।
আস্বাদ্যতোয়াঃ প্রভবন্তি নদ্যঃ
সমুদ্রমাসাদ্য ভবন্ত্যপেয়াঃ ॥ ৪৭ ॥

কেন না ;—

অপাত্রে করিলে চেষ্টা ফলে না কখন ; পড়ালে না পড়ে বক শুকের মতন। ৪৩।

এ বংশ নির্গুণ পুত্র প্রসব না করে ; কাচ কি জনমে পদ্মরাগের আকরে ?(১)।৪৪।

অতএব আমি ছয় মাসের মধ্যেই আপনার পুত্রদিগকে নীতিশাস্ত্রে সুশিক্ষিত করিব।

রাজা বিনীতভাবে পুনরায় কহিলেন ;—

ক্ষুদ্র কীট থাকে যদি কুসুমের সনে, তাহারেও মস্তকে করে যত সাধুগণে ;
মহতে সাদরে যদি করে প্রতিষ্ঠিত, শিলাও দেবতা বলি হয় সে পূজিত। ৪৫।
উদয়গিরির কাছে যত দ্রব্য রয়, প্রভাকর-সহযোগে হয় প্রভাময় ;
হীনজাতি লভি তথা সাধুসমাগম, হীনতা ত্যজিয়া শোভা পায় অনুপম। ৪৬।
স্বভাবত গুণিগণ বিশুদ্ধহৃদয়, দুষ্ট-সহবাসে কিন্তু বিপরীত হয় ;
মধুর প্রবাহে বহে তটিনী সকল(২), সাগরে মিশিলে কিন্তু লোণা হয় জল। ৪৭।

---

(১) পদ্মরাগ—মাণিক।
(২) তটিনী—নদী।

তদেতেষামস্মৎপুত্রাণাং নীতিশাস্ত্রোপদেশায় ভবন্তঃ প্রমাণম্। ইত্যুক্ত্বা তস্য বিষ্ণুশর্ম্মণো বহুমানপুরঃসরং পুত্রান্ সমর্পিতবান্। অথ প্রাসাদপৃষ্ঠে সুখোপবিষ্টানাং রাজপুত্রাণাং পুরস্তাৎ প্রস্তাবক্রমেণ স পণ্ডিতোঽব্রবীৎ—ভো রাজপুত্রাঃ শৃণুত।

কাব্যশাস্ত্রবিনোদেন কালো গচ্ছতি ধীমতাম্।
ব্যসনেন চ মূর্খাণাং নিদ্রয়া কলহেন বা॥ ৪৮॥

তদ্ভবতাং বিনোদায় কাককূর্ম্মাদীনাং বিচিত্রাং কথাং কথয়ামি। রাজপুত্রৈরুক্তম্—আর্য্য! কথ্যতাম্।

ইতি কথারম্ভঃ সমাপ্তঃ।

অতএব, আমার এই পুত্রগণকে নীতিশাস্ত্র শিখাইতে আপনিই উপযুক্ত। তিনি এই কথা বলিয়া সেই বিষ্ণুশর্ম্মার যথেষ্ট সম্মান করিয়া, তাঁহার হস্তে পুত্রগণকে সমর্পণ করিলেন। অনন্তর, সেই রাজপুত্রেরা রাজভবনের ছাদে সুখে উপবেশন করিলে, সেই পণ্ডিত প্রসঙ্গক্রমে কহিলেন, হে রাজপুত্রগণ! শ্রবণ কর;—

কাব্যশাস্ত্র-আলাপনে সদাই সানন্দ মনে
এ ভুবনে হরে কাল যত সুধীগণ,
নানা পাপ আচরণে নিদ্রা আর কুবচনে
সময় কাটায় বৃথা হীনবুদ্ধি জন। ৪৮।

অতএব তোমাদের আমোদের জন্য আমি কাককূর্ম্ম প্রভৃতির বিচিত্র কথা বলিব। রাজপুত্রেরা কহিলেন, আর্য্য! বলুন।

মিত্রলাভঃ।

বিষ্ণুশর্ম্মোবাচ—শৃণুত। সম্প্রতি মিত্রলাভঃ প্রস্তূয়তে যস্যায়মাদ্যঃ শ্লোকঃ।

অসাধনা বিত্তহীনা বুদ্ধিমন্তঃ সুহৃত্তমাঃ।
সাধয়ন্ত্যাশু কার্য্যাণি কাককূর্ম্মমৃগাখুবৎ ॥ ১ ॥

রাজপুত্রা ঊচুঃ—কথমেতৎ। বিষ্ণুশর্ম্মা কথয়তি। অস্তি গোদাবরীতীরে বিশালঃ শাল্মলীতরুঃ। তত্র নানাদিগ্দেশাদাগত্য রাত্রৌ পক্ষিণো নিবসন্তি। অথ কদাচিদবসন্নায়াং রাত্রৌ অস্তাচলচূড়াবলম্বিনি ভগবতি কুমুদিনীনায়কে চন্দ্রমসি লঘুপতনকনামা বায়সঃ প্রবুদ্ধঃ কৃতান্তমিব দ্বিতীয়মায়ান্তং পাশহস্তং ব্যাধমপশ্যৎ। তমবলোক্যাচিন্তয়ৎ। অদ্য প্রাতরেবানিষ্টদর্শনং জাতম্। ন জানে কিমনভিমতং দর্শয়িষ্যতি। ইত্যুক্ত্বা তদনুসরণক্রমেণ ব্যাকুলশ্চলিতঃ।

মিত্রলাভ।

বিষ্ণুশর্ম্মা কহিলেন,—শ্রবণ কর। এক্ষণে মিত্রলাভের কথা বলিতেছি; তাহার প্রথম শ্লোক এই;—

অর্থ-বল-বিহীন উপায়বিরহিত, মিত্রগণ পরস্পরে হইয়া মিলিত;
অবিলম্বে নিজ কার্য্য করয়ে সাধন, কাক, কূর্ম্ম, মৃগ আর মূষিক যেমন। ১।

রাজপুত্রেরা কহিলেন, সে কিরূপ? বিষ্ণুশর্ম্মা বলিতে লাগিলেন।

গোদাবরী নদীর তীরে এক প্রকাণ্ড শাল্মলী বৃক্ষ আছে। নানা দিক ও নানা দেশ হইতে পক্ষীরা আসিয়া রাত্রিকালে সেই বৃক্ষে বাস করে। একদা রাত্রি শেষ হইলে এবং ভগবান্ কুমুদিনীকান্ত চন্দ্রমা অস্তাচলের শিখর আশ্রয় করিলে, লঘুপতনক নামে এক কাক জাগরিত হইয়া দেখিল, দ্বিতীয় কৃতান্তের ন্যায় এক ব্যাধ পাশহস্তে আসিতেছে। সেই ব্যাধকে দেখিয়া সে ভাবিল, আজি প্রভাতেই অশুভদর্শন হইল। না জানি কি অনিষ্ট ঘটিবে? ইহা ভাবিয়া ব্যাকুলচিত্তে সেই ব্যাধের অনুসরণ করিতে লাগিল।

যতঃ। শোকস্থানসহস্রাণি ভয়স্থানশতানি চ।
দিবসে দিবসে মূঢ়মাবিশন্তি ন পণ্ডিতম্ ॥ ২ ॥

অন্যচ্চ। বিষয়িণামিদমবশ্যং করণীয়ম্।
উত্থায়োত্থায় বোদ্ধব্যং মহদ্ভয়মুপস্থিতম্।
মরণব্যাধিশোকানাং কিমদ্য নিপতিষ্যতি ॥ ৩ ॥

অথ তেন ব্যাধেন তণ্ডুলকণান্ বিকীর্য্য জালং বিস্তীর্ণম্। স চ প্রচ্ছন্নো ভূত্বা স্থিতঃ। তস্মিন্নেব কালে চিত্রগ্রীবনামা কপোতরাজঃ সপরিবারো বিয়তি বিসর্পংস্তাংস্তণ্ডুলকণানবলোকয়ামাস। ততঃ কপোতরাজস্তণ্ডুলকণলুব্ধান্ কপোতান্ প্রত্যাহ—কুতোঽত্র নির্জ্জনে বনে তণ্ডুলকণানাং সম্ভবঃ। তন্নিরূপ্যতাং তাবৎ। ভদ্রমিদং ন পশ্যামি। প্রায়েণানেন তণ্ডুলকণলোভেনাস্মাভিরপি তথা ভবিতব্যম্।

কঙ্কণস্য তু লোভেন মগ্নঃ পঙ্কে সুদুস্তরে।
বৃদ্ধব্যাঘ্রেণ সংপ্রাপ্তঃ পথিকঃ স মৃতো যথা ॥ ৪ ॥

কপোতা ঊচুঃ—কথমেতৎ। কপোতরাজঃ কথয়তি। অহ-

যেহেতু ;—

সহস্র সহস্র শোক, শত শত ভয় ; মূঢ়েই প্রবেশে নিত্য, জ্ঞানী সুখে রয়। ২।

আর, বিষয়ী লোকের ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য ;—

শয্যা হ'তে উঠি নিত্য সম্মুখে দেখিবে; মৃত্যু রোগ শোক এর কি আজি ঘটিবে।৩

অনন্তর, সেই ব্যাধ তণ্ডুলকণা ছড়াইয়া জাল বিস্তৃত করিল, এবং তথায় আপনিও প্রচ্ছন্নভাবে রহিল। ঠিক্ সেই সময়, চিত্রগ্রীব নামে এক কপোতরাজ সপরিবারে আকাশে ভ্রমণ করিতে করিতে সেই সকল তণ্ডুলকণা দেখিতে পাইল। অনন্তর, কপোতগণকে তণ্ডুলকণায় লোলুপ দেখিয়া কপোতরাজ কহিল,—এই নির্জ্জন বনে তণ্ডুলকণা কোথা হইতে আসিল? অতএব এ বিষয় অনুসন্ধান করা যাউক। এ ভাল বলিয়া বোধ হয় না। বুঝি এই তণ্ডুলকণার লোভে আমাদেরও সেইরূপ ঘটিবে ;—

কঙ্কণের লোভে হ'য়ে পঙ্কে নিমগন ; বৃদ্ধ-ব্যাঘ্র হস্তে মরে পথিক যেমন। ৪।

কপোতেরা কহিল,—সে কিরূপ? কপোতরাজ কহিল,—আমি একদা

মেকদা দক্ষিণারণ্যে চরন্নপশ্যম্। একো বৃদ্ধব্যাঘ্রঃ স্নাতঃ কুশহস্তঃ সরস্তীরে ব্রূতে—ভো ভোঃ পান্থা ইদং সুবর্ণকঙ্কণং গৃহ্যতাম্। ততো লোভাকৃষ্টেন কেনচিৎ পান্থেনালোচিতম্—ভাগ্যেনৈতৎ সম্ভবতি। কিন্ত্বস্মিন্নাত্মসন্দেহে প্রবৃত্তির্ন বিধেয়া।

যতঃ। অনিষ্টাদিষ্টলাভেঽপি ন গতির্জায়তে শুভা।
যত্রাস্তে বিষসংসর্গোঽমৃতং তদপি মৃত্যবে॥ ৫॥

কিন্তু সর্ব্বত্রার্থার্জ্জনে প্রবৃত্তিঃ সন্দেহএব।

তথাচোক্তম্।

ন সংশয়মনারুহ্য নরো ভদ্রাণি পশ্যতি।
সংশয়ং পুনরারুহ্য যদি জীবতি পশ্যতি॥ ৬॥

তন্নিরূপয়ামি তাবৎ। প্রকাশং ব্রূতে—কুত্র তব কঙ্কণম্। ব্যাঘ্রো হস্তং প্রসার্য্য দর্শয়তি। পান্থোঽবদৎ—কথং মারাত্মকে ত্বয়ি বিশ্বাসঃ। ব্যাঘ্র উবাচ—শৃণু রে পান্থ প্রাগেব যৌবন-দশায়ামতিদুর্বৃত্ত আসম্। অনেকগোব্রাহ্মণমনুষ্যবধান্মে পুত্রা-

---

দক্ষিণারণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলাম একটি বৃদ্ধ ব্যাঘ্র স্নান করিয়া হস্তে কুশ লইয়া সরোবরের তীরে দাঁড়াইয়া বলিতেছে,—ওহে পথিকগণ! এই সুবর্ণকঙ্কণ গ্রহণ কর। অনন্তর লোভাকৃষ্ট হইয়া একজন পথিক ভাবিতে লাগিল,—ভাগ্য-ক্রমেই এরূপ লাভ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু যাহাতে জীবনের সংশয়, তাহাতে লোভ করা ভাল নয়। কারণ;—

যদিও অনিষ্ট হ'তে ইষ্ট লাভ হয়, তথাপি সে কভু শুভ লক্ষণের নয়;
বিষের সংসর্গে যদি অমৃতও রয়, সে অমৃতে মৃত্যুভয় জানিবে নিশ্চয়। ৫।

কিন্তু, অর্থ উপার্জ্জন করিতে গেলে সকল স্থলেই ত সংশয় আছে।

কথিতও আছে যে;—

সংশয়-দোলায় না চড়িয়া কে কোথায়, সম্পদের মুখ বল! দেখিবারে পায়?
সংশয়ে পড়িয়া যদি উঠে কাটাইয়া, তবে ত সে হয় সুখী সৌভাগ্য লভিয়া। ৬.

অতএব অনুসন্ধান করিয়া দেখি। অনন্তর প্রকাশ্যভাবে কহিল,—কোথায় তোমার কঙ্কণ? ব্যাঘ্র হাত বাড়াইয়া দেখাইল। পথিক কহিল,—তুমি হিংস্র-স্বভাব, তোমাতে বিশ্বাস কি? ব্যাঘ্র কহিল,—শুন রে পথিক! পূর্ব্বে আমি

মৃতা দারাশ্চ। বংশহীনশ্চাহম্। ততঃ কেনাপি ধার্ম্মিকেণাহমুপদিষ্টঃ—দানধর্ম্মাদিকমাচরতু ভবানিতি। তদুপদেশাদিদানীমহং স্নানশীলো দাতা বৃদ্ধো গলিতনখদন্তো ন কথং বিশ্বাসভূমিঃ।
উক্তং চ। ইজ্যাধ্যয়নদানানি তপঃ সত্যং ধৃতিঃ ক্ষমা।
অলোভ ইতি মার্গোহয়ং ধর্ম্মস্যাষ্টবিধঃ স্মৃতঃ ॥ ৭ ॥
তত্র পূর্ব্বশ্চতুর্ব্বর্গো দম্ভার্থমপি সেব্যতে।
উত্তরস্তু চতুর্ব্বর্গো মহাত্মন্যেব তিষ্ঠতি ॥ ৮ ॥

মম চৈতাবান্ লোভবিরহো যেন স্বহস্তগতমপি সুবর্ণকঙ্কণং যস্মৈ কস্মৈচিৎ দাতুমিচ্ছামি। তথাপি ব্যাঘ্রো মানুষং খাদতীতি লোকাপবাদো দুর্নিবারঃ।
যতঃ। গতানুগতিকো লোকঃ কুট্টনীমুপদেশিনীম্।
প্রমাণয়তি নো ধর্ম্মে যথা গোঘ্নমপি দ্বিজম্ ॥ ৯ ॥

যৌবনকালে বড়ই দুর্বৃত্ত ছিলাম। অনেক গো, ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য মনুষ্য হিংসা করায়, সেই পাপে আমার স্ত্রী ও পুত্র মারা গিয়াছে। আমি নির্বংশ হইয়াছি। তাহার পর, একজন ধার্ম্মিক আমায় উপদেশ দিলেন যে, তুমি দানধর্ম্মাদির অনুষ্ঠান কর। তাঁহারই উপদেশে আমি এক্ষণে নিত্য স্নান ও দান করিয়া থাকি। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার নখ ও দন্ত বিগলিত হইয়াছে। আমি কেনই বিশ্বাসের পাত্র না হইব ?

যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, তপস্যা-সাধন, সত্য, ধৃতি, ক্ষমা, আর লোভবিসর্জ্জন ;
এ আট প্রকার হয় ধর্ম্মের লক্ষণ, ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহা সাধুগণের বচন। ৭।
প্রথম চারিটি দম্ভকারণেও হয় ; শেষের চারিটি কিন্তু সাধুতেই রয় (১)। ৮।

আমি লোভকে এতদূর ত্যাগ করিয়াছি যে, আমার হস্তগতও এই সুবর্ণকঙ্কণ যাহাকে তাহাকে দিতে চাহিতেছি। তথাপি 'বাঘে মানুষ খায়' এই লোকাপবাদ ঘুচিবার নয়। যেহেতু ;—

চলা পথে সকলেই চলিবারে চায়, ভাল হইলেও অন্য পথে নাহি যায় ;
গোহন্তা বিপ্রের কিম্বা কুট্টনীর স্থানে, পেলেও ধর্ম্মের কথা কেহ নাহি মানে।৯।

---

(১) প্রথম চারিটি, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত আট প্রকার ধর্ম্মের মধ্যে যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান ও তপস্যা ; কোন কোন লোকে এই চারিটি অভিমানবশতও সেবা করে, কিন্তু শেষের চারিটি অর্থাৎ সত্য, ধৃতি, ক্ষমা ও অলোভ, এই চারিটি প্রকৃত সাধু ভিন্ন আর কেহ পায় না।

ময়া চ ধর্ম্মশাস্ত্রাণ্যধীতানি। শৃণু।

মরুস্থল্যাং যথা বৃষ্টিঃ ক্ষুধার্ত্তে ভোজনং তথা।
দরিদ্রে দীয়তে দানং সফলং পাণ্ডুনন্দন ॥ ১০ ॥
প্রাণা যথাত্মনোঽভীষ্টা ভূতানামপি তে তথা।
আত্মৌপম্যেন ভূতেষু দয়াং কুর্ব্বন্তি সাধবঃ ॥ ১১ ॥

অপরঞ্চ। প্রত্যাখ্যানে চ দানে চ সুখদুঃখে প্রিয়াপ্রিয়ে।
আত্মৌপম্যেন পুরুষঃ প্রমাণমধিগচ্ছতি ॥ ১২ ॥

অন্যচ্চ। মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্টবৎ।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ ॥ ১৩ ॥

ত্বং চাতীবদুর্গতঃ। তেন তুভ্যং দাতুং সযত্নোঽহম্।
তথাচোক্তম্।

দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্।
ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং নীরুজস্য কিমৌষধৈঃ ॥ ১৪ ॥

আমি ধর্ম্মশাস্ত্রও পড়িয়াছি। শুন!—

মরুভূমে বৃষ্টিতুল্য ক্ষুধার্ত্তে ভোজন; সার্থক দরিদ্রে দান হে পাণ্ডুনন্দন!। ১০।
আমি ভালবাসি নিজ জীবন যেমনি, অন্যে ভালবাসে তার জীবন তেমনি;
সাধুগণ এইরূপ আত্মতুলনায়, প্রকাশেন পরদুঃখে দয়া অতিশয়। ১১।
পরচিত্তে সুখ কিম্বা দুঃখ উৎপাদন, পর প্রতি প্রিয় কিম্বা অপ্রিয় কথন;
প্রত্যাখ্যান(১) কিম্বা দান, কোন্‌টি বিহিত? আত্মতুলনায় তাহা বুঝিবে নিশ্চিত।১২।
পরদার হেরে যেই মাতার সমান, পরধনে লোষ্টসম সদা যার জ্ঞান;
সর্ব্বভূতে আত্মসম হৃদয়ের টান, তাকেই পণ্ডিত বলি করিবে সম্মান। ১৩।

তুমি অত্যন্ত দরিদ্র, তাই তোমাকে দিবার জন্য আমি এত যত্নবান্ হইয়াছি।
কথিতও আছে যে;—

কুন্তীর নন্দন! কর হে ভরণ
দীন দুঃখী যে সকল;
ঔষধে মঙ্গল রোগীর কেবল
সুস্থ জনে কিবা ফল?। ১৪।

---

(১) প্রত্যাখ্যান—ভিক্ষুককে কিছু না দিয়া বিদায় করা।

অন্যচ্চ। দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥১৫॥

তদত্র সরসি স্নাত্বা সুবর্ণকঙ্কণমিদং গৃহাণ। ততো জাত-বিশ্বাসো যাবদসৌ সরঃ স্নাতুং প্রবিষ্টঃ তাবদেব মহাপঙ্কে নিমগ্নঃ পলায়িতুমক্ষমঃ। পঙ্কে পতিতং দৃষ্ট্বা ব্যাঘ্রোঽবদৎ—অহহ মহা-পঙ্কে পতিতোঽসি। অতস্ত্বামুত্থাপয়ামি। ইত্যুক্ত্বা শনৈঃ শনৈ-রুপগম্য তেন ব্যাঘ্রেণ ধৃতঃ স পান্থোঽচিন্তয়ৎ।

ন ধর্ম্মশাস্ত্রং পঠতীতি কারণং ন বাপি বেদাধ্যয়নং দুরাত্মনঃ।
স্বভাব এবাত্র তথাতিরিচ্যতে যথা প্রকৃত্যা মধুরং গবাং পয়ঃ ॥১৬॥

কিঞ্চ। অবশেন্দ্রিয়চিত্তানাং হস্তিস্নানমিব ক্রিয়া।
দুর্ভগাভরণপ্রায়ো জ্ঞানং ভারঃ ক্রিয়াং বিনা ॥ ১৭ ॥

যাহে নাই স্বার্থমাত্র যাহে দেশ কাল পাত্র
বিচার করিয়া দেখা হয়;
বিশুদ্ধ কর্ত্তব্য জ্ঞান করি, যাহা কর দান,
তাকেই সাত্ত্বিক দান কয়। ১৫।

অতএব, তুমি এই সরোবরে স্নান করিয়া এই সুবর্ণকঙ্কণ গ্রহণ কর। অনন্তর, সেই কথায় বিশ্বাস করিয়া যেমন সে সরোবরে স্নান করিতে নামিল, অমনি গভীর পঙ্কে নিমগ্ন হইয়া পলাইতে অক্ষম হইল। তাঁহাকে পঙ্কে পতিত দেখিয়া ব্যাঘ্র কহিল,—অহহ! তুমি গভীর পঙ্কে পড়িয়াছ, অতএব আমি তোমাকে তুলিতেছি। সেই ব্যাঘ্র এই কথা বলিয়া ধীরে ধীরে যাইয়া যখন তাহাকে ধরিল, তখন সেই পথিক ভাবিল ;—

ধর্ম্মশাস্ত্র-পাঠ কিম্বা বেদ-অধ্যয়ন, দুরাত্মার সাধুতার না হয় কারণ ;
যার যে স্বভাব তাহা সর্ব্বোপরি রয়, স্বতই ধেনুর দুগ্ধ দেখ! মিষ্ট হয়। ১৬।

আরো দেখ!—

যাহার ইন্দ্রিয় মন বশে নাহি রয়, হস্তীর স্নানের ন্যায় তার কার্য্য হয় ;
দুর্ভগা নারীর অঙ্গে আভরণ প্রায়, অনুষ্ঠান বিনা জ্ঞান ভারমাত্র হয় (১)। ১৭।

---

(১) হস্তী যেমন স্নান করিয়া উঠিয়া আবার গায়ে ধুলা মাখে, তেমনি অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি জ্ঞানো-পদেশ পাইয়াও কদর্য্য আচরণে আত্মাকে দূষিত করে। অতএব জ্ঞানের অনুরূপ সদাচার না থাকিলে সে জ্ঞান থাকা, পতিসৌভাগ্যহীনা নারীর অঙ্গে অলঙ্কার থাকার ন্যায় বিড়ম্বনামাত্র।

তন্ন ময়া ভদ্রং কৃতং যদত্র মারাত্মকে বিশ্বাসঃ কৃতঃ। তথাহ্যুক্তম্।

নদীনাং শস্ত্রপাণীনাং নখিনাং শৃঙ্গিণাং তথা।
বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ॥ ১৮॥

অপরঞ্চ। সর্ব্বস্য হি পরীক্ষ্যন্তে স্বভাবা নেতরে গুণাঃ।
অতীত্য হি গুণান্ সর্ব্বান্ স্বভাবো মূর্দ্ধ্নি বর্ত্ততে॥ ১৯॥

অন্যচ্চ। স হি গগনবিহারী কল্মষধ্বংসকারী
দশশতকরধারী জ্যোতিষাং মধ্যচারী।
বিধুরপি বিধিযোগাদ্ গ্রস্যতে রাহুণাসৌ
লিখিতমপি ললাটে প্রোজ্ঝিতুং কঃ সমর্থঃ॥ ২০॥

ইতি চিন্তয়ন্নেব তেনাসৌ ব্যাঘ্রেণ ব্যাপাদিতঃ খাদিতশ্চ। অতোঽহং ব্রবীমি—"কঙ্কণস্য তু লোভেন" ইত্যাদি। তৎ সর্ব্বথা অবিচারিতং কর্ম্ম ন কর্ত্তব্যমিতি।

অতএব আমি যে এই হিংস্রস্বভাবকে বিশ্বাস করিয়াছিলাম, তাহা ভাল করি নাই।

নদ নদী, আর নখী, শৃঙ্গী যারা হয়, অথবা যাদের হস্তে অস্ত্র সদা রয়;
নারী কিম্বা রাজকুল, এ সবে কখন, বিশ্বাস করিতে নাই, শাস্ত্রের লিখন। ১৮।

আরো;—

সকলের স্বভাবের পরীক্ষা করিবে, অপর যতেক গুণ নাহি বিচারিবে;
কেন না, সমস্ত গুণ পরাভব করি, স্বভাব সবার থাকে মাথার উপরি। ১৯।

আরো;—

অত্যুচ্চ আকাশে বাস যে করে তিমির নাশ,
তারামধ্যে জ্বলে যার সহস্র কিরণ;
দেখ না! দৈবের বশে সে শশি রাহুর গ্রাসে,
ললাটে বিধির লেখা কে করে খণ্ডন?। ২০।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতেই, ব্যাঘ্র তাহার প্রাণসংহার করিয়া তাহাকে ভক্ষণ করিল। অতএব আমি, 'কঙ্কণের লোভে' ইত্যাদি বলিতেছিলাম। অতএব সর্ব্বতোভাবে বিচার না করিয়া কর্ম্ম করা উচিত নয়। যে হেতু;—

যতঃ। সুজীর্ণমন্নং সুবিচক্ষণঃ সুতঃ
সুশাসিতা স্ত্রী নৃপতিঃ সুসেবিতঃ।
সুচিন্ত্য চোক্তং সুবিচার্য্য যৎ কৃতম্
সুদীর্ঘকালেঽপি ন যাতি বিক্রিয়াম্॥ ২১॥

এতদ্বচনং শ্রুত্বা কশ্চিৎ কপোতঃ সদর্পমাহ—আঃ কিমেবমুচ্যতে।

বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যমাপৎকালে হ্যুপস্থিতে।
সর্ব্বত্রৈবং বিচারে ন ভোজনেঽপি প্রবর্ত্তনম্॥ ২২॥

যতঃ। শঙ্কাভিঃ সর্ব্বমাক্রান্তমন্নং পানং চ ভূতলে।
প্রবৃত্তিঃ কুত্র কর্ত্তব্যা জীবিতব্যং কথং নু বা॥ ২৩॥

তথাচোক্তম্।

ঈর্ষ্যী ঘৃণী ত্বসন্তুষ্টঃ ক্রোধনো নিত্যশঙ্কিতঃ।
পরভাগ্যোপজীবী চ ষড়েতে দুঃখভাগিনঃ॥ ২৪॥

এতৎ শ্রুত্বা সর্ব্বে কপোতাস্তত্রোপবিষ্টাঃ।

সুন্দর রূপেতে জীর্ণ হইলে ভক্ষিত (১), সুন্দর শিক্ষায় পুত্র হইলে শিক্ষিত;
সুন্দর শাসনে ভার্য্যা হইলে রক্ষিত, সাবধানে নরপতি হইলে সেবিত;
ভাবিয়া চিন্তিয়া বাক্য হইলে কথিত, সম্যক্ বিচারে কার্য্য হইলে সাধিত;
এ সকল, বহুকাল হ'লেও অতীত, না হয় বিকৃত তবু, জানিবে নিশ্চিত। ২১।

এই কথা শুনিয়া একটি কপোত সদর্পে কহিল,—আঃ! এ সব কি বকিতেছ!—

শুনিবে বৃদ্ধের কথা পড়িলে বিপদে, তাই বলে তাহা না শুনিবে পদে পদে;
পদে পদে তার কথা ভাবিলে বিহিত, ভোজন পর্য্যন্ত তবে হয় যে রহিত! ।২২।

কেন না;—

অন্ন পান সবেই ত আছে নানা ভয়; প্রবৃত্তি করিবে কিসে? কিসে প্রাণ রয়? ।২৩।

আরো কথিত আছে যে,—

ঈর্ষ্যাশীল, ঘৃণাশীল, সতত কুপিত, সদা অসন্তুষ্ট আর সদাই শঙ্কিত;
আর যেবা পর-গলগ্রহ হ'য়ে রয়, চিরকাল এই ছয় অসুখী নিশ্চয়। ২৪।

এই কথা শুনিয়া সমস্ত কপোত সেই সকল তণ্ডুলকণায় গিয়া বসিল। কারণ;—

---

(১) যাহা ভোজন করা গিয়াছে, তাহা।

যতঃ। সুমহান্ত্যপি শাস্ত্রাণি ধারয়ন্তো বহুশ্রুতাঃ।
ছেত্তারঃ সংশয়ানাং চ ক্লিশ্যন্তে লোভমোহিতাঃ ॥ ২৫ ॥

অন্যচ্চ। লোভাৎ ক্রোধঃ প্রভবতি লোভাৎ কামঃ প্রজায়তে।
লোভান্মোহশ্চ নাশশ্চ লোভঃ পাপস্য কারণম্ ॥ ২৬ ॥

অন্যচ্চ। অসম্ভবং হেমমৃগস্য জন্ম
তথাপি রামো লুলুভে মৃগায়।
প্রায়ঃ সমাপন্নবিপত্তিকালে
ধিয়োঽপি পুংসাং মলিনা ভবন্তি ॥ ২৭ ॥

অনন্তরং তে সর্ব্বে জালবদ্ধা বভূবুঃ। ততো যস্য বচনাৎ তত্রাবলম্বিতাঃ পক্ষিণস্তং সর্ব্বে তিরস্কুর্ব্বন্তি।

তথাচোক্তম্।

ন গণস্যাগ্রতো গচ্ছেৎ সিদ্ধে কার্য্যে সমং ফলম্।
যদি কার্য্যে বিপত্তিঃ স্যান্মুখরস্তত্র হন্যতে ॥ ২৮ ॥

তথাচোক্তম্।

বড় বড় বহু শাস্ত্র করি অধ্যয়ন, যাহারা বিপুল জ্ঞান করেছে অর্জ্জন;
অপরের অশেষ সংশয় যারা হরে, তাহারাও লোভে পড়ি কষ্ট ভোগ করে। ২৫।

আরো দেখ!—

লোভে কাম, লোভে ক্রোধ, লোভে মোহ হয়;
লোভে পাপ, লোভে মৃত্যু, জানিবে নিশ্চয়। ২৬।

আরো দেখ;—

সোণার হরিণ অসম্ভব এ ধরায়, লোভে পড়ি তবু রাম ভুলিলেন তায়;
নিতান্ত বিধাতা যার বিপদ ঘটায়, সুবুদ্ধি হ'লেও তার বুদ্ধিলোপ পায়। ২৭।

অনন্তর সেই সকল কপোত জালে বদ্ধ হইল। তাহার পর, যাহার কথায় সকলে তথায় গিয়া বসিয়াছিল, সকল কপোতেই তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল। কথিতও আছে যে;—

কোনো কর্ম্মে দলের আগেতে নাহি যাবে, কার্য্যসিদ্ধি হ'লে সবে তুল্য লাভ পাবে;
দৈব যদি তাহে কোনো বিপত্তি ঘটায়, তবে আগে যেই যায় সেই মারা যায়। ২৮।

আরো কথিত আছে যে,—

আপদাং কথিতঃ পন্থা ইন্দ্রিয়াণামসংযমঃ।
তজ্জয়ঃ সম্পদাং মার্গো যেনেষ্টং তেন গম্যতাম্‌ ॥ ২৯ ॥

তস্য তিরস্কারং শ্রুত্বা চিত্রগ্রীব উবাচ—নায়মস্য দোষঃ।

যতঃ। আপদামাপতন্তীনাং হিতোঽপ্যায়াতি হেতুতাম্‌।
মাতৃজঙ্ঘা হি বৎসস্য স্তম্ভীভবতি বন্ধনে ॥ ৩০ ॥

অন্যচ্চ। ন বন্ধুর্যো বিপন্নানামাপদুদ্ধরণক্ষমঃ।
ন তু ভীতপরিত্রাণবস্তূপালম্ভপণ্ডিতঃ ॥ ৩১ ॥

বিপৎকালে চ বিস্ময়ঃ কাপুরুষলক্ষণম্‌। তদত্র ধৈর্য্যমবলম্ব্য প্রতীকারশ্চিন্ত্যতাম্‌।

যতঃ। বিপদি ধৈর্য্যমথাভ্যুদয়ে ক্ষমা
সদসি বাক্‌পটুতা যুধি বিক্রমঃ।
যশসি চাভিরুচির্ব্যসনং শ্রুতৌ
প্রকৃতিসিদ্ধমিদং হি মহাত্মনাম্‌ ॥ ৩২ ॥

অনর্থের পথ হয় ইন্দ্রিয় দুর্দ্দম, সম্পদের পথ হয় ইন্দ্রিয়-সংযম ;
এই দুই পথ তুমি জানিয়া নিশ্চয়, সেই পথে চল যাহে ইষ্ট লাভ হয়। ২৯।

তাহাকে সকলে তিরস্কার করিতেছে দেখিয়া চিত্রগ্রীব কহিল,—এ ইহার দোষ নয়। কারণ ;—

যে বিপদ যেই কালে ঘটিবে নিশ্চয়, হিতৈষীও দৈবদোষে তার হেতু হয় ;
বৎসের মাতার উরু, সেও দেখ ! হয়, বৎসের বন্ধন-স্তম্ভ, দোহন-সময় (১)।৩০।

আরো দেখ !—

বিপন্ন হইলে মিত্র, সে দোষে তাহার, তিরস্কার করিতেই গুণপণা যার ;
সে নহে প্রকৃত বন্ধু, বন্ধু সেই জন, বিপদ হইতে অগ্রে যে করে মোচন। ৩১।

আর, বিপদকালে হতবুদ্ধি হওয়াও কাপুরুষের লক্ষণ। অতএব এ সময় ধৈর্য্য ধারণপূর্ব্বক প্রতীকার চিন্তা করা যাউক। যে হেতু,—

বিপদে অটল ধৈর্য্য, ক্ষমা অভ্যুদয়ে, সভায় বাগ্মিতা, বীর্য্য যুদ্ধের সময়ে ;
যশে অভিলাষ, নেশা শাস্ত্রেই কেবল, মহাত্মার স্বভাবত গুণ এ সকল। ৩২।

---

(১) গাই দুহিবার সময় তাহারই উরুদেশে বাছুর বাঁধিয়া থাকে। অতএব দেখ ! বাছুরের মায়ের শরীরই বাছুরের বন্ধনের খোঁটাস্বরূপ হইল।

সম্পদি যস্য ন হর্ষো বিপদি বিষাদো রণে চ ধীরত্বম্।
তং ভুবনত্রয়তিলকং জনয়তি জননী সুতং বিরলম্ ॥ ৩৩ ॥

অন্যচ্চ। ষড়্ দোষাঃ পুরুষেণেহ হাতব্যা ভূতিমিচ্ছতা।
নিদ্রা তন্দ্রা ভয়ং ক্রোধ আলস্যং দীর্ঘসূত্রতা ॥ ৩৪ ॥

ইদানীমপ্যেবং ক্রিয়তাম্। সর্ব্বৈরেকচিত্তীভূয় জালমাদায় উড্ডীয়তাম্।

যতঃ। অল্পানামপি বস্তূনাং সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা।
তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ ॥ ৩৫ ॥
সংহতিঃ শ্রেয়সী পুংসাং স্বকুলৈরল্পকৈরপি।
তুষেণাপি পরিত্যক্তা ন প্ররোহন্তি তণ্ডুলাঃ ॥ ৩৬ ॥

ইতি বিচিন্ত্য পক্ষিণঃ সর্ব্বে জালমাদায়োৎপতিতাঃ। অনন্তরং স ব্যাধঃ সুদূরাজ্জালাপহারকাংস্তানবলোক্য পশ্চাদ্ধাবন্নচিন্তয়ৎ।

সংহতাস্তু হরন্ত্যেতে মম জালং বিহঙ্গমাঃ।
যদা তু নিপতিষ্যন্তি বশমেষ্যন্তি মে তদা ॥ ৩৭ ॥

কি সম্পদে কি বিপদে যিনি নির্ব্বিকার, রণক্ষেত্রে অনুপম ধীরতা যাঁহার ;
তাদৃশ সন্তান ত্রিভুবনের ভূষণ, অল্পই করেন মাতা গরভে ধারণ। ৩৩।

আরো,—

নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, অলসতা, আর রোষ, কার্য্যে বৃথা কালব্যাজ, এই ছয় দোষ ;
এ সব নিশ্চয় সেই করিবে বর্জ্জন, এ ভবে লভিতে লক্ষ্মী আছে যার মন। ৩৪।

এক্ষণে এইরূপ করা যাউক, আইস! আমরা সকলে একহৃদয় হইয়া জাল লইয়া উড়িয়া যাই। কারণ ;—

দুর্ব্বলগণেও সিদ্ধি লভে একতায় ; তৃণের রজ্জুতে মত্ত হস্তী বাঁধা যায়। ৩৫।
স্বজাতির ক্ষুদ্রটিও ছাড়া ভাল নয় ; তুষও খসিলে ধানে গাছ নাহি হয়। ৩৬।

এইরূপ বিবেচনা করিয়া সকল পক্ষী জাল লইয়া উড়িতে লাগিল। অনন্তর সেই ব্যাধ দূর হইতে যখন দেখিল যে সেই পক্ষীরা তাহার জাল লইয়া পলাইতেছে, তখন সে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া এইরূপ ভাবিতে লাগিল ;—

ঐ দেখ! সব পাখী মিলিত হইয়া, লইয়া আমার জাল যায় পলাইয়া ;
নিতান্ত অবশ হ'য়ে পড়িবে যখন, আমার বশেতে সবে আসিবে তখন। ৩৭।

ততস্তেষু চক্ষুর্বিষয়মতিক্রান্তেষু পক্ষিষু স ব্যাধো নিবৃত্তঃ। অথ লুব্ধকং নিবৃত্তং দৃষ্ট্বা কপোতা ঊচুঃ—স্বামিন্ কিমিদানীং কর্ত্তুমুচিতম্। চিত্রগ্রীব উবাচ।

মাতা মিত্রং পিতা চেতি স্বভাবাৎ ত্রিতয়ং হিতম্।
কার্য্যকারণতশ্চান্যে ভবন্তি হিতবুদ্ধয়ঃ॥ ৩৮॥

তন্মে মিত্রং হিরণ্যকো নাম মূষিকরাজো গণ্ডকীতীরে চিত্রবনে নিবসতি। দন্তবলেন সোঽস্মাকং পাশাংশ্ছেৎস্যতি। ইত্যালোচ্য সর্ব্বে হিরণ্যকবিবরসমীপং গতাঃ। হিরণ্যকশ্চ সর্ব্বদাপায়শঙ্কয়া শতদ্বারং বিবরং কৃত্বা নিবসতি।

অনাগতভয়ং দৃষ্ট্বা নীতিশাস্ত্রবিশারদঃ।
অবসন্মূষিকস্তত্র বৃদ্ধঃ শতমুখে বিলে॥ ৩৯॥

ততো হিরণ্যকঃ কপোতাবপাতচকিতস্তূষ্ণীং স্থিতঃ। চিত্রগ্রীব-উবাচ—সখে হিরণ্যক কিমস্মান্ ন সম্ভাষসে। হিরণ্যকস্তু তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রত্যভিজ্ঞায় সসম্ভ্রমং বহির্নিঃসৃত্যাব্রবীৎ—আঃ পুণ্যবানস্মি। প্রিয়সুহৃন্মে চিত্রগ্রীবঃ সমায়াতঃ।

অনন্তর, যখন সেই পক্ষীরা দৃষ্টির অগোচর হইয়া গেল, তখন সেই ব্যাধ নিবৃত্ত হইল। অনন্তর ব্যাধকে নিবৃত্ত হইতে দেখিয়া কপোতেরা কহিল,—প্রভো! এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য। চিত্রগ্রীব কহিল;—

মাতা, পিতা, আর বন্ধু, এই তিন জন, স্বভাবত (১) সদা হিত করয়ে সাধন;
এই তিন জন ভিন্ন যত আছে আর, স্বার্থ বিনা কেবা কার করে উপকার?। ৩৮।

অতএব, আমার বন্ধু হিরণ্যক নামে মূষিকরাজ গণ্ডকী নদীর তীরে চিত্রবনে বাস করে। নিজের দন্তের বলে সে আমাদের পাশ-বন্ধন ছেদন করিয়া দিবে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া, সকলে হিরণ্যকের গর্ত্তের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। হিরণ্যক সর্ব্বদা অনিষ্টের আশঙ্কায় শতদ্বারযুক্ত গর্ত্ত করিয়া তন্মধ্যে বাস করিতেছিল।

ভাবী ভয়ে, শতমুখ করিয়া বিবর; নীতিজ্ঞ মূষিক ছিল তাহার ভিতর। ৩৯।

হিরণ্যক কপোতগণের পতনশব্দে চকিত হইয়া নিঃশব্দে রহিল। চিত্রগ্রীব কহিল,—সখে হিরণ্যক! আমাদিগকে সম্ভাষণ করিতেছ না কেন? হিরণ্যকও

---

(১) স্বভাবত,—নিজের অকৃত্রিম স্নেহবশত।

যস্য মিত্রেণ সম্ভাষো যস্য মিত্রেণ সংস্থিতিঃ।
যস্য মিত্রেণ সংলাপস্ততো নাস্তীহ পুণ্যবান্॥ ৪০॥

পাশবদ্ধাংশ্চ তান্ দৃষ্ট্বা সবিস্ময়ঃ ক্ষণং স্থিত্বা উবাচ—সখে কিমেতৎ। চিত্রগ্রীবোঽবদৎ—সখে অস্মাকং প্রাক্তনজন্মকর্ম্মণঃ ফলমেতৎ।

যস্মাচ্চ যেন চ যথা চ যদা চ যচ্চ
যাবচ্চ যত্র চ শুভাশুভমাত্মকর্ম্ম।
তস্মাচ্চ তেন চ তথা চ তদা চ তচ্চ
তাবচ্চ তত্র চ বিধাতৃবশাদুপৈতি॥ ৪১॥

রোগশোকপরীতাপবন্ধনব্যসনানি চ।
আত্মাপরাধবৃক্ষস্য ফলান্যেতানি দেহিনাম্॥ ৪২॥

এতৎ শ্রুত্বা হিরণ্যকশ্চিত্রগ্রীবস্য বন্ধনং ছেত্তুং সত্বরমুপসর্পতি। তত্র চিত্রগ্রীবো ব্রূতে—মিত্র মা মৈবম্। প্রথমমেতে-

---

তাহার কথা শুনিয়া চিনিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া কহিল;—অহো! আমি কি পুণ্যবান্! আমার প্রিয়বন্ধু চিত্রগ্রীব আসিয়াছে।

নিজ বন্ধু সনে যার সদা সম্ভাষণ, নিজ বন্ধু সনে যার সদা আলাপন;
নিজ বন্ধু সনে যার সদা অবস্থান, তার তুল্য কেবা আর আছে পুণ্যবান্?। ৪০।

সে তাহাদিগকে পাশবদ্ধ দেখিয়া ক্ষণকাল বিস্মিত হইয়া রহিল, অনন্তর জিজ্ঞাসিল,—সখে! এ কি? চিত্রগ্রীব কহিল,—সখে! এ আমাদের পূর্ব্বজন্মকর্ম্মের ফল।

যে কারণে যে উপায়ে যথা যে প্রকারে, যে সময়ে যেবা যত পাপ পুণ্য করে;
সে কারণে সে উপায়ে তথা সে প্রকারে, সে সময়ে তত ফল ভুঞ্জে দৈব-করে(১)।৪১।
রোগ, শোক, বন্ধন, ব্যসন, পরিতাপ; এ সব প্রসবে নিজ দুষ্কৃত-পাদপ (২)। ৪২।

ইহা শুনিয়া হিরণ্যক চিত্রগ্রীবের বন্ধন ছেদন করিতে সত্বর অগ্রসর হইল। তখন চিত্রগ্রীব কহিল,—সখে! না না, এরূপ করিও না। তুমি অগ্রে আমার

---

(১) দৈব-করে—বিধাতার হস্তে।

(২) অর্থাৎ নিজ কর্ম্ম-দোষেই সকলে ঐ সকল দুঃখ ভোগ করে।

যামস্মদাশ্রিতানাং পাশাংস্তাবচ্ছিন্ধি। মম পাশং পশ্চাচ্ছেৎস্যসি। হিরণ্যকোঽপ্যাহ—অহমল্পশক্তির্দন্তাশ্চ মে কোমলাঃ। তদেতেষাং পাশাংশ্ছেত্তুং কথমহং সমর্থো ভবামি। তদ্‌যাবন্মে দন্তা ন ত্রুট্যন্তি তাবৎ তব পাশং ছিনদ্মি। তদনন্তরং যাবচ্ছক্যমন্যেষামপি বন্ধনং ছেৎস্যামি। চিত্রগ্রীব উবাচ—অস্ত্যেবম্। তথাপি যথাশক্তি বন্ধনমেতেষাং খণ্ডয়। হিরণ্যকেনোক্তম্—আত্মপরিত্যাগেন যদাশ্রিতানাং পরিরক্ষণং তন্ন নীতিবেদিনাং সম্মতম্।

যতঃ। আপদর্থে ধনং রক্ষেদ্দারান্ রক্ষেদ্ধনৈরপি।
আত্মানং সততং রক্ষেদ্দারৈরপি ধনৈরপি॥ ৪৩॥

অন্যচ্চ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং প্রাণাঃ সংস্থিতিহেতবঃ।
তান্ নিঘ্নতা কিং ন হতং রক্ষতা কিং ন রক্ষিতম্॥ ৪৪॥

চিত্রগ্রীব উবাচ—সখে নীতিস্তাবদীদৃশ্যেব। কিন্ত্বহমস্মদাশ্রিতানাং দুঃখং সোঢ়ুং সর্ব্বথাসমর্থঃ। তেনেদং ব্রবীমি।

এই সকল আশ্রিতজনের বন্ধন ছেদন কর, আমার বন্ধন পশ্চাৎ ছেদন করিও। হিরণ্যক কহিল,—আমার শক্তি অল্প, এবং দন্তসকলও কোমল। অতএব আমি ইহাদের সকলের বন্ধন কিরূপে ছেদন করিতে পারি? অতএব, যতক্ষণ আমার দন্তসকল না বিনষ্ট হয়, ততক্ষণ তোমার বন্ধন ছেদন করি। তাহার পর যথাসাধ্য আর সকলেরও বন্ধন ছেদন করিব। চিত্রগ্রীব কহিল,—এ কথা যথার্থ বটে, তথাপি তুমি যথাসাধ্য ইহাদেরই বন্ধন ছেদন কর। হিরণ্যক কহিল,—আত্মত্যাগ(১) করিয়া আশ্রিতগণকে রক্ষা করা, নীতিজ্ঞগণের অনুমোদিত নহে। যে হেতু;—

বিপদের তরে লোক রাখিবেক ধন, সর্ব্বস্ব (২) দিয়াও ভার্য্যা করিবে রক্ষণ;
সর্ব্বস্ব, ভার্য্যাও যদি বিসর্জ্জিতে হয়, আপনি বাঁচিতে তাহা করিবে নিশ্চয়। ৪৩।
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, যাহা কিছু বল, জীবন থাকিলে লোক লভে সে সকল;
সে জীবন হারাইলে কিবা না হারায়? সে জীবন থাকে যদি কি না রক্ষা পায়?।৪৪

চিত্রগ্রীব কহিল,—সখে! নীতিশাস্ত্রের কথা ঠিক্ এইরূপই বটে। কিন্তু আমি কোনরূপেই আমার আশ্রিতগণের দুঃখ দেখিতে পারিব না। সেই জন্যই এইরূপ বলিতেছি। যে হেতু;—

---

(১) আত্মত্যাগ,—আপনার জীবন, ধন, বা অন্য কোনরূপ অভীষ্ট বিষয় পরিত্যাগ।
(২) সর্ব্বস্ব,—সমুদায় ধন।

যতঃ। ধনানি জীবিতং চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ।
সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি ॥ ৪৫ ॥

অয়মপরশ্চাসাধারণো হেতুঃ।

জাতিদ্রব্যবলানাং চ সাম্যমেষাং ময়া সহ।
মৎপ্রভুত্বফলং ব্রূহি কদা কিং তদ্ভবিষ্যতি ॥ ৪৬ ॥

অন্যচ্চ। বিনা বর্ত্তনমেবৈতে ন ত্যজন্তি মমান্তিকম্।
তন্মে প্রাণব্যয়েনাপি জীবয়ৈতান্ মমাশ্রিতান্ ॥ ৪৭ ॥

কিঞ্চ। মাংসমূত্রপুরীষাস্থিনির্ম্মিতে চ কলেবরে।
বিনশ্বরে বিহায়াস্থাং যশঃ পালয় মিত্র মে ॥ ৪৮ ॥

অপরঞ্চ পশ্য।

যদি নিত্যমনিত্যেন নির্ম্মলং মলবাহিনা।
যশঃ কায়েন লভ্যেত তন্ন লব্ধং ভবেন্নু কিম্ ॥ ৪৯ ॥

পরহিতে ধন প্রাণ যেই জন করে দান
তাহাকেই প্রাজ্ঞ বলি' জানিবে নিশ্চয় ;
চিরদিন এই ভবে এ জীবন নাহি রবে
সুকার্য্যে ত্যজিলে তার সার্থকতা হয়। ৪৫।

আরো একটি অসাধারণ কারণ এই যে ;—

জাতিতে আকারে কিম্বা শরীরের বলে, আমারি ত সমতুল্য এরাও সকলে ;
এখন বিপদে যদি না করি উদ্ধার, তবে কিবা ফল বল ! প্রভুত্বে আমার ?। ৪৬।

আরো,—

বিনা মূল্যে কেনা যারা আশ্রিত আমার ; মম প্রাণ দিয়া রক্ষা কর সে সবার।৪৭।

পুনশ্চ,—

অস্থি মাংস মল মূত্র আদিতে নির্ম্মিত, কলেবর (১) বিনশ্বর জানিও নিশ্চিত ;
হে মিত্র ! এ দেহে কেন এতেক যতন ? অক্ষয় অমূল্য যশ করহ অর্জ্জন। ৪৮।

আরো দেখ !—

দিয়া এই মলাধার (২) বিনশ্বর দেহ, নিত্য নিরমল যশ লভে যদি কেহ ;
তবে সেই ভাগ্যবান্ তুচ্ছ ধন দিয়া, অক্ষয় অমূল্য নিধি লইল কিনিয়া। ৪৯।

---

(১) কলেবর,—শরীর।

(২) মলাধার,—বিষ্ঠা, মূত্র, শ্লেষ্মা প্রভৃতি ঘৃণিত অশুচি পদার্থের আকর।

যতঃ। শরীরস্য গুণানাং চ দূরমত্যন্তমন্তরম্।
শরীরং ক্ষণবিধ্বংসি কল্পান্তস্থায়িনো গুণাঃ ॥ ৫০ ॥

ইত্যাকর্ণ্য হিরণ্যকঃ প্রহৃষ্টমনাঃ পুলকিতঃ সন্নব্রবীৎ—সাধু মিত্র সাধু। অনেনাশ্রিতবাৎসল্যেন ত্রৈলোক্যস্যাপি প্রভুত্বং ত্বয়ি যুজ্যতে। এবমুক্ত্বা তেন সর্ব্বেষাং কপোতানাং বন্ধনানি ছিন্নানি। ততো হিরণ্যকঃ সর্ব্বান্ সাদরং সম্পূজ্যাহ—সখে চিত্রগ্রীব সর্ব্বথাত্র জালবন্ধনবিধৌ দোষমাশঙ্ক্য আত্মন্যবজ্ঞা ন কর্ত্তব্যা।

যতঃ। যোঽধিকাদ্যোজনশতাৎ পশ্যতীহামিষং খগঃ।
স এব প্রাপ্তকালস্তু পাশবন্ধং ন পশ্যতি ॥ ৫১ ॥

অপিচ। শশিদিবাকরয়োর্গ্রহপীড়নম্
গজভুজঙ্গময়োরপি বন্ধনম্।
মতিমতাং চ বিলোক্য দরিদ্রতাম্
বিধিরহো বলবানিতি মে মতিঃ ॥ ৫২ ॥

যে হেতু,—

দেহে আর গুণে কভু তুলনা না হয়; ক্ষণিক এ দেহ, গুণ প্রলয়েও রয়। ৫০।

এই কথা শুনিয়া, হিরণ্যক অত্যন্ত আনন্দিত ও পুলকিত হইয়া কহিল,—সাধু মিত্র! সাধু! আশ্রিতগণের প্রতি এই বাৎসল্যগুণে তুমি ত্রিলোকীর অধীশ্বর হইবার যোগ্য। সে এই কথা বলিয়া সমস্ত কপোতের বন্ধন ছেদন করিল। অনন্তর, হিরণ্যক সকলকে সাদরে যথোচিত পূজা করিয়া কহিল,—সখে চিত্রগ্রীব! এই জালবন্ধন নিবন্ধন তুমি আপনাকে দোষী ভাবিয়া কদাচ আপনার উপর অবজ্ঞা করিও না। যে হেতু,—

শত শত যোজন হ'তেও উচ্চ দেশে, থাকি পক্ষী নিজ ভক্ষ্য দেখে অনায়াসে;
কিন্তু দেখ! বিধি যবে বিপদ ঘটায়, কাছেও ব্যাধের ফাঁদ দেখিতে না পায়।৫১।

আরো,—

মাতঙ্গ ভুজঙ্গগণে দেখিয়া বন্ধন, শশধরে দিবাকরে রাহুর পীড়ন;
সুবুদ্ধি পণ্ডিতগণে দেখিয়া নির্ধন, অলঙ্ঘ্য জানিনু ভবে বিধির শাসন (১)। ৫২।

---

(১) এ জগতে যার যতই শক্তি থাকুক না কেন, কদাচ দৈবের হাত এড়াইতে পারে না।

অন্যচ্চ। ব্যোমৈকান্তবিহারিণোঽপি বিহগাঃ সম্প্রাপ্নুবন্ত্যাপদম্
বধ্যন্তে নিপুণৈরগাধসলিলান্মৎস্যাঃ সমুদ্রাদপি।
দুর্নীতং কিমিহাস্তি কিং সুচরিতং কঃ স্থানলাভে গুণঃ
কালো হি ব্যসনপ্রসারিতকরো গৃহ্ণাতি দূরাদপি ॥ ৫৩ ॥

ইতি প্রবোধ্যাতিথ্যং বিধায়ালিঙ্গ্য চ চিত্রগ্রীবস্তেন সম্প্রেষিতঃ সপরিবারো যথেষ্টদেশান্ যযৌ। হিরণ্যকোঽপি স্ববিবরং প্রবিষ্টঃ।

যানি কানি চ মিত্রাণি কর্ত্তব্যানি শতানি চ।
পশ্য মূষিকমিত্রেণ কপোতা মুক্তবন্ধনাঃ ॥ ৫৪ ॥

অথ লঘুপতনকনামা কাকঃ সর্ব্ববৃত্তান্তদর্শী সাশ্চর্য্যমিদমাহ—অহো হিরণ্যক শ্লাঘ্যোঽসি। অতোঽহমপি ত্বয়া সহ মৈত্রীং কর্ত্তুমিচ্ছামি। অতো মাং মৈত্র্যেণানুগৃহীতুমর্হসি। এতৎ শ্রুত্বা হিরণ্যকোঽপি বিবরাভ্যন্তরাদাহ—কস্ত্বং ভোঃ। কাকো ব্রূতে—

আরো,—

মীন থাকে সিন্ধুতলে বিহঙ্গ আকাশে চলে,
তবু দেখ! জালমধ্যে বন্ধন তাহার;
দুরন্ত কালের ঠাঁই নিস্তার কাহারো নাই
গুণাগুণ দেশ পাত্র না করে বিচার। ৫৩।

হিরণ্যক এইরূপে তাহাকে প্রবোধ দিয়া ও অতিথিসৎকার করিয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক বিদায় দিলে, চিত্রগ্রীব সপরিবারে অভিমত স্থানে প্রস্থান করিল। হিরণ্যকও নিজ বিবরে প্রবেশ করিল।

বড় ছোট না ভাবিয়া শত শত জনে, বন্ধুত্ব স্থাপন লোক করিবে যতনে;
সামান্য মূষিক সনে সখ্যের কারণ, দেখ! কপোতের হ'ল বন্ধনমোচন। ৫৪।

অনন্তর, লঘুপতনক নামক সেই কাক এই সমস্ত ঘটনা দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়া মূষিককে কহিল,—ওহে হিরণ্যক! তুমি ধন্য! আমিও তোমার সহিত বন্ধুতা করিতে ইচ্ছা করি। অতএব আমার সহিত বন্ধুতা স্থাপন করিয়া আমাকে অনুগৃহীত কর। হিরণ্যকও এই কথা শুনিয়া বিবরমধ্যে থাকিয়া কহিল,—কে তুমি হে? কাক কহিল,—আমি কাক, আমার নাম লঘুপতনক। তাহা

লঘুপতনকনামা বায়সোঽহম্‌। ততো হিরণ্যকো বিহস্যাহ—কা ত্বয়া সহ মৈত্রী।

যতঃ। যদ্‌যেন যুজ্যতে লোকে বুধস্তৎ তেন যোজয়েৎ।

অহমন্নং ভবান্‌ ভোক্তা কথং প্রীতির্ভবিষ্যতি ॥ ৫৫ ॥

অপরঞ্চ। ভক্ষ্যভক্ষকয়োঃ প্রীতির্বিপত্তেরেব কারণম্‌।

শৃগালাৎ পাশবদ্ধোঽসৌ মৃগঃ কাকেন রক্ষিতঃ ॥ ৫৬ ॥

বায়সোঽব্রবীৎ—কথমেতৎ। হিরণ্যকঃ কথয়তি।

অস্তি মগধদেশে চম্পকবতী নামারণ্যানী। তস্যাং চিরান্মহতা স্নেহেন মৃগকাকৌ নিবসতঃ। স চ মৃগঃ স্বেচ্ছয়া ভ্রাম্যন্‌ হৃষ্ট-পুষ্টাঙ্গঃ কেনচিৎ শৃগালেনাবলোকিতঃ। তং দৃষ্ট্বা শৃগালো-ঽচিন্তয়ৎ—আঃ কথমেতন্মাংসং সুললিতং ভক্ষয়ামি। ভবতু। বিশ্বাসং তাবদুৎপাদয়ামি। ইত্যালোচ্যোপসৃত্যাব্রবীৎ—মিত্র কুশলং তে। মৃগেণোক্তম্‌—কস্ত্বম্‌। জম্বুকো ব্রূতে—ক্ষুদ্রবুদ্ধি

শুনিয়া হিরণ্যক হাস্য করিয়া কহিল,—তোমার সঙ্গে কি বন্ধুতা সম্ভবে! কারণ,—

এ জগতে যার যোগ খাটে যার সনে, তার সনে তার যোগ করে বিজ্ঞজনে;

তুমি মম ভক্ষক, আমিও তব ভক্ষ্য; কেমনে বন্ধু না হবে উভয়ের সখ্য?। ৫৫।

আরো দেখ!—

ভক্ষ্য সনে ভক্ষকের হইলে মিলন, অবশ্য জানিবে তাহে বিপত্তি ঘটন;

শৃগাল-বচনে হ'ল মৃগের বন্ধন, বায়স আসিয়া তারে করিল মোচন। ৫৬।

কাক জিজ্ঞাসিল,—সে কি প্রকার? হিরণ্যক বলিতে লাগিল;—

মগধদেশে চম্পকবতী নামে এক বৃহৎ অরণ্য আছে। তথায় বহুদিনাবধি পরম সদ্ভাবে মৃগ ও কাক বাস করিত। এক শৃগাল দেখিল,—সেই মৃগ স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া দিব্য হৃষ্ট পুষ্ট হইয়াছে। তাহাকে দেখিয়া শৃগাল ভাবিল,—আহা! কি উপায়ে ইহার সুমধুর মাংস ভক্ষণ করি। আচ্ছা, ইহার মনে ত বিশ্বাস উৎপাদন করি। এইরূপ অভিসন্ধি করিয়া তাহার সম্মুখে গিয়া কহিল,—মিত্র! ভাল আছ ত? মৃগ কহিল,—কে তুমি? শৃগাল বলিল;—আমি শৃগাল, আমার নাম ক্ষুদ্রবুদ্ধি। আমি এই বনে বন্ধুহীন হইয়া একাকী জীবন্মৃত

নাম্না জম্বুকোঽহম্। অত্রারণ্যে বন্ধুহীনো মৃতবদেকাকী নিবসামি। ইদানীং চ ত্বাং মিত্রমাসাদ্য পুনঃ সবন্ধুর্জীবলোকং প্রবিষ্টোঽস্মি। অধুনা ময়া তবানুচরেণ সর্ব্বথা ভবিতব্যমিতি। মৃগেণোক্তম্—এবমস্তু। ততস্তাবদস্তং গতে সবিতরি ভগবতি মরীচিমালিনি তৌ মৃগস্য বাসভূমিং গতৌ। তত্র চম্পকবৃক্ষশাখায়াং সুবুদ্ধিনামা কাকো মৃগস্য চিরমিত্রং নিবসতি। তৌ দৃষ্ট্বা কাকোঽবদৎ—সখে মৃগ কোঽয়ং দ্বিতীয়ঃ। মৃগো ব্রূতে—জম্বুকোঽয়মস্মৎসখ্যমিচ্ছন্নাগতঃ। কাকো ব্রূতে—মিত্র অকস্মাদাগন্তুনা সহ মৈত্রী ন যুক্তা। তন্ন ভদ্রম্ আচরিতম্।

তথাচোক্তম্।

অজ্ঞাতকুলশীলস্য বাসো দেয়ো ন কস্যচিৎ।
মার্জ্জারস্য হি দোষেণ হতো গৃধ্রো জরদ্গবঃ॥ ৫৭॥

তাবাহতুঃ—কথমেতৎ। কাকঃ কথয়তি।

অস্তি ভাগীরথীতীরে গৃধ্রকূটনাম্নি পর্ব্বতে মহান্ পর্কটীবৃক্ষঃ। তস্য কোটরে দৈবদুর্ব্বিপাকাদ্ গলিতনখনয়নো জরদ্গবো নাম

হইয়া আছি। এক্ষণে তোমাকে বন্ধু পাইয়া পুনরায় মৃত দেহে প্রাণ পাইলাম। এক্ষণে আমি সর্ব্বপ্রকারে তোমার সহচর হইয়া থাকিব। মৃগ বলিল,—তবে তাহাই হউক। অনন্তর, ভগবান্ মরীচিমালী সূর্য্যদেব অস্তগত হইলে, সেই মৃগ ও শৃগাল মৃগের বাসস্থানে গমন করিল। সেই স্থানে, মৃগের বহুকালের বন্ধু সুবুদ্ধি নামে এক কাক চম্পকবৃক্ষের শাখায় বাস করিত। সে, দুই জনকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—সখে মৃগ! এই অপর ব্যক্তিটি কে? মৃগ কহিল,—এটি শৃগাল, আমাদের সহিত বন্ধুত্ব করিতে ইচ্ছা করিয়া আসিয়াছে। কাক বলিল,—মিত্র! অকস্মাৎ একজন অপরিচিত ব্যক্তির সহিত বন্ধুতা করা উচিত নহে। অতএব তুমি ভাল কাজ কর নাই। কথিতও আছে যে;—

কুল শীল আদি যার নাহি জানা যায়, নিজ গৃহে বাসস্থান নাহি দিবে তায়;
দুষ্ট বিড়ালের বাক্যে হইয়া মোহিত, জরদ্গব নামে গৃধ্র হইল নিহত। ৫৭।

মৃগ ও শৃগাল জিজ্ঞাসা করিল,—সে কিরূপ? কাক কহিল;—

ভাগীরথীর তীরে গৃধ্রকূট নামক পর্ব্বতে একটি বৃহৎ পর্কটী বৃক্ষ আছে। সেই

গৃধ্রঃ প্রতিবসতি। অথ কৃপয়া তজ্জীবনায় তদ্বৃক্ষবাসিনঃ পক্ষিণঃ স্বাহারাৎ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদুদ্ধৃত্য দদতি। তেনাসৌ জীবতি শাবকরক্ষাং চ করোতি। অথ কদাচিদ্দীর্ঘকর্ণনামা মার্জ্জারঃ পক্ষিশাবকান্ ভক্ষিতুং তত্রাগতঃ। ততস্তমায়ান্তং দৃষ্ট্বা পক্ষিশাবকৈর্ভয়ার্ত্তৈঃ কোলাহলঃ কৃতঃ। তৎ শ্রুত্বা জরদ্গবেনোক্তম্—কোঽয়মায়াতি। দীর্ঘকর্ণো গৃধ্রমবলোক্য সভয়মাহ—হা হতোঽস্মি।

অথবা। তাবদ্ভয়স্য ভেতব্যং যাবদ্ভয়মনাগতম্।
আগতং তু ভয়ং বীক্ষ্য নরঃ কুর্য্যাদ্যথোচিতম্ ॥ ৫৮ ॥

অধুনাতিসন্নিধানেন পলায়নমপ্যশক্যম্। তদ্যথাপ্রাপ্তং ভবতু। তাবদ্বিশ্বাসমুৎপাদ্যাস্য সমীপমুপগচ্ছামি। ইত্যালোচ্যোপসৃত্যাব্রবীৎ—আর্য্য ত্বামভিবন্দে। গৃধ্রোঽবদৎ—কস্ত্বম্। সোঽবদৎ—মার্জ্জারোঽহম্। গৃধ্রো ব্রূতে—দূরমপসর নোচেদ্ধন্তব্যোঽসি ময়া।

বৃক্ষের কোটরে জরদ্গব নামে এক গৃধ্র বাস করিত। দৈবদুর্ঘটনায় তাহার নখ ও চক্ষু বিনষ্ট হইয়াছিল। সেই বৃক্ষে যে সকল পক্ষী বাস করিত, তাহারা দয়া করিয়া তাহার জীবনরক্ষার্থে নিজ নিজ আহার হইতে কিছু কিছু লইয়া তাহাকেও প্রদান করিত। তদ্দ্বারা সেই গৃধ্র জীবন ধারণ করিত, এবং তাহাদের শাবকগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করিত। অনন্তর, একদিন দীর্ঘকর্ণ নামে এক বিড়াল পক্ষিশাবকগুলি ভক্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে তথায় উপস্থিত হইল। তাহাকে আসিতে দেখিয়া পক্ষিশাবকেরা ভয়ে কোলাহল করিয়া উঠিল। তাহাদের কোলাহল শুনিয়া জরদ্গব জিজ্ঞাসিল,—ও কে আসিতেছে? দীর্ঘকর্ণ গৃধ্রকে দেখিতে পাইয়া ভীত হইয়া ভাবিল,—হায়! আমি মারা পড়িলাম। অথবা;—

যাবত বিপদ নাহি উপস্থিত হয়, তাবত বিপদ বলি' করিবেক ভয়;
বিপদ আসিলে কিন্তু ত্যজি ভয় মনে, প্রতিকার তাহার করিবে প্রাণপণে। ৫৮।

এক্ষণে অত্যন্ত নিকটে আসিয়া পড়িয়াছি, আর পলায়ন করা দুষ্কর। অতএব উপস্থিতমত কার্য্য করা যাউক। বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া ইহার সম্মুখে গমন করি। মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া সম্মুখে গিয়া কহিল,—আর্য্য! আপনাকে নমস্কার করি। গৃধ্র কহিল,—কে তুমি? সে কহিল,—আমি বিড়াল। গৃধ্র কহিল,—দূর হও,

মার্জ্জারোঽবদৎ—শ্রূয়তাং তাবদস্মদ্বচনম্। ততো যদ্যহং বধ্যস্তদা হন্তব্যঃ।

যতঃ। জাতিমাত্রেণ কিং কশ্চিদ্ধন্যতে পূজ্যতে ক্বচিৎ।
ব্যবহারং পরিজ্ঞায় বধ্যঃ পূজ্যোঽথবা ভবেৎ ॥ ৫৯ ॥

গৃধ্রো ব্রূতে—ব্রূহি কিমর্থমাগতোঽসি। সোঽবদৎ—অহমত্র গঙ্গাতীরে নিত্যস্নায়ী নিরামিষাশী ব্রহ্মচর্য্যেণ চান্দ্রায়ণব্রত-মাচরংস্তিষ্ঠামি। যূয়ং ধর্ম্মজ্ঞানরতাঃ প্রেমবিশ্বাসভূময় ইতি পক্ষিণঃ সর্ব্বে সর্ব্বদা মমাগ্রে প্রস্তুবন্তি। অতো ভবদ্ভ্যো বিদ্যাবয়ো-বৃদ্ধেভ্যো ধর্ম্মং শ্রোতুমিহাগতঃ। ভবন্তশ্চৈতাদৃশা ধর্ম্মজ্ঞাঃ যন্মামতিথিং হন্তুমুদ্যতাঃ। গৃহস্থধর্ম্মশ্চৈষঃ।

অরাবপ্যুচিতং কার্য্যমাতিথ্যং গৃহমাগতে।
ছেত্তুঃ পার্শ্বগতাচ্ছায়াং নোপসংহরতে দ্রুমঃ ॥ ৬০ ॥

কিঞ্চ যদ্যন্নং নাস্তি তদা সুপ্রীতেনাপি বচসা তাবদতিথিঃ পূজ্যঃ।

নতুবা তোমার প্রাণসংহার করিব। বিড়াল কহিল,—অগ্রে আমার কথাটাই শুনুন, তাহার পর যদি আমি বধযোগ্য হই আমাকে বধ করিবেন। কারণ ;—

জাতিমাত্রে কেহ কারো বধ্য পূজ্য নয় ; ব্যবহারে বধ্য কিম্বা পূজনীয় হয়। ৫৯।

গৃধ্র কহিল,—বল ! তুমি কি জন্য আসিয়াছ ? বিড়াল বলিল,—আমি এই গঙ্গা-তীরে বাস করি, নিত্য স্নান করি ও নিরামিষ ভোজন করি, এবং ব্রহ্মচর্য্যপালন পূর্ব্বক চান্দ্রায়ণব্রতের অনুষ্ঠান করিতেছি। আপনি ধর্ম্মজ্ঞ এবং প্রেম ও বিশ্বাসের পাত্র, পক্ষীরা সর্ব্বদাই আমার নিকটে আসিয়া আপনার এইরূপ গুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকে। এই হেতু, আমি আপনাকে জ্ঞানে ও বয়সে বড় জানিয়া, আপনার নিকটে ধর্ম্মকথা শুনিবার জন্য এইস্থানে আসিয়াছি। কিন্তু আপনি এমনি ধর্ম্মজ্ঞ, যে, আমি অতিথি, আমাকেই বধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। শাস্ত্রে গৃহস্থের ধর্ম্ম এইরূপ কথিত আছে ;—

পরম শত্রুও গৃহে হ'লে উপস্থিত, অতিথিসৎকার তার করিবে উচিত ;
পাশে আসি কাঠুরিয়া করিছে ছেদন, তবু তারে বৃক্ষ করে ছায়া বিতরণ। ৬০।

আর যদি ঘরে অন্ন না থাকে, তবে সুমিষ্ট বাক্যেও ত অতিথির পূজা করা যায়। কথিতও আছে যে ;—

তথাচোক্তম্।

তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সূনৃতা।
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন ॥ ৬১ ॥

অন্যচ্চ। বালো বা যদি বা বৃদ্ধো যুবা বা গৃহমাগতঃ।
তস্য পূজা বিধাতব্যা সর্ব্বস্যাভ্যাগতো গুরুঃ ॥ ৬২ ॥

অন্যচ্চ। নির্গুণেষ্বপি সত্ত্বেষু দয়াং কুর্ব্বন্তি সাধবঃ।
নহি সংহরতে জ্যোৎস্নাং চন্দ্রশ্চাণ্ডালবেশ্মনি ॥ ৬৩ ॥

অন্যচ্চ। অতিথির্য্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
স তস্মৈ দুষ্কৃতং দত্ত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি ॥ ৬৪ ॥

অন্যচ্চ। উত্তমস্যাপি বর্ণস্য নীচোঽপি গৃহমাগতঃ।
পূজনীয়ো যথাযোগ্যং সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ ॥ ৬৫ ॥

গৃধ্রোঽবদৎ—মার্জ্জারা হি মাংসরুচয়ো ভবন্তি। পক্ষিশাবকাশ্চাত্র নিবসন্তি। তেনৈবং ব্রবীমি। মার্জ্জারোঽপ্যেবং শ্রুত্বা ভূমিং স্পৃষ্ট্বা কর্ণৌ স্পৃশতি ব্রূতে চ—ময়া ধর্ম্মশাস্ত্রং শ্রুত্বা বীত-

---

তৃণ, ভূমি, জল আর সুনৃত বচন (১); ইহাও ত সাধুগৃহে থাকে সর্ব্বক্ষণ। ৬১।

আরো,—

গৃহাগত বাল বৃদ্ধে করিবে সম্মান; অভ্যাগত সকলেরি গুরুর সমান। ৬২।

আরো দেখ!—

নির্গুণ জনেও দয়া সাধুগণ করে; চন্দ্র কি দেয় না আলো চণ্ডালের ঘরে?। ৬৩।

আরো কথিত আছে যে,—

অতিথি যদ্যপি আসি' কাহারো ভবনে, হতাশ হইয়া ফিরে যায় ভগ্ন মনে;
আপন দুষ্কৃত তারে সে করে অর্পণ, তাহার সুকৃত লয়ে করয়ে গমন। ৬৪।
নীচও আসিলে শ্রেষ্ঠ জাতির ভবনে, তাহাকেও যথাযোগ্য পূজিবে যতনে;
একমাত্র অতিথি সে সর্ব্বদেবময়, অতিথিপূজায় সর্ব্বদেব-পূজা হয়। ৬৫।

গৃধ্র কহিল,—বিড়ালেরা মাংসলোভী হইয়া থাকে, পক্ষিশাবকেরাও এস্থানে বাস করে। সেই জন্যই আমি এরূপ বলিতেছি। বিড়ালও এই কথা শুনিবামাত্র ভূমি স্পর্শ করিয়া কর্ণে হস্ত দিল, এবং বলিল,—ধর্ম্মশাস্ত্র শুনিয়া আমার সংসারে

---

(১) সুনৃতবচন—সত্য ও প্রিয় বাক্য।

রাগেণ ইদং দুষ্করং ব্রতং চান্দ্রায়ণমধ্যবসিতম্। যতঃ পরস্পরং বিবদমানানামপি প্রমাণশাস্ত্রাণাম্ অহিংসা পরমো ধর্ম্ম ইত্যত্রৈক-মত্যম্।

যতঃ। সর্ব্বহিংসানিবৃত্তা যে নরাঃ সর্ব্বসহাশ্চ যে।
সর্ব্বস্যাশ্রয়ভূতাশ্চ তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ॥ ৬৬॥

অন্যচ্চ। একএব সুহৃদ্ ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যত্ তু গচ্ছতি॥ ৬৭॥

কিঞ্চ। যোঽত্তি যস্য যদা মাংসমুভয়োঃ পশ্যতান্তরম্।
একস্য ক্ষণিকা প্রীতিরন্যঃ প্রাণৈর্ব্বিমুচ্যতে॥ ৬৮॥

অপিচ। মর্ত্তব্যমিতি যদ্দুঃখং পুরুষস্যোপজায়তে।
শক্যস্তেনানুমানেন পরোঽপি পরিরক্ষিতুম্॥ ৬৯॥

শৃণু পুনঃ। স্বচ্ছন্দবনজাতেন শাকেনাপি প্রপূর্য্যতে।
অস্য দগ্ধোদরস্যার্থে কঃ কুর্য্যাৎ পাতকং মহৎ॥ ৭০॥

বৈরাগ্য হওয়ায়, আমি এই কঠোর চান্দ্রায়ণব্রত গ্রহণ করিয়াছি। কেন না, প্রমাণস্বরূপ ধর্ম্মশাস্ত্র সকলে পরস্পর মতভেদ থাকিলেও, অহিংসা যে পরম ধর্ম্ম, এ কথা সকল শাস্ত্রই একবাক্যে স্বীকার করে। যে হেতু,—

যাঁদের স্বভাবে নাহি থাকে হিংসা-লেশ, আনন্দে সহেন যাঁরা সমুদায় ক্লেশ;
সর্ব্ব জীবে দেন যাঁরা যতনে আশ্রয়, সেই সব মহাত্মার স্বর্গে গতি হয়। ৬৬।

আরো দেখ!—

একমাত্র ধর্ম্মই কেবল বন্ধুজন, যে হয় সঙ্গের সাথী হ'লেও মরণ;
আর দেখ! যাহা কিছু আছে এ ধরায়, শরীরের সঙ্গে সঙ্গে সব লয় পায়। ৬৭।

আরো দেখ!—

যে যাহার দেহমাংস করয়ে আহার, সে দুয়ের মধ্যে দেখ! কতই অন্তর;
একের ক্ষণেকমাত্র সুখ হয় তায়, অন্যে কিন্তু একেবারে প্রাণে মারা যায়। ৬৮।

আরো,—

নিজের মরণদুঃখ কর অনুমান; সেই অনুমানে রক্ষা কর পরপ্রাণ। ৬৯।

আরো শুন!—

অরণ্যে স্বভাবজাত শাকেও যা ভরে; সে পোড়া পেটের দায়ে কেবা পাপ করে?।৭০।

এবং বিশ্বাস্য স মার্জ্জারস্তরুকোটরে স্থিতঃ। ততো দিনেষু গচ্ছৎসু পক্ষিশাবকানাক্রম্য কোটরমানীয় প্রত্যহং খাদতি। অথ যেষামপত্যানি খাদিতানি তৈঃ শোকার্ত্তৈর্বিলপদ্ভিরিতস্ততো জিজ্ঞাসা সমারব্ধা। তৎ পরিজ্ঞায় মার্জ্জারঃ কোটরান্নিঃসৃত্য বহিঃ পলায়িতঃ। পশ্চাৎ পতত্রিভিরিতস্ততো নিরূপয়দ্ভিস্তত্র তরু-কোটরে শাবকাস্থীনি প্রাপ্তানি। অনন্তরং চানেনৈব জরদ্গবেনাস্মাকং শাবকাঃ খাদিতা ইতি নিশ্চিত্য মিলিত্বা তৈঃ পক্ষিভিঃ স গৃধ্রো ব্যাপাদিতঃ। অতোঽহং ব্রবীমি—"অজ্ঞাতকুলশীলস্য" ইত্যাদি। ইত্যাকর্ণ্য স জম্বুকঃ সকোপমাহ—মৃগস্য প্রথমদর্শন-দিনে ভবানপ্যজ্ঞাতকুলশীল এবাসীৎ। তৎ কথং ভবতা সহৈতস্য স্নেহানুবৃত্তিরুত্তরোত্তরং বর্দ্ধতে।

যত্র বিদ্বজ্জনো নাস্তি শ্লাঘ্যস্তত্রাল্পধীরপি।
নিরস্তপাদপে দেশে এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে ॥ ৭১ ॥

এইরূপে বিশ্বাস জন্মাইয়া বিড়াল তরুকোটরে বাস করিতে লাগিল। ক্রমে দিন যাইতে লাগিল, সেও প্রতিদিন পক্ষিশাবকগুলিকে ধরিয়া ধরিয়া নিজ কোটরে আনিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিল। এইরূপে সে যাহাদের শাবকগুলিকে ভক্ষণ করিল, তাহারা শোকার্ত্ত হইয়া বিলাপ করত ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিল। বিড়ালও তাহা জানিতে পারিয়া কোটর হইতে বহির্গত হইয়া পলায়ন করিল। পশ্চাৎ, পক্ষীরা ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে করিতে সেই তরুকোটরে শাবকগুলির অস্থি দেখিতে পাইল। অনন্তর, এই জরদ্গবই আমাদের শাবক ভক্ষণ করিয়াছে, এই স্থির করিয়া সকল পক্ষী মিলিয়া সেই গৃধ্রকে বধ করিল। এই জন্যই আমি বলিতেছি যে অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকে আশ্রয় দিবে না। এই কথা শুনিয়া সেই শৃগাল সক্রোধে কহিল,—যে দিন তোমার সহিত মৃগের প্রথম দেখা সাক্ষাৎ হয় সে দিন তুমিও ত অজ্ঞাতকুলশীল ছিলে। তবে কিরূপে তোমার সহিত ইহার ভালবাসা এ পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর বাড়িতেছে?

সুবিজ্ঞ বিদ্বান্ লোক নাহিক যথায়, অল্পবুদ্ধি লোকেও তথায় মান পায়;
না জনমে একটিও যথা তরুবর, আগাছা এরণ্ডে (১) তথা বৃক্ষের আদর। ৭১।

---

(১) এরণ্ড—ভেরেণ্ডা গাছ।

অন্যচ্চ। অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাম্।
উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্ ॥ ৭২ ॥

যথা চায়ং মৃগো মম বন্ধুস্তথা ভবানপি। মৃগোঽব্রবীৎ—কিমনেনোত্তরেণ। সর্ব্বৈরেকত্র বিশ্রম্ভালাপৈঃ সুখমনুভবদ্ভিঃ স্থীয়তাম্।

যতঃ। ন কশ্চিৎ কস্যচিন্মিত্রং ন কশ্চিৎ কস্যচিদ্রিপুঃ।
ব্যবহারেণ মিত্রাণি জায়ন্তে রিপবস্তথা ॥ ৭৩ ॥

কাকেনোক্তম্—এবমস্তু। অথ প্রাতঃ সর্ব্বে যথাভিমতদেশং গতাঃ। একদা নিভৃতং শৃগালো ব্রূতে—সখে মৃগ এতস্মিন্নেব বনৈকদেশে শস্যপূর্ণং ক্ষেত্রমস্তি। তদহং ত্বাং তত্র নীত্বা দর্শয়ামি। তথা কৃতে সতি মৃগঃ প্রত্যহং তত্র গত্বা শস্যং খাদতি। ততো দিনকতিপয়েন ক্ষেত্রপতিনা তং দৃষ্ট্বা পাশাস্তত্র যোজিতাঃ। অনন্তরং পুনরাগতো মৃগস্তত্র চরন্ পাশৈর্বদ্ধোঽচিন্তয়ৎ—কো

আরো,—

আপনার পর ভাবে ক্ষুদ্রমতি নয়; মহাত্মার বিশ্বই আপন পরিবার (১)। ৭২।

আর এই মৃগ যেমন আমার বন্ধু, তুমিও তেমনি আমার বন্ধু। মৃগ কহিল,—আর এরূপ উত্তর প্রত্যুত্তরে প্রয়োজন কি? আইস! আমরা সকলেই পরস্পর প্রণয়ালাপে সুখানুভব করত একত্র বাস করি। যেহেতু;—

এ সংসারে কেহ কারো শত্রু মিত্র নয়; ব্যবহারে শত্রু মিত্র পরিচয় হয়। ৭৩।

কাক পুনরায় কহিল,—তবে তাহাই হউক। অনন্তর প্রাতঃকাল হইলে, সকলে নিজ নিজ অভিমত স্থানে গমন করিল। একদিন শৃগাল গোপনে মৃগকে কহিল,—সখে মৃগ! এই বনেরই একস্থানে একটি শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র আছে। আমি তোমাকে সঙ্গে লইয়া তাহা দেখাইতেছি। শৃগাল শস্যক্ষেত্র দেখাইলে, মৃগ প্রত্যহ তথায় গিয়া শস্য ভক্ষণ করে। এইরূপে কয়েক দিন গত হইলে, ক্ষেত্রস্বামী তাহা দেখিতে পাইয়া সেই স্থানে জাল পাতিয়া রাখিল। অনন্তর, মৃগ তথায় পুনরায় আসিয়া বিচরণ করিতে করিতে জালে বদ্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিল —

---

(১) ক্ষুদ্রচিত্ত লোকেই আপন স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি পরিবারগণকে আত্মীয় এবং আর সকলকে পর ভাবিয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃত মহাত্মার চিত্তে ভেদজ্ঞান নাই, জগতের সকল প্রাণীই তাঁহার নিজ পরিবার অর্থাৎ সর্ব্বজীবেই তাঁহার সমান প্রেম।

মামিতঃ কালপাশাদিব ব্যাধপাশাৎ ত্রাতুং মিত্রাদন্যঃ সমর্থঃ। অত্রান্তরে জম্বুকস্তত্রাগত্য উপস্থিতোঽচিন্তয়ৎ—ফলিতস্তাবদস্মাকং কপটপ্রবন্ধঃ। মনোরথসিদ্ধিরপি বাহুল্যান্মে ভবিষ্যতি। যতঃ এতস্যোৎকৃত্যমানস্য মাংসাসৃগনুলিপ্তানি অস্থীনি ময়াবশ্যং প্রাপ্তব্যানি। স চ মৃগস্তং দৃষ্ট্বোল্লাসিতো ব্রূতে—সখে ছিন্ধি তাবন্মম বন্ধনম্। সত্বরং ত্রায়স্ব মাম্।

যতঃ। আপৎসু মিত্রং জানীয়াদ্ যুদ্ধে শূরমৃণে শুচিম্।
ভার্য্যাং ক্ষীণেষু বিত্তেষু ব্যসনেষু চ বান্ধবান্॥ ৭৪॥

অপরঞ্চ। উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ॥ ৭৫॥

জম্বুকঃ পাশং মুহুর্ম্মুহুর্বিলোক্যাচিন্তয়ৎ—দৃঢ়বন্ধনবদ্ধোঽস্তি তাবদয়ং মৃগঃ। ব্রূতে চ—সখে স্নায়ুনির্ম্মিতা এতে পাশাঃ।

মিত্র ভিন্ন আর কে আমাকে এই যম-পাশের ন্যায় ব্যাধ-পাশ হইতে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হইবে। ইত্যবসরে শৃগাল তথায় উপস্থিত হইয়া ভাবিল,—আমার কপটতাজাল সফল হইয়াছে, এক্ষণে আমার মনোরথসিদ্ধিও বিলক্ষণরূপে হইবে। কেন না,—এই মৃগকে যখন কাটিয়া কুটিয়া লইবে, তখন ইহার রক্তমাংসমিশ্রিত অস্থিসকল আমি অবশ্যই পাইব। এদিকে, মৃগ শৃগালকে দেখিতে পাইয়া কহিল,—সখে! আমার বন্ধন ছেদন করিয়া দেও, শীঘ্র আমায় পরিত্রাণ কর। কারণ,—

জানিবে প্রকৃত বন্ধু বিপদ সময়, সমরেই শূরের জানিবে পরিচয়;
খাঁটি লোক জানা যায় ঋণ-ব্যবহারে, ধন ফুরাইলে তবে চিনিবে ভার্য্যারে। ৭৪।

আরো,—

উৎসব, ব্যসন আর দুর্ভিক্ষসময়, শ্মশান, রাজার দ্বার আর শত্রুভয় (১);
এ সবে সহায় যার যেই জন হয়, সে তার যথার্থ বন্ধু জানিবে নিশ্চয়। ৭৫।

শৃগাল পাশের দিকে বারংবার দৃষ্টিপাত করিয়া ভাবিতে লাগিল,—এই মৃগটা খুব শক্ত বন্ধনে পড়িয়াছে। অনন্তর কহিল,—সখে! এই পাশ নাড়ী দ্বারা

---

(১) 'রাজার দ্বার'—আত্মদুঃখ নিবারণার্থে কেহ রাজার দ্বারস্থ হইলে, যে তাহার সহায়তা করে, সে তাহার প্রকৃত বন্ধু। 'শত্রুভয়'—মূলে 'রাষ্ট্রবিপ্লব' আছে। স্বদেশীয় বিদ্রোহে বা বিদেশীয় শত্রুর উপদ্রবে রাজ্য উলট পালট হওয়াকে 'রাষ্ট্রবিপ্লব' বলে। সে সময় যে নিজের দিকে না চাহিয়া অন্যের ধন প্রাণ রক্ষায় যত্ন করে, সে তাহার প্রকৃত বন্ধু।

তদদ্য ভট্টারকবারে কথমেতান্ দন্তৈঃ স্পৃশামি। মিত্র নান্যথা মন্তব্যম্। প্রভাতে যৎ ত্বয়া বক্তব্যং তৎ কর্ত্তব্যমিতি। অনন্তরং স কাকঃ প্রদোষকালে মৃগমনাগতমবলোক্য ইতস্ততোঽন্বিষ্যন্ তথাবিধং দৃষ্ট্বোবাচ—সখে কিমেতৎ। মৃগেণোক্তম্—অবধীরিত-সুহৃদ্বাক্যস্য ফলমেতৎ।

তথাচোক্তম্।

সুহৃদাং হিতকামানাং যঃ শৃণোতি ন ভাষিতম্।
বিপৎ সন্নিহিতা তস্য স নরঃ শত্রুনন্দনঃ॥ ৭৬॥

কাকো ব্রূতে—স বঞ্চকঃ ক্বাস্তে। মৃগেণোক্তম্—মন্মাংসার্থী তিষ্ঠত্যত্রৈব। কাকো ব্রূতে—মিত্র উক্তমেব ময়া পূর্ব্বম্।

নির্ম্মিত, অতএব আজি রবিবারে কিরূপে ইহা দন্ত দ্বারা স্পর্শ করিব? (১)। মিত্র! তুমি ইহাতে অন্যরূপ মনে করিও না। কল্য প্রাতে তুমি আমাকে যাহা বলিবে তাহা করিব। এদিকে, সেই কাক সন্ধ্যাকালে মৃগকে বাসস্থানে অনুপস্থিত দেখিয়া, ইতস্ততঃ তাহার অনুসন্ধান করিতে করিতে মৃগকে সেই অবস্থায় দেখিয়া কহিল,—সখে! এ কি? মৃগ কহিল,—এ বন্ধুবাক্য না শুনিবার ফল! কথিতও আছে যে,—

হিতৈষী বন্ধুর কথা যে চলে লঙ্ঘিয়া; বিপক্ষ হাসায় সেই বিপদে পড়িয়া। ৭৬।

কাক কহিল,—সেই বঞ্চক কোথায় আছে? মৃগ কহিল,—আমার মাংস খাইবে বলিয়া এই স্থানেই আছে। কাক বলিল,—সখে! আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম।

---

(১) রবিবারে আমিষ খাইতে নাই। ধূর্ত্ত শৃগাল তাই রবিবারের ওজর করিয়া সেই নাড়ীনির্ম্মিত পাশ দন্ত দ্বারা কাটিতে চাহিল না। শাস্ত্রে এইরূপ নিষেধ আছে,—

"মাষমামিষমাংসঞ্চ মসূরং নিম্বপত্রকম্। ভক্ষয়েদ্ যো রবের্বারে সপ্তজন্মস্বপুত্রকঃ॥
আর্দ্রকং মধু মাংসঞ্চ ভক্ষয়েদ্ যো রবের্দিনে। সপ্তজন্ম ভবেদ্রোগী জন্ম জন্ম দরিদ্রতা॥
নিম্বং মাংসং মসূরঞ্চ বিল্বকাঞ্জিকমার্দ্রকম্। ভক্ষয়েদ্ যো রবের্বারে সপ্তজন্মস্বপুত্রকঃ"॥

(ইতি কর্ম্মলোচনম্।)

মাষকলাই, আমিষ, মাংস, মসূরদাল, ও নিম্বপত্র, রবিবারে যে ব্যক্তি ভক্ষণ করে, সে সাত জন্ম অপুত্র হয়। ইত্যাদি।

অপরাধো ন মেঽস্তীতি নৈতদ্ বিশ্বাসকারণম্।
বিদ্যতে হি নৃশংসেভ্যো ভয়ং গুণবতামপি ॥ ৭৭ ॥ (১)
পরোক্ষে কার্য্যহন্তারং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনম্।
বর্জ্জয়েৎ তাদৃশং মিত্রং বিষকুম্ভং পয়োমুখম্ ॥ ৭৮ ॥

ততঃ কাকো দীর্ঘং নিশ্বস্য—অরে বঞ্চক কিং ত্বয়া পাপকর্ম্মণা কৃতম্।

যতঃ। সংলাপিতানাং মধুরৈর্বচোভিঃ
মিথ্যোপচারৈশ্চ বশীকৃতানাম্।
আশাবতাং শ্রদ্দধতাং চ লোকে
কিমর্থিনাং বঞ্চয়িতব্যমস্তি ॥ ৭৯ ॥

নিরীহ নিষ্পাপ আমি মম কিবা ভয়, এ বিশ্বাসে নিশ্চিন্ত থাকাটা ভাল নয়;
পরম ধার্ম্মিক যিনি অতি গুণবান্, নৃশংসের হাতে তাঁরো নাহি পরিত্রাণ।৭৭।(১)
সাক্ষাতে থাকিয়া মুখে কহে প্রিয়ভাষ, অসাক্ষাতে থাকিয়া যে করে সর্ব্বনাশ;
ত্যজিবে সেরূপ বন্ধু করিয়া যতন, মুখে মধু বিষে ভরা কুম্ভের মতন। ৭৮।

অনন্তর, কাক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—অরে বঞ্চক পাপিষ্ঠ! তুই কি দুষ্কর্ম্মই করিলি! কারণ,—

প্রলোভিত করি' আগে মধুর কথায়, বশীভূত করি নানা কপট সেবায়;
আশ্বাস বিশ্বাস দিয়া প্রাণে যেবা মারে, তার মত মহাপাপী আছে কি সংসারে?।৭৯।

---

(১) এই শ্লোকের পর, কোনও কোনও পুস্তকে নিম্নলিখিত শ্লোকটি বেশি আছে, এস্থলে তাহা ও তাহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল;—

দীপনির্ব্বাণগন্ধং চ সুহৃদ্বাক্যমরুন্ধতীম্।
ন জিঘ্রন্তি ন শৃণ্বন্তি ন পশ্যন্তি গতায়ুষঃ ॥

অনুবাদ,—

যাহার মরণকাল নিকটে ঘনায়, অরুন্ধতী তারকা সে দেখিতে না পায়;
হিতৈষীর কথা তার কাণে নাহি যায়, প্রদীপ নিবিলে তার গন্ধ নাহি পায়।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—মন বুদ্ধি প্রভৃতি অন্তরিন্দ্রিয়ের নিতান্ত বিপর্য্যয় ঘটিলেই লোকে হিতৈষী বন্ধুর বাক্য অবহেলা করে। চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয়ের নিতান্ত বিপর্য্যয় ঘটিলেই লোকে অত বড় জাজ্বল্যমান অরুন্ধতী তারাও দেখিতে পায় না, এবং দীপনির্ব্বাণের সুতীব্র গন্ধও অনুভব করিতে পারে না। ইন্দ্রিয় সকলের এইরূপ বিপর্য্যয় ঘটাই মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ।

অন্যচ্চ। উপকারিণি বিশ্রব্ধে শুদ্ধমতৌ যঃ সমাচরতি পাপম্।
তং জনমসত্যসন্ধং ভগবতি বসুধে কথং বহসি ॥ ৮০ ॥
দুর্জ্জনেন সমং বৈরং প্রীতিঞ্চাপি ন কারয়েৎ।
উষ্ণো দহতি চাঙ্গারঃ শীতঃ কৃষ্ণয়তে করম্ ॥ ৮১ ॥ (১)

অথবা স্থিতিরিয়ং দুর্জ্জনানাম্।

প্রাক্ পাদয়োঃ পততি খাদতি পৃষ্ঠমাংসম্
কর্ণে কলং কিমপি রৌতি শনৈর্ব্বিচিত্রম্।
ছিদ্রং নিরূপ্য সহসা প্রবিশত্যশঙ্কঃ
সর্ব্বং খলস্য চরিতং মশকঃ করোতি ॥ ৮২ ॥

আরো,—

হিতকারী, বিশ্বস্ত, নিষ্পাপ যেই জন, তাঁর প্রতি যেবা করে পাপ আচরণ ;
নৃশংস কৃতঘ্ন সেই অতি দুরাচার, কেন গো মা বসুমতি! বহ তার ভার ?। ৮০।
কি শত্রুতা কি মিত্রতা দুষ্টের সহিত, দুয়েই অনিষ্ট ইহা জানিবে নিশ্চিত ;
দহে হস্ত অঙ্গার হইলে অগ্নিময়, শীতল হ'লেও তাহে হস্ত কালো হয়। ৮১। (১)

অথবা দুর্জ্জনগণের প্রকৃতিই এই,—

প্রথমে আসিয়া পড়ে পায়ের উপর, চুপে চুপে পৃষ্ঠমাংস খায় তার পর ;
গুন্ গুন্ কত গুণ গায় কাণে এসে, সহসা পাইলে ছিদ্র নির্ভয়ে প্রবেশে ;
এইরূপে খলের চরিত্র যাহা আছে, সকলি পাইবে তাহা মশকের কাছে। ৮২। (২)

---

(১) 'দুর্জ্জনেন সমং সখ্যং প্রীতিং চাপি ন কারয়েৎ'—সমস্ত পুস্তকে এইরূপ পাঠ আছে। এরূপ পাঠে এই শ্লোকের অপরার্দ্ধের দৃষ্টান্তটি কিছুতেই সংলগ্ন হয় না, কারণ,—অঙ্গারের উষ্ণতা ও শীতলতা এই দুইটি যেমন পরস্পর বিপরীত অবস্থা, দুর্জ্জনের সখ্য ও প্রীতি সেরূপ বিপরীত অবস্থা না হইয়া বরং একই অবস্থা বুঝাইতেছে। অতএব, 'সখ্যং' এই পাঠের পরিবর্ত্তে 'বৈরং' এই পাঠ দিলাম। এই শ্লোকের শেষ চরণে 'কৃষ্ণায়তে করম্' এইরূপ পাঠ সমস্ত পুস্তকে আছে। কিন্তু, 'কৃষ্ণং করোতি' এই অর্থে 'কৃষ্ণায়তে' এইরূপ পদ ব্যাকরণসম্মত নহে। এজন্য 'কৃষ্ণায়তে' স্থলে 'কৃষ্ণয়তে' এই পাঠ দিলাম। করণ অর্থে কৃষ্ণ শব্দের উত্তর ণিচ্ হইয়া ধাতুসংজ্ঞা হয়, এবং ণিজন্ত ধাতুর ন্যায় উভয়পদী হইয়া থাকে। এস্থলে আত্মনেপদে 'কৃষ্ণয়তে' এইরূপ হইয়াছে।

(২) মশা ঠিক্ খল ব্যক্তির অনুকরণ করে ;—খল ব্যক্তি স্বার্থসাধনের জন্য লোকের পায়ে গিয়া পড়ে। মশাও পায়ের উপর বসে। 'পৃষ্ঠমাংস খায়' অর্থাৎ খল পিছনে গিয়া চুক্‌লি করে ও অনিষ্ট চেষ্টা করে। লোকের পৃষ্ঠে অর্থাৎ অসাক্ষাতে নিন্দা ও মন্দ করে বলিয়া খলের একটি নাম 'পৃষ্ঠ-মাংসাদক'। মশাও পিঠে হুল ফুটাইয়া রক্ত খায়। খল দুরভিসন্ধি সিদ্ধির জন্য লোকের কাণে নানা-

তথা চ। দুর্জ্জনঃ প্রিয়বাদী চ নৈতদ্‌বিশ্বাসকারণম্।
মধু তিষ্ঠতি জিহ্বাগ্রে হৃদি হালাহলং বিষম্ ॥ ৮৩ ॥

অথ প্রভাতে স ক্ষেত্রপতির্লগুড়হস্তস্তং প্রদেশমাগচ্ছন্ কাকেনাবলোকিতঃ। তমালোক্য কাকেনোক্তম্—সখে মৃগ ত্বমাত্মানং মৃতবৎ সন্দর্শ্য বাতেনোদরং পূরয়িত্বা পাদান্ স্তব্ধীকৃত্য তিষ্ঠ। যদাহং শব্দং করোমি তদা ত্বং সত্বরমুত্থায় পলায়িষ্যসে। মৃগস্তথৈব কাকবচনেন স্থিতঃ। ততঃ ক্ষেত্রপতিনা হর্ষোৎফুল্ল-লোচনেন তথাবিধো মৃগ আলোকিতঃ। আঃ স্বয়ং মৃতোহসি ইত্যুক্ত্বা মৃগং বন্ধনান্মোচয়িত্বা পাশান্ সংবরিতুং কৃতযত্নো বভূব। ততঃ কিয়দ্দূরেহন্তরিতে ক্ষেত্রপতৌ স মৃগঃ কাকস্য শব্দং শ্রুত্বা সসম্ভ্রমঃ সমুত্থায় পলায়িতঃ। তমুদ্দিশ্য তেন ক্ষেত্রপতিনা প্রকোপাৎ ক্ষিপ্তেন লগুড়েন শৃগালো ব্যাপাদিতঃ।

দুর্জ্জন যদ্যপি কয় সুমিষ্ট বচন, তার সে কথায় না ভুলিবে কদাচন;
জিহ্বার আগায় তার মধু সদা রয়, কালকূটে ভরা তার জানিবে হৃদয়। ৮৩।

অনন্তর প্রভাত হইলে, কাক দেখিল, সেই ক্ষেত্রস্বামী লগুড়হস্তে সেই স্থানে আসিতেছে। তাহাকে আসিতে দেখিয়া কাক কহিল,—সখে মৃগ! তুমি বায়ু দ্বারা উদর ফুলাইয়া পা আড়ষ্ট করিয়া, আপনাকে ঠিক মৃতের ন্যায় দেখাইয়া পড়িয়া থাক। যখন আমি শব্দ করিব, তখন তুমি শীঘ্র উঠিয়া পলাইবে। মৃগ কাকের কথায় ঠিক সেইরূপে পড়িয়া রহিল। অনন্তর, ক্ষেত্রপতি হর্ষোৎফুল্লনেত্রে মৃগকে সেইরূপ অবস্থায় দেখিল। সেইরূপ মৃগকে দেখিয়া কহিল,—বাঃ! এ যে আপনিই মরিয়া আছে। এই কথা বলিয়া, মৃগকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া, জাল গুড়াইয়া লইতে যত্নবান্ হইল। ক্ষেত্রপতি একটু অন্তরে যাইবামাত্র, সেই মৃগ কাকের শব্দ শুনিয়া সত্বর উঠিয়া পলায়ন করিল। ক্ষেত্রপতি সেই মৃগকে লক্ষ্য করিয়া ক্রোধে লগুড় নিক্ষেপ করিল, সেই লগুড় শৃগালের গাত্রে পতিত হওয়ায় শৃগাল প্রাণত্যাগ করিল।

প্রকার কপট মিষ্ট কথা বলিয়া থাকে। মশাও রক্ত খাইবার আগে কাণের কাছে গুন্ গুন্ করিতে থাকে। 'ছিদ্র' অর্থাৎ সুযোগ পাইলেই খল ব্যক্তি লোকের মনের ভিতর অধিকার লাভ করিয়া নির্ভয়ে তাহার অনিষ্ট সাধন করে। মশাও মশারির কোনও স্থানে একটু ছিদ্র পাইলেই মশারির মধ্যে নির্ভয়ে প্রবেশ করে।

তথা চোক্তম্।

ত্রিভির্বর্ষৈস্ত্রিভির্মাসৈস্ত্রিভিঃ পক্ষৈস্ত্রিভির্দিনৈঃ।
অত্যুৎকটৈঃ পাপপুণ্যৈরিহৈব ফলমশ্নুতে ॥ ৮৪ ॥

অতোঽহং ব্রবীমি—'ভক্ষ্যভক্ষকয়োঃ প্রীতিঃ'--ইত্যাদি। কাকঃ পুনরাহ।

ভক্ষিতেনাপি ভবতা নাহারো মম পুষ্কলঃ।
ত্বয়ি জীবতি জীবামি চিত্রগ্রীবইবানঘ! ॥ ৮৫ ॥

অন্যচ্চ। তিরশ্চামপি বিশ্বাসো দৃষ্টঃ পুণ্যৈককর্ম্মণাম্।
সতাং হি সাধুশীলত্বাৎ স্বভাবো ন নিবর্ত্ততে ॥ ৮৬ ॥

কিঞ্চ। সাধোঃ প্রকোপিতস্যাপি মনো নায়াতি বিক্রিয়াম্।
নহি তাপয়িতুং শক্যং সাগরাম্ভস্তৃণোল্কয়া ॥ ৮৭ ॥

হিরণ্যকো ব্রূতে—চপলস্ত্বম্। চপলেন সহ স্নেহঃ সর্ব্বথা ন কর্ত্তব্যঃ। তথা চোক্তম্।

কথিতও আছে যে ;—

মহাপাপ মহাপুণ্য যেবা যাহা করে, এ জীবলোকেই তার ফল ভোগ করে ;
দিন, পক্ষ, মাস, বর্ষ যদি গত হয়, তথাপি কর্ম্মের ফল ফলিবে নিশ্চয়। ৮৪ ;

অতএব, ভক্ষ্য ভক্ষকের প্রীতি যে অনর্থের মূল, এই সকল কথা বলিতেছি। কাক পুনরায় কহিল ;—

তোমা হেন জনে যদি করিও ভক্ষণ, তাহে কিছু না হইবে উদর-পূরণ ;
কিন্তু তুমি হে সাধো! থাকিলে নিরাপদে, চিত্রগ্রীব সম আমি তরিব বিপদে। ৮৫।

আরো,—

যাহার স্বভাবে সদা সাধুতাই রয়, হ'লেও তির্য্যকজাতি বিশ্বাসী সে হয় ;
স্বভাবত নিরীহ ধার্ম্মিক যেই জন, ভাবান্তর নাহি তার হয় কদাচন। ৮৬।

আরো ;—

রাগালেও সাধু-চিত্ত বিকৃতি না পায় ; নাহি তাতে (১) সিন্ধু-জল জ্বলন্ত নুড়ায়।৮৭।

হিরণ্যক কহিল,—তুমি চপলস্বভাব। চপলের সহিত প্রণয় করা উচিত নয়। এইরূপ কথিতও আছে,—

---

(১) তাতে—উত্তপ্ত হয়।

মার্জ্জারো মহিষো মেষঃ কাকঃ কাপুরুষস্তথা।
বিশ্বাসাৎ প্রভবন্ত্যেতে বিশ্বাসস্তত্র নোচিতঃ ॥ ৮৮ ॥

কিঞ্চান্যৎ শত্রুপক্ষো ভবানস্মাকম্। উক্তং চৈতৎ।

শত্রুণা ন হি সন্দধ্যাৎ সুশ্লিষ্টেনাপি সন্ধিনা।
সুতপ্তমপি পানীয়ং শময়ত্যেব পাবকম্ ॥ ৮৯ ॥

দুর্জ্জনঃ পরিহর্ত্তব্যো বিদ্যয়ালঙ্কৃতোঽপি সন্।
মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ ॥ ৯০ ॥

যদশক্যং ন তচ্ছক্যং যচ্ছক্যং শক্যমেব তৎ।
নোদকে শকটং যাতি ন চ নৌর্গচ্ছতি স্থলে ॥ ৯১ ॥

অপরঞ্চ। মহতাপ্যর্থসারেণ যো বিশ্বসিতি শত্রুষু।
ভার্য্যাসু চ বিরক্তাসু তদন্তং তস্য জীবনম্ ॥ ৯২ ॥

লঘুপতনকো ব্রূতে—শ্রুতং ময়া সর্ব্বম্। তথাপি মমৈতাবানেব সঙ্কল্পঃ যৎ ত্বয়া সহ সৌহৃদ্যমবশ্যমেব ময়া করণীয়মিতি। নো চেদনাহারেণাত্মানং তব দ্বারি ব্যাপাদয়িষ্যামি।

মার্জ্জার, মহিষ, মেষ, আর কাকজাতি, আর যেবা কাপুরুষ অতি মন্দমতি ;
এ সকলে কদাচ বিশ্বাস ভাল নয়, অত্যাচার করে এরা পাইলে প্রশ্রয়। ৮৮।

আরো দেখ! তুমি আমাদের শত্রুপক্ষ। কথিতও আছে ;—

পাকাপাকি হইলেও সন্ধির বন্ধন, শত্রু সনে তথাপি না করিবে মিলন ;
অগ্নিযোগে উষ্ণ যাহা অগ্নির সমান, সে জলেও দেখ! অগ্নি করয়ে নির্ব্বাণ। ৮৯।
দুর্জ্জন যদ্যপি হয় বিদ্যায় ভূষিত, তথাপি বিশ্বাস তারে না হয় উচিত ;
যার শিরে শোভা করে মণি মনোহর, তবু কি সে বিষধর নহে ভয়ঙ্কর ?। ৯০।
অসাধ্য না সাধ্য কভু হয় ধরাতলে ; সলিলে শকট, নৌকা স্থলে নাহি চলে।৯১।

আরো দেখ!—

দুষ্ট ভার্য্যা, আর যে স্বভাব-শত্রু হয়, বহু ধন দিলেও বিশ্বাসী নাহি রয় ;
এ উভয়ে বিশ্বাস করয়ে যেই জন, সে তখনি আপনার ঘটায় মরণ। ৯২।

লঘুপতনক বলিল,—আমি সকলি শুনিলাম। তথাপি আমার এতদূর সঙ্কল্প, যে, আমি তোমার সহিত বন্ধুত্ব করিবই করিব। যদি তাহা না ঘটে, তবে আমি তোমার দ্বারে অনশনে দেহত্যাগ করিব। কেন না ;—

তথাহি। মৃদ্ঘটবৎ সুখভেদ্যো দুঃসন্ধানশ্চ দুর্জ্জনো ভবতি।
সুজনস্তু কনকঘটবদ্দুর্ভেদ্যশ্চাশু সন্ধেয়ঃ ॥ ৯৩ ॥

কিঞ্চ। দ্রবত্বাৎ সর্ব্বলোহানাং নিমিত্তান্মৃগপক্ষিণাম্।
ভয়াল্লোভাচ্চ মূর্খাণাং সঙ্গতং দর্শনাৎ সতাম্ ॥ ৯৪ ॥

কিঞ্চ। নারিকেলসমাকারা দৃশ্যন্তেঽপি হি সজ্জনাঃ।
অন্যে বদরিকাকারা বহিরেব মনোহরাঃ ॥ ৯৫ ॥

এতজ্জ্ঞাত্বা সতাং সঙ্গতিরিষ্যতে।

যতঃ। স্নেহচ্ছেদেঽপি সাধুনাং গুণা নায়ান্তি বিক্রিয়াম্।
ভঙ্গেঽপি হি মৃণালানামনুবধ্নন্তি তন্তবঃ ॥ ৯৬ ॥

অন্যচ্চ। শুচিত্বং ত্যাগিতা শৌর্য্যং সামান্যং সুখদুঃখয়োঃ।
দাক্ষিণ্যং চানুরক্তিশ্চ সত্যতা চ সুহৃদ্গুণাঃ ॥ ৯৭ ॥

মাটির ঘটের ন্যায় জানিবে দুর্জ্জন, সহজেই ভাঙ্গে আর না হয় মিলন ;
সোণার ঘটের ন্যায় জানিবে সুজন, কষ্টে ভাঙ্গে, হয় কিন্তু সহজে মিলন (১)। ৯৩।

আরো ;—

গলিলেই ধাতুতে ধাতুতে মিল হয়, নিমিত্তবশত মিলে মৃগ পক্ষিচয় ;
ভয়ে কিম্বা লোভে মিলে যত মূর্খগণে, দরশনে হয় মিল সুজনে সুজনে। ৯৪।

আরো ;—

নারিকেল-ফল-সম সাধুর আকার, বাহিরে চটক নাই ভিতরেই সার ;
বদরিকা-ফল-সম আর যত নর, বাহিরেই কেবল দেখিতে মনোহর। ৯৫।

ইহা বুঝিয়াই সকলে সাধুসঙ্গ লভিতে ইচ্ছা করে। কারণ ;—

সখ্যের ভঙ্গেও সাধু নাহি ছাড়ে গুণ ; ডাঁটা ভাঙ্গিলেও থাকে মৃণালের গুণ (২)।৯৬।

আরো ,—

শুচি, দাতা, সত্যশীল, সরল উদার, অনুরক্ত, শূর, সুখে দুঃখে নির্ব্বিকার ;
এ সকল গুণে যেই বিভূষিত হয়, বন্ধুতার উপযুক্ত পাত্র তারে কয়। ৯৭।

---

(১) মাটির ভাঁড় যেমন শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া যায়, এবং ভাঙ্গিলে আর যোড়া লাগে না, দুর্জ্জনের সঙ্গে বন্ধুত্বও তেমনি, কেন না, তাহা অল্প কারণেই ভাঙ্গিয়া যায়, এবং ভাঙ্গিলে আর মিল হওয়া দুর্ঘট। কিন্তু সোণার ভাঁড় যেমন সহজে ভাঙ্গে না, এবং ভাঙ্গিলে আবার সহজেই যোড়া যায়, সুজনের সঙ্গে বন্ধুত্বও তেমনি, কেননা, সে বন্ধুত্ব সহজে ভাঙ্গে না, এবং ভাঙ্গিলেও আবার সহজেই মিলন হইতে পারে।

(২) মৃণালের গুণ অর্থাৎ তাহার মধ্যস্থিত কোমল সূত্র।

এতৈর্গুণৈরুপেতো ভবদন্যো ময়া কঃ সুহৃৎ প্রাপ্তব্যঃ। ইত্যাদি তদ্বচনমাকর্ণ্য হিরণ্যকো বহির্নিঃসৃত্যাহ—আপ্যায়িতোঽহং ভবতামনেন বচনামৃতেন।

তথাহ্যুক্তম্।

ঘর্ম্মার্ত্তং ন তথা সুশীতলজলৈঃ স্নানং ন মুক্তাবলী
ন শ্রীখণ্ডবিলেপনং সুখয়তি প্রত্যঙ্গমপ্যর্পিতম্।
প্রীত্যৈ সজ্জনভাষিতং প্রভবতি প্রায়ো যথা চেতসঃ
সদ্যুক্ত্যা চ পরিষ্কৃতং সুকৃতিনামাকৃষ্টিমন্ত্রোপমম্॥ ৯৮॥

অন্যচ্চ। রহস্যভেদো যাচ্ঞা চ নৈষ্ঠুর্য্যং চলচিত্ততা।
ক্রোধো নিঃসত্যতা দ্যূতমেতন্মিত্রস্য দূষণম্॥ ৯৯॥

অনেন বচনক্রমেণ তদেকদূষণমপি ত্বয়ি ন লক্ষ্যতে।

যতঃ। পটুত্বং সত্যবাদিত্বং কথাযোগেন বুধ্যতে।
অস্তব্ধত্বমচাপল্যং প্রত্যক্ষেণাবগম্যতে॥ ১০০॥

তোমা ভিন্ন এসকল গুণে বিভূষিত সুহৃৎ আমি আর কোথায় পাইব? তাহার এই সকল কথা শুনিয়া, হিরণ্যক বাহিরে আসিয়া কহিল,—আমি তোমার এই বচনামৃত পান করিয়া আপ্যায়িত হইলাম। এরূপ কথিতও আছে যে;—

সুস্নিগ্ধ সলিলে স্নান মুক্তা আভরণ, সর্ব্ব গাত্রে সুশীতল চন্দন লেপন;
এ সবে যত না সুখ সন্তাপিত জনে, ততোধিক হয় সুখ সাধুর বচনে;
নির্ম্মল সুযুক্তিপূর্ণ সাধুর বচন, মোহন মন্ত্রের ন্যায় করে আকর্ষণ। ৯৮।

আরো কথিত আছে যে,—

রহস্যপ্রকাশ, রোষ, স্থৈর্য্যের অভাব, অসত্য, প্রার্থনা, দ্যূত (১), নিষ্ঠুর স্বভাব;
এই সাত দোষে দোষী হয় যেই জন, তার সনে বন্ধুতা না থাকে কদাচন। ৯৯।

এই শাস্ত্রবচনে যে সকল দোষের উল্লেখ আছে, তাহার একটিও দোষ তোমাতে দেখিতেছি না। কারণ;—

পটুতা, সত্যবাদিতা, বুঝিবে কথায়; দরশনে নম্রতা ধীরতা বুঝা যায়।১০০।

---

(১) দ্যূত—জুয়াখেলা।

অপরঞ্চ। অন্যথৈব হি সৌহার্দ্দং ভবেৎ স্বচ্ছান্তরাত্মনঃ।
প্রবর্ত্ততেঽন্যথা বাণী শাঠ্যোপহিতচেতসঃ॥ ১০১॥
মনস্যন্যদ্ বচস্যন্যৎ কর্ম্মণ্যন্যদ্ দুরাত্মনাম্।
মনস্যেকং বচস্যেকং কর্ম্মণ্যেকং মহাত্মনাম্॥ ১০২॥

তদ্ভবতু ভবতোঽভিমতমেব। ইত্যুক্ত্বা হিরণ্যকো মৈত্র্যং বিধায় ভোজনবিশেষৈর্বায়সং সন্তোষ্য বিবরং প্রবিষ্টঃ। বায়সোঽপি স্বস্থানং গতঃ। ততঃ প্রভৃতি তয়োরন্যোন্যাহারপ্রদানেন কুশলপ্রশ্নৈর্বিশ্রম্ভালাপৈশ্চ কিয়ান্ কালোঽতিবর্ত্ততে। একদা লঘুপতনকো হিরণ্যকমাহ—সখে বায়সস্য কষ্টলভ্যাহারমিদং স্থানম্। তদেতৎ পরিত্যজ্য স্থানান্তরং গন্তুমিচ্ছামি। হিরণ্যকো ব্রূতে।

স্থানভ্রষ্টা ন শোভন্তে দন্তাঃ কেশা নখা নরাঃ।
ইতি বিজ্ঞায় মতিমান্ স্বস্থানং ন পরিত্যজেৎ॥ ১০৩॥

কাকো ব্রূতে—মিত্র কাপুরুষস্য বচনমেতৎ।

যতঃ। স্থানমুৎসৃজ্য গচ্ছন্তি সিংহাঃ সৎপুরুষা গজাঃ।
তত্রৈব নিধনং যান্তি কাকাঃ কাপুরুষা মৃগাঃ॥ ১০৪॥

আরো,—

সাধুর প্রীতির ভাব সরলতাময়; শঠের কপট ভাব অন্যরূপ হয়। ১০১।

দুরাত্মার মনে এক, মুখে বলে আর, কাজে তার বিপরীত দেখিবে আবার;
মহাত্মার মনে যাহা, বচনেও তাই, কাজেও দেখিবে তাহা, ভিন্নরূপ নাই। ১০২।

অতএব তোমার মনোরথই পূর্ণ হউক। ইহা বলিয়া হিরণ্যক মৈত্রী স্থাপন পূর্ব্বক, উত্তম ভক্ষ্য সামগ্রী দ্বারা বায়সকে পরিতুষ্ট করিয়া বিবরে প্রবেশ করিল। বায়সও স্বস্থানে প্রস্থান করিল। তদবধি, তাহারা উভয়ে পরস্পর আহার প্রদান, কুশল-সম্ভাষণ ও প্রণয়ালাপ দ্বারা কিছুকাল অতিবাহিত করিল। একদা লঘুপতনক হিরণ্যককে কহিল,—সখে! এস্থানে বায়সের আহার মিলা দুষ্কর। অতএব এই স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা করি। হিরণ্যক কহিল;—

দন্ত, কেশ, নখ, আর মনুষ্য, এ সব; স্থানভ্রষ্ট হইলেই হারায় সৌষ্ঠব। ১০৩।

কাক কহিল,—সখে! এ কাপুরুষের কথা। কেন না;—

মৃগ, কাক, কাপুরুষ স্বস্থানেই মরে; সিংহ, গজ, তেজী লোক স্থানত্যাগ করে। ১০৪।

অন্যচ্চ। কো বীরস্য মনস্বিনঃ স্ববিষয়ঃ কো বা বিদেশঃ স্মৃতঃ
যং দেশং শ্রয়তে তমেব কুরুতে বাহুপ্রতাপার্জ্জিতম্।
যদ্ দংষ্ট্রানখলাঙ্গুলপ্রহরণঃ সিংহো বনং গাহতে
তস্মিন্নেব হতদ্বিপেন্দ্ররুধিরৈস্তৃষ্ণাং ছিনত্ত্যাত্মনঃ ॥১০৫॥

হিরণ্যকো ব্রূতে—মিত্র ক্ব গন্তব্যম্। তথা চোক্তম্।

চলত্যেকেন পাদেন তিষ্ঠত্যেকেন বুদ্ধিমান্।
নাসমীক্ষ্য পরং স্থানং পূর্ব্বমায়তনং ত্যজেৎ ॥ ১০৬ ॥

বায়সো ব্রূতে—মিত্র অস্তি সুনিরূপিতং স্থানম্। হিরণ্যকোঽবদৎ—কিং তৎ। বায়সঃ কথয়তি—অস্তি দণ্ডকারণ্যে কর্পূরগৌরাভিধানং সরঃ। তত্র চিরকালোপার্জ্জিতঃ প্রিয়সুহৃন্মে মন্থরাভিধানঃ কূর্ম্মঃ সহজধার্ম্মিকঃ প্রতিবসতি।

যতঃ। পরোপদেশে পাণ্ডিত্যং সর্ব্বেষাং সুকরং নৃণাম্।
ধর্ম্মে স্বীয়মনুষ্ঠানং কস্যচিৎ তু মহাত্মনঃ ॥ ১০৭ ॥

স চ ভোজনবিশেষৈর্মাং সংবর্দ্ধয়িষ্যতি। হিরণ্যকোঽবদৎ—তৎ কিমত্রাবস্থায় ময়া কর্ত্তব্যম্।

আরো,—

কি স্বদেশ কি বিদেশ থাকে যেই স্থানে, বাহুবলে বীর তাহা নিজ বশে আনে;
স্বনখে কেশরী করী করি বিদারণ (১), যে বনেই যায়, করে তৃষ্ণা নিবারণ।১০৫।

হিরণ্যক জিজ্ঞাসিল,—মিত্র! কোথায় যাইবে? কথিত আছে যে,—

এক পা বাড়ায়ে পুনঃ থামে বুদ্ধিমান; পরস্থান না দেখি না ছাড়িবে স্বস্থান।১০৬।

কাক কহিল,—মিত্র! একটি বেশ জানাশুনা স্থান আছে। হিরণ্যক কহিল,—সে স্থান কোথায়? কাক কহিল,—দণ্ডকারণ্যে কর্পূরগৌর নামে একটি সরোবর আছে। তথায় আমার বহুকালের প্রিয়বন্ধু মন্থরনামক এক কূর্ম্ম আছেন। তিনি স্বভাবতই অতি ধার্ম্মিক। দেখ!—

অন্যেরে বুঝাতে ধর্ম্ম সবাই কুশল (২); নিজে ধর্ম্মশীল কিন্তু দেখিবে বিরল। ১০৭।

তিনি বিবিধ উৎকৃষ্ট ভক্ষ্যসামগ্রী দ্বারা আমার সম্বর্দ্ধনা করিবেন। হিরণ্যক কহিল,—এস্থানে থাকিয়া আমিই বা কি করিব। কেন না;—

---

(১) কেশরী সিংহ, করী অর্থাৎ হস্তীকে। (২) কুশল—তৎপর, পটু।

যতঃ। যস্মিন্ দেশে ন সম্মানো ন বৃত্তির্ন চ বান্ধবঃ।
ন চ বিদ্যাগমঃ কশ্চিৎ তং দেশং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১০৮ ॥

অপরঞ্চ। ধনিকঃ শ্রোত্রিয়ো রাজা নদী বৈদ্যশ্চ পঞ্চমঃ।
পঞ্চ যত্র ন বিদ্যন্তে তত্র বাসং ন কারয়েৎ ॥ ১০৯ ॥

অপরঞ্চ। লোকযাত্রা ভয়ং লজ্জা দাক্ষিণ্যং ত্যাগশীলতা।
পঞ্চ যত্র ন বর্ত্তন্তে ন কুর্য্যাৎ তত্র সংস্থিতিম্ ॥ ১১০ ॥

অন্যচ্চ। তত্র মিত্র ন বস্তব্যং যত্র নাস্তি চতুষ্টয়ম্।
ঋণদাতা চ বৈদ্যশ্চ শ্রোত্রিয়ঃ সুজলা নদী ॥ ১১১ ॥

অতো মামপি তত্র নয়। বায়সোঽবদৎ—এবমস্তু। অথ বায়সস্তেন মিত্রেণ সহ চিত্রকথালাপসুখেন তস্য সরসঃ সমীপং জগাম। ততো মন্থরো দূরাদেব লঘুপতনকমবলোক্য উত্থায় যথোচিতমাতিথ্যং বিধায় মূষিকস্যাপ্যতিথিসৎকারং চকার।

যতঃ। গুরুরগ্নির্দ্বিজাতীনাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ।
পতিরেকো গুরুঃ স্ত্রীণাং সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ ॥ ১১২ ॥

বিদ্যা, বন্ধু, সম্মান, জীবিকা যথা নাই; সেই স্থান পরিত্যাগ করিবে সবাই।১০৮।
ধনী, রাজা, নদী, বৈদ্য, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ; যে দেশে না রহে তাহা করিবে বর্জ্জন।১০৯।
আরো,—
লোকযাত্রা, ভয়, লজ্জা, সরলতা, দান; এ পাঁচ যেখানে নাই ত্যজিবে সে স্থান।১১০।
আরো,—
বিমলসলিলা নদী, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ, উত্তমর্ণ (১), আর চিকিৎসক বিচক্ষণ;
যে দেশে না থাকে এই চারি সুলক্ষণ, হে মিত্র! সে দেশে বাস কোরো না কখন।১১১।

অতএব আমাকেও তথায় লইয়া চল। বায়স বলিল,—তবে তুমিও চল। অনন্তর, বায়স সেই বন্ধুর সহিত নানা কথার আলাপে পরম সুখে সেই সরোবরের নিকট গমন করিল। অনন্তর, মন্থর দূর হইতেই লঘুপতনককে দেখিতে পাইয়া উঠিয়া তাহার যথোচিত আতিথ্য করিয়া মূষিকেরও আতিথ্য করিল। কারণ;—

'দ্বিজাতিগণের গুরু হন হুতাশন (২), সকল বর্ণের গুরু জানিবে ব্রাহ্মণ;
পতিই নারীর গুরু জানিবে নিশ্চয়, গৃহাগত অতিথি সর্ব্বত্র গুরু হয়।১১২।

---

(১) 'উত্তমর্ণ'—ধনস্বামী, মহাজন, যে টাকা ধার দেয়।
(২) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন বর্ণকে দ্বিজাতি বলে। দুইবার জন্ম হয় বলিয়া ইহাদিগকে

বায়সোঽবদৎ—সখে মন্থর সবিশেষপূজামস্মৈ বিধেহি। যতোঽয়ং পুণ্যকর্ম্মণাং ধুরীণঃ কারুণ্যরত্নাকরো হিরণ্যকো নাম মূষিকরাজঃ। এতস্য গুণস্তুতিং জিহ্বাসহস্রদ্বয়েন সর্পেশ্বরঃ কর্ত্তুং যদি কদাচিৎ সমর্থঃ স্যাৎ। ইত্যুক্ত্বা চিত্রগ্রীবোপাখ্যানং বর্ণিতবান্। ততো মন্থরঃ সাদরং হিরণ্যকং সম্পূজ্যাহ—ভদ্র আত্মনো নির্জ্জনবনাগমনকারণমাখ্যাতুমর্হসি। হিরণ্যকোঽবদৎ—কথয়ামি শ্রূয়তাম্। অস্তি চম্পকাভিধানায়াং নগর্য্যাং পরিব্রাজকাবসথঃ। তত্র চূড়াকর্ণো নাম পরিব্রাজকঃ প্রতিবসতি। স চ ভোজনাবশিষ্টভিক্ষান্নসহিতং ভিক্ষাপাত্রং নাগদন্তকেঽবস্থাপ্য স্বপিতি।

বায়স কহিল,—সখে মন্থর! ইহাঁকে বিশেষরূপে সম্মান কর, কারণ, ইনি সুকৃতিগণের অগ্রগণ্য, দয়ার সাগর, ইনি মূষিকরাজ। সর্পরাজ বাসুকি দুই সহস্র জিহ্বায় ইহাঁর গুণবর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারেন কি না সন্দেহ। ইহা বলিয়া, চিত্রগ্রীবঘটিত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিল। অনন্তর, মন্থর সাদরে হিরণ্যকের পূজা করিয়া কহিল,—মহাশয়! আপনার এ নির্জ্জন বনে আগমনের কারণ কি অনুগ্রহ করিয়া বলুন? হিরণ্যক কহিল,—বলিতেছি শুনুন। চম্পক নগরে পরিব্রাজকদিগের (১) এক আশ্রম আছে। তথায় চূড়াকর্ণ নামে এক পরিব্রাজক বাস করেন। তাঁহার ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল যাহা ভোজনাবশিষ্ট থাকিত, তাহা তিনি ভিক্ষার ঝুলিতে রাখিয়া, সেই ঝুলিটি নাগদন্তে (২) রাখিয়া শয়ন করিতেন।

'দ্বিজাতি' বলে। প্রথম মাতৃগর্ভ হইতে জন্ম, দ্বিতীয় জন্ম উপনয়ন-সংস্কার। হুতাশন অর্থাৎ অগ্নি এই তিন বর্ণের গুরু অর্থাৎ উপাস্য দেবতা। ইহাদিগকে প্রতিদিন যথাবিধানে অগ্নির পূজা অর্থাৎ হোম করিতে হয়।

(১) যাঁহারা সর্ব্বকর্ম্মত্যাগী, ভিক্ষোপজীবী ও ব্রহ্মনিষ্ঠ; যাঁহারা দারপরিগ্রহাদিবিরহিত, সর্ব্বহিংসানিবৃত্ত ও সুখে দুঃখে সর্ব্বাবস্থায় নির্ব্বিকার; যাঁহাদের বাহ্য ও অভ্যন্তর পরিশুদ্ধ; যাঁহারা সমস্ত ইন্দ্রিয় নিরোধপূর্ব্বক ধ্যান ও ধারণা করিয়া থাকেন, এবং যাঁহাদের সমস্ত চিত্তভাব সম্পূর্ণ নির্ম্মল; তাঁহাদিগকে 'পরিব্রাজক' বা 'পরিব্রাট্' বলে।

"সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগো ভৈক্ষ্যাশ্যং ব্রহ্মমূলতা। নিষ্পরিগ্রহতাঽদ্রোহসমতাঃ সর্ব্বজন্তুষু॥
প্রিয়াপ্রিয়পরিষঙ্গে সুখদুঃখাবিকারিতা। সংবাহ্যাভ্যন্তরং শৌচং সুখদুঃখাবিকারিতা॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়সমাহারো ধারণা ধ্যাননিত্যতা। ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেষ পরিব্রাড়্ বর্য্য উচ্যতে"॥
(ইতি গরুড়পুরাণম্।)

(২) 'নাগদন্ত'—দেয়ালের গায়ে কোন জিনিস ঝুলাইয়া রাখিবার গোঁজ। নাগ অর্থাৎ হস্তী, তাহার দন্তের ন্যায় বলিয়া ইহাকে 'নাগদন্ত' বলে।

অহং চ তদন্নমুৎপ্লুত্য প্রত্যহং ভক্ষয়ামি। অনন্তরং তস্য প্রিয়সুহৃদ্ বীণাকর্ণো নাম পরিব্রাজকঃ সমায়াতঃ। তেন সহ কথাপ্রসঙ্গাবস্থিতো মম ত্রাসার্থং জর্জ্জরবংশখণ্ডেন চূড়াকর্ণো ভূমিমতাড়য়ৎ। তং দৃষ্ট্বা বীণাকর্ণ উবাচ—সখে কিমিতি মম কথাবিরক্তোঽন্যাসক্তো ভবান্।

যতঃ। মুখং প্রসন্নং বিমলা চ দৃষ্টিঃ
কথানুরাগো মধুরা চ বাণী।
স্নেহোঽধিকঃ সম্ভ্রমদর্শনং চ
সদানুরক্তস্য জনস্য লক্ষ্যম্॥ ১১৩॥
অতুষ্টিদানং কৃতপূর্ব্বনাশনম্
অমাননং দুশ্চরিতানুকীর্ত্তনম্।
কথাপ্রসঙ্গেন চ নামবিস্মৃতিঃ
বিরক্তভাবস্য জনস্য লক্ষণম্॥ ১১৪॥

চূড়াকর্ণ উবাচ—মিত্র নাহং বিরক্তঃ। কিন্তু পশ্যায়ং মূষিকো মমাপকারী সদা পাত্রস্থং ভিক্ষান্নমুৎপ্লুত্য ভক্ষয়তি। বীণাকর্ণো

আমিও লাফাইয়া উঠিয়া প্রত্যহ সেই তণ্ডুল ভক্ষণ করিতাম। অনন্তর, একদিন তাঁহার প্রিয়বন্ধু বীণাকর্ণ নামে এক পরিব্রাজক তথায় আগমন করিলেন। চূড়াকর্ণ তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তার প্রসঙ্গে রহিলেন, এবং আমাকে ভয় দেখাইবার জন্য জীর্ণ বংশখণ্ড দ্বারা ভূমিতে আঘাত করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া বীণাকর্ণ কহিলেন,—সখে! তুমি আমার কথায় বিরক্ত হইয়া অন্যমনস্ক হইতেছ কেন? কারণ,—

প্রফুল্ল বদন আর প্রসন্ন নয়ন, কথায় আগ্রহ আর মধুর বচন;
সমধিক স্নেহ আর সাদরে দর্শন, এ সকল সদা অনুরক্তের লক্ষণ। ১১৩।
অসন্তোষে দান, কৃত কর্ম্মের হরণ (১), অসম্মান-প্রদর্শন, দোষের কীর্ত্তন;
কথোপকথনকালে নাম-বিস্মরণ, বিরক্তজনের হয় এ সব লক্ষণ। ১১৪।

চূড়াকর্ণ কহিলেন,—সখে! আমি বিরক্ত হই নাই। কিন্তু দেখ! এই মূষিক

---

(১) 'কৃতকর্ম্মের হরণ' একবার কোনো উপকার করিয়া বা কোনো বস্তু দান করিয়া পশ্চাৎ তাহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা।

নাগদন্তকমবলোক্যাহ—কথময়ং মূষিকঃ স্বল্পবল এতাবদ্দূরমুৎপততি। তদত্র কেনাপি কারণেন ভবিতব্যম্। তথাচোক্তম্।

অকস্মাদ্ যুবতী বৃদ্ধং কেশেষ্বাকৃষ্য চুম্বতি।
পতিং নির্দ্দয়মালিঙ্গ্য হেতুরত্র ভবিষ্যতি ॥ ১১৫ ॥

চূড়াকর্ণঃ পৃচ্ছতি—কথমেতৎ। বীণাকর্ণঃ কথয়তি। অস্তি গৌড়দেশে কৌশাম্বী নাম নগরী। তস্যাং চন্দনদাসো নাম বণিক্ মহাধনো নিবসতি। তেন চ পশ্চিমে বয়সি বর্ত্তমানেন কামাধিষ্ঠিতচেতসা ধনদর্পাৎ লীলাবতী নাম বণিক্পুত্রী পরিণীতা। সা চ মকরকেতোর্বিজয়বৈজয়ন্তীব যৌবনবতী বভূব। স চ বৃদ্ধপতিস্তস্যাঃ সন্তোষায় নাভবৎ।

যতঃ। শশিনীব হিমার্ত্তানাং ঘর্ম্মার্ত্তানাং রবাবিব।
মনো ন রমতে স্ত্রীণাং জরয়া পীড়িতে পতৌ ॥ ১১৬ ॥

আমার বড় অনিষ্টকারী; এ লাফাইয়া উঠিয়া আমার পাত্রস্থিত ভিক্ষান্ন ভক্ষণ করে। বীণাকর্ণ নাগদন্ত দেখিয়া কহিলেন,—এই মূষিক ত অতি দুর্ব্বল প্রাণী; এ কিরূপে এতদূর লাফাইয়া উঠে। অতএব এ বিষয়ে কোনও কারণ থাকিবে। কথিতও আছে যে,—

ছিল এক যুবতীর অতি বৃদ্ধ পতি, অকস্মাৎ কেশে তার ধরিয়া যুবতি,
গাঢ় আলিঙ্গন করি করিল চুম্বন, অবশ্য তাহাতে কোন থাকিবে কারণ।১১৫।

চূড়াকর্ণ জিজ্ঞাসিলেন,—সে কি প্রকার? বীণাকর্ণ কহিলেন,—গৌড়দেশে কৌশাম্বী নামে এক নগরী আছে। তথায় চন্দনদাস নামক অতি সমৃদ্ধিশালী এক বণিক্ বাস করে। তাহার যথন নিতান্ত বৃদ্ধ দশা, সেই অন্তিমকালেও সে ধনমদে অন্ধ হইয়া, লীলাবতী নামে এক বণিক-কন্যার পাণি-গ্রহণ করিল। ক্রমে লীলাবতী যৌবনসীমায় পদার্পণ করিয়া কন্দর্পের জয়পতাকার ন্যায় মনোমোহিনী হইল। সেই জরাতুর পতি তাহার প্রীতিকর হইল না। কারণ,—

শীতার্ত্তের সুখকর নহে হিমকর, তাপিতের সুখকর নহে দিনকর (১);
পতিও হইলে অতি জরায় কাতর, যুবতী ভার্য্যার নাহি হয় সুখকর।১১৬।

---

(১) 'হিমকর'—চন্দ্র। 'তাপিতের'—রৌদ্রে সন্তপ্ত ব্যক্তির। 'দিনকর'—সূর্য্য।

অন্যচ্চ। পলিতেষ্বপি দৃষ্টেষু পুংসঃ কা নাম কামিতা।
ভৈষজ্যমিব মন্যন্তে যদন্যমনসঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ১১৭ ॥

স চ বৃদ্ধপতিস্তস্যামতীবানুরাগবান্।

যতঃ। ধনাশা জীবিতাশা চ গুর্ব্বী প্রাণভৃতাং সদা।
বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী ॥ ১১৮ ॥

অপিচ। নোপভোক্তুং ন চ ত্যক্তুং শক্নোতি বিষয়ান্ জরী।
অস্থি নির্দশনঃ শ্বেব জিহ্বয়া লেঢ়ি কেবলম্ ॥ ১১৯ ॥

অথ সা লীলাবতী যৌবনদর্পাদতিক্রান্তকুলমর্য্যাদা কেনাপি বণিক্‌পুত্রেণ সহানুরাগবতী বভূব।

যতঃ। স্বাতন্ত্র্যং পিতৃমন্দিরে চ বসতির্যাত্রোৎসবে সঙ্গতিঃ
গোষ্ঠীপূরুষসন্নিধাবনিয়মো বাসো বিদেশে তথা।

আরো,—

পলিত মস্তক যার গলিত দশন, কামিনীর কমনীয় নহে সেই জন (১);
তাহার যুবতী ভার্য্যা অন্যে দেয় মন, সে পতিকে জ্ঞান করে ঔষধ যেমন। ১১৭।

সেই বৃদ্ধ পতি কিন্তু তাহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিত। কারণ,—

সকলেরি ধন আর প্রাণের উপর, মমতা জনমে সদা অতি গুরুতর;
বৃদ্ধ কিন্তু তরুণী গৃহিণী যদি পায়, আপনার ধনপ্রাণ সব ভুলে যায়। ১১৮।

আরো,—

বৃদ্ধলোকে ভোগ্যবস্তু না পারে ভুঞ্জতে, লালসাবশত তাহা না পারে ছাড়তে;
অস্থি পেয়ে দন্তহীন কুকুর যেমন, কেবল জিহ্বায় তাহা করয়ে লেহন। ১১৯।

অনন্তর, সেই লীলাবতী যৌবনদর্পে কুলমর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিয়া এক বণিক্‌পুত্রের প্রতি আসক্ত হইল। কারণ,—(২)

স্বাধীনতা, আর সদা পিতৃগৃহে বাস, যাত্রায় উৎসবে রঙ্গরসে অভিলাষ;

---

(১) যাহার মস্তক অর্থাৎ মস্তকের কেশসকল পলিত অর্থাৎ বার্দ্ধক্যবশত শুক্ল হইয়াছে। যাহার দশন অর্থাৎ দন্ত, গলিত অর্থাৎ পতিত হইয়াছে। 'কমনীয়'—লোভনীয়, রুচিকর।

(২) সংসারে শত শত প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়াও যে সকল স্ত্রী নিজ চরিত্র অক্ষত রাখিতে পারেন, নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি তাঁহাদের বিষয়ে অভিপ্রেত নহে। তথাপি, স্ত্রীলোকমাত্রেরি সর্ব্বদা সুরক্ষিত স্থানে থাকা, সর্ব্বদা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকা, এবং দুর্জ্জন হইতে দূরে থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য। নাহিলে চরিত্র দূষিত হইবারই সম্ভাবনা। ইহাই নিম্নলিখিত শ্লোকগুলির তাৎপর্য্য।

সংসর্গঃ সহ পুংশ্চলীভিরসকৃদ্ বৃত্তের্নিজায়াঃ ক্ষতিঃ
পত্যুর্বার্দ্ধকমীর্ষিতং প্রবসনং নাশস্য হেতুঃ স্ত্রিয়াঃ ॥ ১২০ ॥

অপরঞ্চ। পানং দুর্জ্জনসংসর্গঃ পত্যা চ বিরহোঽটনম্।
স্বপ্নশ্চান্যগৃহে বাসো নারীণাং দূষণানি ষট্ ॥ ১২১ ॥

কিঞ্চ। স্থানং নাস্তি ক্ষণো নাস্তি নাস্তি প্রার্থয়িতা নরঃ।
তেন নারদ নারীণাং সতীত্বমুপজায়তে ॥ ১২২ ॥

অন্যচ্চ। ন স্ত্রীণামপ্রিয়ঃ কশ্চিৎ প্রিয়ো বাপি ন বিদ্যতে।
গাবস্তৃণমিবারণ্যে প্রার্থয়ন্তি নবং নবম্ ॥ ১২৩ ॥
স্ত্রিয়ো হি চপলা নিত্যং দেবানামপি বিশ্রুতম্।
তাশ্চাপি রক্ষিতা যেষাং তে নরাঃ সুখভাগিনঃ ॥ ১২৪ ॥
ন লজ্জা ন বিনীতত্বং ন দাক্ষিণ্যং ন ভীরুতা।
প্রার্থকাভাব এবৈকঃ সতীত্বে কারণং স্ত্রিয়াঃ ॥ ১২৫ ॥

পুরুষ সমাজে লজ্জা ভয় বিসর্জ্জন, পতির সহিত সদা বিরহ-ঘটন ;
কুলটাগণের সনে সদা সহবাস, আপন সংসার ধর্ম্মে অযত্ন প্রকাশ ;
পতির বার্দ্ধক্য, ঈর্ষ্যা, বিদেশ-ভ্রমণ, এই কয় দোষ স্ত্রীর নাশের কারণ। ১২০।

আরো,—
সুরাপান, যথায় তথায় বিচরণ, আপন পতির সনে বিরহ-ঘটন ;
অতি নিদ্রা, দুষ্ট-সঙ্গ, পরগৃহে বাস, এই ছয় দোষে হয় সতীত্বের নাশ। ১২১।

আরো,—
স্থান নাহি মিলে আর নাহি মিলে ক্ষণ, পুরুষ নাহিক মিলে মনের মতন ;
হে নারদ! নারীগণ এ তিন কারণে, আপন সতীত্ব ধন রাখে এ ভুবনে। ১২২।

আরো,—
অসতী নারীর কেহ প্রিয় পাত্র নাই, কেবা যে অপ্রিয় তার দেখিতে না পাই ;
বনে ধেনু খোঁজে যথা নব নব ঘাস, নিত্যই নূতনে তথা তার অভিলাষ। ১২৩।
চপলা অবলা জাতি রক্ষা করা ভার, দেবতাও এই কথা করেন স্বীকার ;
রক্ষিতে যে পারে তারে সদা সযতনে, সে জন পরম সুখী জানিবে ভুবনে। ১২৪
লজ্জা ভয় বিনয়াদি, সে নহে কারণ ; প্রার্থীর অভাবে হয় সতীত্ব রক্ষণ। ১২৫।

অপরঞ্চ। ঘৃতকুম্ভসমা নারী তপ্তাঙ্গারসমঃ পুমান্।

তস্মাদ্ ঘৃতং চ বহ্নিং চ নৈকত্র স্থাপয়েদ্ বুধঃ ॥ ১২৬ ॥

অপিচ। পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।

পুত্রশ্চ স্থবিরে ভাবে ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি ॥ ১২৭ ॥

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ।

বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥ ১২৮ ॥

একদাসৌ লীলাবতী রত্নাবলীকিরণকর্ব্বুরে পর্য্যঙ্কে তেন বণিক্‌পুত্রেণ সহ বিশ্রম্ভালাপৈঃ সুখাসীনা তমলক্ষিতোপস্থিতং পতিমবলোক্য সহসা উত্থায় কেশেষু গৃহীত্বা নির্ভরমালিঙ্গ্য চুম্বিতবতী। অত্রান্তরে জারশ্চোত্থায় পলায়িতঃ।

উক্তং চ। উশনা বেদ যচ্ছাস্ত্রং যচ্চ বেদ বৃহস্পতিঃ।

স্বভাবেনৈব তৎ সর্ব্বং স্ত্রীবুদ্ধৌ সুপ্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১২৯ ॥

তদালিঙ্গনমবলোক্য সমীপবর্ত্তিনী কুট্টিন্যচিন্তয়ৎ—অকস্মা-

আরো,—

কোমল অবলা-মন ঘৃতের মতন, জলন্ত অগ্নির ন্যায় পুরুষের মন ;
অতএব ঘৃত-কুম্ভ আর হুতাশন, এক সঙ্গে কভু না রাখিবে বিজ্ঞজন। ১২৬।

আরো,—

জনক করিবে রক্ষা শৈশব যখন, যৌবনে রক্ষিবে পতি করিয়া যতন ;
বৃদ্ধকালে রক্ষা তারে করিবে তনয়, স্বাধীনতা অবলারে দেওয়া ভাল নয়। ১২৭।
জননী, ভগিনী, কিম্বা দুহিতার সনে, না বসিবে বহুক্ষণ একাকী নির্জ্জনে ;
দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয় শত্রু বড়ই ভীষণ, জ্ঞানীকেও পাপপথে করে আকর্ষণ। ১২৮।

একদিন সেই লীলাবতী, বিবিধ মণিরত্নের প্রভায় সুরঞ্জিত পর্য্যঙ্কের উপর সেই বণিকপুত্রের সহিত পরম সুখে বসিয়া প্রণয়ালাপ করিতেছে এমন সময় অলক্ষিতভাবে তথায় পতিকে আসিতে দেখিয়া সহসা উঠিয়া পতির কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিল। সেই সুযোগে তাহার উপপতি উঠিয়া পলায়ন করিল। কথিতও আছে যে,—

শুক্র আর বৃহস্পতি যতশাস্ত্র জানে ; নিজে হ'তে আসে তাহা স্ত্রীলোকের জ্ঞানে। ১২৯।

ঐ নারীর অদূরে এক কুট্টিনী ছিল ; সে ঐ নারীকে ঐরূপ আলিঙ্গন

দিয়মেনমালিঙ্গিতবতীতি। ততস্তয়া কুট্টিন্যা তৎকারণং জারং পরিজ্ঞায় সা লীলাবতী গুপ্তেন দণ্ডেন দণ্ডিতা। অতোঽহং ব্রবীমি,—'অকস্মাদ্ যুবতী বৃদ্ধম্' ইত্যাদি। মূষিকবলোপস্তম্ভেন কেনাপি কারণেনাত্র ভবিতব্যম্। ক্ষণং বিচিন্ত্য পরিব্রাজকেনোক্তম্—কারণং চাত্র ধনবাহুল্যমেব প্রতিভাতি।

যতঃ। ধনবান্ বলবান্ লোকে সর্ব্বঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।
প্রভুত্বং ধনমূলং হি রাজ্ঞামপ্যুপজায়তে ॥ ১৩০ ॥

ততঃ খনিত্রমাদায় তেন পরিব্রাজকেন বিবরং খনিত্বা চিরসঞ্চিতং মম ধনং গৃহীতম্। ততঃ প্রত্যহং নিজশক্তিহীনঃ সত্ত্বোৎসাহরহিতঃ স্বাহারমপ্যুৎপাদয়িতুমক্ষমঃ সত্রাসং মন্দং মন্দমুপসর্পন্ চূড়াকর্ণেনাবলোকিতোঽহম্। ততস্তেনোক্তম্।

ধনেন বলবান্ সর্ব্বো ধনাদ্ ভবতি পণ্ডিতঃ।
পশ্যৈমং মূষিকং পাপং স্বজাতিসমতাং গতম্ ॥ ১৩১ ॥

করিতে দেখিয়া ভাবিল,—এ যে হঠাৎ বৃদ্ধ পতিকে এরূপ আলিঙ্গন করিল, ইহার কারণ কি? পরে যখন জানিতে পারিল যে ঐ লীলাবতী উপপতিকে গোপন করিবার জন্যই ঐরূপ করিয়াছে, তখন সে গোপনে তাহার অর্থদণ্ড করিল। এই জন্যই আমি বলিতেছিলাম যে,—'ছিল এক যুবতীর অতি বৃদ্ধ পতি'—ইত্যাদি। অতএব এই মূষিকের এরূপ বলের প্রতিও কোনো কারণ থাকিবে। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া পরিব্রাজক কহিলেন,—অর্থবলই ইহার কারণ বলিয়া বোধ হইতেছে। কেন না,—

ধনবান্ সর্ব্বত্র সদাই বলবান্; ধনেই রাজারা দেখ! সবার প্রধান। ১৩০।

অনন্তর সেই পরিব্রাজক খনিত্র লইয়া আমার গর্ত্ত খনন করিয়া আমার চিরসঞ্চিত সমস্ত ধন গ্রহণ করিল। অনন্তর, দিন দিন আমার শরীরের বলক্ষয় হইতে লাগিল, মনে বল ও উৎসাহ রহিল না, এমন কি নিজের আহার পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতে অক্ষম হইলাম। আমি এই অবস্থায় এক দিন সভয়ে আস্তে আস্তে যাইতেছি, চূড়াকর্ণ আমাকে দেখিতে পাইলেন। তাহার পর তিনি বলিলেন;—

অর্থের প্রভাবে সবে হয় বলবান, অর্থের প্রভাবে হয় পণ্ডিত প্রধান;
এ দুষ্ট মূষিক দেখ! হ'য়ে ধনহীন, স্বজাতি সদৃশ পুন হইয়াছে ক্ষীণ। ১৩১।

কিঞ্চ। অর্থেন হি বিহীনস্য পুরুষস্যাল্পমেধসঃ।
ক্রিয়াঃ সর্ব্বা বিনশ্যন্তি গ্রীষ্মে কুসরিতো যথা॥ ১৩২॥

অপরঞ্চ। যস্যার্থাস্তস্য মিত্রাণি যস্যার্থাস্তস্য বান্ধবাঃ।
যস্যার্থাঃ স পুমান্ লোকে যস্যার্থাঃ স তু পণ্ডিতঃ॥১৩৩॥

অন্যচ্চ। অপুত্রস্য গৃহং শূন্যং সন্মিত্ররহিতস্য চ।
মূর্খস্য চ দিশঃ শূন্যাঃ সর্ব্বশূন্যা দরিদ্রতা॥ ১৩৪॥

অপি চ। দারিদ্র্যান্মরণাদ্বাপি দারিদ্র্যমবরং স্মৃতম্।
অল্পক্লেশেন মরণং দারিদ্র্যমতিদুঃসহম্॥ ১৩৫॥

অন্যচ্চ। তানীন্দ্রিয়াণ্যবিকলানি তদেব নাম
সা বুদ্ধিরপ্রতিহতা বচনং তদেব।
অর্থোষ্মণা বিরহিতঃ পুরুষঃ স এব
ত্বন্যঃ ক্ষণেন ভবতীতি বিচিত্রমেতৎ॥ ১৩৬॥

এতৎ সর্ব্বমাকর্ণ্য ময়ালোচিতম্—যন্মমাত্রাবস্থানময়ুক্তমিদানীম্। যচ্চান্যস্মৈ এতদ্বৃত্তান্তকথনং তদপ্যনুচিতম্।

ধন বুদ্ধি হারাইলে ক্রিয়া লোপ পায়, কঠোর নিদাঘে ক্ষুদ্র তটিনীর প্রায়।১৩২।

আরো,—

অর্থ যার আছে, তার মিত্র হয় সব, অর্থ যার আছে, তার সবাই বান্ধব;
অর্থ যার, তাকেই পুরুষ সবে বলে, অর্থ যার, তারি নাম পণ্ডিতমহলে। ১৩৩।

আরো,—

পুত্র মিত্র না থাকিলে গৃহ শূন্য রয়, মূর্খলোক চারি দিক দেখে শূন্যময়;
আর যেবা এ সংসারে ধনহীন হয়, তাহার সকলি শূন্য জানিবে নিশ্চয়।১৩৪।

আরো,—

দারিদ্র্য অপেক্ষা ভাল মরণের ক্লেশ; মরণে বারেক কষ্ট দারিদ্র্যে অশেষ।১৩৫।

আরো দেখ!—

সেই ত ইন্দ্রিয় তার, সেই তার মন, সেই নাম, সেই বুদ্ধি, সেই ত বচন;
সকলি ত আছে ঠিক্, কিন্তু সেই জন, ভিন্ন লোক হয় যেন হারাইয়া ধন।১৩৬।

এই সকল কথা শুনিয়া আমি ভাবিলাম যে, এক্ষণে আর আমার এস্থানে থাকা উচিত নয়। আর, এ সকল ঘটনা অন্যের কাছেও প্রকাশ করা উচিত নয়।

যতঃ। অর্থনাশং মনস্তাপং গৃহে দুশ্চরিতানি চ।
বঞ্চনং চাপমানং চ মতিমান্ ন প্রকাশয়েৎ ॥ ১৩৭ ॥

অপি চ। আয়ুর্ব্বিত্তং গৃহচ্ছিদ্রং মন্ত্রমৈথুনভেষজম্।
তপোদানাপমানং চ নব গোপ্যানি যত্নতঃ ॥ ১৩৮ ॥

তথাচোক্তম্।
অত্যন্তবিমুখে দৈবে ব্যর্থযত্নে চ পৌরুষে।
মনস্বিনো দরিদ্রস্য বনাদন্যৎ কুতঃ সুখম্ ॥ ১৩৯ ॥

অন্যচ্চ। মনস্বী ম্রিয়তে কামং কার্পণ্যং ন তু গচ্ছতি।
অপি নির্ব্বাণমায়াতি নানলো যাতি শীততাম্ ॥১৪০॥

কিঞ্চ। কুসুমস্তবকস্যেব দ্বে বৃত্তী তু মনস্বিনঃ।
সর্ব্বেষাং মূর্দ্ধ্নি বা তিষ্ঠেদ্ বিশীর্য্যেত বনেঽথবা ॥১৪১॥

যচ্চাত্রৈব যাচ্ঞয়া জীবনং তদতীব গর্হিতম্।

কারণ,—

অর্থনাশ, মনস্তাপ, গৃহের দূষণ ; প্রতারণা, মানহানি, করিবে গোপন।১৩৭।

আরো ;—

আপনার আয়ু, বিত্ত, গৃহের দূষণ, ঔষধ, মৈথুন, মন্ত্র, যোগের সাধন ;
দান, অপমান, এই নয়টি বিষয়, যতনে গোপন সবে করিবে নিশ্চয়। ১৩৮।

আরো কথিত আছে যে,—

বিধাতা যাহার প্রতি একান্ত নির্দ্দয়, অশেষ সাধনা যার সব ব্যর্থ হয় ;
সেই মানী দরিদ্রের অরণ্যে গমন, বিনা তাঁর কোথা তার কি আছে শরণ?।১৩৯।

আরো,—

যতক্ষণ বাঁচে মানী দৈন্য না জানায় ; যতক্ষণ জ্বলে অগ্নি তাপ কি হারায়?।১৪০।

আরো,—

যেই জন গুণবান্ তেজীয়ান্ অতি, সুগন্ধি পুষ্পের ন্যায় তার দুই গতি ;
হয় সে আদরে থাকে সবার মাথায়, নয় সে বিজন বনে শুকাইয়া যায়। ১৪১।

আর যে এই স্থানেই ভিক্ষা করিয়া জীবন যাপন করা, তাহাও অত্যন্ত গর্হিত কাজ। কারণ ;—

যতঃ। বরং বিভবহীনেন প্রাণৈঃ সন্তর্পিতোঽনলঃ।
নোপচারপরিভ্রষ্টঃ কৃপণঃ প্রার্থিতো জনঃ ॥ ১৪২ ॥

অন্যচ্চ। দারিদ্র্যাদ্ধ্রিয়মেতি হ্রীপরিগতঃ সত্ত্বাৎ পরিভ্রশ্যতে
নিঃসত্ত্বঃ পরিভূয়তে পরিভবান্নির্ব্বেদমাপদ্যতে।
নির্ব্বিণ্ণঃ শুচমেতি শোকনিহতো বুদ্ধ্যা পরিত্যজ্যতে
নির্বুদ্ধিঃ ক্ষয়মেত্যহো নিধনতা সর্ব্বাপদামাস্পদম্ ॥১৪৩॥

কিঞ্চ। বরং মৌনং কার্য্যং ন চ বচনমুক্তং যদনৃতম্
বরং ক্লৈব্যং পুংসাং ন চ পরকলত্রাভিগমনম্।
বরং প্রাণত্যাগো ন চ পিশুনবাক্যেষ্বভিরুচিঃ
বরং ভিক্ষাশিত্বং ন চ পরধনাস্বাদনসুখম্ ॥ ১৪৪ ॥
বরং শূন্যা শালা ন চ খলু বরো দুষ্টবৃষভঃ
বরং বেশ্যা পত্নী ন পুনরবিনীতা কুলবধূঃ।
বরং বাসোঽরণ্যে ন পুনরবিবেকাধিপপুরে
বরং প্রাণত্যাগো ন পুনরধমানামুপগমঃ ॥ ১৪৫ ॥

অধম হৃদয়শূন্য ধনীদের কাছে, প্রার্থনা করিয়া তাহে যদি প্রাণ বাঁচে ;
তা হ'তে জানিবে ভাল বরঞ্চ মরণ, জ্বলন্ত অনলে দেহ করি' বিসর্জ্জন। ১৪২।

আরো,—

দারিদ্র্য ঘটিলে মনে হয় লজ্জাভয়, সতত লজ্জিত জনে তেজ নাহি রয় ;
নিস্তেজের অপমান করে সর্ব্বজনে, অপমানে ধিক্কার জনমে নিজ মনে ;
ধিক্কারে হৃদয়ে হয় শোকের উদয়, শোকার্ত্ত হইলে তার বুদ্ধিলোপ হয় ;
বুদ্ধিলোপ হ'লে হয় নিশ্চয় মরণ, এক দারিদ্র্যই সর্ব্বনাশের কারণ। ১৪৩।

আরো (১) ;—

মিথ্যা কথা কহা অপেক্ষা কথা না কহাও ভাল ; পরস্ত্রী-গমন অপেক্ষা ক্লীব হওয়াও ভাল ; খলের কথায় বিশ্বাস করা অপেক্ষা প্রাণত্যাগও ভাল ; পরের ধনে সুখভোগ করা অপেক্ষা ভিক্ষা করিয়া খাওয়াও ভাল। ১৪৪।

দুষ্ট বলদ থাকা অপেক্ষা শূন্য গোয়ালও ভাল ; দুশ্চরিত্রা ভার্য্যার অপেক্ষা

---

(১) নিম্নে দুইটি শ্লোক গদ্যে অনুবাদিত হইল, এবং শ্লোকের সংখ্যানুসারে সংখ্যা প্রদত্ত হইল।

অপি চ। সেবেব মানমখিলং জ্যোৎস্নেব তমো জরেব লাবণ্যম্।
হরিহরকথেব দুরিতং গুণশতমপ্যর্থিতা হরতি ॥১৪৬॥

ইতি বিমৃশ্য তৎ কিমহং পরপিণ্ডেনাত্মানং পোষয়ামি। কষ্টং ভোঃ। তদপি দ্বিতীয়ং মৃত্যুদ্বারম্।

যতঃ। পল্লবগ্রাহি পাণ্ডিত্যং ক্রয়ক্রীতং চ মৈথুনম্।
ভোজনং চ পরাধীনং তিস্রঃ পুংসাং বিড়ম্বনাঃ ॥১৪৭॥

অন্যচ্চ। রোগী চিরপ্রবাসী পরান্নভোজী পরাবসথশায়ী।
যজ্জীবতি তন্মরণং যন্মরণং সোঽস্য বিশ্রামঃ ॥১৪৮॥

ইত্যালোচ্যাপি লোভাৎ পুনরপি তদীয়ান্নং গ্রহীতুং গ্রহ-মকরবম্।

তথা চোক্তম্।

বেশ্যাও ভাল; বিচারশূন্য রাজার রাজ্যে থাকা অপেক্ষা বনবাসও ভাল; অধম লোকের উপাসনা করা অপেক্ষা মরণও ভাল। ১৪৫।

পুনশ্চ,—

দূরে যায় সব মান পরের সেবায়, দূরে যায় অন্ধকার চন্দ্রের প্রভায়;
দূরে যায় দেহকান্তি পড়িলে জরায়; দূরে যায় পাপচিন্তা ধর্ম্মের কথায়;
পরদ্বারে অন্নতরে যে চলে ভিক্ষায়, তাহারো যতেক গুণ সব দূরে যায়। ১৪৬।

এই সকল বিবেচনা করিয়া, আমি কি আবার পরের অন্নে আত্মাকে পোষণ করিব? উঃ! কি কষ্ট! তাহা ত দ্বিতীয় মৃত্যু-দ্বার! কারণ;—

যে পাণ্ডিত্যে কোনো শাস্ত্রে নাহিক প্রবেশ, যে আহারে নাহি থাকে স্বাধীনতালেশ;
যে মৈথুনে প্রণয়ের গন্ধ নাহি রয়, সে কেবল বিড়ম্বনা জানিবে নিশ্চয়।১৪৭।

আরো,—

যেই জন চিরকাল রোগ ভোগ করে, পরদেশে চিরকাল যে বা কাল হরে;
পর-অন্ন চিরকাল যে করে ভোজন, পর-গৃহে চিরকাল যে করে শয়ন;
সে সবার বেঁচে থাকা সেই ত মরণ, আর যে মরণ সেই বিশ্রাম-কারণ।১৪৮।

আমি এই সকল ভাবিয়াও, আবার লোভে পড়িয়া তাঁহার সেই ভিক্ষাপাত্র-স্থিত তণ্ডুল গ্রহণ করিতে আগ্রহ করিলাম। এইরূপ কথিতও আছে যে;—

লোভেন বুদ্ধিশ্চলতি লোভো জনয়তে তৃষাম্।
তৃষার্ত্তো দুঃখমাপ্নোতি পরত্রেহ চ মানবঃ ॥ ১৪৯ ॥

ততোঽহং বীণাকর্ণেন তেন জর্জ্জরবংশখণ্ডেন তাড়িতোঽচিন্তয়ম্।

ধনলুব্ধো হ্যসন্তুষ্টোঽনিয়তাত্মাঽজিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বা এবাপদস্তস্য যস্য তুষ্টং ন মানসম্ ॥ ১৫০ ॥

তথা চ। সর্ব্বাঃ সম্পত্তয়স্তস্য সন্তুষ্টং যস্য মানসম্।
উপানদ্গূঢ়পাদস্য ননু চর্ম্মাবৃতেব ভূঃ ॥ ১৫১ ॥

অন্যচ্চ। সন্তোষামৃততৃপ্তানাং যৎ সুখং শান্তচেতসাম্।
কুতস্তদ্ ধনলুব্ধানামিতশ্চেতশ্চ ধাবতাম্ ॥ ১৫২ ॥

কিঞ্চ। তেনাধীতং শ্রুতং তেন তেন সর্ব্বমনুষ্ঠিতম্।
যেনাশাঃ পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা নৈরাশ্যমবলম্বিতম্ ॥ ১৫৩ ॥

লোভেই সবার বুদ্ধি করে বিচলিত, লোভেই ঘটায় তৃষ্ণা জানিবে নিশ্চিত;
একবার পড়ে যেই দারুণ তৃষ্ণায়, ইহকালে পরকালে ঘোর দুঃখ পায়।১৪৯।

অনন্তর, বীণাকর্ণ সেই জীর্ণবংশখণ্ড দ্বারা আমাকে আঘাত করায় আমি ভাবিলাম;

ধনলোভী আর যেবা অসন্তুষ্ট হয়, যাহার ইন্দ্রিয় মন আত্মবশে নয়;
এ সংসারে আপদ বিপদ যত আছে, সে সকল যায় সেই অভাগার কাছে। ৫০।

কথিতও আছে যে;—

সদাই সন্তোষপূর্ণ যাহার হৃদয়, সকলি সম্পদ তার সকল সময়;
চর্ম্মের পাদুকা যার পদতলে রয়, তার পক্ষে সব স্থান হয় চর্ম্মময়।১৫১।

আরো দেখ!

সন্তোষ-অমৃত পানে, ক্ষুধা তৃষ্ণা যে না জানে,
শান্তিপূর্ণ তার মন যে আনন্দ পায়;
ধনলোভে অন্ধ যারা ঘুরে ঘুরে হয় সারা,
হায়! তারা সে আনন্দ পাইবে কোথায়?।১৫২।

আরো;— [১৫৩।

সার্থক তাহারি বিদ্যা তাহারি সাধনা; সম্মুখে বৈরাগ্য যার পশ্চাতে কামনা (১)।

---

(১) অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিষয় বাসনা এড়াইয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছে।

অপি চ। অসেবিতেশ্বরদ্বারমদৃষ্টবিরহব্যথম্।
অনুক্তক্লীববচনং ধন্যং কস্যাপি জীবনম্ ॥ ১৫৪ ॥

যতঃ। ন যোজনশতং দূরং বাহ্যমানস্য তৃষ্ণয়া।
সন্তুষ্টস্য করপ্রাপ্তেঽপ্যর্থে ভবতি নাদরঃ ॥ ১৫৫ ॥

তদত্র অবস্থোচিতকার্য্যপরিচ্ছেদঃ শ্রেয়ান্।

উক্তং চ। কো ধর্ম্মো ভূতদয়া কিং সৌখ্যমরোগিতা জগতি জন্তোঃ।
কঃ স্নেহঃ সদ্ভাবঃ কিং পাণ্ডিত্যং পরিচ্ছেদঃ ॥ ১৫৬ ॥

তথা চ। পরিচ্ছেদো হি পাণ্ডিত্যং যদাপন্না বিপদ্দশা।
অপরিচ্ছেদকর্ত্তৃণাং বিপদঃ স্যুঃ পদে পদে ॥ ১৫৭ ॥

তথা হি। ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ ॥১৫৮॥

আরো ;—

যে জন ধনীর দ্বার সেবা নাহি করে, বিরহ-দুঃখের মুখ যে কভু না হেরে ;
বদনে না সরে যার নিস্তেজ বচন, ভুবনে তাহারি ধন্য জানিবে জীবন।১৫৪।

আরো দেখ !—

তৃষ্ণায় বাহিত হোলে নাহি মানে দূর বোলে
শত শত যোজন সে জন ;
সন্তুষ্ট যাহার মন তুচ্ছ করে সেই জন
হাতেও পাইলে বহুধন। ১৫৫।

অতএব এক্ষণে নিজের অবস্থার অনুরূপ কার্য্য নির্ণয় করাই উচিত। কথিতও আছে, যে ;—

সেই ধর্ম্ম, সর্ব্বভূতে যদি দয়া রয়, সেই সুখ, যদি জীব ব্যাধিশূন্য হয় ;
সেই স্নেহ, সর্ব্বজীবে সমান প্রণয়, সেই ত পাণ্ডিত্য, হিতাহিতের নির্ণয়। ১৫৬।

আরো দেখ !—

হিতাহিত বুঝে যেই বিপদ সময়, সেই ত পণ্ডিত তার বিপদ না রয় ;
আর যেবা হিতাহিত না করে নির্ণয়, পদে পদে বিপদে সে নিপতিত হয়।১৫৭।

আরো,—

একটি ত্যজিয়া কুল করিবে রক্ষণ, গ্রামের নিমিত্ত কুল করিবে বর্জ্জন ;
দেশের নিমিত্ত গ্রাম ত্যজিবে আপন, পৃথিবী ত্যজিবে লোক আত্মার কারণ।১৫৮।

অপরং চ। পানীয়ং বা নিরায়াসং স্বাদ্বন্নং বা ভয়োত্তরম্।
বিচার্য্য খলু পশ্যামি তৎ সুখং যত্র নির্বৃতিঃ ॥১৫৯॥

ইত্যালোচ্যাহং নির্জ্জনবনমাগতঃ।

যতঃ। বরং বনং ব্যাঘ্রগজেন্দ্রসেবিতম্
দ্রুমালয়ঃ পত্রফলাম্বুভক্ষণম্।
তৃণানি শয্যা পরিধানবল্কলম্
ন বন্ধুমধ্যে ধনহীনজীবনম্ ॥১৬০॥

ততোঽস্মৎপুণ্যোদয়াদনেন মিত্রেণাহং স্নেহানুবৃত্ত্যানুগৃহীতঃ। অধুনা চ পুণ্যপরম্পরয়া ভবদাশ্রয়ঃ স্বর্গ এব ময়া প্রাপ্তঃ।

যতঃ। সংসারবিষবৃক্ষস্য দ্বে এব মধুরে ফলে।
কাব্যামৃতরসাস্বাদঃ সঙ্গমঃ সজ্জনৈঃ সহ ॥১৬১॥

অপরং চ। সৎসঙ্গঃ কেশবে ভক্তির্গঙ্গাম্ভসি নিমজ্জনম্।
অসারে খলু সংসারে ত্রীণি সারাণি ভাবয়েৎ ॥১৬২॥

আরো,—

নিরাপদে জলমাত্র যদি লাভ হয়, আর যদি পরমান্নে থাকে নানা ভয়;
বিচার করিয়া তবে দেখিব উভয়, তাহাই লইব যাহে মনে শান্তি হয়। ১৫৯।

আমি এই সকল বিবেচনা করিয়াই এই নির্জ্জন বনে আসিয়াছি। কেন না;—

শ্বাপদসঙ্কুল ঘোর অরণ্যে গমন, তরুতলে বাস পত্র-ফলাম্বু-ভোজন;
তৃণময় শয্যা আর বল্কল বসন, এ জগতে সেও হয় সুখের কারণ;
তথাপি চৌদিকে দেখি' স্বজনের মুখ, দরিদ্র দশায় থাকা, তাহে নাহি সুখ।১৬০।

তাহার পর সৌভাগ্যক্রমে আমার এই বন্ধু আমার প্রতি স্নেহ প্রকাশ ও আমার অনুগমন করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন। এক্ষণে আবার আমার সৌভাগ্যের উপর সৌভাগ্য বলিতে হইবে, যে, আমি স্বর্গতুল্য আপনার আশ্রয় লাভ করিলাম। কারণ;—

এ সংসার বিষবৃক্ষ জানিবে নিশ্চয়, দুটিমাত্র ফল তাহে আছে মধুময়;
এক ফল, কাব্য-সুধারস আস্বাদন, আর ফল, সাধুসনে সদা সম্মিলন। ১৬১।

অপি চ,—

নারায়ণে ভক্তি, আর সাধু-সহবাস, বিমল গঙ্গার জলে স্নান বারমাস;
অসার সংসার মধ্যে এই তিন সার, ইহা হ'তে শ্রেষ্ঠ সুখ কিবা আছে আর?।১৬২।

মন্থর উবাচ।

অর্থাঃ পাদরজোপমা গিরিনদীবেগোপমং যৌবনম্
মানুষ্যং জললোলবিন্দুচপলং ফেনোপমং জীবনম্।
ধর্ম্মং যো ন করোতি নিশ্চলমতিঃস্বর্গার্গলোদ্ঘাটনম্
পশ্চাত্তাপহতো জরাপরিণতঃ শোকাগ্নিনা দহ্যতে ॥১৬৩॥

যুষ্মাভিরতিসঞ্চয়ঃ কৃতঃ। তস্যায়ং দোষঃ। শৃণু।

উপার্জ্জিতানাং বিত্তানাং ত্যাগ এব হি রক্ষণম্।
তড়াগোদরসংস্থানাং পরীবাহ ইবাম্ভসাম্ ॥১৬৪॥

অন্যচ্চ। যদধোঽধঃ ক্ষিতৌ বিত্তং নিচখান মিতম্পচঃ।
তদধোনিলয়ং গন্তুং চক্রে পন্থানমগ্রতঃ ॥ ১৬৫ ॥

যতঃ। নিজসৌখ্যং নিরুন্ধানো যো ধনার্জ্জনমিচ্ছতি।
পরার্থভারবাহীব স ক্লেশস্যৈব ভাজনম্ ॥ ১৬৬ ॥

মন্থর কহিল ;—

পায়ের ধূলার ন্যায় বিভব সকল, নদীর স্রোতের ন্যায় যৌবন চঞ্চল ;
ক্ষণিক মনুষ্যদশা জলবিম্বপ্রায়, জীবন ফেনের ন্যায় মিলাইয়া যায় ;
ধর্ম্মই অক্ষয় স্বর্গসুখের কারণ, প্রাণপণে যে না করে তার আরাধন ;
বৃদ্ধকালে হয় তার অনুতাপ সার, নিদারুণ শোকানল দহে অনিবার। ১৬৩।

আপনি যে অত্যন্ত ধনসঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহাতেই এই অনিষ্ট ঘটিয়াছে। শুনুন ;—

অকাতরে সুপাত্রে করিলে বিতরণ, তবেই সার্থক হয় ধনের রক্ষণ ;
নতুবা, হ্রদের জল হ্রদেই রহিল, ক্ষেত্রে না পড়িল তাহে শস্য না ফলিল। ১৬৪।

আরো ;—

কৃপণ আপন ধন করিতে রক্ষণ, যতই মৃত্তিকাতল করয়ে খনন ;
ততই সম্মুখে সেই আপনার করে (১), আপন নরক-পথ পরিষ্কার করে। ১৬৫।

কারণ ;—

দান ভোগ না করিয়া যে করে সঞ্চয় ; চিনির বলদ(২) সেই, জানিবে নিশ্চয়।১৬৬।

---

(১) করে,—হস্তে, নিজহস্ত দ্বারা।

(২) চিনির বলদ, যেমন পরের চিনির বোঝা বহিয়াই মরে নিজে তাহা খায় না, তেমনি কৃপণ চিরকাল টাকা চৌকী দিয়াই মরে, নিজে ভোগ করে না।

তথা চোক্তম্।

দানোপভোগহীনেন ধনেন ধনিনো যদি।
পৃথ্বীখাতনিখাতেন ধনেন ধনিনো বয়ম্॥ ১৬৭॥
দানভোগবিহীনাশ্চ দিবসা যান্তি যস্য বৈ।
স কর্ম্মকারভস্ত্রেব শ্বসন্নপি ন জীবতি॥ ১৬৮॥
ধনেন কিং যো ন দদাতি নাশ্নুতে
বলেন কিং যশ্চ রিপূন্ ন বাধতে।
শ্রুতেন কিং যো ন চ ধর্ম্মমাচরেৎ
কিমাত্মনা যো ন জিতেন্দ্রিয়ো ভবেৎ॥ ১৬৯॥

অন্যচ্চ। অসম্ভোগেন সামান্যং কৃপণস্য ধনং পরৈঃ।
অস্যেদমিতি সম্বন্ধো হানৌ দুঃখেন গম্যতে॥ ১৭০॥

অপি চ। ন দেবায় ন বিপ্রায় ন বন্ধুভ্যো ন চাত্মনে।
কৃপণস্য ধনং যাতি বহ্নিতস্করপার্থিবৈঃ॥ ১৭১॥

অন্যচ্চ। দানং ভোগো নাশস্তিস্রো গতয়ো ভবন্তি বিত্তস্য।
যো ন দদাতি ন ভুঙ্‌ক্তে তস্য তৃতীয়া গতির্ভবতি॥১৭২॥

আরো কথিত আছে যে,—

উপভোগ নাহি যার নাহি আছে দান, সে ধনে তাহাকে যদি বল! ধনবান;
তবে ত মাটির নীচে কিবা ধন নাই, সে ধনেও ধনবান আমরা সবাই। ১৬৭।
দান কিম্বা উপভোগ কিছু না করিয়া বৃথাই যাহার দিন যাইছে চলিয়া;
সেই জন কামারের হাঁপর যেমন, বহিছে নিশ্বাস কিন্তু, না আছে জীবন। ১৬৮।
দান-ভোগ-হীন ধন কি ফল থাকায়? কি ফল সে বলে, যাহে শত্রু না পালায়;
কি ফল বিদ্যায়, যাহে ধর্ম্ম নাহি হয়, কি ফল আত্মায় যাহা বশে নাহি রয়।১৬৯।

আরো দেখ!—

কৃপণের সেই ধন, ব্যয় নাহি যার, অন্যেও বলিতে পারে সে ধন আমার;
তখনি বুঝিবে তাহা কৃপণের ধন, খোয়া গেলে হাহাকার করে সে যখন।১৭০।
দেব, দ্বিজ, বন্ধুজনে করিয়া বঞ্চিত, আত্মাকেও নাহি দিয়া যে করে সঞ্চিত;
সেই কৃপণের ধন দেখ! কোথা যায়; আগুন, ডাকাত, চোর আর রাজা খায়।১৭১।
হয় দান, নয় ভোগ, নয় নাশ হয়, ধনের এ তিন গতি জানিবে নিশ্চয়;

তথা চোক্তম্।

দানং প্রিয়বাক্সহিতং জ্ঞানমগর্ব্বং ক্ষমান্বিতং শৌর্য্যম্।
বিত্তং ত্যাগনিযুক্তং দুর্লভমেতচ্চতুর্ভদ্রম্॥ ১৭৩॥

উক্তং চ। কর্ত্তব্যঃ সঞ্চয়ো নিত্যং কর্ত্তব্যো নাতিসঞ্চয়ঃ।
পশ্য সঞ্চয়শীলোঽসৌ ধনুষা জম্বুকো হতঃ॥ ১৭৪॥

তাবাহতুঃ—কথমেতৎ। মন্থরঃ কথয়তি। আসীৎ কল্যাণ-কটকবাস্তব্যো ভৈরবো নাম ব্যাধঃ। স চৈকদা মাংসলুব্ধঃ ধনু-রাদায় বিন্ধ্যাটবীমধ্যং গতঃ। তত্র তেন মৃগ একো ব্যাপাদিতঃ। মৃগমাদায় গচ্ছতা তেন ঘোরাকৃতিঃ শূকরো দৃষ্টঃ। ততস্তেন মৃগং ভূমৌ নিধায় শূকরঃ শরেণাহতঃ। শূকরেণাপ্যাগত্য প্রলয়-ঘনঘোরগর্জ্জনং কুর্ব্বাণেন স ব্যাধো মুষ্কদেশে হতশ্ছিন্নদ্রুম ইব পপাত।

দান কিম্বা ভোগ এই দুই নাহি যার, ধনের তৃতীয় গতি জানিবে তাহার (১)।১৭২।

মধুর বচনে দান জ্ঞানে নাহি অভিমান,
শৌর্য্যগুণ ক্ষমার সহিত;
ধনে সদা বিতরণ এই চারি সুলক্ষণ
এ জগতে দুর্লভ নিশ্চিত। ১৭৩।

কথিতও আছে যে,—

প্রতিদিন কিছু কিছু করিবে সঞ্চয়, বাড়াবাড়ি সঞ্চয়, তাহাও ভাল নয়;
নির্ব্বোধ শৃগাল বেশি সঞ্চয়ের তরে, ধনুকে বিন্ধিয়া দেখ! শেষে প্রাণে মরে।১৭৪।

হিরণ্যক জিজ্ঞাসিল,—সে কি প্রকার? মন্থর কহিল,—কল্যাণকটক নামক স্থানে ভৈরব নামে এক ব্যাধ ছিল। সে একদিন মাংসলোভে ধনু লইয়া বিন্ধ্যা-রণ্য মধ্যে শীকার করিতে গেল। তথায় সে একটি মৃগ মারিল। সে মৃগ লইয়া যাইতে যাইতে এক ভীষণাকার শূকর দেখিল। তাহার পর, সে সেই মৃগ ভূমিতে রাখিয়া বাণ দ্বারা সেই শূকরকে আহত করিল। শূকরও প্রাণত্যাগের পূর্ব্বে প্রলয়-মেঘের ন্যায় ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে আসিয়া সেই ব্যাধের মুষ্কদেশ (২) বিদীর্ণ করায়, ব্যাধও গতাসু হইয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় পতিত হইল। দেখ!—

---

(১) তৃতীয় গতি—অর্থাৎ নাশ। (২) মুষ্কদেশ—অণ্ডকোষ।

যতঃ। জলমগ্নির্বিষং শস্ত্রং ক্ষুদ্ ব্যাধিঃ পতনং গিরেঃ।
নিমিত্তং কিঞ্চিদাসাদ্য দেহী প্রাণৈর্বিমুচ্যতে ॥১৭৫॥

অথ তয়োঃ পাদাস্ফালনেন সর্পোঽপি মৃতঃ। অত্রান্তরে দীর্ঘরাবো নাম জম্বুকঃ পরিভ্রমন্নাহারার্থী তান্ মৃতান্ মৃগ-ব্যাধ-সর্প-শূকরান্ অপশ্যৎ। আলোক্যাচিন্তয়চ্চ—অহো ভাগ্যম্। মহদ্ভোজ্যং সমুপস্থিতম্।

অথবা। অচিন্তিতানি দুঃখানি যথৈবায়ান্তি দেহিনাম্।
সুখান্যপি তথা মন্যে দৈবমত্রাতিরিচ্যতে॥ ১৭৬ ॥

ভবতু। এষাং মাংসৈর্মাসত্রয়ং মে সুখেন গমিষ্যতি।
মাসমেকং নরো যাতি দ্বৌ মাসৌ মৃগশূকরৌ।
অহিরেকং দিনং যাতি অদ্য ভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ ॥১৭৭॥

ততঃ প্রথমবুভুক্ষায়ামিদং নিঃস্বাদু কোদণ্ডাটনীলগ্নং স্নায়ু-বন্ধনং খাদামি। ইত্যুক্ত্বা তথাকরোৎ। ততশ্ছিন্নে স্নায়ুবন্ধনে

জল, অগ্নি, বিষ, কিম্বা শস্ত্রের আঘাত, ক্ষুধা, রোগ, কিম্বা উচ্চ হইতে নিপাত;
এরূপ কোন না কোন নিমিত্ত করিয়া, কৃতান্ত জীবের প্রাণ লইছে হরিয়া।১৭৫।

সেই ব্যাধ ও শূকরের পদের আস্ফালনে তথায় একটি সর্পও প্রাণত্যাগ করিল। সেই সময়, দীর্ঘরাব নামে এক শৃগাল আহারের চেষ্টায় সেই স্থানে ঘুরিতেছিল। সে সেই মৃগ, ব্যাধ, সর্প ও শূকরের মৃতদেহ দেখিতে পাইল। দেখিয়া ভাবিল, আহা! আজি আমার কি শুভাদৃষ্ট! প্রচুর ভক্ষ্য মিলাইয়াছে! অথবা;—

অচিন্তিত দুঃখ কত আসিছে যেমন, তেমনি হতেছে কত সুখেরও ঘটন;
এ জগতে যার ভাগ্যে যবে যাহা হয়, সকলি দৈবের হাত, জানিবে নিশ্চয়।১৭৬।

এক্ষণে ইহাদের মাংসে তিন মাস আমার পরম সুখে কাটিবে।

মানুষের মাসে মোর যাবে এক মাস, মাস দুই খাব মৃগ শূকরের মাস;
সাপ খেয়ে এক দিন কাটাব নিশ্চয়, রহিল এ সব ভবিষ্যতের সঞ্চয়;
আজি তবে ধনুর্গুণ করি না ভোজন? এতেও ত হবে মোর ক্ষুধানিবারণ।১৭৭।

এই ধনুকের অগ্রভাগে যে নাড়ীনির্ম্মিত গুণ রহিয়াছে ইহা তত সুস্বাদ না হইলেও প্রথম ক্ষুধার চোটে ইহাই ভক্ষণ করি। ইহা বলিয়া তাহাই করিতে গেল। কিন্তু সেই ধনুকের গুণ যেমন দন্ত দিয়া কাটিল অমনি ধনুকের অগ্রভাগ

দ্রুতমুৎপতিতেন ধনুষা হৃদি ভিন্নঃ স দীর্ঘরাবঃ পঞ্চত্বং গতঃ।
অতোঽহং ব্রবীমি—"কর্ত্তব্যঃ সঞ্চয়ো নিত্যম্" ইত্যাদি।
তথা চ। যদ্ দদাতি যদশ্নাতি তদেব ধনিনো ধনম্।
অন্যে মৃতস্য ক্রীড়ন্তি দারৈরপি ধনৈরপি ॥১৭৮॥ (১)

যাতু। কিমিদানীমতিক্রান্তোপবর্ণনেন।

যতঃ। নাপ্রাপ্যমভিবাঞ্ছন্তি নষ্টং নেচ্ছন্তি শোচিতুম্।
আপৎস্বপি ন মুহ্যন্তি নরাঃ পণ্ডিতবুদ্ধয়ঃ ॥ ১৭৯ ॥

তৎ সখে সর্ব্বদা ত্বয়া সোৎসাহেন ভবিতব্যম্।

যতঃ।
শাস্ত্রাণ্যধীত্যাপি ভবন্তি মূর্খাঃ, যস্তু ক্রিয়াবান্ পুরুষঃ স বিদ্বান্।
সুচিন্তিতং চৌষধমাতুরাণাম্, ন নামমাত্রেণ করোত্যরোগম্ ॥১৮০॥

সজোরে ঠিক্‌রাইয়া তাহার মর্ম্মস্থানে বিদ্ধ হইল। সেই দীর্ঘরাব শৃগালও প্রাণত্যাগ করিল। এই জন্যই আমি বলিতেছিলাম যে,—সঞ্চয় করিবে বলিয়া বাড়াবাড়ির দিকে যাইবে না। কথিতও আছে যে ;—

যে ধন যে খায় দেয় তাহাই তাহার, নয়ন মুদিলে, ধনে কি সম্বন্ধ আর ?
মৃতের বিভব দারা লইয়া অপরে, খেলার সামগ্রী মত ব্যবহার করে।১৭৮। (১)

এক্ষণে এ সব কথা থাকুক, গতানুশোচনায় ফল কি ? কারণ,—

অসাধ্য বিষয়ে যেই না করে বাসনা, বিনষ্ট বিষয়ে যেই না করে শোচনা ;
বিপদেও যেই জন মুগ্ধ নাহি হয়, সুবুদ্ধি পণ্ডিত সেই জানিবে নিশ্চয়। ১৭৯।

অতএব, সখে! কার্য্যে সর্ব্বদাই উৎসাহশীল হও। কেন না ;—

বহু শাস্ত্র জানিলেও না হয় বিদ্বান্, অনুষ্ঠান আছে যার সেই জ্ঞানবান্ ;
নিয়মে সেবন যদি নাহি করা যায়, ঔষধের নামমাত্রে রোগ কি পলায় ? ।১৮০।

---

(১) এই শ্লোকের পর, কোনও কোনও পুস্তকে একটি শ্লোক বেশি আছে, তাহা অনুবাদের সহিত নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

"যদ্ দদাসি বিশিষ্টেভ্যো যচ্চাশ্নাসি দিনে দিনে।
তত্তে বিত্তমহং মন্যে শেষং কস্যাপি রক্ষসি ॥"

অনুবাদ ;—

যে ধন সুপাত্রে তুমি কর বিতরণ, আর নিত্য উপভোগ কর যেই ধন ;
তাহাই তোমার, যাহা না করিলে ব্যয়, সে শুধু পরের তরে করিলে সঞ্চয়।

অন্যচ্চ। ন স্বল্পমপ্যধ্যবসায়ভীরোঃ
করোতি বিজ্ঞানবিধির্গুণং হি।
অন্ধস্য কিং হস্ততলস্থিতোঽপি
প্রকাশয়ত্যর্থমিহ প্রদীপঃ ॥ ১৮১ ॥

তদত্র সখে দশাবিশেষে শান্তিঃ করণীয়া। এতদপ্যতিকষ্টং ত্বয়া ন মন্তব্যম্।

যতঃ। সুখমাপতিতং সেব্যং দুঃখমাপতিতং তথা।
চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ ॥ ১৮২ ॥

অপরঞ্চ। নিপানমিব মণ্ডূকাঃ সরঃ পূর্ণমিবাণ্ডজাঃ।
সোদ্যোগং নরমায়ান্তি বিবশাঃ সর্ব্বসম্পদঃ ॥ ১৮৩ ॥

অপি চ। উৎসাহসম্পন্নমদীর্ঘসূত্রম্
ক্রিয়াবিধিজ্ঞং ব্যসনেষ্বসক্তম্।
শূরং কৃতজ্ঞং দৃঢ়সৌহৃদং চ
লক্ষ্মীঃ স্বয়ং যাতি নিবাসহেতোঃ ॥১৮৪॥

আরো দেখ!—

জ্ঞানোচিত অনুষ্ঠানে অশক্ত যে জন, সে জ্ঞান থাকায় তাঁর কিবা প্রয়োজন?
অন্ধের হস্তেও যদি দীপালোক রয়, তাহে কি পদার্থ তার দরশন হয়? ।১৮১।

অতএব, সখে! এইরূপ কষ্টের অবস্থায় ধৈর্য্যধারণ করাই উচিত। ইহাকে নিতান্ত অসহ্য ভাবিয়া কাতর হওয়া উচিত নয়। কারণ,—

সুখের সময় সুখ করিবে সেবন, দুঃখের সময় দুঃখ করিবে বহন;
সকলেরি সুখ দুঃখ দেখিবে সংসারে, ঘুরিতেছে অবিরত চক্রের আকারে।১৮২।

আরো দেখ!—

ভেকের বসতি যথা দেখিবে পল্বলে, সারসের বাস যথা সরসীর জলে;
তেমতি উদ্যমশীল পুরুষের ঘরে, সকল সম্পদ আসি সদা বাস করে। ১৮৩।

আরো,—

অতুল উৎসাহী, শূর, কার্য্যে অনলস, কোনরূপ ব্যসনের নহে পরবশ;
কার্য্যের ব্যবস্থাজ্ঞানে অতি বিচক্ষণ, প্রণয়ে অটল, আর কৃতজ্ঞ যে জন;
আপনি কমলাদেবী বসতির তরে, গমন করেন সেই পুরুষের ঘরে।১৮৪।

বিশেষতশ্চ।

বিনাপ্যর্থৈর্ধীরঃ স্পৃশতি বহুমানোন্নতিপদম্
সমাযুক্তোঽপ্যর্থৈঃ পরিভবপদং যাতি কৃপণঃ।
স্বভাবাদুদ্ভূতাং গুণসমুদয়াবাপ্তিবিষয়াম্
দ্যুতিং সৈংহীং কিং শ্বা ধৃতকনকমালোঽপি লভতে ॥১৮৫॥

কিঞ্চ। ধনবানিতি হি মদস্তে কিং গতবিভবো বিষাদমুপযাসি।
করনিহিতকন্দুকসমাঃ পাতোৎপাতা মনুষ্যাণাম্ ॥ ১৮৬ ॥

অপরঞ্চ। অভ্রচ্ছায়া খলপ্রীতির্নবশস্যানি যোষিতঃ।
কিঞ্চিৎকালোপভোগ্যানি যৌবনানি ধনানি চ ॥১৮৭॥

অন্যচ্চ। বৃত্ত্যর্থং নাতিচেষ্টেত সাহি ধাত্রৈব নির্ম্মিতা।
গর্ভাদুৎপতিতে জন্তৌ মাতুঃ প্রস্রবতঃ স্তনৌ ॥১৮৮॥

সখে শৃণু। যেন শুক্লীকৃতা হংসাঃ শুকাশ্চ হরিতীকৃতাঃ।
ময়ূরাশ্চিত্রিতা যেন স তে বৃত্তিং বিধাস্যতি ॥ ১৮৯ ॥

বিশেষতঃ,—

গুণবান্ ধনহীন হ'লেও পূজিত, অতুল ধনেও দেখ! কৃপণ ঘৃণিত;
কুক্কুর স্বর্ণের হার দিলেও গলায়, সিংহের স্বভাব কান্তি গুণ সে কি পায়?।১৮৫।

আরো,—

সম্পদ থাকিলে কেন এত অহঙ্কার? সম্পদ যাইলে কেন এত হাহাকার?
হস্তের কন্দুক সম মনুষ্যের ধন, কখন পড়িছে হাতে উড়িছে কখন। ১৮৬।

আরো দেখ!—

জলদের ছায়া, আর খলের প্রণয়, রমণীর রূপ, আর নব শস্যচয়;
আপন যৌবন ধন, এ সব ধরায়, কিছুকাল ভুঞ্জিলেই ফুরাইয়া যায়।১৮৭।

আরো,—

জীবিকার তরে কেন অত্যন্ত যতন? বিধিই সবার অন্ন করেন সৃজন;
যখনি জনমে জীব দেখ! এভুবনে, দুগ্ধধারা বহে তার জননীর স্তনে। ১৮৮।

শুন সখে!—

শুক্লবর্ণে শোভে হংস যাঁহারি কৃপায়, অপূর্ব্ব হরিতবর্ণে শুক শোভা পায়;
ময়ূরে করেন যিনি বিচিত্রবরণ, তাঁহারি কৃপায় হ'বে তোমার ভরণ। ১৮৯।

অপরঞ্চ সতাং রহস্যং শৃণু মিত্র।

জনয়ন্ত্যর্জ্জনে দুঃখং তাপয়ন্তি বিপত্তিষু।
মোহয়ন্তি চ সম্পত্তৌ কথমর্থাঃ সুখাবহাঃ ॥ ১৯০ ॥

অপরঞ্চ। ধর্ম্মার্থং যস্য বিত্তেহা বরং তস্য নিরীহতা।
প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্কস্য দূরাদস্পর্শনং বরম্ ॥ ১৯১ ॥

যতঃ। যথা হ্যামিষমাকাশে পক্ষিভিঃ শ্বাপদৈর্ভুবি।
ভক্ষ্যতে সলিলে মৎস্যৈস্তথা সর্ব্বত্র বিত্তবান্ ॥ ১৯২ ॥

অন্যচ্চ। রাজতঃ সলিলাদগ্নেশ্চৌরতঃ স্বজনাদপি।
ভয়মর্থবতাং নিত্যং মৃত্যোঃ প্রাণভৃতামিব ॥ ১৯৩ ॥

তথাহি। জন্মনি ক্লেশবহুলে কিং নু দুঃখমতঃপরম্।
ইচ্ছাসম্পদ্ যতো নাস্তি যচ্চেচ্ছা ন নিবর্ত্ততে ॥১৯৪॥

অন্যচ্চ। ভ্রাতঃ শৃণু।

আরো, অর্থবিষয়ে সাধুরা যে নিগূঢ় কথা বলিয়াছেন, তাহাও সখে! শ্রবণ কর,—

যাহার অর্জ্জনে হয় অশেষ যাতনা, পাইলে যাহারে, যায় বুদ্ধি বিবেচনা ;
যাহার বিনাশে লোক করে হাহাকার, বল না! সে ধন কিসে সুখের আধার?।১৯০।

আরো,—

ধর্ম্মের জন্যেও যদি ধনচেষ্টা কর, তথাপি সে চেষ্টা তুমি দূরে পরিহর ;
আগেতে মাখিয়া পঙ্ক পরে তা ধুইবে, তার চেয়ে দূরে থেকে পঙ্ক না ছুঁইবে।১৯১।

কারণ,—

আমিষ শ্বাপদে খায় পড়িলে ভূতলে, আকাশে বিহঙ্গে খায়, মৎস্যে খায় জলে ;
তেমনি ধনীর দেখ! সর্ব্বত্রেই ভয়, কোথাও সে ধন রেখে স্বস্তি নাহি হয়।১৯২।

আরো দেখ!—

রাজা, চোর, দস্যু, জল, অনলের ভয়, স্বজন হতেও ভয় ধনীদের হয় ;
জীবের মরণভয় যথা পদে পদে, তেমনি সদাই ভয় জানিবে সম্পদে। ১৯৩।

আরো,—

বহু দুঃখময় এই ভবের ভিতর, ইহা হ'তে কিবা দুঃখ আছে গুরুতর?
ইচ্ছামত ধন দেখ! কেহ নাহি পায়, তথাপি দুরন্ত ইচ্ছা ছাড়িতে না চায়।১৯৪।

আরো ভাই! শুন,—

ধনং তাবদসুলভং লব্ধং কৃচ্ছ্রেণ পাল্যতে।
লব্ধনাশো যথা মৃত্যুস্তস্মাদেতন্ন চিন্তয়েৎ ॥ ১৯৫ ॥
সা তৃষ্ণা চেৎ পরিত্যক্তা কো দরিদ্রঃ ক ঈশ্বরঃ।
তস্যাশ্চেৎ প্রসরো দত্তো দাস্যং চ শিরসি স্থিতম্ ॥১৯৬॥

অপরঞ্চ। যদ্ যদেব হি বাঞ্ছেত ততো বাঞ্ছা প্রবর্ত্ততে।
প্রাপ্ত এবার্থতঃ সোঽর্থো যতো বাঞ্ছা নিবর্ত্ততে ॥১৯৭॥

কিং বহুনা। বিশ্রম্ভালাপৈর্ম্ময়ৈব সহাত্র কালো নীয়তাম্।

একে ত অনেক কষ্ট করিতে অর্জ্জন, ততোধিক কষ্ট পুন করিতে রক্ষণ ;
বিনষ্ট হইলে তাহা মরণ-যাতনা, এ ধনের যেন কেহ না করে সাধনা। ১৯৫।
কেবা রাজা কেবা প্রজা তৃষ্ণা যদি যায় ; তৃষ্ণারে প্রশ্রয় দিলে দাসত্ব মাথায়(১)।১৯৬।
যত যত কামনা করিবে মনে মনে, তত তত কামনা বাড়িবে ক্ষণে ক্ষণে ;
এ ভবে প্রকৃত অর্থ-লাভ তারে বলি, যাহাতে মনের তৃষ্ণা ফুরায় সকলি (২)।১৯৭।

আর অধিক কি বলিব, আইস আমরা সকলে মিলিয়া এস্থানে পরম প্রণয়ালাপে কালযাপন করি। কারণ,—

---

(১) অর্থাৎ যাহার বিষয়-তৃষ্ণা নাই সে ব্যক্তি স্বাধীনতায় পৃথ্বীপতি রাজার অপেক্ষাও বড় লোক। এই জন্যই বলিয়া থাকে যে,—"নিস্পৃহস্য তৃণং জগৎ"—যে নিস্পৃহ সে জগৎকে তৃণজ্ঞান করে। আরো কথিত আছে যে,—"সর্ব্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্"—জগতে সকল বস্তুতেই ভয় আছে, কেবল বৈরাগ্যেই ভয় নাই। আর, যে ব্যক্তি বিষয়তৃষ্ণাকে প্রশ্রয় দেয়, সে ব্যক্তি দাসত্বের বোঝা মাথায় করে, অর্থাৎ তাহার আর স্বাধীনতার নামমাত্র থাকে না।

(২) অর্থাৎ মানুষ যত 'এটা চাই' 'ওটা চাই' 'সেটা চাই' এরূপ করিতে থাকে, ততই তাহার কামনা বাড়িতে থাকে। 'এ ভবে প্রকৃত অর্থলাভ',—এ সংসারে একমাত্র ধর্ম্মই পরমার্থ, এবং সেই পরমার্থ-লাভই প্রকৃত অর্থ লাভ, কেননা, তাহা একবার পাইলে মনের সকল তৃষ্ণারই শান্তি হয়। সেই পরমার্থ ধর্ম্ম ভিন্ন আর যাহা কিছু ইচ্ছা করিবে, ইচ্ছার নিবৃত্তি না হইয়া বৃদ্ধিই হইবে। এই (১৯৭) সংখ্যক শ্লোকের পর কোনও পুস্তকে নিম্নলিখিত শ্লোক বেশি আছে, নিম্নে তাহা ও তাহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল ;—

"নাস্তি বিদ্যাসমং চক্ষুর্নাস্তি সত্যসমং তপঃ।
নাস্তি রাগসমং দুঃখং নাস্তি ত্যাগসমং সুখম্" ॥

অনুবাদ ;—

বিদ্যার সমান আর নাহিক নয়ন, সত্যের সমান নাই তপের সাধন ;
রাগের সমান দুঃখ আর কিছু নাই, ত্যাগের সমান সুখ দেখিতে না পাই।

যতঃ। আমরণান্তাঃ প্রণয়াঃ কোপাস্তৎক্ষণভঙ্গুরাঃ।
পরিত্যাগাশ্চ নিঃসঙ্গা ভবন্তি হি মহাত্মনাম্ ॥ ১৯৮ ॥

ইতি শ্রুত্বা লঘুপতনকো ব্রূতে—ধন্যোঽসি মন্থর সর্ব্বদা-শ্রয়ণীয়োঽসি।

যতঃ। সন্ত এব সতাং নিত্যমাপদুদ্ধরণক্ষমাঃ।
গজানাং পঙ্কমগ্নানাং গজা এব ধুরন্ধরাঃ ॥ ১৯৯ ॥

তথা চ। গুণিনি গুণজ্ঞো রমতে নাগুণশীলস্য গুণিনি পরিতোষঃ।
অলিরেতি বনাৎ কমলং ন হি ভেকস্ত্বেকবাসোঽপি ॥২০০।

অপরঞ্চ। শ্লাঘ্যঃ স একো ভুবি মানবানাম্
স উত্তমঃ সৎপুরুষঃ স ধন্যঃ।
যস্যার্থিনো বা শরণাগতা বা
নাশাবিভিন্না বিমুখাঃ প্রয়ান্তি ॥ ২০১ ॥

তদেবং তে স্বেচ্ছাহারবিহারং কুর্ব্বাণাঃ সন্তুষ্টাঃ সুখং নিব-সন্তি স্ম। অথ কদাচিৎ চিত্রাঙ্গনামা মৃগঃ কেনাপি ত্রাসিতস্তত্রাগত্য

প্রণয় বন্ধন থাকে যাবত জীবন, দৈবাৎ হ'লেও ক্রোধ রহে এক ক্ষণ;
নিষ্কাম হৃদয়ে সদা স্বার্থ-বিসর্জ্জন, এ সকল মহাত্মার জানিবে লক্ষণ। ১৯৮।

এই কথা শুনিয়া লঘুপতনক কহিল,—মন্থর! তুমিই ধন্য! সর্ব্বদাই তোমাকে আশ্রয় করা উচিত। কারণ,—

সাধুর বিপদ-ভয় সাধুই নিবারে; পঙ্কেতে পড়িলে গজ, গজেই উদ্ধারে। ১৯৯।

আরো দেখ!—

গুণজ্ঞই পায় সুখ গুণি-সহবাসে, চাষায় সে সুখ-রস নাহি ভালবাসে;
দূর বন হ'তে অলি আসি সরোবরে, অমল কমল-মধু সুখে পান করে;
আর দেখ! থাকে ভেক সদাই সেখানে, মধুর মধুর তার সে কভু না জানে।২০০।

আরো দেখ!—

এ ভুবনে একমাত্র শ্লাঘ্য সেই জন, ধন্য পুণ্যবান্ সেই পুরুষরতন;
যার কাছে যাচক শরণাগত জনে, আশায় আসিয়া নাহি ফিরে ভগ্নমনে।২০১।

এইরূপে তাহারা সকলে ইচ্ছামত আহার বিহার করত সন্তুষ্টচিত্তে পরম সুখে তথায় বাস করিতে লাগিল। অনন্তর, একদা, চিত্রাঙ্গ নামে এক মৃগ কোনও

মিলিতঃ। ততঃ পশ্চাদায়ান্তং ভয়হেতুং সম্ভাব্য মন্থরো জলং প্রবিষ্টঃ, মূষিকশ্চ বিবরং গতঃ, কাকোঽপ্যুড্ডীয় বৃক্ষাগ্রমারূঢ়ঃ। ততো লঘুপতনকেন সুদূরং নিরূপ্য ভয়হেতুর্ন কোঽপ্যবলোকিতঃ। পশ্চাৎ তদ্বচনাদাগত্য পুনঃ সর্ব্বে মিলিত্বা তত্রৈবোপবিষ্টাঃ। মন্থরেণোক্তম্—ভদ্র মৃগ কুশলং তে। স্বেচ্ছয়া উদকাদ্যাহারোঽনুভূয়তাম্। অত্রাবস্থানেন বনমিদং সনাথীক্রিয়তাম্। চিত্রাঙ্গো ব্রূতে—লুব্ধকত্রাসিতোঽহং ভবতাং শরণমাগতঃ।

যতঃ। লোভাদ্ বাথ ভয়াদ্ বাপি যস্ত্যজেচ্ছরণাগতম্।
ব্রহ্মহত্যাসমং তস্য পাপমাহুর্মনীষিণঃ ॥২০২॥

ততশ্চ ভবদ্ভিঃ সহ মিত্রত্বমিচ্ছামি। হিরণ্যকোঽবদৎ—মিত্রত্বং তাবদস্মাভিঃ সহাযত্নেনৈব নিষ্পন্নং ভবতঃ।

যতঃ। ঔরসং কৃতসম্বন্ধং তথা বংশক্রমাগতম্।
রক্ষিতং ব্যসনেভ্যশ্চ মিত্রং জ্ঞেয়ং চতুর্ব্বিধম্ ॥২০৩॥

কারণে ভয় পাইয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। অবশ্যই সেই মৃগের পশ্চাতে কোনও ভয়ের বিষয় থাকিবে, এই আশঙ্কায়, মন্থর জলে ও মূষিক বিবরে প্রবেশ করিল, এবং কাক উড়িয়া গিয়া বৃক্ষের উপর বসিল। তাহার পর, লঘুপতনক বহুদূর পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিয়াও কোনও ভয়ের কারণ দেখিতে পাইল না। অনন্তর, পুনরায় তাহারা সকলে মিলিয়া সেই স্থানে আসিয়া বসিল। মন্থর জিজ্ঞাসিল, সাধো! মৃগ! আপনার মঙ্গল ত? এস্থানে স্বেচ্ছামত পান-ভোজন করুন। এই স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক এই বনকে কৃতার্থ করুন। চিত্রাঙ্গ কহিল,—আমি ব্যাধের ভয়ে ভীত হইয়া আপনাদের শরণাপন্ন হইয়াছি। কারণ;—

লোভে কিম্বা ভয়ে কিম্বা যে কোন কারণে, ত্যজে যে শরণাগত গৃহাগত জনে;
ব্রহ্মহত্যা-মহাপাপে পাতকী সে হয়, অনন্ত নরক তার সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। ২০২।

অতএব আমি আপনাদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করিতে ইচ্ছা করি। হিরণ্যক কহিল,—আমাদের সঙ্গে মিত্রতা আপনার বিনা যত্নেই ত সম্পন্ন হইয়াছে। কারণ,—

স্বদেহজ, স্বভাবজ, কুলক্রমাগত; বিপদে রক্ষিত, এই মিত্র চারিমত (১)। ২০৩।

---

(১) 'স্বদেহজ',—যাহার সহিত শোণিত শুক্রের সম্বন্ধ আছে। 'স্বভাবজ',—অকৃত্রিম। 'কুলক্রমাগত',—পুরুষানুক্রমে যাহার সহিত আত্মীয়তা 'বিপদে রক্ষিত',—বিপদে রক্ষা করায় যাহার সহিত আত্মীয়তা হয়।

তদত্র ভবতা স্বগৃহনির্ব্বিশেষেণ স্থীয়তাম্। তৎ শ্রুত্বা মৃগঃ সানন্দঃ কৃতস্বেচ্ছাহারঃ পানীয়ং পীত্বা জলাসন্নবটতরুচ্ছায়ায়ামুপবিষ্টঃ।

যতঃ কূপোদকং বটচ্ছায়া শ্যামা স্ত্রী চেষ্টকাগৃহম্।
শীতকালে ভবেদুষ্ণমুষ্ণকালে চ শীতলম্॥ ২০৪॥

অথ মন্থরো ব্রূতে—সখে মৃগ কেন ত্রাসিতোঽসি। কিমস্মিন্ নির্জ্জনে বনে কদাচিৎ ব্যাধাঃ সঞ্চরন্তি। মৃগেণোক্তম্—অস্তি কলিঙ্গবিষয়ে রুক্মাঙ্গদো নাম নৃপতিঃ। স চ দিগ্বিজয়ব্যাপারক্রমেণাগত্য চন্দ্রভাগানদীতীরে সমাবাসিতকটকো বর্ত্ততে। প্রাতশ্চ তেনাত্রাগত্য কর্পূরসরঃসমীপে ভবিতব্যম্। ইতি ব্যাধানাং মুখাৎ কিংবদন্তী শ্রূয়তে। তদত্রাপি প্রাতরবস্থানং ভয়হেতুকমিত্যালোচ্য যথা কার্য্যং তথারভ্যতাম্। তৎ শ্রুত্বা কূর্ম্মঃ সভয়মাহ—মিত্র জলাশয়ান্তরং গচ্ছামি। কাকমৃগাবপি উক্তবন্তৌ—

অতএব, আপনি এই স্থানে বাস করুন, এ স্থান আপনারি গৃহ বলিয়া জানিবেন। তাহা শুনিয়া মৃগ পরম আনন্দিত হইল, এবং ইচ্ছামত পানভোজন করিয়া, জলাশয়ের সন্নিহিত বটবৃক্ষের ছায়ায় উপবেশন করিল। কারণ,—

বটপাদপের ছায়া, আর কূপবারি, ইষ্টক-রচিত গৃহ, আর শ্যামা নারী (১);
উষ্ণ থাকে এ সকল শীতের সময়, গ্রীষ্মকালে পুনরায় সুশীতল হয়। ২০৪।

অনন্তর, মন্থর জিজ্ঞাসিল,—সখে মৃগ! কি কারণে ভয় পাইয়াছ? এই নির্জ্জন বনেও কি ব্যাধগণের গতিবিধি আছে? মৃগ কহিল,—কলিঙ্গদেশে রুক্মাঙ্গদ নামে এক রাজা আছেন। তিনি দিগ্বিজয়প্রসঙ্গে আসিয়া চন্দ্রভাগা নদীতীরে শিবির সন্নিবেশপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন। প্রাতঃকালে তিনি এই কর্পূর সরোবরের নিকট আসিবেন। ব্যাধগণের মুখে আমি এইরূপ জনরব শুনিলাম। অতএব প্রাতঃকালে এস্থানেও আমাদের বাস করা শঙ্কার বিষয়, ইহা বিবেচনা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় কর। তাহা শুনিয়া কূর্ম্ম ভীত হইয়া কহিল,—মিত্র! আমি অন্য জলাশয়ে গমন করি। কাক ও মৃগ কহিল,—

---

(১) 'শ্যামা'—যাহার শরীর শীতে উষ্ণ ও গ্রীষ্মে শীতল, বর্ণ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় উজ্জ্বল, সেই পূর্ণযৌবনা সুন্দরীকে 'শ্যামা' বলে।

মিত্র এবমস্তু। হিরণ্যকো বিমৃশ্যাব্রবীৎ—জলাশয়ান্তরে প্রাপ্তে মন্থরস্য কুশলম্। স্থলে গচ্ছতোঽস্য কো বিধিঃ।

যতঃ। অম্ভাংসি জলজন্তূনাং দুর্গং দুর্গনিবাসিনাম্।
স্বভূমিঃ শ্বাপদাদীনাং রাজ্ঞাং সৈন্যং পরং বলম্ ॥২০৫॥

সখে লঘুপতনক অনেনোপদেশেন তথা ভবিষ্যতি।
স্বয়ং বীক্ষ্য যথা বধ্বাঃ পীড়িতং স্তনকুট্মলম্।
বণিক্পুত্রোঽভবদ্ দুঃখী ত্বং তথৈব ভবিষ্যসি ॥২০৬॥

তে ঊচুঃ—কথমেতৎ। হিরণ্যকঃ কথয়তি। অস্তি কান্যকুব্জ-বিষয়ে রাজা বীরসেনো নাম। তেন বীরপুরনাম্নি নগরে তুঙ্গবলো নাম রাজপুত্রো যুবরাজঃ কৃতঃ। স চ মহাধনস্তরুণ একদা স্বনগরং ভ্রাম্যন্ অতিপ্রৌঢ়যৌবনাং লাবণ্যবতীং নাম বণিক্পুত্রবধূমালোকয়ামাস। ততঃ স্বহর্ম্যং গত্বা স্মরাকুলিতমতিস্তস্যাঃ কৃতে দূতীং প্রেষিতবান্। যতঃ।

মিত্র! ইহাই উত্তম পরামর্শ। হিরণ্যক তাহা শুনিয়া চিন্তা করিয়া কহিল,—হাঁ, অন্য জলাশয়ে যাইতে পারিলে মন্থরের পক্ষে মঙ্গল বটে, কিন্তু ইনি স্থলপথ দিয়া কিরূপে যাইবেন? কারণ,—

জলই জানিবে জলজন্তুর আশ্রয়, দুর্গবাসীদের পক্ষে দুর্গই অভয়;
নিজভূমি শ্বাপদের বিক্রমের স্থান, সৈন্যই রাজার পক্ষে আশ্রয় প্রধান। ২০৫।

অতএব সখে লঘুপতনক! তোমাদের এই পরামর্শানুসারে চলিলে সেইরূপই ঘটিবে;—

এক বণিক্পুত্র নিজ পত্নীকে স্বচক্ষে অন্য কর্তৃক উপভুক্ত হইতে দেখিয়া যেরূপ পরিতাপ পাইয়াছিল, তোমারও সেইরূপ ঘটিবে (১)। ২০৬।

তাহারা জিজ্ঞাসিল,—সে কি প্রকার? হিরণ্যক কহিল,—কান্যকুব্জ দেশে বীরসেন নামে এক রাজা আছেন। তিনি তুঙ্গবল নামক রাজপুত্রকে বীরপুর নামক নগরে যুবরাজপদে স্থাপিত করিলেন। সেই রাজপুত্র অতি সমৃদ্ধিশালী ও যুবা পুরুষ। তিনি একদিন নিজ নগরে ভ্রমণ করিতে করিতে, লাবণ্যবতী নাম্নী এক পূর্ণযৌবনা বণিক্পুত্রের স্ত্রীকে দর্শন করিলেন। তদ্দর্শনে কামে বিহ্বলচিত্ত হইলেন এবং নিজগৃহে গিয়া সেই নারীর নিকট দূতী প্রেরণ করিলেন। কারণ,—

---

(১) মূলে ইহা পদ্যে আছে, এইজন্য ইহাতে শ্লোকের সংখ্যা প্রদত্ত হইল।

সম্মার্গে তাবদাস্তে প্রভবতি পুরুষস্তাবদেবেন্দ্রিয়াণাম্
লজ্জাং তাবদ্ বিধত্তে বিনয়মপি সমালম্বতে তাবদেব।
ভ্রূচাপাকৃষ্টমুক্তাঃ শ্রবণপথগতা নীলপক্ষ্মাণ এতে
যাবল্লীলাবতীনাং ন হৃদি ধৃতিমুষো দৃষ্টিবাণাঃ পতন্তি ॥ ২০৭ ॥

সাপি লাবণ্যবতী তদবলোকনক্ষণাৎ প্রভৃতি স্মরশরপ্রহার-জর্জ্জরিতহৃদয়া তদেকচিত্তাঽভবৎ।

তথা চোক্তম্।

অসত্যং সাহসং মায়া মাৎসর্য্যং চাতিলুব্ধতা।
নির্গুণত্বমশৌচত্বং স্ত্রীণাং দোষাঃ স্বভাবজাঃ ॥ ২০৮ ॥

অথ দূতীবচনং শ্রুত্বা লাবণ্যবত্যুবাচ—অহং পতিব্রতা পর-পুরুষস্পর্শমাত্রমপি ন করোমি।

যতঃ। সা ভার্য্যা যা গৃহে দক্ষা সা ভার্য্যা যা প্রজাবতী।
সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা সা ভার্য্যা যা পতিব্রতা ॥২০৯॥
কোকিলানাং স্বরো রূপং নারীরূপং পতিব্রতম্।
বিদ্যা রূপং কুরূপাণাং ক্ষমা রূপং তপস্বিনাম্ ॥২১০॥

যাবত মোহিনীগণ আকর্ণ সন্ধানে, সম্মোহন দৃষ্টিবাণ হৃদে নাহি হানে।
তাবত সুপথে গতি পুরুষের হয়, বিনয়, ইন্দ্রিয়জয়, লজ্জাভয় রয়। ২০৭।

এদিকে সেই লাবণ্যবতীও রাজপুত্রকে দেখিয়া অবধি কন্দর্প-শর-প্রহারে জর্জ্জরিতহৃদয়া হইয়া তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরাগিণী হইলেন। কথিতও আছে যে,—

অসত্য, সাহস, মায়া, লোভ, ঈর্ষ্যাভাব; নির্গুণতা, অশুচিতা, নারীর স্বভাব(১)২০৮।

অনন্তর, দূতীর কথা শুনিয়া লাবণ্যবতী কহিল,—আমি পতিব্রতা, আমি পর-পুরুষের স্পর্শমাত্রও করি না। কারণ;—

গৃহধর্ম্মকর্ম্মে যাঁর হৃদয়ের টান, পুত্রের জননী যিনি, পতি যাঁর প্রাণ;
পতিই জীবনব্রত একমাত্র যাঁর, 'ভার্য্যা' এই উচ্চ নাম উপযুক্ত তাঁর। ২০৯।
কোকিল সুন্দর হয় সুমধুর রবে, রমণী সুন্দর হয় সতীত্ব-গৌরবে;
বিদ্যায় সুন্দর হয় কুরূপ যে নর, মুনিগণ ক্ষমাগুণ থাকিলে সুন্দর। ২১০।

---

(১) ইহা অশিক্ষিতা ও অরক্ষিতা নারীর পক্ষে অভিপ্রেত। স্ত্রীলোক অশিক্ষিত ও বিলাসসুখে বর্দ্ধিত হইলে, তাহার স্বভাবে এই সকল দোষ ঘটিয়া থাকে।

অন্যচ্চ। ন সা ভার্য্যেতি বক্তব্যা যস্যাং ভর্ত্তা ন তুষ্যতি।
তুষ্টে ভর্ত্তরি নারীণাং সন্তুষ্টাঃ সর্ব্বদেবতাঃ ॥২১১॥

ততো যদ্‌যদাদিশতি মে প্রাণেশ্বরস্তদেবাহমবিচারিতং করোমি। দূত্যোক্তম্—সত্যমেতৎ। লাবণ্যবত্যুবাচ—সত্যমেবৈতৎ। ততো দূতিকয়া গত্বা তৎ তৎ সর্ব্বং তুঙ্গবলস্যাগ্রে নিবেদিতম্। তৎ শ্রুত্বা তুঙ্গবলোঽবদৎ—বিষমেষুণা ব্রণিত-হৃদয়স্তাং বিনা কথমহং জীবিষ্যামি। কুট্টিন্যাহ—স্বামিনানীয় সমর্পয়িতব্যেতি। স প্রাহ—কথমেতচ্ছক্যম্। কুট্টিন্যাহ—উপায়ঃ ক্রিয়তাম্।

তথা চোক্তম্।

উপায়েন হি যচ্ছক্যং ন তচ্ছক্যং পরাক্রমৈঃ।
শৃগালেন হতো হস্তী গচ্ছতা পঙ্কবর্ত্মনা ॥ ২১২ ॥

রাজপুত্রঃ পৃচ্ছতি—কথমেতৎ। সা কথয়তি। অস্তি ব্রহ্মারণ্যে কর্পূরতিলকো নাম হস্তী। তমবলোক্য সর্ব্বে শৃগালা-

---

আরো,—

যে নারীর প্রতি পতি তুষ্ট নাহি রয়, 'ভার্য্যা' এই নাম তার যোগ্য কভু নয়;
যার প্রতি তুষ্ট সদা পতির হৃদয়, তার প্রতি সমস্ত দেবতা তুষ্ট রয়। ২১১।

এই কারণে, আমার প্রাণপতি আমাকে যখন যাহা আদেশ করেন, আমি ভাল মন্দ বিচার না করিয়াই তাহা পালন করি। দূতী জিজ্ঞাসিল,—তুমি কি সত্যই তাহা কর? লাবণ্যবতী কহিলেন,—আমি যথার্থই তাহা করি। অনন্তর দূতী তথা হইতে প্রস্থান করিল, এবং তুঙ্গবলের সমীপে যাইয়া আনুপূর্ব্বিক কহিল। তাহা শুনিয়া তুঙ্গবল কহিলেন,—কন্দর্প-শরে আমার মর্ম্মস্থান বিদীর্ণ হইতেছে, তাহাকে না পাইলে কিরূপে প্রাণধারণ করিব? দূতী কহিল,—তাহার স্বামীই তাহাকে আনিয়া আপনার হস্তে সমর্পণ করিবে। তিনি জিজ্ঞাসিলেন,—ইহা কিরূপে ঘটিবে? দূতী কহিল,—উপায় দেখা যাউক। কথিতও আছে যে;—

বিক্রমে না হয় তাহা, যা হয় কৌশলে; শৃগাল মারিল হস্তী দেখ! বুদ্ধিবলে।২১২।

রাজপুত্র জিজ্ঞাসিলেন,—সে কি প্রকার? সে কহিল,—ব্রহ্মারণ্যে কর্পূরতিলক নামে এক হস্তী ছিল। তাহাকে দেখিয়া, শৃগালেরা এইরূপ ভাবিত যে.

শ্চিন্তয়ন্তি স্ম—যদ্যয়ং কেনাপ্যুপায়েন ম্রিয়েত তদাস্মাকমেতদ্দেহেন মাসচতুষ্টয়স্য স্বেচ্ছাভোজনং ভবেৎ। ততস্তন্মধ্যাদেকেন বৃদ্ধশৃগালেন প্রতিজ্ঞা কৃতা—ময়া বুদ্ধিপ্রভাবাদস্য মরণং সাধয়িতব্যম্। অনন্তরং স বঞ্চকঃ কর্পূরতিলকসন্নিধানং গত্বা সাষ্টাঙ্গপাতং প্রণম্যোবাচ,—দেব দৃষ্টিপ্রসাদং কুরু। হস্তী ব্রূতে—কস্ত্বম্, কুতঃ সমায়াতঃ। সোঽবদৎ—জম্বুকোঽহম্। সর্ব্বৈর্বনবাসিভিঃ পশুভির্মিলিত্বা ভবৎসকাশং প্রস্থাপিতঃ। যদ্ বিনা রাজ্ঞা স্থাতুং ন যুক্তম্। তদত্রাটবীরাজ্যেঽভিষেক্তুং ভবান্ সর্ব্বস্বামিগুণোপেতো নিরূপিতঃ।

যতঃ। কুলাচারজনাচারৈরতিশুদ্ধঃ প্রতাপবান্।
ধার্ম্মিকো নীতিকুশলঃ স স্বামী যুজ্যতে ভুবি ॥২১৩॥

অপরঞ্চ পশ্য।

রাজানং প্রথমং বিন্দেৎ ততো ভার্য্যাং ততো ধনম্।
রাজন্যসতি লোকেঽস্মিন্ কুতো ভার্য্যা কুতো ধনম্ ॥২১৪॥

যদি এই হস্তীকে কোনরূপে মারিতে পারা যায়, তবে ইহার দেহের মাংসে চারি মাস বিলক্ষণরূপে ভোজন চলে। অনন্তর, তাহাদের মধ্যে এক বৃদ্ধ শৃগাল এই প্রতিজ্ঞা করিল,—আমি বুদ্ধিকৌশলে ইহার মৃত্যু ঘটাইব। অনন্তর, সেই ধূর্ত্ত শৃগাল, কর্পূরতিলকের নিকট গিয়া তাহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া কহিল,—মহারাজ! এদিকে একবার কৃপাদৃষ্টি করুন। হস্তী কহিল,—কে হাঁ তুমি? কোথা হইতে আসিতেছ? সে কহিল,—আমি শৃগাল। বনের সমস্ত পশুগণ মিলিত হইয়া আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছে। রাজা ব্যতিরেকে আমাদের এস্থানে থাকা উচিত নয়। অতএব আপনাকে সমস্ত রাজগুণে বিভূষিত দেখিয়া, আমরা আপনাকেই এই অরণ্যরাজ্যে অভিষিক্ত করিব স্থির করিয়াছি। কারণ,—

লোকাচারে কুলাচারে বিশুদ্ধ নির্ম্মল, ধার্ম্মিক, প্রতাপযুক্ত, সুনীতিকুশল;
যে মহাপুরুষে আছে এসব লক্ষণ, জানিবে তাঁহারি যোগ্য রাজসিংহাসন। ২১৩।

আরো দেখ!—— ।২১৪।

আগেত থাকিবে রাজা তবে ধন দারা; রাজা না থাকিলে বল! কোথা রবে তারা

অন্যচ্চ। পর্জ্জন্য ইব ভূতানামাধারঃ পৃথিবীপতিঃ।
বিকলেঽপি হি পর্জ্জন্যে জীব্যতে ন তু ভূপতৌ ॥২১৫॥

কিঞ্চ। নিয়তবিষয়বর্ত্তী প্রায়শো দণ্ডযোগাৎ
জগতি পরবশেঽস্মিন্ দুর্লভঃ সাধুবৃত্তঃ।
কৃশমপি বিকলং বা ব্যাধিতং বাঽধনং বা
পতিমপি কুলনারী দণ্ডভীত্যাভ্যুপৈতি ॥২১৬॥

তদ্ যথা লগ্নবেলা ন চলতি তথা কৃত্বা সত্বরমাগম্যতাং দেবেন। ইত্যুক্ত্বা উত্থায় চলিতঃ। ততোঽসৌ রাজ্যলোভাকৃষ্টঃ কর্পূরতিলকঃ শৃগালদর্শিতবর্ত্মনা ধাবন্ মহাপঙ্কে নিমগ্নঃ। হস্তিনোক্তম্—সখে শৃগাল কিমধুনা বিধেয়ম্। মহাপঙ্কে নিপতিতোঽহম্ ম্রিয়ে। পরাবৃত্য পশ্য। শৃগালেন বিহস্যোক্তম্—দেব মম পুচ্ছাগ্রে হস্তং দত্ত্বোত্তিষ্ঠ। যন্মদ্বিধস্য বচসি ত্বয়া বিশ্বাসঃ কৃতস্তস্য ফলমেতৎ। তথা চোক্তম্।

যদা সৎসঙ্গরহিতো ভবিষ্যসি ভবিষ্যসি।
তদাঽসজ্জনগোষ্ঠীষু পতিষ্যসি পতিষ্যসি ॥২১৭॥

আরো,—
নৃপতি মেঘের ন্যায় লোকের আশ্রয়, ছায়া দিয়া নিবারেন সন্তাপের ভয়;
বরঞ্চ বারিদ বিনা বাঁচে এ ভুবন, রাজা বিনা কভু নাহি বাঁচে এক ক্ষণ। ২১৫।

আরো,—
সকলেই দণ্ডভয়ে ধর্ম্মপথে চলে, নহিলে, প্রকৃত সাধু দুর্লভ ভূতলে;
যে পতি দরিদ্র কৃশ রুগ্ন ভগ্নকায়, তারো কাছে কুলনারী দণ্ডভয়ে যায়। ২১৬।

অতএব অভিষেকের শুভলগ্নের সময় বহিয়া না যাইতে যাইতেই মহারাজ দ্রুতপদে আগমন করুন। ইহা বলিয়াই সে চলিল। অনন্তর কর্পূরতিলক রাজ্যলোভে আকৃষ্ট হইয়া শৃগালের প্রদর্শিত পথে যেমন ধাবিত হইল অমনি দুস্তর পঙ্কমধ্যে নিমগ্ন হইল। হস্তী কহিল,—সখে শৃগাল! এখন কি করি? দুস্তর পঙ্কে পড়িয়াছি, মারা যাই, একবার ফিরিয়া দেখ! শৃগাল হাস্য করিয়া কহিল,—মহারাজ! আমার লেজের আগা ধরিয়া উঠুন। আপনি যে আমার মত লোকের কথায় বিশ্বাস করিয়াছিলেন, এ তাহারি ফল। কথিতও আছে যে,—
যখনি হারাবে তুমি সাধুসহবাস; তখনি জানিবে তব নরকে নিবাস। ২১৭।

ততো মহাপঙ্কে নিমগ্নো হস্তী শৃগালৈর্ভক্ষিতঃ। অতোঽহং ব্রবীমি,—"উপায়েন হি যচ্ছক্যম্" ইত্যাদি। ততঃ কুট্টিন্যুপদেশেন তং চারুদত্তনামানং বণিক্‌পুত্রং স রাজপুত্রঃ সেবকং চকার। ততোঽসৌ তেন সর্ব্ববিশ্বাসকার্য্যেষু নিয়োজিতঃ। একদা কুট্টিন্যুপদেশেন তেন রাজপুত্রেণ স্নাতানুলিপ্তেন কনকালঙ্কারধারিণোক্তম্—চারুদত্ত ময়া মাসমেকং যাবৎ গৌরীব্রতং কর্ত্তব্যম্। তদদ্যারভ্য প্রতিরাত্রমেকাং কুলীনাং যুবতীমানীয় সমর্পয়। সা ময়া যথোচিতেন বিধিনা পূজয়িতব্যা। ততঃ স চারুদত্তস্তথাবিধাং তরুণীমানীয় সমর্পয়তি। পশ্চাৎ প্রচ্ছন্নঃ সন্ কিময়ং করোতীতি নিরূপয়তি। স চ তুঙ্গবলস্তাং যুবতীমস্পৃশ-

---

তাহার পর, শৃগালেরা সেই মহাপঙ্কে নিমগ্ন হস্তীকে ভক্ষণ করিল। এইজন্যই আমি বলিতেছিলাম যে, বুদ্ধিকৌশলে যাহা হয় তাহা বলপ্রয়োগে হয় না। অনন্তর সেই রাজপুত্র দূতীর উপদেশক্রমে, চারুদত্ত নামক সেই বণিকপুত্রকে নিজ সেবকরূপে নিযুক্ত করিলেন। ক্রমে তিনি তাহাকে সমস্ত বিশ্বাসের কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। একদা, দূতীর উপদেশক্রমে সেই রাজপুত্র স্নান করিয়া সর্ব্বাঙ্গে চন্দনাদি লেপন ও স্বর্ণালঙ্কার ধারণ পূর্ব্বক, বণিকপুত্রকে কহিলেন,—চারুদত্ত! একমাস আমাকে গৌরীব্রত (১) পালন করিতে হইবে। অতএব আজি হইতে একমাস যাবৎ প্রতি রাত্রে এক একটি সৎকুলোদ্ভবা যুবতীকে আনিয়া সমর্পণ কর। আমি তাঁহাকে শাস্ত্রানুসারে যথোচিত পূজা করিয়া বিদায় করিব। অনন্তর, চারুদত্ত এক একটি কুলীনা তরুণী আনিয়া সমর্পণ করিতে লাগিল। তৎপরে, রাজপুত্র সেই যুবতীকে লইয়া কি করেন, সে তাহা গুপ্তভাবে দেখিতে লাগিল। রাজপুত্রও যুবতীকে স্পর্শও না করিয়া দূর হইতে বস্ত্র, অলঙ্কার ও পুষ্প

---

(১) 'গৌরীব্রত,'—এই ব্রত তৃতীয়াকল্পে আরম্ভ করিতে হয়। শক্তিরূপা কুলাঙ্গনার পূজা দ্বারা আদ্যাশক্তি ভগবতী গৌরীর প্রীতিসাধন এই ব্রতের উদ্দেশ্য। রূপযৌবনসম্পন্না শীলসৌভাগ্যশালিনী কুলনারীকে ইষ্টদেবী জ্ঞান করিয়া ভক্তিভাবে ষোড়শোপচারে বিজনে নিশাকালে পূজা করিতে হয়। পূজা সাঙ্গ হইলে, তাঁহাকে ভোজন করাইয়া বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার প্রভৃতি দান করিয়া বিদায় করিতে হয়। সাধক যে নারীকে আদ্যা শক্তি ভগবতীর প্রতিনিধি করিয়া পূজা করিবেন, তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবতী বলিয়াই জ্ঞান করিবেন, এবং পূর্ব্বাপর তাঁহার প্রতি তদনুরূপ ভক্তি প্রদর্শন করিবেন। সাধকের মনে অণুমাত্র বিকার জন্মিলে ব্রত পণ্ড হয়, এবং তাঁহাকে নিরয়গামী হইতে হয়।

মেব দূরাদ্ বস্ত্রালঙ্কারগন্ধচন্দনৈঃ সম্পূজ্য রক্ষকং দত্ত্বা তৎক্ষণমেব প্রস্থাপয়তি। অথ তেন বণিক্‌পুত্রেণ তদ্ দৃষ্ট্বোপজাতবিশ্বাসেন লোভাকৃষ্টমনসা স্ববধূঃ সমানীয় সমর্পিতা। স চ তুঙ্গবলস্তাং হৃদয়প্রিয়াং লাবণ্যবতীং বিজ্ঞায় সসম্ভ্রমমুত্থায় নির্ভরমালিঙ্গ্যানন্দ-নিমীলিতলোচনঃ প্রহৃষ্টমনা বহুবিধামনঙ্গক্রীড়াং বিধায় পর্য্যঙ্কে তয়া সহ সুষ্বাপ। তদালোক্য বণিক্‌পুত্রশ্চিত্রলিখিতইব ইতি-কর্ত্তব্যতামূঢ়ঃ পরং বিষাদমুপাগতঃ। তথা ত্বয়াপি ভবিতব্যমিতি। ততস্তদ্ধিতবচনমবধীর্য্য মহতা ভয়েন বিমুগ্ধইব মন্থরস্তং জলাশয়-মুৎসৃজ্য প্রচলিতঃ। তেঽপি হিরণ্যকাদয়ঃ স্নেহাদনিষ্টং শঙ্ক-মানাস্তমনুজগ্মুঃ। ততঃ স্থলে গচ্ছন্ কেনাপি ব্যাধেন কাননং পর্য্যটতা স মন্থরঃ প্রাপ্তঃ। স চ তং গৃহীত্বা উত্থাপ্য ধনুষি বদ্ধ্বা ধন্যোঽস্মীত্যভিধায় স্বগৃহাভিমুখং প্রযাতঃ। অথ তে মৃগ-বায়স-

---

চন্দনাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিতেন, এবং পূজা সাঙ্গ হইলেই, তাঁহার সঙ্গে রক্ষক দিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে তাঁহার গৃহে পাঠাইয়া দিতেন। তাহা দেখিয়া সেই রাজপুত্রের উপর সেই বণিকনন্দনের সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিল। বস্ত্র ও অল-ঙ্কারের লোভে আকৃষ্ট হইয়া একরাত্রি সে নিজ পত্নীকে আনিয়া সমর্পণ করিল। সেই রাজপুত্রও সেই হৃদয়প্রিয়া লাবণ্যবতীকে চিনিতে পারিয়া, শশব্যস্তে উঠিয়া তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া, আনন্দে চক্ষু নিমীলিত করিলেন, এবং পুলকিত হৃদয়ে বহুবিধ অনঙ্গক্রীড়া করিয়া তাহার সহিত পর্য্যঙ্কে শয়ন করিলেন। তাহা দেখিয়া সেই বণিকপুত্র কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল, এবং বিষম পরিতাপে দগ্ধ হইতে লাগিল। শেষে তোমাদেরও সেইরূপ পরিতাপ করিতে হইবে। কিন্তু মন্থর তাহার সেই হিতবাক্য না শুনিয়া, অত্যন্ত ভয়ে হতজ্ঞান হইয়া সেই জলাশয় ত্যাগ করিয়া গমন করিতে লাগিল। সেই হিরণ্যক প্রভৃতি বন্ধুরাও স্নেহপ্রযুক্ত অনিষ্ট আশঙ্কা করত তাহার অনুগমন করিতে লাগিল। সেই মন্থর স্থলপথে গমন করিতেছে এমন সময় এক ব্যাধ বনে ভ্রমণ করিতে করিতে তাহাকে দেখিতে পাইল। সে কূর্ম্মকে ভূমি হইতে তুলিয়া ধনুকে বন্ধন করিয়া কহিল,—আঃ! আমার পরিশ্রম সফল হইল! ইহা বলিয়া গৃহা-ভিমুখে প্রস্থান করিল। অনন্তর সেই মৃগ, কাক ও মূষিক বিষাদসাগরে মগ্ন

মূষিকাঃ পরং বিষাদমুপগতাস্তমনুগচ্ছন্তি স্ম। ততো হিরণ্যকো বিলপতি।

একস্য দুঃখস্য ন যাবদন্তম্
গচ্ছাম্যহং পারমিবার্ণবস্য।
তাবদ্ দ্বিতীয়ং সমুপস্থিতং মে
ছিদ্রেষ্বনর্থা বহুলীভবন্তি ॥২১৮॥

স্বভাবজং তু যন্মিত্রং ভাগ্যেনৈবাভিজায়তে।
তদকৃত্রিমসৌহার্দ্দমাপৎস্বপি ন মুঞ্চতি ॥ ২১৯ ॥

অপিচ। ন মাতরি ন দারেষু ন সোদর্য্যে ন চাত্মজে।
বিশ্বাসস্তাদৃশঃ পুংসাং যাদৃঙ্ মিত্রে স্বভাবজে ॥ ২২০ ॥

ইতি মুহুর্বিচিন্ত্য। অহো মে দুর্দ্দৈবম্। যতঃ।

স্বকর্ম্মসন্তানবিচেষ্টিতানি কালান্তরাবৃত্তিশুভাশুভানি।
ইহৈব দৃষ্টানি ময়ৈব তানি জন্মান্তরাণীব দশান্তরাণি ॥২২১॥

অথবা ইত্থমেবৈতৎ।

হইয়া, সেই ব্যাধের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। অনন্তর হিরণ্যক ইহা বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিল যে,—

এক দুঃখ সিন্ধুসম না হইতে পার, দুঃখের উপর দুঃখ ঘটিল আমার ;
ভবের নিয়ম এই বুঝিনু এখন, দুঃখের সঙ্গেই হয় দুঃখের মিলন। ২১৮।
বিপদে সঙ্গের সাথী যেই জন হয়, অকৃত্রিম মিত্র সবে তাহাকেই কয় ;
কাহারো যদ্যপি থাকে বহু পুণ্যবল, সেরূপ সুহৃৎ মিলে তাহারি কেবল।২১৯।

আরো,—

যার সনে অকৃত্রিম প্রণয়-বন্ধন, সে জন যেমন হয় বিশ্বাসভাজন ;
জননী, গৃহিণী, কিম্বা সোদর, তনয়, তেমন বিশ্বাসপাত্র কেহই ত নয়। ২২০।

এইরূপ বারংবার ভাবিতে ভাবিতে আক্ষেপ করিয়া কহিল,—অহো! আমার কি দুরদৃষ্ট! কারণ,—

ইহ জনমের শুভাশুভ কর্ম্ম-চয়, পর জনমেই তার ফলভোগ হয় ;
আমারি অদৃষ্ট শুধু বিপরীত, তাই, ইহ জনমেই নিজ কর্ম্মফল পাই। ২২১।

অথবা এ সংসারের গতিই এই,—

কায়ঃ সন্নিহিতাপায়ঃ সম্পদঃ পদমাপদাম্।
সমাগমাঃ সাপগমাঃ সর্ব্বমুৎপাদি ভঙ্গুরম্ ॥২২২॥

পুনর্বিমৃশ্যাহ।

শোকারাতিভয়ত্রাণং প্রীতিবিশ্রম্ভভাজনম্।
কেন রত্নমিদং সৃষ্টং মিত্রমিত্যক্ষরদ্বয়ম্ ॥২২৩॥

কিঞ্চ।

মিত্রং প্রীতিরসায়নং নয়নয়োরানন্দনং চেতসঃ
পাত্রং যৎ সুখদুঃখয়োঃ সহ ভবেন্মিত্রেণ তদ্ দুর্লভম্।
যে চান্যে সুহৃদঃ সমৃদ্ধিসময়ে দ্রব্যাভিলাষাকুলাঃ
তে সর্ব্বত্র মিলন্তি তত্ত্বনিকষগ্রাবা তু তেষাং বিপৎ ॥২২৪॥

ইতি বহু বিলপ্য হিরণ্যকশ্চিত্রাঙ্গলঘুপতনকাবাহ—যাবদয়ং ব্যাধো বনাৎ ন নিঃসরতি তাবন্মন্থরং মোচয়িতুং যত্নঃ ক্রিয়তাম্। তাবূচতুঃ—সত্বরং যথাকার্য্যমুপদিশ। হিরণ্যকো ব্রূতে—চিত্রাঙ্গো

আজি আছে এই দেহ কালি পাবে লয়, সম্পদের সঙ্গেই বিপদ সদা রয়;
যথায় মিলন তথা বিচ্ছেদ নিশ্চয়, যাহারি জনম আছে তারি আছে ক্ষয়।২২২।

পুনরায় ভাবিতে ভাবিতে কহিল ;—

বিশ্বাসে প্রণয়ে যায় হৃদয় ভরিয়া, শোক দুঃখ শত্রুভয় যায় পলাইয়া ;
'মিত্র'-এ অমৃতময় দুইটি অক্ষর, আহা ! কে আনিল ইহা ভবের ভিতর !।২২৩।

আরো,—

যে জন অমৃতময় নেত্রের অঞ্জন, যে জন আনন্দময় হৃদয়-বন্ধন ;
সুখে সুখী দুখে দুখী সদা যেই জন, জানিবে দুর্লভ ভবে সে মিত্ররতন ;
মিলিবে অনেক, যারা সম্পদ-সময়, কেবল স্বার্থের তরে আসি' মিত্র হয় ;
নিকষে (১) পরীক্ষা হয় স্বর্ণের যেমন, বিপদে প্রকৃত মিত্র চিনিবে তেমন।২২৪।

এইরূপ বহু বিলাপ করিয়া, হিরণ্যক, চিত্রাঙ্গ ও লঘুপতনককে বলিল,—এই ব্যাধ বন হইতে বহির্গত না হইতে হইতেই ইহার হস্ত হইতে মন্থরকে মোচন করিতে যত্ন কর। তাহারা দুইজনে কহিল,—কি করিতে হইবে শীঘ্র উপদেশ দাও। হিরণ্যক কহিল,—চিত্রাঙ্গ জলের নিকট যাইয়া মৃতবৎ নিস্পন্দভাবে পড়িয়া

---

(১) নিকষ—কষ্টিপাথর।

জলসমীপং গত্বা মৃতমিবাত্মানং নিশ্চেষ্টং দর্শয়তু। কাকশ্চ তস্যোপরি স্থিত্বা চঞ্চ্বা কিমপি বিলিখতু। নূনমনেন লুব্ধকেন মৃগমাংসার্থিনা তত্র কচ্ছপং পরিত্যজ্য সত্বরং গন্তব্যম্। ততোঽহং মন্থরস্য বন্ধনং ছেৎস্যামি। সন্নিহিতে লুব্ধকে ভবদ্ভ্যাং পলায়িতব্যম্। ততশ্চিত্রাঙ্গলঘুপতনকাভ্যাং শীঘ্রং গত্বা তথানুষ্ঠিতে সতি স ব্যাধঃ পরিশ্রান্তঃ পানীয়ং পীত্বা তরোরধস্তাদুপবিষ্টস্তথাবিধং মৃগমপশ্যৎ। ততঃ কচ্ছপং জলসমীপে নিধায় কর্ত্তরিকামাদায় প্রহৃষ্টমনা মৃগান্তিকং চলিতঃ। অত্রান্তরে হিরণ্যকেনাগত্য ছিন্নবন্ধনঃ স কূর্ম্মঃ সত্বরং জলাশয়ং প্রবিষ্টঃ। স চ মৃগ আসন্নং তং ব্যাধং বিলোক্য উত্থায় দ্রুতং পলায়িতঃ। প্রত্যাবৃত্য লব্ধকো যাবৎ তরুতলমায়াতি তাবৎ কূর্ম্মমপশ্যন্নচিন্তয়ৎ—উচিতমেবৈতৎ মমাসমীক্ষ্যকারিণঃ।

যতঃ। যো ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য অধ্রুবাণি নিষেবতে।
ধ্রুবাণি তস্য নশ্যন্তি অধ্রুবং নষ্টমেব হি ॥২২৫॥

থাকুক। কাকও উহার উপরে বসিয়া, ঠোঁট দিয়া যেন ঠোক্‌রাইতেছে এইরূপ ভাব প্রকাশ করুক। তাহা হইলে, নিশ্চয়ই এই ব্যাধ মৃগমাংসের লোভে কচ্ছপকে রাখিয়া, শীঘ্র তথায় গমন করিবে। তাহার পর, আমি মন্থরের বন্ধন কাটিয়া দিব। ব্যাধ নিকটবর্ত্তী হইলেই তোমরা দুইজনে পলায়ন করিবে। অনন্তর, চিত্রাঙ্গ ও লঘুপতনক, শীঘ্র যাইয়া ঠিক্ সেইরূপ করিলে, সেই ব্যাধ পরিশ্রান্ত হইয়া জলপানপূর্ব্বক তরুতলে উপবেশন করিল, এবং মৃগকে সেইভাবে পতিত দেখিয়া কচ্ছপকে জলসমীপে রাখিয়া, একখানি কাতারি লইয়া পুলকিত চিত্তে মৃগের নিকট গমন করিল। ইত্যবসরে হিরণ্যক আসিয়া বন্ধন কাটিয়া দিলে, কূর্ম্ম সত্বর জলমধ্যে প্রবেশ করিল। এদিকে, সেই মৃগও ব্যাধকে নিকটবর্ত্তী দেখিয়া, উঠিয়া দ্রুতপদে পলায়ন করিল। ব্যাধ তরুতলের দিকে ফিরিয়া আসিবার সময় দেখিল যে, সেই কচ্ছপও সে স্থানে নাই; তখন ভাবিল,—এ আমার অবিমৃশ্যকারিতার উপযুক্ত ফলই হইয়াছে।

কেন না,—

নিশ্চিত ছাড়িয়া যেই অনিশ্চিতে যায়; এ কূল ও কূল সেই দুকূল হারায়।২২৫।

ততোঽসৌ স্বকর্ম্মবশান্নিরাশঃ কটকং প্রবিষ্টঃ। মন্থরাদয়শ্চ সর্ব্বে মুক্তাপদঃ স্বস্থানং গত্বা যথাসুখমাস্থিতাঃ।

অথ রাজপুত্রৈঃ সানন্দমুক্তম্—সর্ব্বং শ্রুতবন্তঃ সুখিনো বয়ম্। সিদ্ধং নঃ সমীহিতম্। বিষ্ণুশর্ম্মোবাচ—এতাবদ্ভবতামভিলাষিতং সম্পন্নম্। অপরমপীদমস্তু ;—

মিত্রং প্রাপ্নুত সজ্জনা জনপদৈর্লক্ষ্মীঃ সমালভ্যতাম্
ভূপালাঃ পরিপালয়ন্তু বসুধাং শশ্বৎ স্বধর্ম্মে স্থিতাঃ।
আস্তাং মানসতুষ্টয়ে সুকৃতিনাং নীতির্নবোঢ়েব বঃ
কল্যাণং কুরুতাং জনস্য ভগবাংশ্চন্দ্রার্দ্ধচূড়ামণিঃ ॥২২৬॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুশর্ম্ম-সংগৃহীতে হিতোপদেশে মিত্রলাভো নাম প্রথমঃ কথাসংগ্রহঃ।

অনন্তর, সেই ব্যাধ নিজ কর্ম্মদোষে ভগ্নমনোরথ হইয়া শিবিরে প্রবেশ করিল। সেই মন্থর প্রভৃতিরাও সমস্ত বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া, পরম সুখে বাস করিতে লাগিল।

অনন্তর, রাজপুত্রেরা সানন্দে কহিলেন,—আমরা সমস্ত শ্রবণ করিয়া পরম সুখী হইলাম। আমাদের মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে। বিষ্ণুশর্ম্মা কহিলেন,—তোমাদের মনোরথ সিদ্ধ হইলেও, আমি আরো এই প্রার্থনা করি যে,—

সুশীল সুজনগণ! কর মিত্রলাভ, ঘরে ঘরে হউক লক্ষ্মীর আবির্ভাব ;
আপনার ধর্ম্মপথে থাকি অনুক্ষণ, করহ ভূপালগণ! প্রজার পালন ;
প্রণয়িনী নববিবাহিতার মতন, নীতি তোমাদের চিত্ত করুক হরণ ;
চন্দ্রার্দ্ধশেখর হর দেব ভগবান, সর্ব্বমতে সকলের করুন কল্যাণ। ২২৬।

ইতি হিতোপদেশে মিত্রলাভ নামক
প্রথম কথাসংগ্রহ।

॥ শিবমস্তু ॥

হিতোপদেশঃ।

সুহৃদ্ভেদঃ।

অথ রাজপুত্রা ঊচুঃ—আর্য্য মিত্রলাভঃ শ্রুতস্তাবদস্মাভিঃ। ইদানীং সুহৃদ্ভেদং শ্রোতুমিচ্ছামো বয়ম্। বিষ্ণুশর্ম্মোবাচ—সুহৃদ্ভেদং শৃণুত। যস্যায়মাদ্যঃ শ্লোকঃ।

বর্দ্ধমানো মহাস্নেহো মৃগেন্দ্রবৃষয়োর্বনে।
পিশুনেনাতিলুব্ধেন জম্বুকেন বিনাশিতঃ॥ ১॥

রাজপুত্রৈরুক্তম্—কথমেতৎ। বিষ্ণুশর্ম্মা কথয়তি।

অস্তি দক্ষিণাপথে সুবর্ণবতী নাম নগরী। তত্র বর্দ্ধমানো নাম বাণিজো মহাধনঃ প্রতিবসতি। তস্য প্রভূতেঽপি বিত্তে অপরান্ বন্ধূন্ অতিসমৃদ্ধান্ বিলোক্য পুনরর্থবৃদ্ধিঃ করণীয়েতি মতির্বভূব।

সুহৃদ্ভেদ।

অনন্তর, রাজপুত্রেরা কহিলেন,—আর্য্য! আমরা 'মিত্রলাভ' শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে 'সুহৃদ্ভেদ' শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। বিষ্ণুশর্ম্মা কহিলেন,—'সুহৃদ্ভেদ' শ্রবণ কর। তাহার প্রথম শ্লোক এই;—

কোনো বনে সিংহ আর এক বৃষ ছিল, দিনে দিনে পরস্পরে প্রণয় বাড়িল;
অতি লোভী ধূর্ত্তরাজ শৃগাল আসিয়া, সাধের প্রণয়ে দিল ভেদ ঘটাইয়া। ১।

রাজপুত্রেরা জিজ্ঞাসিলেন,—সে কি প্রকার? বিষ্ণুশর্ম্মা কহিলেন,—দক্ষিণ-দেশে সুবর্ণবতী নামে এক নগরী আছে। তথায় বর্দ্ধমান নামে এক অতি ধনবান্ বণিক বাস করেন। তাঁহার প্রভূত অর্থ থাকিলেও, তিনি অন্যান্য আত্মীয়গণকে অধিকতর ধনবান্ দেখিয়া, নিজের সম্পত্তি আরো বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করিলেন। কারণ,—

যতঃ। অধোঽধঃ পশ্যতঃ কস্য মহিমা নোপচীয়তে।
উপর্য্যুপরি পশ্যন্তঃ সর্ব্বএব দরিদ্রতি ॥ ২ ॥

অপরঞ্চ। ব্রহ্মহাপি নরঃ পূজ্যো যস্যাস্তি বিপুলং ধনম্।
শশিনস্তুল্যবংশোঽপি নির্ধনঃ পরিভূয়তে ॥ ৩ ॥

অন্যচ্চ। অব্যবসায়িনমলসং দৈবপরং সাহসাচ্চ পরিহীনম্।
প্রমদেব হি বৃদ্ধপতিং নেচ্ছত্যুপগূহিতুং লক্ষ্মীঃ ॥ ৪ ॥

কিঞ্চ। আলস্যং স্ত্রীসেবা সরোগতা জন্মভূমিবাৎসল্যম্।
সন্তোষো ভীরুত্বং ষড়্ব্যাঘাতা মহত্ত্বস্য ॥ ৫ ॥

যতঃ। সম্পদা সুস্থিতম্মন্যো ভবতি স্বল্পয়াপি যঃ।
কৃতকৃত্যো বিধির্মন্যে ন বর্দ্ধয়তি তস্য তাম্ ॥ ৬ ॥

অপরঞ্চ। নিরুৎসাহং নিরানন্দং নির্বীর্য্যমরিনন্দনম্।
মাস্ম সীমন্তিনী কাচিৎ জনয়েৎ পুত্রমীদৃশম্ ॥ ৭ ॥

বড় বড় অবস্থায় দৃষ্টি পড়ে যত, আপনাকে ছোট বলি' মনে হয় তত;
ছোট ছোট অবস্থা করিলে দরশন, আপনাকে বড় নাহি ভাবে কোন্ জন ? । ২ ।

আরো দেখ !—
বিপুল বিভব যার থাকে বিদ্যমান, ব্রহ্মহত্যা করিলেও সে পায় সম্মান;
চন্দ্রের সদৃশ বংশে হ'লেও উদ্ভব, কে বা মানে ? যদি তাঁর না থাকে বিভব । ৩ ।

আরো,—
যে জন উদ্যোগহীন দৈবপরবশ, সাহসবিহীন আর সদাই অলস;
লক্ষ্মী নাহি ভজে তারে, যুবতী যেমন, অতিবৃদ্ধ পতিকে না করে আলিঙ্গন । ৪ ।

আরো,—
সদাই আলস্য, আর শরীরের রোগ, স্ত্রীলোক লইয়া সদা ইন্দ্রিয়-সম্ভোগ;
জন্মভূমি-মায়া, আর ভীরুতা, সন্তোষ, মহত্ত্বের অন্তরায় (১) এই ছয় দোষ । ৫ ।

কারণ,—
অত্যল্প ধনেই যেই চরিতার্থ হয়, উন্নতির তরে আর চেষ্টা নাহি রয়;
বিধিও তাহার দায়ে খালাস হইয়া, আর তার দিকে নাহি চাহেন ফিরিয়া । ৬ ।

আরো,—
আনন্দ, উৎসাহ, বীর্য্য, কিছু যার নাই, শত্রুর আনন্দ বৃদ্ধি করে যে সদাই;
নারীকুলে কেহ যেন এ হেন সন্তান, আপন উদরে কভু নাহি দেয় স্থান । ৭ ।

---

(১) অন্তরায়,—ব্যাঘাত ।

তথাহ্যুক্তম্।

অলব্ধং চৈব লিপ্সেত লব্ধং রক্ষেদবেক্ষয়া।
রক্ষিতং বর্দ্ধয়েৎ সম্যক্ বৃদ্ধং তীর্থেষু নিক্ষিপেৎ॥ ৮॥

যতোঽলব্ধমনিচ্ছতোঽর্থস্যাপ্রাপ্তিরেব। লব্ধস্যাপ্যরক্ষিতস্য নিধেরপি স্বয়ং বিনাশঃ। অবর্দ্ধমানশ্চার্থঃ কালেন স্বল্পব্যয়েঽ-প্যঞ্জনবৎ ক্ষয়মেতি। অনুপভুজ্যমানশ্চ নিষ্প্রয়োজনএব।

তথাহ্যুক্তম্।

অঞ্জনস্য ক্ষয়ং দৃষ্ট্বা বল্মীকস্য চ সঞ্চয়ম্।
অবন্ধ্যং দিবসং কুর্য্যাৎ দানাধ্যয়নকর্ম্মভিঃ॥ ৯॥

যতঃ। জলবিন্দুনিপাতেন ক্রমশঃ পূর্য্যতে ঘটঃ।
স হেতুঃ সর্ব্ববিদ্যানাং ধর্ম্মস্য চ ধনস্য চ॥ ১০॥

ইতি সঞ্চিন্ত্য বর্দ্ধমানঃ সঞ্জীবকনন্দকনামানৌ দ্বৌ বৃষভৌ ধুরি নিযোজ্য শকটং নানাবিধদ্রব্যপূর্ণং কৃত্বা বাণিজ্যেন কাশ্মীরং প্রতি চলিতঃ।

আর ইহাও কথিত আছে যে,—

লভিতে অলব্ধ ধন করিবে যতন, লব্ধ ধন সাবধানে করিবে রক্ষণ;
বাড়াইবে সাধ্যমতে রক্ষিত যে ধন, সুপাত্রে বর্দ্ধিত ধন করিবে অর্পণ। ৮।

কারণ, যদি অলব্ধ বস্তুর লাভে যত্ন না করা যায়, তবে কোনো অর্থই লাভ হয় না। আর যদি লব্ধ অর্থের রক্ষায় যত্ন না করা যায়, তবে অমূল্য নিধিও বিনষ্ট হয়। আর লব্ধ অর্থ না বাড়াইলেও তাহা অল্পব্যয়েই ক্রমে অঞ্জনের ন্যায় ক্ষয় পায়। আর অর্থের উপভোগ না করিলে তাহা থাকাও বৃথা।

কথিতও আছে যে,—

অঞ্জনের রেখা দেখ! ক্রমে ক্ষয় পায়, উইমাটি বাড়ে তত দিন যত যায়;
ইহা হেরি দিন কভু বৃথা না হরিবে, দান অধ্যয়ন কর্ম্মে সার্থক করিবে। ৯।

কারণ,—

বিন্দু বিন্দু পড়ি বারি ঘটের ভিতরে, ক্রমে ক্রমে সেই ঘট দেখ! পূর্ণ করে;
সেইমত দিন দিন যে করে সঞ্চয়, বিদ্যা, ধর্ম্ম, ধন, তার ক্রমে পূর্ণ হয়। ১০।

বর্দ্ধমান মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া, সঞ্জীবক ও নন্দক নামক দুই বৃষ শকটে জুড়িয়া, শকটখানি বিবিধ পণ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ করিয়া, বাণিজ্যের উদ্দেশে কাশ্মীরে যাত্রা করিলেন। কারণ,—

যতঃ। কোঽতিভারঃ সমর্থানাং কিং দূরং ব্যবসায়িনাম্।
কো বিদেশঃ সবিদ্যানাং কঃ পরঃ প্রিয়বাদিনাম্ ॥ ১১ ॥

অথ গচ্ছতস্তস্য দুর্গনাম্নি মহারণ্যে সঞ্জীবকো ভগ্নজানুর্নিপতিতঃ। এতদালোক্য বর্দ্ধমানোঽচিন্তয়ৎ।

করোতু নাম নীতিজ্ঞো ব্যবসায়মিতস্ততঃ।
ফলং পুনস্তদেব স্যাদ্ যদ্বিধের্মনসি স্থিতম্ ॥ ১২ ॥

কিন্তু। বিস্ময়ঃ সর্ব্বথা হেয়ঃ প্রত্যূহঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
তস্মাদ্ বিস্ময়মুৎস্থজ্য সাধ্যসিদ্ধির্বিধীয়তাম্ ॥ ১৩ ॥

ইতি সঞ্চিন্ত্য সঞ্জীবকং তত্র পরিত্যজ্য বর্দ্ধমানঃ পুনঃ স্বয়ং ধর্ম্মপুরং নাম নগরং গত্বা মহাকায়মন্যং বৃষভমেকং সমানীয় ধুরি নিযোজ্য চলিতঃ। ততঃ সঞ্জীবকোঽপি কথং কথমপি খুরত্রয়ে ভরং কৃত্বোত্থিতঃ।

যতঃ। নিমগ্নস্য পয়োরাশৌ পর্ব্বতাৎ পতিতস্য চ।
তক্ষকেণাপি দষ্টস্য আয়ুর্ম্মর্ম্মাণি রক্ষতি ॥ ১৪ ॥

সমর্থের কাছে কিবা আছে অতি ভার? ব্যবসায়ী যেই জন, দূর কিবা তার?
কি আছে বিদেশ তার বিদ্বান যে হয়, কেবা শত্রু তার যেই প্রিয়কথা কয়। ১১।

অনন্তর, যাইতে যাইতে দুর্গনামক মহাবনে সঞ্জীবক ভগ্নজানু হইয়া পতিত হইল। এই দুর্ঘটনা দেখিয়া বর্দ্ধমান ভাবিলেন যে,—

বিজ্ঞলোকে শত চেষ্টা করিয়া বেড়ায়; ফল কিন্তু হয়, যাহা বিধাতা ঘটায়। ১২।

কিন্তু,—

বিপদে বিমুগ্ধ হওয়া ঘৃণার বিষয়, সকল কার্য্যের তাহে ব্যাঘাত নিশ্চয়;
অতএব মুগ্ধ নাহি হবে বিজ্ঞজন, সাধ্যমতে নিজ কার্য্য করিবে সাধন। ১৩।

তিনি ইহা ভাবিয়া, সঞ্জীবককে তথায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মপুর নামক নগরে যাইয়া, আর একটি প্রকাণ্ড বৃষ ক্রয় করিয়া আনিলেন, এবং সেই বৃষকে শকটে জুড়িয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। সঞ্জীবকও কষ্টেশ্রষ্টে তিনটি খুরে ভর করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। দেখ!—

অতল সমুদ্রজলে হ'লেও মগন, পর্ব্বতশিখর হ'তে হ'লেও পতন;
বিষধর তক্ষকেও করিলে দংশন, পরমায়ু থাকে যদি না হয় মরণ। ১৪।

অপরঞ্চ। নাকালে ম্রিয়তে জন্তুর্বিদ্ধঃ শরশতৈরপি।
কুশাগ্রেণাপি সংস্পৃষ্টঃ প্রাপ্তকালো ন জীবতি ॥ ১৫ ॥

যতঃ। অরক্ষিতং তিষ্ঠতি দৈবরক্ষিতম্
সুরক্ষিতং দৈবহতং বিনশ্যতি।
জীবত্যনাথোঽপি বনে বিসর্জ্জিতঃ
কৃতপ্রযত্নোঽপি গৃহে ন জীবতি ॥ ১৬ ॥

ততো দিনেষু গচ্ছৎসু সঞ্জীবকঃ স্বেচ্ছাহারাদিলাভেন তামরণ্যানীং পরিভ্রমণ্ হৃষ্টপুষ্টাঙ্গো বলবন্ননাদ। তস্মিন্ বনে পিঙ্গলকনামা সিংহঃ স্বভুজোপার্জ্জিতরাজ্যসুখমনুভবন্নাস্তে।

তথা চোক্তম্।
নাভিষেকো ন সংস্কারঃ সিংহস্য ক্রিয়তে মৃগৈঃ।
বিক্রমার্জ্জিতরাজ্যস্য স্বয়মেব মৃগেন্দ্রতা ॥ ১৭ ॥

স চৈকদা পিপাসাকুলিতঃ পানীয়ং পাতুং যমুনাকচ্ছমগচ্ছৎ। তেন চ তত্র সিংহেনাননুভূতপূর্ব্বকং প্রলয়ঘনগর্জ্জিতমিব সঞ্জীবকনর্দ্দিতমশ্রাবি। তৎ শ্রুত্বাসৌ পানীয়মপীত্বা সচকিতং পরিবৃত্য

আরো দেখ!—
শত শরে নাহি মরে কাল না আইলে; কাল পেলে মরে জীব কুশাগ্র ফুটিলে।১৫।

কারণ,—
বিধাতা রাখিলে তারে কে মারিতে পারে? কে পারে রাখিতে তারে বিধি যদি মারে?
অনাথ অরণ্যে পড়ি' তবু প্রাণ ধরে, গৃহে থাকি' সাবধানে তবু দেখ! মরে ১৬।

পরে, যত দিন যাইতে লাগিল, সঞ্জীবকও সেই মহাবনে বিচরণপূর্ব্বক স্বেচ্ছামত আহারাদি পাইয়া হৃষ্টপুষ্ট হইতে লাগিল, এবং মহাতেজে ডাকিতে লাগিল। সেই বনে পিঙ্গলক নামে এক সিংহ ছিল। সে নিজ পরাক্রমে সেই বনে রাজা হইয়া রাজত্ব ভোগ করত মহাসুখে বাস করিতেছিল। কথিতও আছে যে,—
বিধি মন্ত্রে অভিষেক করিয়া যতনে, কে কোথা বসায় সিংহে রাজসিংহাসনে?
বিক্রমে জিনিয়া সিংহ পশুর সমাজ, নিজেই নিজের তেজে হয় পশুরাজ। ১৭।

সেই সিংহ একদিন তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জল পান করিতে যমুনাতটে গমন করিল। সে তথায় সিংহের অশ্রুতপূর্ব্ব প্রলয়-মেঘের ন্যায় সেই সঞ্জীবকের নাদ শ্রবণ

স্বস্থানমাগত্য কিমিদমিত্যালোচয়ন্ তূষ্ণীং স্থিতঃ। স চ তথাবিধঃ করটকদমনকাভ্যাং তন্মন্ত্রিপুত্রাভ্যাং শৃগালাভ্যাং দৃষ্টঃ। তং তথাবিধং দৃষ্ট্বা দমনকঃ করটকমাহ—সখে করটক কিমিত্যয়মুদকার্থী স্বামী পানীয়মপীত্বা সচকিতো মন্দং মন্দমবতিষ্ঠতে। করটকো ব্রূতে—মিত্র দমনক মম মতেনাস্য সেবৈব ন ক্রিয়তে। তৎ কিমস্য চেষ্টানিরূপণেন। যতোঽনেন রাজ্ঞা বিনাপরাধেন চিরমবধীরিতাভ্যামাবাভ্যাং মহদ্দুঃখমনুভূতম্।

সেবয়া ধনমিচ্ছদ্ভিঃ সেবকৈঃ পশ্য যৎ কৃতম্।
স্বাতন্ত্র্যং যচ্ছরীরস্য মূঢ়ৈস্তদপি হারিতম্ ॥ ১৮ ॥

অপরঞ্চ। শীতবাতাতপক্লেশান্ সহন্তে যান্ পরাশ্রিতাঃ।
তদর্দ্ধেনাপি মেধাবী তপস্তপ্ত্বা সুখী ভবেৎ ॥ ১৯ ॥

অন্যচ্চ। এতাবজ্জন্মসাফল্যং যদনায়ত্তবৃত্তিতা।
যে পরাধীনতাং যাতাস্তে চেজ্জীবন্তি কে মৃতাঃ ॥ ২০ ॥

করিল। সে তাহা শুনিয়া জল পান না করিয়াই সভয়ে সে স্থান হইতে ফিরিয়া আসিল, এবং স্বস্থানে আসিয়া, এ কি ব্যাপার! ইহাই ভাবিতে ভাবিতে নিঃশব্দে রহিল। অনন্তর, তাহার মন্ত্রীর পুত্র করটক ও দমনক নামে দুই শৃগাল তাহাকে সেইরূপ অবস্থায় দর্শন করিল। সিংহকে তদবস্থ দেখিয়া, দমনক করটককে কহিল,—সখে করটক! এ কি? প্রভু জল পান করিতে গিয়া জল পান না করিয়াই যে চুপে চুপে ফিরিয়া আসিলেন? করটক কহিল,—মিত্র দমনক! আমার মতে ত এরূপ প্রভুর সেবাই করা উচিত নয়, তবে ইহার কার্য্যের অনুসন্ধানে ফল কি? যেহেতু এই রাজা আমাদের প্রতি বিনা দোষে বহুদিনাবধি অনাদর প্রদর্শন করায় আমরা অত্যন্ত দুঃখ পাইয়াছি। হায়!—

ধন তরে পরদাস্যে যেই মূঢ় যায়; স্বদেহের স্বাধীনতা তাহাও হারায়!। ১৮।

আরো দেখ!

পরের দাসত্ব লোক করিয়া মাথায়, ঝড়ে জলে শীতে রৌদ্রে যত ক্লেশ পায়;
তাহার অর্দ্ধেক ক্লেশ তপস্যায় দিলে, সিদ্ধি লাভ হয় তাহে স্বর্গসুখ মিলে। ১৯।

আরো,—

সার্থক জনম যদি স্বাধীনতা রয়; পরাধীনে বেঁচে থাকা মৃত্যুই নিশ্চয়। ২০।

অপরঞ্চ। এহি গচ্ছ পতোত্তিষ্ঠ বদ মৌনং সমাচর।
এবমাশাগ্রহগ্রস্তৈঃ ক্রীড়ন্তি ধনিনোঽর্থিভিঃ॥ ২১॥

কিঞ্চ। অবুধৈরর্থলাভায় পণ্যস্ত্রীভিরিব স্বয়ম্।
আত্মা সংস্কৃত্য সংস্কৃত্য পরোপকরণীকৃতঃ॥ ২২॥

অন্যচ্চ। যা প্রকৃত্যৈব চপলা নিপতত্যশুচাবপি।
স্বামিনো বহুমন্যন্তে দৃষ্টিং তামপি সেবকাঃ॥ ২৩॥

বিশেষতশ্চ।
প্রণমত্যুন্নতিহেতোর্জীবিতহেতোর্বিমুঞ্চতি প্রাণান্।
দুঃখীয়তি সুখহেতোঃ কো মূঢ়ঃ সেবকাদন্যঃ॥ ২৪॥

অপরঞ্চ। মৌনান্মূর্খঃ প্রবচনপটুর্বাতুলো জল্পকো বা
ক্ষান্ত্যা ভীরুর্যদি ন সহতে প্রায়শো নাভিজাতঃ।
ধৃষ্টঃ পার্শ্বে বসতি নিয়তং দূরতশ্চাপ্রগল্ভঃ
সেবাধর্ম্মঃ পরমগহনো যোগিনামপ্যগম্যঃ॥ ২৫॥

আরো,—
আও, যাও, ধাও, উঠ, চুপ্ রও এখন, এ সব বচনে সদা করি' সম্বোধন;
ধনীরা অর্থীর প্রতি করে স্বেচ্ছাচার, আশার কুগ্রহে হয় এই পুরস্কার। ২১।

আরো,—
নিতান্ত নির্ব্বোধ লোক ধনলাভ তরে, পরের সেবায় দেখ! কিবা নাহি করে;
দিন দিন করে ক্ষীণ নিজ দেহ মন, যোগায় প্রভুর মন বেশ্যার মতন। ২২।

আরো দেখ!—
ক্ষণমাত্র যেই দৃষ্টি সুস্থির না রয়, অশুচি দ্রব্যেও যাহা নিপতিত হয়;
সেই দৃষ্টি প্রভুগণ যদি করে দান, ভৃত্য তাহা করে যেন পরমার্থ জ্ঞান। ২৩।

বিশেষতঃ,—
আপন উন্নতি তরে পরকে প্রণাম করে
পরের রক্ষার হেতু দেয় নিজ প্রাণ;
আপনি সহিয়া দুখ যোগায় পরের সুখ
কে আছে অভাগা আর ভৃত্যের সমান? । ২৪।

ভৃত্যের দুর্দ্দশা আরো দেখ!—
মূর্খ বলি' করে জ্ঞান, কথা না কহিলে, বাচাল পাগল বলে, মুখ ফুটাইলে;
ভীরু বলি' ভাবে, যদি সহে অপমান, না সহিলে, বলে তারে নীচের সন্তান;

দমনকো ব্রূতে—মিত্র সর্ব্বথা মনসাপি নৈতৎ কর্ত্তব্যম্।

যতঃ। কথং নাম ন সেব্যন্তে যত্নতঃ পরমেশ্বরাঃ।
অচিরেণৈব যে তুষ্টাঃ পূরয়ন্তি মনোরথান্॥ ২৬॥

অন্যচ্চ পশ্য।

কুতঃ সেবাবিহীনানাং চামরোদ্ধূতসম্পদঃ।
উদ্দণ্ডধবলচ্ছত্রং বাজিবারণবাহিনী॥ ২৭॥

করটকো ব্রূতে—তথাপি কিমনেনাস্মাকমব্যাপারেণ। অব্যাপারেষু ব্যাপারঃ সর্ব্বথা পরিহরণীয়ঃ। পশ্য।

অব্যাপারেষু ব্যাপারং যো নরঃ কর্ত্তুমিচ্ছতি।
স ভূমৌ নিহতঃ শেতে কীলোৎপাটীব বানরঃ॥ ২৮॥

দমনকঃ পৃচ্ছতি কথমেতৎ। করটকঃ কথয়তি।

মগধদেশে ধর্ম্মারণ্যসন্নিহিতবসুধায়াং শুভদত্তনাম্না কায়স্থেন

কাছেতে থাকিলে, হয় ধৃষ্ট বলি' গণ্য, তফাতে থাকিলে, তারে বলে অকর্ম্মণ্য;
অতএব পরসেবা কি বিষম দায়! যোগীরাও এর তত্ত্ব খুঁজিয়া না পায়!। ২৫।

দমনক কহিল,—মিত্র! তুমি ওরূপ মনেও করিও না। কারণ,—

যতনে ধনীর সেবা কেন না করিবে? অচিরে প্রসাদে যার কামনা পূরিবে। ২৬।

আরো দেখ!—

গজ, বাজি, ছত্র, দণ্ড, চামর, বৈভব; রাজসেবা না করিলে মিলে কি এ সব? ।২৭।

করটক কহিল,—তথাপি পরের কাজে আমাদের হাত দিয়া ফল কি? অকারণে কেহ কখনও পরের বিষয়ে হাত দিতে যাইবে না। দেখ!—

কীলক উৎপাটন করিয়া এক বানর যেমন পঞ্চত্ব পাইয়াছিল, অনর্থক পর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে, সেই বানরের ন্যায় দুর্গতি হয় (১)। ২৮।

দমনক জিজ্ঞাসিল,—সে কি প্রকার? করটক কহিল,—মগধদেশে ধর্ম্মারণ্যের নিকটবর্ত্তী এক স্থানে, শুভদত্ত নামে এক কায়স্থ একটি দেবালয়(২) নির্ম্মাণ

---

(১) মূলে ইহা শ্লোকে আছে বলিয়া এই স্থানের শ্লোকসংখ্যা অনুসারে সংখ্যা দেওয়া গেল। খোঁটা, গোঁজ ইত্যাদিকে কীল বা কীলক বলে। করাতিরা বড় বড় কাঠের কতক দূর চিরিয়া সেই খানে একটা গোঁজ মারিয়া রাখে। সেই গোঁজকে করাতিরা 'কোনে' বলে। এস্থলে কীলক শব্দে সেই গোঁজ বা 'কোনে'।

(২) মূলে 'বিহার' শব্দ আছে। বিহার শব্দে জৈনমন্দির, মঠ, দেবালয় অথবা উদ্যানাদিস্থিত ক্রীড়াভবন অর্থাৎ বৈটকখানা বুঝায়।

বিহারঃ কারয়িতুমারব্ধঃ। তত্র করপত্রবিদার্য্যমাণকাষ্ঠস্তম্ভস্য কিয়দ্দূরবিদীর্ণখণ্ডদ্বয়স্য মধ্যে কীলকঃ সূত্রধারেণ নিহিতঃ। তত্র চ বনবাসী মহান্ বানরযূথঃ ক্রীড়নার্থমায়াতঃ। তেষ্বেকো বানরঃ কালপ্রেরিতইব তং কীলকং হস্তাভ্যাং ধৃত্বোপবিষ্টঃ। তত্র তস্য মুষ্কদ্বয়ং লম্বমানং কাষ্ঠখণ্ডদ্বয়াভ্যন্তরে প্রবিষ্টম্। অনন্তরং স সহজচপলতয়া মহতা প্রযত্নেন তং কীলকমাকৃষ্টবান্। আকৃষ্টে চ কীলকে কাষ্ঠাভ্যাং চূর্ণিতাণ্ডদ্বয়ঃ পঞ্চত্বং গতঃ। অতোঽহং ব্রবীমি—"অব্যাপারেষু ব্যাপারম্"--ইত্যাদি। দমনকো ব্রূতে—তথাপি স্বামিচেষ্টানিরূপণং সেবকেনাবশ্যং করণীয়ম্। করটকো ব্রূতে—যঃ সর্ব্বাধিকারে নিযুক্তঃ প্রধানমন্ত্রী স করোতু। যতোঽনুজীবিনা পরাধিকারচর্চ্চা ন কর্ত্তব্যা। পশ্য।

পরাধিকারচর্চ্চাং যঃ কুর্য্যাৎ স্বামিহিতেচ্ছয়া।
স বিষীদতি চিৎকারাৎ তাড়িতো গর্দ্দভো যথা॥ ২৯॥

করাইতেছিলেন। ছুতারেরা সেই স্থানে একটা বাহাদুরি কাষ্ঠের কতক দূর পর্য্যন্ত চিরিয়া দুই ভাগ ফাঁক করিয়া রাখিবার জন্য তন্মধ্যে একটা গোঁজ পুতিয়া রাখিয়াছিল। বন হইতে একদল বানর সেই স্থানে খেলা করিতে আসিল। তন্মধ্যে একটা বানরকে নিতান্তই বুঝি কালে ধরিয়াছিল, কেন না, সে সেই গোঁজটা দুই হাত দিয়া ধরিয়া বসিল। তাহার অণ্ডদ্বয় সেই দুই ভাগ কাষ্ঠের মধ্যে ঝুলিয়া পড়িল। অনন্তর সেই বানর, স্বজাতির স্বভাবসুলভ চপলতাবশত, প্রাণপণ যত্নে সেই গোঁজটা টানাটানি করিতে লাগিল। সে, সেই গোঁজটা যেমন উপড়াইল, অমনি কাষ্ঠদ্বয়ে চেপ্টাইয়া তাহার অণ্ডদ্বয় চূর্ণ হইয়া গেল। বানর তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব পাইল। এই জন্যই আমি বলিতেছিলাম যে, অনর্থক পরের কার্য্যে হাত দিতে নাই। দমনক কহিল,—তথাপি প্রভুর কার্য্য নিরূপণ করা ভৃত্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। করটক বলিল,—যাঁহার হস্তে সমস্ত বিষয়ের ভার, সেই প্রধান মন্ত্রীই কেন করুন না? কেন না, ভৃত্যের অনধিকার-চর্চ্চা উচিত নয়। দেখ!—

এক গর্দ্দভ চিৎকার করিয়া যেমন হত হইয়াছিল, তেমনি যে ব্যক্তি প্রভুর হিতসাধনের ইচ্ছায় অনধিকার-চর্চ্চা করে, সেও ঐরূপ দুর্গতি লাভ করে (১)। ২৯।

---

(১) মূলে ইহা শ্লোকে আছে বলিয়া ইহাতে শ্লোকের সংখ্যা প্রদত্ত হইল।

দমনকঃ পৃচ্ছতি কথমেতৎ। করটকঃ কথয়তি।

অস্তি বারাণস্যাং কর্পূরপটো নাম রজকঃ। স চৈকদাভিনব-বয়স্কয়া ভার্য্যয়া সহ চিরং কেলিং কৃত্বা নির্ভরং প্রসুপ্তঃ। তদনন্তরং দ্রব্যাণি হর্ত্তুং তদ্গৃহং চৌরঃ প্রবিষ্টঃ। তস্য প্রাঙ্গণে গর্দ্দভো বদ্ধস্তিষ্ঠতি কুক্কুরশ্চোপবিষ্টোঽস্তি। তং চৌরমবলোক্য গর্দ্দভঃ শ্বানমাহ—সখে ভবতস্তাবদয়ং ব্যাপারঃ। তৎ কিমিতি ত্বমুচ্চৈঃ শব্দং কৃত্বা স্বামিনং ন জাগরয়সি। কুক্কুরো ব্রূতে—ভদ্র মম নিয়োগস্য চর্চ্চা ত্বয়া ন কর্ত্তব্যা। ত্বমেব জানাসি যথাহমস্য গৃহ-রক্ষ্যাং করোমি। যতোঽয়ং চিরান্নির্বৃতো মমোপযোগং ন জানাতি। তেনাধুনা মমাহারদানেঽপি মন্দাদরঃ। বিনা বিধুর-দর্শনং স্বামিনোঽনুজীবিষু মন্দাদরা ভবন্তি। গর্দ্দভো ব্রূতে—শৃণু রে বর্ব্বর!—

যাচতে কার্য্যকালে যঃ স কিং ভৃত্যঃ স কিং সুহৃৎ।

কুক্কুরো ব্রূতে—

দমনক জিজ্ঞাসিল,—সে কি প্রকার? করটক বলিল,—বারাণসীপ্রদেশে কর্পূরপট নামে এক রজক আছে। সে একদিন নবযুবতী ভার্য্যার সহিত অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ক্রীড়াকৌতুক করিয়া গাঢ় নিদ্রা যাইতেছিল। ইত্যবসরে তাহার দ্রব্যাদি চুরি করিবার মানসে এক চোর তাহার গৃহে প্রবেশ করিল। তাহার উঠানে এক গর্দ্দভ বাঁধা ছিল। একটা কুক্কুরও তথায় বসিয়াছিল। সেই চোরকে দেখিয়া গর্দ্দভ কুক্কুরকে বলিল,—সখে! এ কার্য্য ত তোমারি, তবে তুমি কি জন্য চিৎকার করিয়া প্রভুকে জাগরিত করিতেছ না? কুক্কুর বলিল,—ভদ্র! আমার কার্য্যের জন্য তোমায় ভাবিতে হইবে না। তুমি ত জান যে আমি ইহার গৃহ রক্ষা করিয়া থাকি। কিন্তু এই ব্যক্তি বহুদিন আত্মসুখে মগ্ন থাকিয়া, আমার দ্বারা যে উপকার পায় তাহা একবার ভাবিয়াও দেখে না, এবং সেইজন্যই আমায় আহার দিতেও ইহার এত অযত্ন। ঠেকিয়া না শিখিলে আর ভৃত্যগণের উপর প্রভুদের যত্ন হয় না। ইহা শুনিয়া গর্দ্দভ কহিল,—শোন! রে বর্ব্বর!—

পড়িলে প্রভুর কার্য্য, স্বার্থ যেবা চায়, তাহাকে কি হিতকারী ভৃত্য বলা যায়?

কক্কুর কহিল,—

যো ন সম্ভাবয়েদ্ ভৃত্যান্ কার্য্যকালে স কিং প্রভুঃ ॥৩০॥

কিঞ্চ। আশ্রিতানাং ভৃতৌ স্বামিসেবায়াং ধর্ম্মসেবনে।
পুত্রস্যোৎপাদনে চৈব ন সন্তি প্রতিহস্তকাঃ ॥ ৩১ ॥

ততো গর্দ্দভঃ সকোপমাহ—আঃ পাপীয়াংস্ত্বং যঃ স্বামি-কার্য্যোপেক্ষাং করোষি। ভবতু। যথা স্বামী জাগর্ত্তি তথা ময়া কর্ত্তব্যম্।

যতঃ। পৃষ্ঠতঃ সেবয়েদর্কং জঠরেণ হুতাশনম্।
স্বামিনং সর্ব্বভাবেন পরলোকমমায়য়া ॥ ৩২ ॥

ইত্যুক্ত্বা সোঽতীব চিৎকারং কৃতবান্। ততঃ স রজকস্তেন চিৎকারেণ প্রবুদ্ধো নিদ্রাবিমর্দ্দকোপাদুত্থায় গর্দ্দভং লগুড়েন তাড়য়ামাস। ততস্তেন তাড়নেন গর্দ্দভঃ পঞ্চত্বং গতঃ। অতোঽহং ব্রবীমি—"পরাধিকারচর্চ্চাম্" ইত্যাদি। পশ্য—পশূনামন্বেষণ-মেবাস্মাকং নিয়োগঃ। অতঃ স্বনিয়োগস্যৈব চর্চ্চা ক্রিয়তাম্। (বিমৃশ্য) কিন্ত্বদ্য তয়াপি চর্চ্চয়া ন প্রয়োজনম্। যত আবয়ো-

---

যথাকালে যে না করে ভৃত্যের পালন, হয় কি সেবার যোগ্য প্রভু সেই জন ?।৩০।

আরো দেখ !—

আশ্রিতপালন, আর প্রভুর সেবন, ধর্ম্মের সাধন, আর পুত্র-উৎপাদন ;
এ চারি বিষয়ে নাহি প্রতিনিধি চলে, নিজেই এ সব কার্য্য করিবে সকলে। ৩১।

তাহা শুনিয়া গর্দ্দভ সক্রোধে কহিল,—আঃ পাপিষ্ঠ ! তুই প্রভুর কার্য্যে অব-হেলা করিলি ! আচ্ছা, প্রভু যাহাতে জাগরিত হন আমিই তাহা করিতেছি। কারণ,—

পৃষ্ঠদেশ দিয়া সেবা করিবে তপন, করিবে জঠরভাগে অগ্নির সেবন ;
পরলোক সেবিবে মমতা কাটাইয়া, প্রভুর করিবে সেবা দেহ প্রাণ দিয়া। ৩২।

গর্দ্দভ ইহা বলিয়া প্রাণপণে চিৎকার করিল। অনন্তর, রজক সেই চিৎকারে জাগরিত হইল, এবং নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া গর্দ্দভকে লগুড় প্রহার করিল। সেই প্রহারেই গর্দ্দভ পঞ্চত্ব পাইল। এই জন্যই আমি বলিতেছিলাম যে, যে ব্যক্তি অনধিকার চর্চ্চা করে তাহার সেই গর্দ্দভের ন্যায় দুর্গতি হয়। দেখ ! কোথায় কোন্ শীকারের পশু আছে তাহার অনুসন্ধান করিতেই আমরা নিযুক্ত আছি। অতএব যে কার্য্যে আমাদের অধিকার, তাহারই

র্ভক্ষিতশেষাহারঃ প্রচুরস্তিষ্ঠতি। দমনকঃ সরোষমাহ—কথ-
মাহারমাত্রার্থী ভবান্ নৃপং সেবতে। এতদযুক্তমুক্তং ত্বয়া। যতঃ।

সুহৃদামুপকারকারণাদ্ দ্বিষতামপ্যপকারকারণাৎ।
নৃপসংশ্রয় ইষ্যতে বুধৈর্জঠরং কো ন বিভর্ত্তি কেবলম্ ॥৩৩॥
জীবিতে যস্য জীবন্তি বিপ্রা মিত্রাণি বান্ধবাঃ।
সফলং জীবিতং তস্য আত্মার্থং কো ন জীবতি ॥ ৩৪ ॥

অপিচ। যস্মিন্ জীবতি জীবন্তি বহবঃ সতু জীবতু।
কাকোঽপি কিং ন কুরুতে চঞ্চ্বা স্বোদরপূরণম্ ॥ ৩৫ ॥

পশ্য। পঞ্চভির্যাতি দাসত্বং পুরাণৈঃ কোঽপি মানবঃ।
কোঽপি লক্ষৈঃ কৃতী কোঽপি লক্ষৈরপি ন লভ্যতে ॥৩৬॥

যতঃ। মনুষ্যজাতৌ তুল্যায়াং ভৃত্যত্বমতিগর্হিতম্।
প্রথমো যো ন তত্রাপি স কিং জীবৎসু গণ্যতে ॥৩৭॥

চিন্তা কর। (চিন্তা করিয়া) কিন্তু আজি পশুর অনুসন্ধান করিবারও আবশ্যক নাই, কারণ, আমাদের ভোজনাবশিষ্ট প্রচুর মাংস রহিয়াছে। ইহা শুনিয়া দমনক সক্রোধে কহিল,—কি! কেবল নিজের আহারের জন্যই তুমি রাজার সেবা কর? তুমি এ অতি অন্যায় কথা কহিলে। যেহেতু,—

শত্রুর দমন আর স্বজন-পালন, এরি তরে রাজসেবা করে বিজ্ঞজন;
নতুবা কেবলমাত্র উদরের তরে, কেবা বল এ জগতে ভার বোধ করে? ।৩৩।
ব্রাহ্মণ, সজ্জন, আর আত্মীয়, বান্ধব, যাহার জীবনে প্রাণ ধরে এরা সব;
তাহারি জীবন ধন্য, নতুবা সংসারে, আপন উদর কে না পূরাইতে পারে?। ৩৪।

আরো,—

যে জন বাঁচিলে বাঁচে শত শত জন, তাহারি ত এ জগতে সার্থক জীবন;
নহিলে, কেবলমাত্র উদর আপন, কাকেও কি ঠোঁটে করি না করে পূরণ? ।৩৫।

দেখ!—

পাঁচ পণ কড়িতেও মিলে কোনো জন, কাহাকেও রাখা যায় দিয়া লক্ষ পণ;
আবার কাজের লোক আছেও এমন, নাহি রাখা যায় যারে দিয়া লক্ষ পণ।৩৬।

কারণ,—

সবেই ত এক জাতি সবেই সমান, অতএব পরসেবা বড় অপমান;
আবার তাহাতে যার প্রাধান্য না রয়, জীবন মরণ তার জানিহ নিশ্চয়। ৩৭।

তথা চোক্তম্।

বাজিবারণলোহানাং কাষ্ঠপাষাণবাসসাম্।
নারীপুরুষতোয়ানামন্তরং মহদন্তরম্ ॥ ৩৮ ॥

তথাহি।

স্বল্পস্নায়ু বসাবশেষমলিনং নির্ম্মাংসমপ্যস্থিকম্
শ্বা লব্ধ্বা পরিতোষমেতি ন চ তৎ তস্য ক্ষুধাশান্তয়ে।
সিংহো জম্বুকমঙ্কমাগতমপি ত্যক্ত্বা নিহন্তি দ্বিপম্
সর্ব্বঃ কৃচ্ছ্রগতোঽপি বাঞ্ছতি জনঃ সত্ত্বানুরূপং ফলম্ ॥৩৯॥

অপরং চ পশ্য সেব্যসেবকয়োরন্তরম্।

লাঙ্গূলচালনমধশ্চরণাবপাতম্
ভূমৌ নিপত্য বদনোদরদর্শনং চ।
শ্বা পিণ্ডদস্য কুরুতে গজপুঙ্গবস্তু
ধীরং বিলোকয়তি চাটুশতৈশ্চ ভুঙ্‌ক্তে ॥ ৪০ ॥

পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে,—

পুরুষ, রমণী, আর সলিল, প্রস্তর, ধাতু, কাষ্ঠ, বস্ত্র, আর ঘোটক, কুঞ্জর;
এ সবার প্রত্যেকের স্বজাতি-ভিতর, পরস্পরে গুণে ভেদ জানিবে বিস্তর। ৩৮।

দেখ!—

স্নায়ু, বসা ও মাংসে বিরহিত এক খণ্ড মলিন অস্থি পাইলেও একটা কুক্কুরের পরিতোষ হয়, অথচ তাহাতে তাহার ক্ষুধারও শান্তি হয় না। কিন্তু, সিংহের কোলেও যদি শৃগাল আইসে, সিংহ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া হস্তী বধ করে। অতএব কষ্টে পড়িয়াও সকলে স্ব স্ব যোগ্যতার অনুরূপ জীবিকালাভের ইচ্ছা করে। ৩৯। (১)

দেখ! একজন প্রধান ও একজন সামান্য ভৃত্যে কত প্রভেদ,—

কুকুর যাহার অন্ন প্রতিদিন খায়, তাহারে হেরিবামাত্র চরণে লোটায়;
হাঁ করিয়া ল্যাজ নাড়ে, আর কতমতে, আপনার অধীনতা জানায় সাক্ষাতে;
কিন্তু দেখ! রাজহস্তী ধীরভাবে চায়, কত যত্ন করে লোকে তাহার সেবায়। ৪০।

---

(১) মূলে ইহা শ্লোকে আছে, এজন্য ইহাতে শ্লোকসংখ্যা দেওয়া গেল। 'স্নায়ু'—অস্থিসংলগ্ন ক্ষুদ্র শিরাবিশেষ। 'বসা'—মেদ, অর্থাৎ চর্ব্বি।

কিঞ্চ। যজ্জীব্যতে ক্ষণমপি প্রথিতং মনুষ্যৈঃ
বিজ্ঞানবিক্রমযশোভিরভজ্যমানম্।
তন্নাম জীবিতমিহ প্রবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ
কাকোঽপি জীবতি চিরায় বলিং চ ভুঙ্‌ক্তে ॥৪১॥(১)

অপরং চ। অহিতহিতবিচারশূন্যবুদ্ধেঃ
শ্রুতিবিষয়ৈর্বহুভির্বহিষ্কৃতস্য।
উদরভরণমাত্রকেবলেচ্ছোঃ
পুরুষপশোশ্চ পশোশ্চ কো বিশেষঃ ॥ ৪২ ॥

করটকো ব্রূতে—আবাং তাবদপ্রধানৌ। তদাপ্যাবয়োঃ কিমনয়া বিচারণয়া। দমনকঃ পুনরাহ—কিয়তা কালেনামাত্যঃ প্রধানতামপ্রধানতাং বা লভেত।

আরো দেখ!—
বিজ্ঞান, বিক্রম, যশ, করিয়া রক্ষণ, ক্ষণমাত্র এ জগতে বাঁচে যেই জন;
সার্থক জীবন তার, বিজ্ঞজনে কয়, নতুবা কাকেও খেয়ে বেঁচেও ত রয় ।৪১। (১)

আরো,—
হিতাহিত বোধ নাই কিছুমাত্র যার, পণ্ডিত সমাজে যারে করয়ে ধিক্কার;
একমাত্র উদর-পূরণে যার জেদ, সে নর-পশুতে আর পশুতে কি ভেদ?। ৪২।

করটক কহিল,—আমরা ত আর রাজার প্রধান মন্ত্রী নহি, তবে আমাদের এ সকল বিচারে প্রয়োজন কি?। দমনক পুনরায় কহিল,—কিছুদিনের মধ্যেই ত একজন অমাত্য প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভ করিতে পারে, আবার অধোগতিও লাভ করিতে পারে। কারণ,—

---

(১) কোনও কোনও পুস্তকে নিম্নলিখিত শ্লোকটি বেশি আছে, যথা,—

"যো নাত্মনে ন চ গুরৌ ন চ ভৃত্যবর্গে
দীনে দয়াং ন কুরুতে ন চ বন্ধুবর্গে।
কিং তস্য জীবিতফলেন মনুষ্যলোকে
কাকোঽপি জীবতি চিরং চ বলিং চ ভুঙ্‌ক্তে" ॥

অনুবাদ;—
আত্মা, গুরু, বন্ধু, ভৃত্য, দীন দুঃখী জন, এ সবারে যেই জন না করে পালন;
কি কাজ সংসারে তার জীবন ধরিয়া, কাকেও ত পেটে খেয়ে রয়েছে বাঁচিয়া।

যতঃ। ন কস্যচিৎ কশ্চিদিহ স্বভাবাৎ
ভবত্যুদারোঽভিমতঃ খলো বা।
লোকে গুরুত্বং বিপরীততাং বা
স্বচেষ্টিতান্যেব নরং নয়ন্তি ॥ ৪৩ ॥

কিঞ্চ। আরোপ্যতে শিলা শৈলে যত্নেন মহতা যথা।
নিপাত্যতে ক্ষণেনাধস্তথাত্মা গুণদোষয়োঃ ॥ ৪৪ ॥

তদ্‌ভদ্র! স্বযত্নায়ত্তো হ্যাত্মা সর্ব্বস্য।
যাত্যধোঽধো ব্রজত্যুচ্চৈর্নরঃ স্বৈরেব কর্ম্মভিঃ।
কূপস্য খনিতা যদ্বৎ প্রাকারস্যেব কারকঃ ॥ ৪৫ ॥

করটকো বদতি—অথ ভবান্ কিং ব্রবীতি। দমনক আহ—অয়ং তাবৎ স্বামী পিঙ্গলকঃ পানীয়মপীত্বা কুতোঽপি ভয়াৎ সচকিতং পরিবৃত্যোপবিষ্টঃ। করটকো ব্রূতে—কিং তত্র ত্বং জানাসি। দমনকো বদতি—কিং প্রজ্ঞাবতামবিদিতমস্তি। উক্তং চ।

শুধু শুধু কার কাছে কেবা পায় মান? শুধু শুধু কেবা কারে করে অপমান?
এ জগতে যে যেমন করে আচরণ, তাহার মতন ফল লভে সেই জন। ৪৩।

আরো দেখ!—
অনেক যতনে হয় আত্মার উন্নতি, সহজেই কিন্তু তার হয় অবনতি;
পর্ব্বতে তুলিতে শিলা কত কষ্ট হয়, নিম্নেতে ফেলিতে কিন্তু না লাগে সময়। ৪৪।

অতএব ভদ্র! আপনার উন্নতিসাধন সকলেরই নিজ যত্নের উপর নির্ভর করে। কারণ,—
কর্ম্মদোষে ক্রমে ক্রমে হয় অধোগতি, কর্ম্মগুণে ক্রমে ক্রমে জানিবে উন্নতি;
নিম্নেই নামিতে থাকে কূপের খনক, ঊর্দ্ধেই উঠিতে থাকে প্রাচীর-গঠক(১)। ৪৫।

করটক কহিল,—তবে তুমি কি বলিতেছিলে বল?। দমনক কহিল,—এই রাজা পিঙ্গলক জল পান না করিয়া কোনও একটা ভয়ে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। করটক জিজ্ঞাসিল,—তুমি তাহা কিরূপে বুঝিতে পারিলে?। দমনক বলিল,—যাহাদের প্রজ্ঞা আছে তাহাদের কাছে কোন্ বিষয় অজ্ঞাত থাকে? কথিতও আছে যে,—

---

(১) 'কূপের খনক'—যে কুয়া কাটে। 'প্রাচীর-গঠক'—যে প্রাচীর গাঁথে।

উদীরিতোঽর্থঃ পশুনাপি গৃহ্যতে
হয়াশ্চ নাগাশ্চ বহন্তি দেশিতাঃ।
অনুক্তমপ্যূহতি পণ্ডিতো জনঃ
পরেঙ্গিতজ্ঞানফলা হি বুদ্ধয়ঃ ॥ ৪৬ ॥

অপিচ। আকারৈরিঙ্গিতৈর্গত্যা চেষ্টয়া ভাষণেন চ।
নেত্রবক্ত্রবিকারেণ লক্ষ্যতেঽন্তর্গতং মনঃ ॥ ৪৭ ॥

তদত্র ভয়প্রস্তাবেঽহমেনং প্রজ্ঞাবলেনাত্মীয়ং করিষ্যামি।

যতঃ। প্রস্তাবসদৃশং বাক্যং সদ্ভাবসদৃশং প্রিয়ম্।
আত্মশক্তিসমং কোপং যো জানাতি স পণ্ডিতঃ ॥ ৪৮ ॥

করটকো বদতি—সখে ত্বং সেবানভিজ্ঞঃ। পশ্য।
অনাহূতো বিশেদ্ যস্তু অপৃষ্টো বহু ভাষতে।
আত্মানং মন্যতে প্রীতং ভূপালস্য স দুর্ম্মতিঃ ॥ ৪৯ ॥

দমনকো ব্রূতে—ভদ্র কথমহং সেবানভিজ্ঞঃ। পশ্য।
কিমপ্যস্তি স্বভাবেন সুন্দরং বাপ্যসুন্দরম্।
যদেব রোচতে যস্মৈ ভবেৎ তৎ তস্য সুন্দরম্ ॥ ৫০ ॥

আরোহীরা যেই দিকে যাইতে বলিবে, অশ্ব হস্তী জন্তুরাও সে দিকে চলিবে;
বলিলে বুঝিতে তাহা পশুতেও পারে, না বলিলে বুঝে যেই সুধী বলি তারে;
অন্যের ইঙ্গিত-জ্ঞান সুধীর লক্ষণ, নহিলে, বলিয়া দিলে বুঝে সর্ব্বজন। ৪৬।

আরো,—
আকারে, ইঙ্গিতে, বাক্যে, চলনে, চেষ্টায়; মুখ-নেত্র-ভাবান্তরে মন বুঝা যায়।৪৭।

অতএব, প্রভুর এই ভয়ের ঘটনাতেই আমি প্রজ্ঞাবলে ইহাঁকে বশ করিয়া লইব। কারণ,—
প্রস্তাবের অনুরূপ যাহার বচন, সদ্ভাবের অনুরূপ মিষ্ট আচরণ;
ক্ষমতার অনুরূপ ক্রোধ যার হয়, তাহাকে পণ্ডিত বলি' জানিবে নিশ্চয়। ৪৮।

করটক কহিল,—সখে! তুমি রাজার মন যোগাইতে জান না। দেখ!—
না ডাকিলে সম্মুখে যে উপস্থিত হয়, জিজ্ঞাসা না করিলেও বেশি কথা কয়,
প্রভুর পরম প্রিয় ভাবে আপনাকে, দুর্ব্বুদ্ধি সেবক বলি জানিবে তাহাকে। ৪৯।

দমনক কহিল,—ভাই! আমি কি রাজার মন যোগাইতে জানি না? দেখ!—
স্বভাবত সুন্দর কুৎসিত কিছু নাই; যার যাহে রুচি, তার সুন্দর তাহাই। ৫০।

অপরঞ্চ। যস্য যস্য হি যো ভাবস্তেন তেন হি তং নরম্।
অনুপ্রবিশ্য মেধাবী ক্ষিপ্রমাত্মবশং নয়েৎ ॥ ৫১ ॥

অন্যচ্চ। কোঽত্রেত্যহমিতি ব্রূয়াৎ সম্যগাদেশয়েতি চ।
আজ্ঞামবিতথাং কুর্য্যাদ্ যথাশক্তি মহীপতেঃ ॥ ৫২ ॥

কিঞ্চ। অল্পেচ্ছুর্ধৃতিমান্ প্রাজ্ঞশ্ছায়েবানুগতঃ সদা।
আদিষ্টো ন বিকল্পেত স রাজবসতৌ বসেৎ ॥ ৫৩ ॥

করটকো ব্রূতে—কদাচিৎ ত্বামনবসরপ্রবেশাদবমন্যতে স্বামী। দমনক আহ—অস্ত্বেবম্। তথাপ্যনুজীবিনা স্বামিসান্নিধ্যমবশ্যং করণীয়ম্। যতঃ।

দোষভীতেরনারম্ভস্তৎ কাপুরুষলক্ষণম্।
কৈরজীর্ণভয়াদ্ ভ্রাতর্ভোজনং পরিহীয়তে ॥ ৫৪ ॥

পশ্য। আসন্নমেব নৃপতির্ভজতে মনুষ্যম্
বিদ্যাবিহীনমকুলীনমসঙ্গতং বা।

আরো,—

যাহার যে ভাব, সেই ভাবে তার মনে; পশি সুধী, শীঘ্র তারে নিজ বশে আনে।৫১

আরো,—

'কে আছে এখানে?' প্রভু ডাকিবে যখনি, 'আমি আছি, কি হুকুম?'-বলিবে তখনি;
হুকুম পাইবামাত্র পালিবে যতনে, তবে ত সেবক তারে বলে বিজ্ঞজনে। ৫২।

আরো,—

অল্পে তুষ্ট, ধৈর্য্যশীল, কার্য্যে বিচক্ষণ, ছায়া তুল্য অনুগত সদা সর্ব্বক্ষণ;
যাহা আজ্ঞা তাই করে না করি' বিচার, তাঁকেই জানিবে যোগ্য রাজার সেবার।৫৩।

করটক কহিল,—তুমি বিনা আহ্বানে হঠাৎ প্রভুর সম্মুখে যাইলে তিনি যদি অপমান করেন? দমনক কহিল,—হাঁ, এ কথা সত্য বটে, তথাপি প্রভুর নিকটে ভৃত্যের উপস্থিত থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ,—

দোষভয়ে কার্য্যে যে বা পরাঙ্মুখ হয়, অতি কাপুরুষ সেই জানিহ নিশ্চয়;
পাছে নাহি জীর্ণ হয় করিলে আহার, এই ভয়ে কে আহার করে পরিহার?।৫৪।

আরো দেখ!—

যে জন রাজার সদা কাছে কাছে রয়, নির্গুণ হ'লেও সেই প্রিয়পাত্র হয়;

প্রায়েণ ভূমিপতয়ঃ প্রমদা লতাশ্চ
যঃ পার্শ্বতো বসতি তং পরিবেষ্টয়ন্তি ॥ ৫৫ ॥

করটকো ব্রূতে—অথ তত্র গত্বা কিং বক্ষ্যসি। দমনক আহ—শৃণু। কিমনুরক্তো বিরক্তো বা ময়ি স্বামীতি জ্ঞাস্যামি তাবৎ। করটকো ব্রূতে—কিং তজ্জ্ঞানলক্ষণম্। দমনকো ব্রূতে—শৃণু।

দূরাদবেক্ষণং হাসঃ সংপ্রশ্নেষ্বাদরো ভৃশম্।
পরোক্ষেঽপি গুণশ্লাঘা স্মরণং প্রিয়বস্তুষু ॥ ৫৬ ॥
তৎসেবকেঽনুরক্তিশ্চ দানং প্রীতিবিবর্দ্ধনম্।
সুরক্তেশ্বরচিহ্নানি দোষেঽপি গুণসংগ্রহঃ ॥ ৫৭ ॥

অন্যচ্চ। কালযাপনমাশানাং বর্দ্ধনং ফলখণ্ডনম্।
বিরক্তেশ্বরচিহ্নানি জানীয়ান্মতিমান্ নরঃ ॥ ৫৮ ॥

এতজ্জ্ঞাত্বা যথা চায়ং মমায়ত্তো ভবিষ্যতি তদ্ বক্ষ্যামি। যতঃ।

অপায়সন্দর্শনজাং বিপত্তিম্
উপায়সন্দর্শনজাং চ সিদ্ধিম্।

নৃপতি, অবলা, লতা, এ সকল, প্রায়, তারেই আশ্রয় করে পার্শ্বে যারে পায়।৫৫।

করটক কহিল,—তুমি তাঁহার কাছে গিয়া কি বলিবে?। দমনক বলিল,—শুন! প্রভু আমার প্রতি অনুরক্ত কি বিরক্ত তাহাই অগ্রে জানিব। করটক জিজ্ঞাসিল,—কি কি লক্ষণ দেখিয়া তাহা জানা যায়?। দমনক কহিল, শুন!—

দূর হ'তে দৃষ্টিপাত, সহাস্য বদন, কুশল জিজ্ঞাসাকালে অত্যন্ত যতন;
পাইলে উত্তম বস্তু, তাহারে স্মরণ, অসাক্ষাতে সদা তার গুণের কীর্ত্তন।৫৬।
সে সেবকে অনুরাগ সদা দেখা যায়, দানকালে তোষে তারে সুমিষ্ট কথায়;
দোষ করিলেও গুণ করয়ে গ্রহণ, প্রভুর প্রীতির হয় এ সব লক্ষণ।৫৭।
'দিব দিব' বলি' কাল করয়ে হরণ, আশার বর্দ্ধন করে না দেয় কখন;
প্রভুর বিরক্তি হোলে এ সব লক্ষণ, বুদ্ধিমান্ হয় যেই বুঝে সেই জন।৫৮।

প্রভুর এই সকল লক্ষণ বুঝিয়া, যেরূপে তাঁহাকে আমার হাতে আনিতে পারি, সেইরূপ বলিব। কারণ,—

উপায় অপায় দুই দিক দেখাইয়া, বিপদ সম্পদ তারে দিবে বুঝাইয়া;

মেধাবিনো নীতিবিধিপ্রযুক্তাম্
পুরঃ স্ফুরন্তীমিব দর্শয়ন্তি ॥ ৫৯ ॥

অপরঞ্চ। দোষা গুণা গুণা দোষা দোষা দোষা গুণা গুণাঃ।
রক্তে বিরক্তে মধ্যস্থে স্বামিনি ত্রিবিধা গুণাঃ ॥ ৬০ ॥

করটকো ব্রূতে—তথাপ্যপ্রাপ্তে প্রস্তাবে ন বক্তুমর্হসি। যতঃ।

অপ্রাপ্তকালবচনং বৃহস্পতিরপি ব্রুবন্।
প্রাপ্নুয়াদ্ বুদ্ধ্যবজ্ঞানমবমানং চ শাশ্বতম্ ॥ ৬১ ॥

দমনকো ব্রূতে—মিত্র মা ভৈষীঃ। নাহমপ্রাপ্তাবসরং বচনং বক্ষ্যামি। যতঃ।

আপদ্যুন্মার্গগমনে কার্য্যকালাত্যয়েষু চ।
অপৃষ্টেনাপি বক্তব্যং ভৃত্যেন হিতমিচ্ছতা ॥ ৬২ ॥

সুবুদ্ধি করিবে হেন কৌশল বিস্তার, হাতে তুলে দিবে যেন কার্য্যসিদ্ধি তার (১)।৫৯।

আরো,—

অনুরক্ত, বিরক্ত, মধ্যস্থ, এই তিন, প্রভুর লক্ষণ সদা বুঝিবে প্রবীণ;
অনুরক্ত দোষে করে গুণ দরশন, গুণে দোষ দেখে সদা বিরক্ত যে জন;
মধ্যস্থ প্রভুর কাছে সদা সুবিচার, দোষে দোষ, গুণে গুণ, নিকটে তাঁহার। ৬০।

করটক কহিল,—তথাপি, তুমি, প্রকরণ না বুঝিয়া প্রভুকে কোনও কথা কহিও না। কারণ,—

বৃহস্পতি, তিনিও না বুঝি প্রকরণ, কদাচ যদ্যপি কোনো বলেন বচন;
নির্ব্বোধ বলিয়া তাঁরে চিরকাল তরে, সর্ব্বলোকে অবশ্যই উপহাস করে। ৬১।

দমনক কহিল,—মিত্র! তুমি সে জন্য ভয় করিও না। অবসর না বুঝিয়া আমি কোনও কথা কহিব না। কারণ,—

প্রভুর বিপদ কিম্বা বিপথে গমন, কার্য্যকাল-ব্যতিক্রম করিলে দর্শন;
জিজ্ঞাসা না করিলেও, এ সব সময়, হিতৈষী সেবক আসি হিত কথা কয়। ৬২।

---

(১) 'উপায় অপায়'—'উপায়' অর্থাৎ এই উপায় অবলম্বন করিলে। 'অপায়' অর্থাৎ এই উপায় অবলম্বন না করিলে। প্রভুর কোনও ভয়ের কারণ ঘটিলে বুদ্ধিমান ভৃত্য নীতি-কৌশলে প্রভুকে এইরূপ বুঝাইবে যে,—যদি আপনি আমার প্রদর্শিত এই উপায় অবলম্বন করেন, তবে আপনার কার্য্যসিদ্ধি ও সম্পদ হাতে হাতে। আর যদি আপনি আমার প্রদর্শিত এই উপায় অবলম্বন না করেন, তবে আপনার কার্য্যনাশ ও সর্ব্বনাশ হাতে হাতে।

যদি চ প্রাপ্তাবসরোঽপি ময়া মন্ত্রো ন বক্তব্যস্তদা মন্ত্রিত্বমেব মমানুপপন্নম্। যতঃ।

কল্পয়তি যেন বৃত্তিং যেন চ লোকে প্রশস্যতে সদ্ভিঃ।
স গুণস্তেন চ গুণিনা রক্ষ্যঃ সংবর্দ্ধনীয়শ্চ ॥ ৬৩ ॥

তদ্ ভদ্র অনুজানীহি মাম্। পিঙ্গলকসমীপং গচ্ছামি। করটকো ব্রূতে—শুভমস্তু। যথাভিপ্রেতমনুষ্ঠীয়তাম্।

গম্যতামর্থলাভায় ক্ষেমায় বিজয়ায় চ।
শত্রুপক্ষবিনাশায় পুনরাগমনায় চ ॥ ৬৪ ॥

ততো দমনকো বিস্মিতইব পিঙ্গলকসমীপং গতঃ। অথ দূরাদেব রাজ্ঞা দৃষ্টঃ সাদরং প্রবেশিতস্তং সাষ্টাঙ্গং প্রণম্যোপবিষ্টঃ। রাজাহ—চিরাদ্দৃষ্টোঽসি। দমনকো ব্রূতে—যদ্যপি ময়া সেবকেন শ্রীমদ্দেবপাদানাং ন কিঞ্চিৎ প্রয়োজনমস্তি তথাপি প্রাপ্তকালেঽনুজীবিনা সান্নিধ্যমবশ্যং কর্ত্তব্যমিত্যাগতোঽস্মি। যতঃ।

আর, এমন সুযোগ পাইয়াও যদি তাঁহাকে মন্ত্রণা না দি, তবে ত আমার মন্ত্রিত্বই বৃথা। কারণ,—

যে গুণ থাকিলে হয় জীবন ধারণ, সাধুগণ করে যশ যাহার কারণ;
গুণী জন সেই গুণ করিবে রক্ষণ, তাহার বৃদ্ধনে সদা করিবে যতন। ৬৩।

অতএব, মিত্র! তুমি অনুমতি কর, আমি পিঙ্গলকের সমীপে যাই। করটক কহিল,—তোমার মঙ্গল হউক, অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া আইস;—

যাও তবে ধন মান বিজয়ের তরে; শত্রুপক্ষ নাশি পুন ফিরে এস ঘরে। ৬৪।

তাহার পর, দমনক বিস্মিতভাবে পিঙ্গলকের সমীপে গমন করিল। রাজা তাহাকে দূর হইতে দেখিয়া প্রবেশ করিতে অনুমতি করিলে, সে যাইয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ (১)প্রণাম করিয়া বসিল। রাজা পিঙ্গলক তাহাকে কহিল,—তোমাকে বহু-কালের পর দেখিলাম। দমনক কহিল,—যদিও মাদৃশ সেবকে রাজশ্রীর কোনও প্রয়োজন নাই, তথাপি, কার্য্যকাল উপস্থিত হইলে প্রভুর নিকটে থাকা অনুজীবীর অবশ্য কর্ত্তব্য, এই ভাবিয়া আসিলাম। কারণ,—

---

(১) 'সাষ্টাঙ্গ প্রণাম'—হস্ত, পদ, জানু, বক্ষ, মস্তক, নেত্র, বাক্য ও মন, এই আট অঙ্গ দ্বারা প্রণাম।

দন্তস্য নির্ঘর্ষণকেন রাজন্ কর্ণস্য কণ্ডুয়নকেন বাপি।
তৃণেন কার্য্যং ভবতীশ্বরাণাং কিমঙ্গবাক্পাণিমতা নরেণ ॥৬৫॥

যদ্যপি স্বামিনা চিরাবধীরিতস্য মে বুদ্ধিনাশঃ শঙ্ক্যতে তদপি ন। যতঃ।

মণিলু্ঠতি পাদেষু কাচঃ শিরসি ধার্য্যতে।
ক্রয়বিক্রয়বেলায়াং কাচঃ কাচো মণির্ম্মণিঃ ॥ ৬৬ ॥

অন্যচ্চ। কদর্থিতস্যাপি চ ধৈর্য্যবৃত্তেঃ
বুদ্ধের্বিনাশো ন হি শঙ্কনীয়ঃ।
অধঃকৃতস্যাপি তনূনপাতঃ
নাধঃ শিখা যাতি কদাচিদেব ॥ ৬৭ ॥

দেব তৎ সর্ব্বথা বিশেষজ্ঞেন স্বামিনা ভবিতব্যম্।

যতঃ। নির্ব্বিশেষং যদা রাজা সমং সর্ব্বেষু বর্ত্ততে।
তদোদ্যোগসমর্থানামুৎসাহঃ পরিহন্যতে ॥ ৬৮ ॥

দন্তের মার্জ্জনে কিম্বা কর্ণ-কণ্ডুয়নে, তৃণও ত প্রভুদের লাগে প্রয়োজনে ;
তবে নৃপ ! কি না পারে করিতে সে জন, বাক্‌শক্তি হস্ত পদ যে করে ধারণ।৬৫।

প্রভু যদি এরূপ আশঙ্কা করেন যে, আমি বহুকাল আপনার নিকট অবজ্ঞাত আছি বলিয়া আমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইয়াছে, তাহাও আশঙ্কা করা উচিত নয়। কারণ,—

মণি যদি করে কেহ চরণে দলন, আর যদি কাচে করে মস্তকে ধারণ ;
ক্রয় বিক্রয়ের বেলা জানিবে নিশ্চয়, কাচ কাচ গণ্য হয়, মণি মণি হয়। ৬৬।

আরো,—

খাঁট করি রাখিলেও ধীরবুদ্ধি জনে, বুদ্ধি তার খাঁট হয়, না ভাবিও মনে ;
নীচু করি ধর যদি দীপ্ত হুতাশন, শিখা তার নীচু দিকে যায় না কখন। ৬৭।

মহারাজ ! কে কেমন গুণের লোক, প্রভুর তাহা বিশেষরূপে জানা উচিত। কারণ,—

রাজা যদি সমভাবে দেখে সর্ব্বজনে, গুণের বিচার যদি নাহি করে মনে ;
তা হোলে, প্রকৃত গুণী কৃতী লোকগণ, উৎসাহবিরহে সদা থাকে ভগ্নমন।৬৮।

আরো,—

কিঞ্চ। ত্রিবিধাঃ পুরুষা রাজন্ উত্তমাধমমধ্যমাঃ।
নিযোজয়েৎ তথৈবৈতাংস্ত্রিবিধেষ্বেব কর্ম্মসু ॥ ৬৯ ॥

যতঃ। স্থানএব হি যুজ্যন্তে ভৃত্যাশ্চাভরণানি চ।
ন হি চূড়ামণিঃ পাদে নূপুরো ন চ মূর্দ্ধনি ॥ ৭০ ॥

অপিচ। কনকভূষণসংগ্রহণোচিতো
যদি মণিস্ত্রপুণি প্রণিধীয়তে।
ন স বিরৌতি ন চাপি বিশোভতে
ভবতি যোজয়িতুর্বচনীয়তা ॥ ৭১ ॥

অন্যচ্চ। মুকুটে রোপিতঃ কাচশ্চরণাভরণে মণিঃ।
ন হি দোষো মণেরস্তি কিন্তু সাধোরবিজ্ঞতা ॥ ৭২ ॥

পশ্য। বুদ্ধিমাননুরক্তোঽয়মিহোভয়গুণো জনঃ।
ইতি ভৃত্যবিচারজ্ঞো ভৃত্যৈরাপূর্য্যতে নৃপঃ ॥ ৭৩ ॥

উত্তম মধ্যম আর অধমপ্রকার, ত্রিবিধ ভৃত্যের গুণ করিবে বিচার;
বিচারিয়া যথাযোগ্য গুণ অনুসারে, নিজ কার্য্যে নরপতি নিয়োজিবে তারে। ৬৯।

আরো,—

যথাযোগ্য স্থানে ঠিক্ যদি রাখা যায়, ভৃত্য আর অলঙ্কার তবেই মানায়;
মুকুটের মণি শোভা নাহি পায় পায়, পায়ের নূপুর শোভা না পায় মাথায়। ৭০।

আরো দেখুন!—

কনক ভূষণ মাঝে মণি শোভা পায়, সেই মণি যদি কেহ সীসায় বসায়;
শোভে না বলিয়া মণি খেদ নাহি করে, যে জন বসায় তারে সবে নিন্দা করে। ৭১।

আরো,—

মুকুট-উপরে কাচে করিলে স্থাপন, করিলে অমূল্য মণি পদের ভূষণ;
মণির তাহাতে কিছু দোষ নাহি হয়, যে করে স্থাপন তারে মূর্খ সবে কয়। ৭২।

আরো দেখুন!—

এক ভৃত্য অনুরক্ত, অন্য বুদ্ধিমান্, অপরে উভয় গুণ আছে বিদ্যমান (১);
এরূপে ভৃত্যের গুণ যে করে বিচার, ভৃত্য হতে সর্ব্ব সিদ্ধি লাভ হয় তার। ৭৩।

কারণ,—

---

(১) 'উভয় গুণ'—প্রভুভক্তি ও বুদ্ধি। অর্থাৎ একাধারে যাহার বুদ্ধি ও প্রভুভক্তি এই দুইটি গুণই থাকিবে রাজা তাহাকেই কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন।

তথাহি। অশ্বঃ শস্ত্রং শাস্ত্রং বীণা বাণী নরশ্চ নারী চ।
প্রাপ্য মনুষ্যবিশেষং ভবন্তি যোগ্যা অযোগ্যাশ্চ ॥ ৭৪ ॥

অন্যচ্চ। কিং ভক্তেনাসমর্থেন কিং শক্তেনাপকারিণা।
ভক্তং শক্তং চ মাং রাজন্ নাবজ্ঞাতুং ত্বমর্হসি ॥ ৭৫ ॥

যতঃ। অবজ্ঞানাদ্রাজ্ঞো ভবতি মতিহীনঃ পরিজনঃ
ততস্তৎপ্রাধান্যাদ্ ভবতি ন সমীপে বুধজনঃ।
বুধৈস্ত্যক্তে রাজ্যে নহি ভবতি নীতির্গুণবতী
বিপন্নায়াং নীতৌ সকলমবশং সীদতি জগৎ ॥ ৭৬ ॥

অপরঞ্চ দেব।
জনং জনপদা নিত্যমর্চ্চয়ন্তি নৃপার্চ্চিতম্।
নৃপেণাবমতো যস্তু স সর্ব্বৈরবমন্যতে ॥ ৭৭ ॥

কিঞ্চ। বালাদপি গ্রহীতব্যং যুক্তমুক্তং মনীষিভিঃ।
রবেরবিষয়ে কিং ন প্রদীপস্য প্রকাশনম্ ॥ ৭৮ ॥

শস্ত্র, শাস্ত্র, বাণী, বীণা, নর, নারী, হয়; পুরুষবিশেষে এরা যোগ্যাযোগ্য হয়(১)।৭৪।

আরো,—
অসমর্থ ভক্ত ভৃত্যে কিবা ফলোদয়? সমর্থ অভক্ত ভৃত্য, সেও ভাল নয়;
হে নৃপ! সামর্থ্য ভক্তি আমাতেই রয়, আমারে অবজ্ঞা করা উচিত না হয়।৭৫।

কারণ,—
নরপতি যদি সদা করে অপমান, তবে তার পরিজন হয় হতজ্ঞান;
হতবুদ্ধি পরিজন হয় যে রাজার, তার কাছে বিজ্ঞজনে নাহি আসে আর;
বিজ্ঞজনে যে রাজারে করে পরিহার, রাজনীতি ফলবতী না হয় তাহার;
বিফল সমস্ত নীতি হয় যে রাজার, তাহার সমস্ত রাজ্য হয় ছারখার। ৭৬।

আরো দেখুন মহারাজ!—
রাজার সম্মান-দৃষ্টি যাহার উপর, দেশের সকলে তারে করে সমাদর;
আর যারে নরপতি করে অবজ্ঞান, সে জন কোথাও আর নাহি পায় মান। ৭৭।

আরো,—
বালকেও বলে যদি উচিত বচন, বুদ্ধিমান্ লোকে তাহা করিবে গ্রহণ;
যে সময় নাহি হয় সূর্য্যের প্রকাশ, ক্ষুদ্র দীপে অন্ধকার করে না কি নাশ?।৭৮।

---

(১) বাণী—বাক্য। হয়—অশ্ব। শস্ত্র শাস্ত্র প্রভৃতি যোগ্য পুরুষের হাতে পড়িলেই উৎকর্ষ, এবং অযোগ্য পুরুষের হাতে পড়িলে অপকর্ষ লাভ করে।

পিঙ্গলকো ব্রূতে—ভদ্র দমনক কিমেতৎ। ত্বমস্মাকং প্রধানামাত্যপুত্রঃ সুধীরিয়ন্তং কালং যাবৎ কুতোঽপি পিশুনবচনান্নাগতোঽসি। ইদানীং যথাভিমতং ব্রূহি। দমনকো ব্রূতে—দেব পৃচ্ছামি কিঞ্চিৎ উচ্যতাম্। উদকার্থী স্বামী পানীয়মপীত্বা কিমিতি বিস্মিতইবাবতিষ্ঠতে। পিঙ্গলকোঽবদৎ—ভদ্রমুক্তং ত্বয়া। কিন্তু এতদ্রহস্যং বক্তুমস্মাকং বিশ্বাসভূমিরস্তি ন কোঽপি। ত্বং তু তদ্বিধঃ। ততঃ শৃণু কথয়ামি। সম্প্রতি বনমিদমপূর্ব্বসত্ত্বাধিষ্ঠিতম্। অতোঽস্মাকং ত্যাজ্যম্। তথা চ শ্রুতস্ত্বয়াপ্যপূর্ব্বঃ শব্দো মহান্। শব্দানুরূপেণ চ তস্য প্রাণিনো বলেনাপি সুমহতা ভবিতব্যম্। দমনকো ব্রূতে—দেব অস্তি তাবদয়ং মহান্ ভয়হেতুঃ। স শব্দোঽস্মাভিরপ্যাকর্ণিতঃ। কিন্তু স কিং মন্ত্রী যঃ প্রথমং মন্ত্রাভাবেন ভূপতিং ভূমিত্যাগং যুদ্ধোদ্যোগং বোপদিশতি। অপরং চ দেব অস্মিন্ কার্য্যসন্দেহে ভৃত্যানামুপযোগ এব জ্ঞাতব্যঃ। যতঃ।

পিঙ্গলক কহিল,—ভদ্র দমনক! এ কি? তুমি আমাদের প্রধান মন্ত্রীর পুত্র, পরম সুবুদ্ধি, তুমি কোনও দুষ্টলোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া এতদিন আমার নিকট আইস নাই। এক্ষণে তোমার কি অভিলাষ তাহা বল?। দমনক কহিল—দেব! কোনও বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি, বলুন। প্রভু জলপানার্থী হইয়াও জল পান না করিয়া যেন বিস্মিতভাবে রহিয়াছেন কেন?। পিঙ্গলক কহিল,—ভালই বলিলে, কিন্তু এ গোপনীয় কথা বলা যায় এরূপ বিশ্বাসপাত্র কেহই নাই; তুমি কিন্তু সেইরূপ বিশ্বাসপাত্র, অতএব বলিতেছি শুন। সম্প্রতি এক অপূর্ব্ব জন্তু আসিয়া এই বন অধিকার করিয়াছে। অতএব এস্থান আমাদের ত্যাগ করাই উচিত। আর তুমিও তাহার অদ্ভুত ভীষণ শব্দ শুনিয়া থাকিবে। তাহার শব্দ যেরূপ ভীষণ, তাহার বলও সেইরূপ হইবে। দমনক কহিল,—দেব! এ অতি ভয়েরই কারণ বটে; ঐ ভয়ঙ্কর শব্দ আমরাও শুনিয়াছি। কিন্তু তাঁহাকে কি মন্ত্রী বলা যায়? যিনি প্রথমে মন্ত্রণা না করিয়াই রাজাকে স্থানত্যাগ করিতে অথবা রণসজ্জা করিতে পরামর্শ দেন। আরো দেখুন মহারাজ! এই প্রকার কার্য্যসঙ্কট উপস্থিত হইলেই ত ভৃত্যগণের উপযোগিতা পরীক্ষা করা উচিত। কারণ,—

বন্ধুস্ত্রীভৃত্যবর্গস্য বুদ্ধেঃ সত্ত্বস্য চাত্মনঃ।
আপন্নিকষপাষাণে নরো জানাতি সারতাম্ ॥ ৭৯ ॥

সিংহো ব্রূতে—ভদ্র মহতী শঙ্কা মাং বাধতে। দমনকঃ স্বগতমাহ—অন্যথা রাজ্যসুখং পরিত্যজ্য স্থানান্তরং গন্তুং কথং মাং সম্ভাষসে। প্রকাশং ব্রূতে—দেব যাবদহং জীবামি তাবদ্ ভয়ং ন কর্ত্তব্যম্। কিন্তু করটকাদয়োঽপি আশ্বাস্যন্তাম্। যস্মাদাপৎপ্রতীকারায় দুর্লভঃ পুরুষসমবায়ঃ। ততস্তৌ দমনককরটকৌ রাজ্ঞা মহাপ্রসাদেন পূজিতৌ ভয়প্রতীকারং প্রতিজ্ঞায় চলিতৌ। করটকো গচ্ছন্ দমনকমাহ—সখে কিং শক্যপ্রতীকারোঽয়ং ভয়হেতুরশক্যপ্রতীকারো বেতি ন জ্ঞাত্বা ভয়োপশমং প্রতিজ্ঞায় কথময়ং মহাপ্রসাদো গৃহীতঃ। যতোঽনুপকুর্ব্বাণো ন কস্যাপি উপায়নং গৃহ্নীয়াৎ বিশেষতো রাজ্ঞঃ। পশ্য।

আপনার দারা বন্ধু ভৃত্য পরিজন, কিরূপ প্রকৃতি কার যোগ্যতা কেমন;
সঙ্কটে পড়িলে লোক বুঝিবে তখন, নিকষপাষাণে বুঝে সুবর্ণ যেমন (১)। ৭৯।

সিংহ কহিল,—ভদ্র! বিষম শঙ্কায় আমাকে অভিভূত করিতেছে। দমনক মনে মনে কহিল,—তাহা না হইলে, রাজ্যসুখ ছাড়িয়া স্থানান্তরে যাইবার কথা আমাকে বলিবেন কেন?। প্রকাশে কহিল—মহারাজ! যতক্ষণ আমি জীবিত আছি ততক্ষণ ভয় করিবেন না। কিন্তু করটক প্রভৃতিকেও আশ্বাস প্রদান করুন। কেন না, বিপদের প্রতীকারার্থে আত্মীয়গণের সম্মিলন দুর্লভ হইয়া থাকে।

অনন্তর, রাজা সেই করটক ও দমনককে বহুমূল্য রাজপ্রসাদ দানে সম্মানিত করিলে, তাহারা সেই ভয়ের প্রতীকারার্থে প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রস্থান করিল। করটক যাইতে যাইতে দমনককে কহিল,—সখে! এই ভয়-কারণের প্রতীকার করা আমাদের সাধ্য বা অসাধ্য, ইহা না জানিয়াই তুমি কিরূপে ভয়শান্তির প্রতিজ্ঞা করিয়া, এই বহুমূল্য রাজপ্রসাদ গ্রহণ করিলে? কারণ, যে ব্যক্তি যাহার কোনও উপকার করিতে পারিবে না, সে তাহার নিকট কোনও উপহার লইবে না; তায় আবার রাজার উপহার। দেখ!—

---

(১) 'নিকষপাষাণ'—কষ্টিপাথর। কষ্টিপাথরে কষিয়া দেখিলে যেমন সোণার দোষগুণ বুঝা যায়, বিপদের সময় পরীক্ষা করিলেই তেমনি কে কেমন আত্মীয় তাহা বুঝা যায়।

যস্য প্রসাদে পদ্মাস্তে বিজয়শ্চ পরাক্রমে।
মৃত্যুশ্চ বসতি ক্রোধে সর্ব্বতেজোময়ো হি সঃ ॥ ৮০ ॥

তথাহি। বালোঽপি নাবমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ।
মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি ॥ ৮১ ॥

দমনকো বিহস্যাহ—মিত্র তূষ্ণীমাস্যতাম্। জ্ঞাতং ময়া ভয়-কারণম্। বলীবর্দ্দেন নর্দ্দিতম্। বৃষভাশ্চাস্মাকং ভক্ষ্যাঃ কিং পুনঃ সিংহস্য। করটকো ব্রূতে—যদ্যেবং তদা স্বামিত্রাসস্তত্রৈব কিং নাপনীতঃ। দমনকোঽবদৎ—যদি স্বামিত্রাসস্তত্রৈব মুচ্যতে তদা কথময়ং মহাপ্রসাদলাভঃ স্যাৎ।

অপরঞ্চ। নিরপেক্ষো ন কর্ত্তব্যো ভৃত্যৈঃ স্বামী কদাচন।
নিরপেক্ষং প্রভুং কৃত্বা ভৃত্যঃ স্যাদ্ দধিকর্ণবৎ ॥ ৮২ ॥

যাঁহার প্রসাদে ভবে লক্ষ্মীলাভ হয়, যাঁর পরাক্রমে লোকে লভয়ে বিজয়;
পড়িলে যাঁহার কোপে মরণ নিশ্চয়, জানিবে সে নরপতি সর্ব্বতেজোময় (১)।৮০।
বালক হ'লেও রাজা, তাঁহারে দেখিয়া, তুচ্ছজ্ঞান না করিবে মনুষ্য ভাবিয়া;
যদিও দেখিছ তাঁর মনুষ্য-আকার, জানিবে তাঁহারে সর্ব্ব দেবতার সার (২)।৮১।

দমনক হাস্য করিয়া কহিল,—মিত্র! তুমি চুপ করিয়া থাক। আমি প্রভুর ভয়ের কারণ বুঝিয়াছি। একটা বলদ ডাকিয়াছিল। বৃষ ত আমাদেরই ভক্ষ্য, সে যে সিংহের ভক্ষ্য তাহা বলা বাহুল্য। করটক বলিল,—যদি তাহাই হয়, তবে প্রভুর ভয় কেন তখনই দূর করিলে না?। দমনক কহিল,—প্রভুর ভয় যদি তখনই দূর করিতাম, তবে কি এই মহামূল্য রাজপ্রসাদ পাইতাম?। আরো কথিত আছে যে,—

প্রভুর যাবৎ রহে ভৃত্যে প্রয়োজন, তাবৎ ভৃত্যের হয় জীবিকা-অর্জ্জন;

---

(১) শাস্ত্রে কথিত আছে যে,—ইন্দ্র, বায়ু, যম, সূর্য্য, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র ও কুবের, এই আট লোক-পালের সারাংশ লইয়া ব্রহ্মা রাজাকে নির্ম্মাণ করেন। এজন্য রাজা 'সর্ব্বতেজোময়'—অর্থাৎ ঐ সকল দেবতার তেজে তিনি সর্ব্বদাই তেজস্বী। (মনু, ৭ম অধ্যায়, ৪, ৫, ৬, ৭, শ্লোক দেখ)।

(২) 'সর্ব্বদেবতার সার'—অর্থাৎ প্রধান দেবতা। রাজা আট লোকপালের সারাংশে উৎপন্ন। এইজন্য তিনি বয়সে শিশু হইলেও তাঁহাকে নররূপী প্রধান দেবতা বলিয়া জ্ঞান করিবে। দেবতাকে অভক্তি করিলে যেরূপ, রাজাকে অভক্তি করিলেও সেইরূপ অধর্ম্মজনিত দুরদৃষ্ট জন্মে। (মনু, ৭ম অধ্যায়, ১১, ১২, শ্লোক)।

করটকঃ পৃচ্ছতি—কথমেতৎ। দমনকঃ কথয়তি। অস্ত্যুত্তরাপথে অর্ব্বুদশিখরনাম্নি পর্ব্বতে দুর্দ্দান্তো নাম মহাবিক্রমঃ সিংহঃ। তস্য পর্ব্বতকন্দরমধিশয়ানস্য কেসরাগ্রং মূষিকঃ কশ্চিৎ প্রত্যহং ছিনত্তি। স সিংহঃ কেসরাগ্রং লূণং বুদ্ধা কুপিতো বিবরান্তর্গতং মূষিকমলভমানোঽচিন্তয়ৎ। কিং বিধেয়মত্র। ভবত্বেবং শ্রূয়তে।

ক্ষুদ্রশত্রুর্ভবেদ্ যস্তু বিক্রমান্নৈব লভ্যতে।
তমাহন্তুং পুরস্কার্য্যঃ সদৃশস্তস্য সৈনিকঃ॥ ৮৩॥

ইত্যালোচ্য তেন গ্রামং গত্বা দধিকর্ণনামা বিড়ালো মাংসাদ্যাহারেণ সন্তোষ্য প্রযত্নাদানীয় স্বকন্দরে স্থাপিতঃ। ততস্তদ্ভয়াম্মূষিকো বহির্ন নিঃসরতি। তেনাসৌ সিংহোঽক্ষতকেসরঃ সুখং স্বপিতি। মূষিকশব্দং যদা যদা শৃণোতি তদা তদা তং বিড়ালং মাংসাহারদানেন সবিশেষং সংবর্দ্ধয়তি। অথৈকদা সঃ

সেই প্রয়োজন ভৃত্য না রাখিলে আর, দধিকর্ণ বিড়ালের দশা হয় তার (১)।৮২।

করটক জিজ্ঞাসা করিল,—সে কিরূপ? দমনক কহিল,—উত্তরে অর্ব্বুদশিখর নামক পর্ব্বতে দুর্দ্দান্ত নামে এক অতি পরাক্রান্ত সিংহ বাস করে। সে যখন গিরিগুহায় শয়ন করিয়া থাকিত, এক মূষিক প্রত্যহ আসিয়া তাহার কেশরের অগ্রভাব ছেদন করিত। মূষিক তাহার কেশরাগ্র ছেদন করে জানিয়া, সিংহ কুপিত হইল। কিন্তু মূষিক গর্ত্তে লুক্কায়িত হওয়ায় তাহাকে ধরিতে না পারিয়া ভাবিল,—এ বিষয়ে কি করা কর্ত্তব্য? আচ্ছা, এরূপ শুনিয়াছি যে,—

শত্রু যদি হয় কারো অতি ক্ষুদ্রতর, বিক্রম নাহিক খাটে যাহার উপর;
তাহার সদৃশ যোদ্ধা করি আহরণ, তাহার সাহায্যে তারে করিবে দমন। ৮৩।

সিংহ মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া, গ্রামে গিয়া, দধিকর্ণ নামক এক বিড়ালকে মাংসাদি আহার দানে সন্তুষ্ট করিয়া, পরম যত্নে আনিয়া নিজ গুহায় স্থাপন করিল। তদবধি সেই বিড়ালের ভয়ে মূষিক আর বাহির হইত না। সিংহও অক্ষতকেশরে সুখে নিদ্রা যাইত। সিংহ যখনই মূষিকের সাড়া পাইত, তখনই মাংসাহারদানে সেই বিড়ালকে বিশেষরূপে পরিতুষ্ট করিত। অনন্তর

---

(১) অর্থাৎ—প্রভু যদি বুঝেন যে,—এ ভৃত্যে আমার আর কোন স্বার্থ নাই, তখনি তিনি তাহার প্রতি অযত্ন করিতে থাকেন। অতএব বুদ্ধিমান্ ভৃত্য প্রভুর স্বার্থ-সম্বন্ধটি বজায় রাখিবে, নহিলে দধিকর্ণ বিড়ালের ন্যায় তাহার বৃত্তিলোপ হইবে।

মূষিকঃ ক্ষুধাপীড়িতো বহিঃ সঞ্চরংস্তেন মার্জ্জারেণ প্রাপ্তো ব্যাপাদিতঃ খাদিতশ্চ। অনন্তরং স সিংহো যদা কদাচিদপি মূষিকশব্দং ন শুশ্রাব তদোপযোগাভাবাৎ তস্য বিড়ালস্যাহারদানে মন্দাদরো বভূব। অতোঽহং ব্রবীমি—"নিরপেক্ষো ন কর্ত্তব্যঃ" ইত্যাদি। ততো দমনককরটকৌ সঞ্জীবকসমীপং গতৌ। তত্র করটকস্তরুতলে সাটোপমুপবিষ্টঃ। দমনকঃ সঞ্জীবকসমীপং গত্বাঽব্রবীৎ—অরে বৃষভ এষোঽহং রাজ্ঞা পিঙ্গলকেনারণ্যরক্ষার্থং নিযুক্তঃ। সেনাপতিঃ করটকঃ সমাজ্ঞাপয়তি—সত্বরমাগচ্ছ নোচেদস্মাদরণ্যাদ্দূরমপসর। অন্যথা তে বিরুদ্ধং ফলং ভবিষ্যতি। ন জানে ক্রুদ্ধঃ স্বামী কিং বিধাস্যতি। তৎ শ্রুত্বা সঞ্জীবকশ্চায়াৎ যতঃ।

আজ্ঞাভঙ্গো নরেন্দ্রাণাং ব্রাহ্মণানামনাদরঃ।
পৃথক্ শয্যা চ নারীণামশস্ত্রবিহিতো বধঃ ॥ ৮৪ ॥

একদিন সেই মূষিক ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বাহির হইলে, বিড়াল দেখিতে পাইয়া তাহার প্রাণসংহার করিয়া ভক্ষণ করিল। অনন্তর, সিংহ যখন দেখিল যে সেই মূষিকের শব্দ আর কখনও শুনা যায় না, তখন আর বিড়ালের দ্বারা কোনও উপকার নাই বুঝিয়া, তাহার আহারদানে যত্নহীন হইল। এইজন্যই আমি বলিতেছিলাম,— 'প্রভুর যাবৎ রহে ভৃত্যে প্রয়োজন'—ইত্যাদি।

অনন্তর, দমনক ও করটক সঞ্জীবকের নিকট গমন করিল। করটক তথায় তরুতলে সদর্পে উপবেশন করিল। দমনক সঞ্জীবকের সম্মুখে যাইয়া কহিল,— অরে বৃষ! মহারাজ পিঙ্গলক আমাকে অরণ্যরক্ষায় নিযুক্ত করিয়াছেন। সেনাপতি করটক তোমাকে আজ্ঞা করিতেছেন, সত্বর আইস। যদি না আইস, এই বন হইতে দূর হও। নহিলে তোমার পক্ষে বিপরীত ফল ফলিবে। জানি না প্রভু রাগিলে কি করিবেন। তাহা শুনিয়া সঞ্জীবক করটকের নিকট আগমন করিল। কারণ,—

যে জন রাজার আজ্ঞা না করে পালন, ব্রাহ্মণের প্রতি যেই করে অযতন;
যে নারী পতির সনে না করে শয়ন, বিনা অস্ত্রে আত্ম-হত্যা করে সেই জন(১)।৮৪।

---

(১) লোকে অস্ত্রাদি দ্বারাই আত্মহত্যা করিয়া থাকে। আত্মহত্যা মহাপাপ। রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন, ব্রাহ্মণ অশ্রদ্ধা ও নারীর পতির সহিত শয়নে অভক্তি, এইগুলি বিনা অস্ত্রে আত্মহত্যা, অর্থাৎ আত্মহত্যার ন্যায় মহাপাপ।

ততো দেশব্যবহারানভিজ্ঞঃ সঞ্জীবকঃ সভয়মুপসৃত্য সাষ্টাঙ্গ-পাতং করটকং প্রণতবান্। তথা চোক্তম্।

মতিরেব বলাদ্‌গরীয়সী যদভাবে করিণামিয়ং দশা।
ইতি ঘোষয়তীব ডিণ্ডিমঃ করিণো হস্তিপকাহতঃ ক্বণন্ ॥৮৫॥

অথ সঞ্জীবকঃ সশঙ্কমাহ—সেনাপতে কিং ময়া কর্ত্তব্যং তদভিধীয়তাম্। করটকো ব্রূতে—বৃষভ যদ্যত্র কাননে স্থাতুমিচ্ছাবর্ত্ততে তদা দেবপাদারবিন্দং গত্বা প্রণম। সঞ্জীবকো বদতি—তদভয়বাচং প্রযচ্ছ, গচ্ছামি। করটকো ব্রূতে—শৃণু রে বলীবর্দ্দ অলমনয়া শঙ্কয়া। যতঃ।

প্রতিবাচমদত্ত কেশবঃ শপমানায় ন চেদিভূভুজে।
অনুহুঙ্কুরুতে ঘনধ্বনিং ন হি গোমায়ুরুতানি কেসরী ॥৮৬॥

অনন্তর, দেশাচারে অনভিজ্ঞ সেই সঞ্জীবক, সভয়ে করটকের সম্মুখীন হইয়া তাহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। কথিতও আছে যে,—

বল হ'তে বুদ্ধি বড় জানিবে সবাই, হস্তীর এ দশা দেখ! বুদ্ধি নাই তাই;
হস্তি-পৃষ্ঠে মাহুতের ডিণ্ডিম-বাজনা, বাজিয়া করিছে যেন ইহাই ঘোষণা (১)।৮৫।

পরে সঞ্জীবক সভয়ে কহিল,—হে সেনাপতে! আমাকে কি করিতে হইবে বলুন। করটক বলিল,—ওরে বৃষ! যদি তোর এ বনে বাস করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে গিয়া মহারাজের পাদপদ্মে পতিত হ। সঞ্জীবক কহিল,—তবে আমায় অভয় দান করুন, আমি যাইতেছি। করটক কহিল,—শোন্ রে বলদ! তোকে সে ভয় করিতে হইবে না। কারণ,—

চেদিরাজ শিশুপাল কৃষ্ণে গালি দিল, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ তারে কিছু না বলিল;
মেঘের ডাকের সঙ্গে যে করে গর্জ্জন, সে সিংহ শৃগাল-শব্দে গর্জ্জে কি কথন? (২)৮৬।

---

(১) 'ডিণ্ডিম'—এক প্রকার বাজনা। ইহা বাজাইয়া লোকে রাজাজ্ঞা প্রভৃতি সর্ব্বত্র ঘোষণা করে। একজন মাহুত হস্তি-পৃষ্ঠে বসিয়া ডিণ্ডিম বাজাইতেছে, তাই কবি বলিতেছেন,—ডিণ্ডিম বুঝি জগতে ইহাই ঘোষণা করিতেছে যে,—বল হইতে বুদ্ধি বড়; দেখ! একজন ক্ষুদ্র মনুষ্য বুদ্ধিকৌশলে প্রকাণ্ড হস্তীর পৃষ্ঠে বসিয়া তাহাকে ইচ্ছামত চালাইতেছে।

(২) মূল শ্লোক মাঘ-কবির শিশুপালবধ কাব্যের ষোড়শ সর্গে আছে। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-সভায় শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাগ্রে অর্ঘ্য পাইলেন দেখিয়া, চেদিপতি শিশুপাল ক্রোধান্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বিস্তর গালি দিল। শ্রীকৃষ্ণ কোনও উত্তর করিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ কেন যে শিশুপালের কথায় উত্তর করেন নাই, তাহাই এস্থলে সাত্যকি শিশুপালের দূতকে বলিতেছেন।

অপরঞ্চ।

তৃণানি নোন্মূলয়তি প্রভঞ্জনো মৃদূনি নীচৈঃ প্রণতানি সর্ব্বতঃ।
সমুচ্ছ্রিতানেব তরূন্ প্রবাধতে মহান্মহত্যেব করোতি বিক্রমম্ ॥৮৭॥

ততস্তৌ সঞ্জীবকং নাতিদূরে সংস্থাপ্য পিঙ্গলকসমীপং গতৌ। ততো রাজ্ঞা সাদরমালোকিতৌ প্রণম্যোপবিষ্টৌ। রাজাহ—অপি দৃষ্টঃ সঃ। দমনকো ব্রূতে—দেব দৃষ্টঃ। যদ্দেবেনাকর্ণিতং তৎ তথৈব। মহাবলোঽসৌ দেবং দ্রষ্টুমিচ্ছতি। তৎ সজ্জীভূয়োপবিশ্যতাম্। কিন্তু শব্দমাত্রাৎ ন ভেতব্যম্। তথা চোক্তম্।

শব্দমাত্রান্ন ভেতব্যমজ্ঞাত্বা শব্দকারণম্।
শব্দহেতুং পরিজ্ঞায় কুট্টিনী গৌরবং গতা ॥ ৮৮ ॥

আরো দেখ!—

চারি দিকে অবনত ক্ষুদ্র মৃদু ঘাস, না উপাড়ে সে সবারে প্রবল বাতাস;
বড় বড় গাছ কিন্তু করয়ে বিনাশ, মহতেই মহতের বিক্রম প্রকাশ। ৮৭।

অনন্তর, তাহারা সঞ্জীবককে অনতিদূরে রাখিয়া পিঙ্গলকের নিকট গমন করিল। তাহার পর, রাজা তাহাদিগকে সাদরে দর্শন করিলে, তাহারা প্রণাম করিয়া বসিল। পিঙ্গলক জিজ্ঞাসিল,—কেমন! তাহাকে দেখিয়াছ?। দমনক বলিল,—মহারাজ! তাহাকে দেখিয়াছি। মহারাজ তাহার শব্দ শুনিয়া যাহা ভাবিয়াছেন, সে ঠিক্ তাই বটে। সে অতিশয় বলবান্, মহারাজকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করে। আপনি সজ্জীভূত হইয়া বসুন। কিন্তু তাহার শব্দ শুনিয়াই ভয় পাইবেন না। এরূপ কথিত আছে যে,—

শব্দমাত্র শুনিয়াই নাহি পাবে ভয়, শব্দের কারণ অগ্রে করিবে নির্ণয়;
শব্দের কারণ অগ্রে করিয়া সন্ধান, কুট্টিনী সবার কাছে পাইল সম্মান। ৮৮। (১)

---

(১) ৮৮ সংখ্যক শ্লোকের পূর্ব্বে, কোনও কোনও পুস্তকে একটি শ্লোক বেশি আছে। নিম্নে তাহা অনুবাদের সহিত প্রদত্ত হইল;—

"অম্ভসা ভিদ্যতে সেতুস্তথা মন্ত্রোঽপ্যরক্ষিতঃ।
পৈশুন্যাদ্ ভিদ্যতে স্নেহো বাগ্‌ভির্ভেদ্যো হি কাতরঃ" ॥

অনুবাদ,—

ভগ্ন হয় সেতু তাহে জল প্রবেশিলে, মন্ত্রণা ভাঙ্গিয়া যায় প্রকাশ হইলে;
খলতায় ভগ্ন হয় স্নেহের বন্ধন, কথাতেই ভগ্নমন হয় ভীরু জন।

রাজাহ—কথমেতৎ। দমনকঃ কথয়তি। অস্তি শ্রীপর্ব্বত-মধ্যে ব্রহ্মপুরাখ্যং নগরম্। তত্র শৈলশিখরে ঘণ্টাকর্ণো নাম রাক্ষসঃ প্রতিবসতীতি জনপ্রবাদঃ শ্রূয়তে। একদা ঘণ্টামাদায় পলায়মানঃ কশ্চিৎ চৌরো ব্যাঘ্রেণ ব্যাপাদিতঃ। তৎপাণি-পতিতা ঘণ্টা বানরৈঃ প্রাপ্তা। তে বানরাস্তাং ঘণ্টামনুক্ষণং বাদয়ন্তি। ততো নগরজনৈর্মনুষ্যঃ খাদিতো দৃষ্টঃ প্রতিক্ষণং ঘণ্টারাবশ্চ শ্রূয়তে। অনন্তরং ঘণ্টাকর্ণঃ কুপিতো মনুষ্যান্ খাদতি ঘণ্টাং চ বাদয়তি ইত্যুক্ত্বা জনাঃ সর্ব্বে নগরাৎ পলা-য়িতাঃ। ততঃ করালয়া নাম কুট্টিন্যা বিমৃশ্য—অনবসরোঽয়ং ঘণ্টাবাদঃ, তৎ কিং মর্কটা ঘণ্টাং বাদয়ন্তি, ইতি স্বয়ং বিজ্ঞায় রাজা বিজ্ঞাপিতঃ—দেব যদি কিয়দ্ধনোপক্ষয়ঃ ক্রিয়তে তদাহমেনং ঘণ্টাকর্ণং সাধয়ামি। ততো রাজ্ঞা তুষ্টেন তস্যৈ ধনং দত্তম্। কুট্টিন্যা চ মণ্ডলং কৃত্বা তত্র গণেশাদিপূজাগৌরবং দর্শয়িত্বা স্বয়ং

রাজা জিজ্ঞাসিল,—সে কিরূপ ?। দমনক কহিল,—শ্রীপর্ব্বতের মধ্যে ব্রহ্মপুর নামে এক নগর আছে। তথায় পর্ব্বতশিখরে ঘণ্টাকর্ণ নামে এক রাক্ষস বাস করে, লোকে এরূপ বলাবলি করিত। একদা এক চোর ঘণ্টা চুরি করিয়া পলাই-তেছিল, এমন সময় এক ব্যাঘ্র আসিয়া তাহার প্রাণবধ করিল। একদল বানর তাহার হস্তপতিত সেই ঘণ্টা দেখিতে পাইল। বানরেরা ঘণ্টা লইয়া সর্ব্বক্ষণ বাজাইত। এদিকে, সেই নগরের লোকেরা দেখিল যে, একটা মনুষ্যকে কে ভক্ষণ করিয়াছে, আর ঘণ্টার শব্দও শুনা যাইতেছে। তখন, সকলে বলিতে লাগিল যে,—ঘণ্টাকর্ণ রাক্ষস ক্রুদ্ধ হইয়া মনুষ্য ভক্ষণ করিতেছে ও ঘণ্টা বাজাইতেছে। এইরূপ বলিয়া সমস্ত লোক নগর হইতে পলায়ন করিল। অনন্তর, করালা নামে এক কুট্টিনী মনে মনে বিবেচনা করিল,—অসময়ে এরূপ ঘণ্টা বাজিবে কেন? তবে বুঝি বানরেরাই এইরূপে ঘণ্টা বাজাই-তেছে। সে স্বয়ং তাহা অনুসন্ধান করিয়া, রাজাকে গিয়া কহিল,—মহারাজ! যদি কিছু অর্থ ব্যয় করেন, তবে আমিই ঘণ্টাকর্ণকে সংহার করিতে পারি। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে ধনদান করিলেন। কুট্টিনীও মণ্ডলরেখা রচনা করিয়া, তন্মধ্যে গণেশাদি দেবতার পূজার আড়ম্বর

বানরপ্রিয়ফলান্যাদায় বনং প্রবিশ্য ফলান্যাকীর্ণানি। ততো ঘণ্টাং পরিত্যজ্য বানরাঃ ফলাসক্তা বভূবুঃ। কুট্টনী চ ঘণ্টাং গৃহীত্বা নগরমাগতা সকললোকপূজ্যাঽভবৎ। অতোঽহং ব্রবীমি—"শব্দমাত্রান্ন ভেতব্যম্" ইত্যাদি।

ততঃ সঞ্জীবকমানীয় দর্শনং কারিতবন্তৌ। পশ্চাৎ স তত্রৈব বনে চিরমতিপ্রণয়েন নিবসতি। অথ কদাচিৎ তস্য সিংহস্য ভ্রাতা স্তব্ধকর্ণো নাম সিংহঃ সমায়াতঃ। তস্যাতিথ্যং কৃত্বা সমুপবেশ্য পিঙ্গলকস্তদাহারায় পশূন্ হন্তুং চলিতঃ। অত্রান্তরে সঞ্জীবকো বদতি—দেব অদ্য হতমৃগাণাং মাংসানি ক। রাজাহ—দমনককরটকৌ জানীতঃ। সঞ্জীবকো ব্রূতে—জ্ঞায়তাং কিমস্তি নাস্তি বা। সিংহো বিহস্যাহ—নাস্ত্যেব তৎ। সঞ্জীবকো ব্রূতে—কথমেতাবন্মাংসং তাভ্যাং খাদিতম্। রাজাহ—খাদিতং ব্যয়ি-

---

দেখাইল (১)। অনন্তর বানরের লোভনীয় কতকগুলি ফল স্বহস্তে লইয়া বনমধ্যে গিয়া, সেই ফলগুলি তথায় ছড়াইয়া দিল। তাহাতে বানরেরা ঘণ্টা ফেলিয়া সেই ফলভক্ষণে আসক্ত হইল। কুট্টনীও সেই সুযোগে ঘণ্টা লইয়া নগরে আসিল, এবং সমস্ত লোকে তাহার পূজা করিতে লাগিল। এইজন্যই আমি বলিতেছিলাম যে,—'শব্দমাত্র শুনিয়াই নাহি পাবে ভয়'—ইত্যাদি।

অনন্তর, তাহারা সঞ্জীবককে লইয়া গিয়া রাজার সহিত দেখা করাইয়া দিল। পরে, সেই সিংহ ও বৃষ পরম সদ্ভাবে সেই বনে বহুদিনাবধি বাস করিতে লাগিল। অনন্তর একদিন সেই সিংহের ভ্রাতা স্তব্ধকর্ণ নামক এক সিংহ তথায় আগমন করিল। পিঙ্গলক তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া এবং যথাযোগ্য আসনে বসাইয়া, তাহার ভোজনার্থে পশু মারিতে চলিল। ইত্যবসরে সঞ্জীবক কহিল,—মহারাজ! আজি যে সকল পশু মারিয়াছিলেন, সে সকলের মাংস কোথায় গেল? রাজা কহিল,—তাহা দমনক ও করটক বলিতে পারে। সঞ্জীবক বলিল,—জানুন দেখি, তাহা আছে কি না। সিংহ হাস্য করিয়া কহিল,—তাহা নিশ্চয়ই নাই। সঞ্জীবক কহিল,—এতটা মাংস তাহারা কিরূপে খাইল? রাজা বলিল,—খাইয়াছে, বিলাই-

---

(১) হরিদ্রাদি পঞ্চবর্ণের গুঁড়া দ্বারা মণ্ডলাকার রেখা পাতিয়া, তন্মধ্যে গণেশাদি দেবতার আবাহন করিয়া পূজা করিতে হয়। ধূর্ত্তা কুট্টনী দেবতার প্রসাদে রাক্ষস মারিবে, ইহা জানাইবার জন্য ঐরূপ পূজার ছল করিল।

তম্ অবধীরিতং চ। প্রত্যহমেষ ক্রমঃ। সঞ্জীবকো ব্রূতে—কথং শ্রীমদ্দেবপাদানামগোচরেণৈবং ক্রিয়তে। রাজাহ—মদীয়াগোচরেণৈব ক্রিয়তে। সঞ্জীবকো ব্রূতে—নৈতদুচিতম্। তথাচোক্তম্।

নানিবেদ্য প্রকুর্ব্বীত ভর্ত্তুঃ কিঞ্চিদপি স্বয়ম্।
কার্য্যমাপৎপ্রতীকারাদন্যত্র জগতীপতে ॥ ৮৯ ॥

অন্যচ্চ। কমণ্ডলূপমোঽমাত্যস্তনুত্যাগো বহুগ্রহঃ।
নৃপতে কিংক্ষণো মূর্খো দরিদ্রঃ কিংবরাটকঃ ॥ ৯০ ॥
স হ্যমাত্যঃ সদা শ্রেয়ান্ যঃ কাকিন্যাপি বর্দ্ধয়েৎ।
কোষঃ কোষবতঃ প্রাণাঃ প্রাণাঃ প্রাণা ন ভূপতেঃ ॥ ৯১ ॥

য়াছে, ফেলিয়া দিয়াছে। প্রত্যহই এইরূপ করিয়া থাকে। সঞ্জীবক জিজ্ঞাসিল,—তাহারা কি রাজশ্রীকে না জানাইয়াই এইরূপ করে?। রাজা বলিল,—আমাকে না বলিয়াই এইরূপ করে। সঞ্জীবক কহিল,—তাহাদের এরূপ করা বড় অন্যায়। কথিতও আছে যে,—

প্রভু যিনি ধরাপতি বিনা তাঁর অনুমতি
নিজে কিছু না করিবে তাঁর;
না বলিয়া ভৃত্য তাঁরে নিজেও করিতে পারে,
শুদ্ধ তাঁর বিপদ-উদ্ধার। ৮৯।

আরো,—

রাজমন্ত্রী কমণ্ডলু-সমান হইবে, লইবে বিস্তর, কিন্তু অতি অল্প দিবে;
সময়ের মূল্য কি বুঝিবে মূঢ় জন? কড়ির মর্য্যাদা কিবা জানিবে নির্দ্ধন?(১)।৯০।
কড়িটিও যেই জন বাঁচাইয়া চলে, রাজার হিতৈষী মন্ত্রী তাহাকেই বলে;
রাজার রাজ্যের প্রাণ অর্থই কেবল, অর্থ বিনা নৃপতির বাঁচিয়া কি ফল?।৯১।

---

(১) 'কমণ্ডলু-সমান'—অলাবু, মৃত্তিকা বা কাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মিত সন্ন্যাসীদিগের জলপাত্রকে কমণ্ডলু বলে। কমণ্ডলুর পেট মোটা ও গলা সরু বলিয়া তাহাতে অনেক জল ধরে, কিন্তু ঢালিতে গেলে অল্প অল্প জল পড়ে। রাজমন্ত্রী কমণ্ডলু-সমান হইবে, অর্থাৎ প্রজার কাছে শুষিয়া আদায় করিয়া রাজকোষ পূর্ণ করিবে; কিন্তু ব্যয় করিবার সময় বুঝিয়া সুজিয়া অল্প স্বল্প ব্যয় করিবে। যে ব্যক্তি সময়ের সদ্ব্যয় জানে না, সেরূপ মূর্খকে, *এবং যে কখনও টাকা দেখে নাই, টাকার মর্য্যাদাও বুঝে না, সেরূপ দরিদ্রকে মন্ত্রী করিবে না।

কিঞ্চান্যৈর্ন কুলাচারৈঃ সেব্যতামেতি পূরুষঃ।
ধনহীনঃ স্বপত্ন্যাপি ত্যজ্যতে কিংপুনঃ পরৈঃ ॥ ৯২ ॥

এতচ্চ রাজ্ঞঃ প্রধানদূষণম্। পশ্য।

অতিব্যয়োঽনপেক্ষা চ তথার্জ্জনমধর্ম্মতঃ।
মোষণং দূরসংস্থানং কোষব্যসনমুচ্যতে ॥ ৯৩ ॥

যতঃ। ক্ষিপ্রমায়মনালোচ্য ব্যয়মানঃ স্ববাঞ্ছয়া।
শ্রমণায়তএবাসৌ ধনী বৈশ্রবণোপমঃ ॥ ৯৪ ॥

তদাকর্ণ্য স্তব্ধকর্ণো ব্রূতে—শৃণু ভ্রাতঃ—চিরাশ্রিতাবেতৌ দমনককরটকৌ সন্ধিবিগ্রহকার্য্যাধিকারিণৌ কদাচিদর্থাধিকারে ন নিযোক্তব্যৌ। অপরং চ নিয়োগিপ্রস্তাবে ময়া যৎ কিঞ্চিৎ শ্রুতং তৎ কথয়ামি।

আরো,—

থাকুক সহস্র তার ভাল কুলাচার, ধন বিনা কেবা বল! সেবা করে তার;
গৃহিণীও করে ত্যাগ ফুরাইলে ধন, কেন না করিবে ত্যাগ তারে অন্য জন? ।৯২।

রাজার পক্ষে এগুলি বড়ই দোষের কথা। দেখুন!—

অতিব্যয়, অযতন, অধর্ম্মে অর্জ্জন, অপলাপ, আর ধন দূরেতে স্থাপন;
জানিবে এ সব রাজ-কোষের ব্যসন (১), যতনে এ সব দোষ করিবে বর্জ্জন ।৯৩।

কারণ,—

না বুঝিয়া আয় যে করে স্বেচ্ছায়
তাড়াতাড়ি ধনব্যয়;
কুবেরের ন্যায় ধন যদি পায়
শেষে সে কাঙাল হয়। ৯৪।

তাহা শুনিয়া স্তব্ধকর্ণ কহিল,—শুন ভাই! তোমার পুরাতন ভৃত্য এই দমনক ও করটক সন্ধি ও বিগ্রহের কার্য্যে নিযুক্ত আছে, ইহাদের উপর ধনের ভার দেওয়া উচিত নয়। কিরূপ লোককে ধনাধিকারে নিযুক্ত করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে আমি যাহা শুনিয়াছি, তাহা বলিতেছি শুন!—

---

(১) 'অপলাপ'—বঞ্চনা করা। 'দূরেতে স্থাপন'—অর্থাৎ ঠিক্ দরকারের সময় পাওয়া কঠিন হয় এমন স্থানে ধন রাখা। 'কোষের ব্যসন'—অর্থাৎ এই সকল দোষে রাজার ধনাগার নষ্ট হয়।

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বন্ধুর্নাধিকারে প্রশস্যতে।
ব্রাহ্মণঃ সিদ্ধমপ্যর্থং কৃচ্ছ্রেণাপি ন যচ্ছতি ॥ ৯৫ ॥
নিযুক্তঃ ক্ষত্রিয়ো দ্রব্যে খড়্গং দর্শয়তে ধ্রুবম্।
সর্ব্বার্থং গ্রসতে বন্ধুরাক্রম্য জ্ঞাতিভাবতঃ ॥ ৯৬ ॥
অপরাধেঽপি নিঃশঙ্কো নিয়োগী চিরসেবকঃ।
স স্বামিনমবজ্ঞায় চরেচ্চ নিরবগ্রহঃ ॥ ৯৭ ॥
উপকর্ত্তাধিকারাঢ্যঃ স্বাপরাধং ন মন্যতে।
উপকারং ধ্বজীকৃত্য সর্ব্বমেব বিলুম্পতি ॥ ৯৮ ॥
উপাংশুক্রীড়িতোঽমাত্যঃ স্বয়ং রাজায়তে যতঃ।
অবজ্ঞা ক্রিয়তে তেন সদা পরিচয়াদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৯৯ ॥
অন্তর্দুষ্টঃ ক্ষমাযুক্তঃ সর্ব্বানর্থকরঃ কিল।
শকুনিঃ শকটারশ্চ দৃষ্টান্তাবত্র ভূপতে ॥ ১০০ ॥

না দিবে ধনের ভার ব্রাহ্মণের করে ; থাকিতেও দিতে তার হাত নাহি সরে ।৯৫।
ক্ষত্রিয়কে ধন-ভার দেওয়া ভাল নয়, কেন না সে পদে পদে খড়্গহস্ত হয় ;
ধন-ভার দেও যদি জ্ঞাতির উপরে, জ্ঞাতি বোলে আপনি সে সব গ্রাস করে ।৯৬।
পুরাতন ভৃত্যে যদি দেও ধন-ভার, দোষ করিলেও শঙ্কা নাহি হয় তার ;
আপন প্রভুরে মান্য নাহি করে আর, অবাধে আপন মনে করে স্বেচ্ছাচার ।৯৭।
উপকারী জনে যদি দাও ধন-ভার, তবে সে নিজের দোষ নাহি গণে আর ;
নিজকৃত উপকার করিয়া গণন, তাহারি দোহাই দিয়া হরে সব ধন ।৯৮।
গুপ্ত আমোদের সঙ্গী যে হয় রাজার, তার হাতে রাজা নাহি দিবে ধন-ভার ;
নিজে সে রাজার ন্যায় প্রভুত্ব খাটায়, রাজার বয়স্য বোলে না মানে রাজায় ।৯৯।
বাহিরে সাধুতা যার শঠতা ভিতরে, রাজার সেরূপ মন্ত্রী সর্ব্বনাশ করে ;
কপট শকুনি মন্ত্রী আর শকটার (১), এই দুই মহারাজ! দৃষ্টান্ত তাহার। ১০০।

---

(১) 'শকুনি'—কুরুরাজ দুর্য্যোধনের মাতুল ও মন্ত্রী। কপট শকুনির কুমন্ত্রণা শুনিয়া শেষে দুর্যো-ধনের সর্ব্বনাশ হইয়াছিল। 'শকটার'—নন্দ রাজার মন্ত্রী। চাণক্য যখন ক্রুদ্ধ হইয়া নন্দবংশ সংহার করিতে কৃতসঙ্কল্প হন, তখন কৃতঘ্ন শকটার গোপনে চাণক্যের ষড়্‌যন্ত্রে যোগ দিয়া প্রভুর সর্ব্বনাশ করিয়াছিল।

সদায়ত্যামসাধ্যঃ স্যাৎ সমৃদ্ধঃ সর্ব্ব এব হি।
সিদ্ধানাময়মাদেশ ঋদ্ধিশ্চিত্তবিকারিণী ॥ ১০১ ॥
প্রাপ্তার্থগ্রহণং দ্রব্যপরীবর্ত্তোঽনুরোধনম্।
উপেক্ষা বুদ্ধিহীনত্বং ভোগোঽমাত্যস্য দূষণম্ ॥ ১০২ ॥
নিয়োগ্যর্থগ্রহোপায়ো রাজ্ঞাং নিত্যপরীক্ষণম্।
প্রতিপত্তিপ্রদানং চ তথা কর্ম্মবিপর্য্যয়ঃ ॥ ১০৩ ॥
নাপীড়িতা বমন্ত্যুচ্চৈরন্তঃসারং মহীপতে।
দুষ্টব্রণা ইব প্রায়ো ভবন্তি হি নিয়োগিনঃ ॥ ১০৪ ॥

যে ভৃত্য আপন হস্তে বহু ধন পায়, ন্যায়-পথে তারে আর রাখা নাহি যায়;
ধনের সঙ্গেই ঘটে বুদ্ধি বিপর্য্যয়, সিদ্ধের আদেশ ইহা কভু মিথ্যা নয় (১) ।১০১।
রাজ-ধন হাতে পেলে যে করে গ্রহণ, একের বদলে যেই রাখে অন্য ধন (২);
আত্মীয়ের উপরোধ যে করে রক্ষণ, প্রভুর স্বার্থের প্রতি যার অযতন;
যে চায় নিজের সুখ, বুদ্ধি নাহি যার, সে অমাত্যে রাজা নাহি দিবে ধন-ভার।১০২।
যাহাদের হস্তে থাকে আয়-ব্যয়-ভার, নিত্যই দেখিবে রাজা কার্য্য সে সবার;
তুষিবে সম্মানে যাহে তারা তুষ্ট রয়, মাঝে মাঝে করিবে পদের বিনিময় (৩);
নরপতি এইরূপ করিয়া উপায়, রীতিমত নিজ অর্থ করিবে আদায়। ১০৩।
দূষিত ব্রণের ন্যায় কর্ম্মচারিগণ; নাহি দেয় সারটুকু বিনা নিপীড়ন (৪) ।১০৪।

---

(১) 'সিদ্ধের আদেশ'—যাঁহারা তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়া অলৌকিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হন এবং যাঁহাদের কথা কদাচ মিথ্যা হয় না, তাঁহাদিগকে 'সিদ্ধ' বলে। তাঁহারা বলেন যে,—হাতে ধন পাইলেই লোকের মন বিগড়িয়া যায়, আর তারে ঠিক্ পথে রাখা যায় না। অতএব যে কর্ম্মচারীর হস্তে রাজার ধনাগার থাকিবে, রাজা সদা সাবধানে তাহার কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

(২) 'একের বদলে'—যে মন্ত্রী রাজভাণ্ডার হইতে বহুমূল্য দ্রব্য আত্মসাৎ করিয়া তাহার বদলে অল্প মূল্যের সেই প্রকার কোনও দ্রব্য সেই স্থানে রাঁখে।

(৩) কোনও কর্ম্মচারীকে একই পদে ও একই স্থানে চিরদিন রাখিবে না। সময়ে সময়ে সেই পদে অন্য লোক দিয়া তাহাকে অন্য পদে নিযুক্ত করা উচিত; নহিলে কর্ম্মচারীদের অন্যায় কর্ম্ম ধরা পড়ে না।

(৪) যে ফোঁড়ার ভিতর বদ রস সঞ্চিত থাকে, তাহাকে 'দূষিত ব্রণ' বলে। খুব জোরে না টিপিলে যেমন ফোঁড়ার ভিতরের সার টুকু বাহির করা যায় না, তেমনি পীড়াপীড়ি না করিলে কর্ম্মচারীদের নিকট রাজার সব টাকা নিঃশেষে আদায় হয় না, তাহারা আসলটুকু গোপন করিবার চেষ্টা করে।

মুহুর্নিয়োগিনো বোধ্যা বসুধারা মহীপতেঃ।
সকৃৎ কিং পীড়িতং স্নানবস্ত্রং মুঞ্চেদ্ বহূদকম্ ॥ ১০৫ ॥

এতৎ সর্ব্বং জ্ঞাত্বা যথাবসরং ব্যবহর্ত্তব্যম্। পিঙ্গলকো ব্রূতে —অস্তি তাবদেবম্। কিন্তু এতৌ সর্ব্বথা ন মম বচনকরৌ। স্তব্ধকর্ণো ব্রূতে—এতৎ সর্ব্বথানুচিতম্। যতঃ।

আজ্ঞাভঙ্গকরান্ রাজা ন ক্ষমেত সুতানপি।
বিশেষঃ কো নু রাজ্ঞশ্চ রাজ্ঞশ্চিত্রগতস্য চ ॥ ১০৬ ॥

অন্যচ্চ। স্তব্ধস্য নশ্যতি যশো বিষমস্য মৈত্রী
নষ্টেন্দ্রিয়স্য কুলমর্থপরস্য ধর্ম্মঃ।

নিষ্পীড়িত কর যত স্নানার্দ্র বসন, ততই তাহার জল নিঃসরে যেমন ;
তেমনি যতই রাজা করিবে পীড়ন, ততই নিয়োগিগণে দেয় তাঁরে ধন(১)।১০৫।

এই সকল বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়া, রাজা কর্ম্মচারীদের উপর যখন যেরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহা করিবেন। পিঙ্গলক কহিল,—হাঁ এ সকল কথা সত্য বটে, কিন্তু দমনক ও করটক কোনমতেই আমার আজ্ঞা পালন করে না। স্তব্ধকর্ণ কহিল,—এ বড়ই দোষের কথা। কারণ,—

আপন পুত্রেও যদি না মানে আদেশ, তাহাকেও রাজা না করিবে দয়ালেশ ;
রাজার আজ্ঞাই যদি রক্ষা নাহি পায়, কি ভেদ তাহায় আর চিত্রিত রাজায়?(২)।১০৬।

আরো,—

গর্ব্বিত হইলে তার যশ লোপ পায়, বিরুদ্ধ আচারে লোক বন্ধুতা হারায় ;
ইন্দ্রিয় কুপথে গেলে কুলমান যায়, স্বার্থপর হ'লে তার ধর্ম্ম লোপ পায় ;
না-থাকে বিদ্যার ফল থাকিলে ব্যসন(৩), নাহি থাকে কোনো সুখ হইলে কৃপণ ;

---

(১) স্নান করিয়া ভিজা কাপড় বার বার যত জোরে নিঙ্ড়াইবে ততই তাহার জল বাহির হইতে থাকিবে ; সেইরূপ রাজা নিয়োগী অর্থাৎ কর্ম্মচারীদিগকে যতই পীড়ন করিবেন, ততই তাহাদের নিকট হইতে তাঁহার টাকা আদায় হইবে।

(২) 'চিত্রিত রাজায়'—চিত্রপটে অঙ্কিত রাজায় ও জীয়ন্ত রাজায় কিছুই ইতরবিশেষ থাকে না, অর্থাৎ—রাজার আজ্ঞা রক্ষা না হইলে, অচেতন চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় তাঁহার থাকা আর না থাকা সমান।

(৩) 'থাকিলে ব্যসন'—অর্থাৎ কোনপ্রকার নেশার-বশীভূত হইলে। সুরাপান, জুয়াখেলা, বেশ্যাশক্ত, দিবানিদ্রা প্রভৃতিকে ব্যসন বলে।

বিদ্যাফলং ব্যসনিনঃ কৃপণস্য সৌখ্যম্
রাজ্যং প্রমত্তসচিবস্য নরাধিপস্য ॥ ১০৭ ॥

বিশেষতশ্চ।

তস্করেভ্যো নিযুক্তেভ্যঃ শত্রুভ্যো নৃপবল্লভাৎ।
নৃপতির্নিজলোভাচ্চ প্রজা রক্ষেৎ পিতেব হি ॥ ১০৮ ॥

ভ্রাতঃ সর্ব্বথাস্মদ্বচনং ক্রিয়তাম্। ব্যবহারোঽপ্যস্মাভিঃ কৃত-এব। অয়ং শস্যভক্ষকঃ সঞ্জীবকো ভোজনাধিকারে নিযুজ্যতাম্। এতদ্বচনাৎ তথানুষ্ঠিতে সতি তদারভ্য পিঙ্গলকসঞ্জীবকয়োঃ সর্ব্ব-বন্ধুপরিত্যাগেন মহতা স্নেহেন কালোঽতিবর্ত্ততে। ততোঽনু-জীবিনামপ্যাহারদানে শৈথিল্যদর্শনাদ্দমনককরটকাবন্যোন্যং চিন্ত-য়তঃ। তদাহ দমনকঃ—মিত্র কিমত্র বিধেয়ম্। আত্মকৃতোঽয়ং দোষঃ। স্বয়ংকৃতেঽপি দোষে পরিদেবনমপ্যনুচিতম্। তথা চোক্তম্।

আপ্ত যে রাজার মন্ত্রী করে স্বেচ্ছাচার, নিশ্চয় তাহার রাজ্য হয় ছারখার।১০৭।

বিশেষতঃ—

রাজার নিযুক্ত লোক, প্রিয়পাত্র তাঁর, বিপক্ষ, তস্কর, আর লোভ আপনার;
এ সব হইতে রাজা পিতার সমান, সদাই আপন প্রজা করিবেন ত্রাণ (১)।১০৮।

ভ্রাতঃ! আমিও রাজকার্য্য করিয়া থাকি। অতএব এসকল বিষয়ে আমার উপদেশমত কার্য্য কর। এই সঞ্জীবক শস্যভোজী, ইহারই হস্তে ভক্ষ্য-দ্রব্যের ভার দেও। স্তব্ধকর্ণের কথায় তাহাই অনুষ্ঠিত হইলে, তদবধি পিঙ্গলক ও সঞ্জীবক সমস্ত বন্ধু পরিত্যাগ করিয়া উভয়ে পরম প্রণয়ে কালযাপন করিতে লাগিল। অনন্তর, আশ্রিত সেবকগণেরও আহারদানে অযত্ন দেখিয়া দমনক ও করটক পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিল। দমনক কহিল,—মিত্র! এখন এবিষয়ে কর্ত্তব্য কি? এ দোষ ত আমার নিজেরই; নিজে দোষ করিয়া অনুতাপ করাও অনুচিত। কথিতও আছে যে,—

---

(১) 'রাজার নিযুক্ত' ইত্যাদি—যে সকল কর্ম্মচারী রাজস্ব আদায় বা শান্তিরক্ষা প্রভৃতিতে নিযুক্ত থাকিয়া প্রজাপীড়ন করে। রাজার প্রিয়পাত্র বলিয়া যে সেই সাহসে লোকের উপর অত্যাচার করে। 'বিপক্ষ'-বৈদেশিক শত্রু প্রভৃতি। 'আপনার লোভ'—অর্থাৎ রাজার নিজের লোভ। রাজা নিজে লোভী হইলে প্রজার কষ্টের সীমা থাকে না।

স্বর্ণরেখামহং স্পৃষ্ট্বা বদ্ধাত্মানং চ দূতিকা।
আদিৎসুশ্চ মণিং সাধুঃ স্বদোষাদ্দুঃখিতা ইমে ॥১০৯॥

করটকঃ পৃচ্ছতি—কথমেতৎ। দমনকঃ কথয়তি। অস্তি কাঞ্চনপুরনাম্নি নগরে বীরবিক্রমো নাম রাজা। তস্য ধর্ম্মাধিকারিণা কশ্চিন্নাপিতো বধ্যভূমিং নীয়মানঃ কন্দর্পকেতুনাম্না পরিব্রাজকেন সাধুদ্বিতীয়েন নায়ং বধ্যঃ ইত্যুক্ত্বা বস্ত্রাঞ্চলে ধৃতঃ। রাজপুরুষা ঊচুঃ—কিমিতি নায়ং বধ্যঃ। স আহ—শ্রূয়তাম্। "স্বর্ণরেখামহং স্পৃষ্ট্বা" ইত্যাদি পুনঃ পঠতি। ত আহুঃ—কথমেতৎ। পরিব্রাজকঃ কথয়তি। অহং সিংহলদ্বীপস্য ভূপতের্জীমূতকেতোঃ পুত্রঃ কন্দর্পকেতুর্নাম। একদা কেলিকাননাবস্থিতেন ময়া পোতবণিঙ্মুখাৎ শ্রুতম্—যদত্র সমুদ্রমধ্যে চতু-

স্বর্ণরেখা ছুঁয়ে মোর দুর্গতি ঘটিল, আপনারি বান্ধি দূতী বিপাকে পড়িল;
মণির লোভেতে সাধু সর্ব্বস্ব হারায়, আপনারি কর্ম্মদোষে এরা কষ্ট পায় (১)।১০৯।

করটক জিজ্ঞাসিল,—সে কি প্রকার?। দমনক বলিতে লাগিল। কাঞ্চনপুর নামক নগরে বীরবিক্রম নামে এক রাজা আছেন। তাঁহার ধর্ম্মাধিকারী (২) এক নাপিতকে বধ্যভূমিতে (৩) লইয়া যাইতেছে, এমন সময় কন্দর্পকেতু নামক এক পরিব্রাজক এক সাধুর সহিত (৪) তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—এ ব্যক্তি অপরাধী নহে, ইহাকে হত্যা করিও না; ইহা বলিয়া তিনি নাপিতের বস্ত্রাঞ্চল ধারণ করিলেন। রাজপুরুষেরা (৫) জিজ্ঞাসা করিল,—এ ব্যক্তি কি জন্য বধযোগ্য নহে?। পরিব্রাজক বলিলেন,—শ্রবণ কর। ইহা বলিয়া তিনি,—"স্বর্ণরেখা ছুঁয়ে মোর দুর্গতি ঘটিল"—এই শ্লোকটি পুনরায় পাঠ করিলেন। রাজপুরুষেরা জিজ্ঞাসিল,—সে কি প্রকার?। পরিব্রাজক কহিলেন। আমি সিংহলের রাজা জীমূতকেতুর পুত্র, আমার নাম কন্দর্পকেতু। আমি একদিন কেলিকাননে (৬)

(১) একখানি চিত্রপটে এক বিদ্যাধরীর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল, সেই চিত্রিত বিদ্যাধরীর নাম 'স্বর্ণরেখা'। 'সাধু'—সাধ্; সদাগর, বণিক্, শিল্পী। 'দূতী'—কুট্নী।

(২) 'ধর্ম্মাধিকারী'—রাজার বিচারকার্য্যে নিযুক্ত জজ, মাজিষ্ট্রেট বা পুলিসের অধ্যক্ষ প্রভৃতি।

(৩) 'বধ্যভূমি'—রাজাজ্ঞায় যে স্থানে অপরাধীর প্রাণদণ্ড হয়।

(৪) 'পরিব্রাজক'—সন্ন্যাসী, অবধূত। 'সাধু'—সদাগর।

(৫) 'রাজপুরুষ'—রাজকর্ম্মচারী; পুলিস বা আদালতের লোক।

(৬) 'কেলিকানন'—বাগান, কুঞ্জবন, বৈঠকখানাবাটী, প্রভৃতি বিহারের স্থান।

র্দশ্যামাবির্ভূতকল্পতরুতলে রত্নাবলীকিরণকর্ব্বুরপর্য্যঙ্কে স্থিতা সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা লক্ষ্মীরিব বীণাং বাদয়ন্তী কন্যা কাচিদ্ দৃশ্যতে ইতি। ততোঽহং তং পোতবণিজমাদায় পোতমারুহ্য তত্র গতঃ। অনন্তরং তত্র গত্বা ময়া তথৈব সা অবলোকিতা। ততস্তল্লাবণ্য-গুণাকৃষ্টেন তৎপশ্চান্ময়াপি ঝম্পো দত্তঃ। তদনন্তরং কনকপত্তনং প্রাপ্য সুবর্ণপ্রাসাদে তথৈব সা পর্য্যঙ্কস্থা বিদ্যাধরীভিরভিনব-যৌবনাভিরুপাস্যমানা ময়াবলোকিতা। তয়াপ্যহং দূরাদেব দৃষ্ট্বা সখীং প্রস্থাপ্য সাদরং সম্ভাষিতঃ। ততস্তৎসখ্যা চ ময়া পৃষ্টয়া সমাখ্যাতম্—এষা কন্দর্পকেলিনাম্নো বিদ্যাধরচক্রবর্ত্তিনঃ পুত্রী রত্নমঞ্জরী নাম। অনয়া প্রতিজ্ঞাতম্—যঃ কনকপত্তনং

অবস্থান করিতেছি এমন সময় একজন পোতবণিক্ (১) আসিয়া কহিল যে,—চতুর্দ্দশীর দিন এই সমুদ্র হইতে একটি কল্পবৃক্ষ (২) উত্থিত হয়; ঐ বৃক্ষের তলে, বিবিধ মণিমাণিক্যের প্রভায় সুরঞ্জিত বিচিত্র পর্য্যঙ্কের উপর বসিয়া, সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিতা সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় এক রমণী বীণাবাদন করিয়া থাকেন, এরূপ দেখিয়াছি। অনন্তর আমি সেই পোতবণিককে সঙ্গে লইয়া তরী আরোহণে সেই স্থানে যাত্রা করিলাম। তথায় গিয়া দেখিলাম,—পোতবণিক যেরূপ বলিয়াছিল, ঐ নারী ঠিক্ সেইরূপই বটে। আমি সেই রমণীর রূপলাবণ্যে বিমুগ্ধ হইয়া সমুদ্রজলে ঝম্প দিয়া, সেই নারীর সঙ্গে সঙ্গে নিমগ্ন হইলাম। অনন্তর দেখিলাম,—এক সুবর্ণময়ী পুরীর মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। দেখিলাম,—তথায় স্বর্ণের অট্টালিকার মধ্যে সেই কন্যা সেইরূপ পর্য্যঙ্কে বসিয়া আছে, আর চতুর্দ্দিকে নবযুবতী বিদ্যাধরীরা তাহার সেবায় নিযুক্ত আছে। কন্যাও দূর হইতে আমাকে দেখিবামাত্র সহচরী পাঠাইয়া পরম সমাদরে আমার অভ্যর্থনা করিল। আমি সেই সহচরীকে জিজ্ঞাসা করায় সে কহিল,—ইনি কন্দর্পকেলিনামক বিদ্যা-ধরচক্রবর্ত্তীর (৩) কন্যা, ইহাঁর নাম রত্নমঞ্জরী। ইনি এই পণ করিয়াছেন যে,—

---

(১) 'পোতবণিক্'—যে সমুদ্রপথে বাণিজ্য করে।

(২) 'কল্পবৃক্ষ'—সুরপতি ইন্দ্রের নন্দনবনের বৃক্ষবিশেষ। কল্পবৃক্ষের নিকট যে যাহা চায়, তাহাই পায়।

(৩) 'বিদ্যাধরচক্রবর্ত্তী'—বিদ্যাধরজাতীয় রাজমণ্ডলের অধীশ্বর। 'বিদ্যাধর'—দেবযোনিবিশেষ। যক্ষ ও অপ্সরা হইতে এই জাতির উৎপত্তি।

স্বচক্ষুষাগত্য পশ্যতি সএব মাং পরিণেষ্যতীতি। তদিমাং গন্ধর্ব্ববিধানেন পরিণয়তু ভবান্। অথ বৃত্তে গন্ধর্ব্ববিবাহে তত্র তয়া সহাহং রমমাণশ্চিরং তিষ্ঠামি। ততঃ একদা রহসি তয়োক্তম্—স্বামিন্ স্বেচ্ছয়া সর্ব্বমিদমুপভোক্তব্যম্। কিন্তু এষা চিত্রগতা স্বর্ণরেখা নাম বিদ্যাধরী ন কদাচিৎ স্প্রষ্টব্যা। পশ্চাদুপজাতকৌতুকেন সা স্বর্ণরেখা হস্তেন ময়া স্পৃষ্টা। তয়া চ চিত্রগতয়াপ্যহং তথা কৃত্বা চরণপদ্মেনাহত আগত্য স্বরাষ্ট্রে পতিতঃ। অতো দুঃখার্ত্তোহহং প্রব্রজিতঃ পৃথিবীং পরিভ্রমন্ ইমাং নগরীমনুপ্রাপ্তঃ। অত্র চাতিক্রান্তে দিবসে গোপগৃহে সুপ্তঃ সন্নপশ্যম্। প্রদোষসময়ে স গোপো গোষ্ঠাদাগতঃ স্ববধূং দূত্যা সহ মন্ত্রয়ন্তীমপশ্যৎ। ততস্তাং গোপীং তাড়য়িত্বা স্তম্ভে বদ্ধা

"যে ব্যক্তি এই স্থানে আসিয়া স্বচক্ষে এই সুবর্ণপুরী দর্শন করিবে, তাহাকেই বরমাল্য দিব"। অতএব আপনি ইহাঁকে গন্ধর্ব্ববিধানে (১) বিবাহ করুন। অনন্তর গন্ধর্ব্ববিধানে বিবাহ সম্পন্ন হইলে, আমি তথায় তাহার সহিত পরমানন্দে বহুদিন অতিবাহিত করিলাম। একদিন বিদ্যাধরনন্দিনী গোপনে আমাকে কহিল,—নাথ! আপনি এস্থানের সমস্ত বস্তুই ইচ্ছামত উপভোগ করুন, কেবল এই যে চিত্রপটে স্বর্ণরেখানাম্নী বিদ্যাধরী চিত্রিত রহিয়াছে, এইখানি কদাচ স্পর্শ করিবেন না। একদা নিতান্ত কুতূহলাক্রান্ত হইয়া আমি সেই চিত্রপটখানি হস্তদ্বারা স্পর্শ করিলাম। যেমন স্পর্শ করিলাম, অমনি সেই চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি আমাকে এরূপ পদাঘাত করিল যে, আমি একেবারে নিজ রাজ্যে আসিয়া পতিত হইলাম। অনন্তর, আমি সেই বিদ্যাধরনন্দিনীর বিরহশোকে সংসার ত্যাগ করিয়া এইরূপ সন্ন্যাসী হইয়া বেড়াইতেছি। পৃথিবীর নানা স্থান ভ্রমণ করিতে করিতে এই নগরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এস্থানে গত দিবস এক গোপের আলয়ে বিশ্রাম করিতে করিতে দেখিলাম,—গোপ গোষ্ঠ হইতে সন্ধ্যার সময় বাটীতে আসিল। আসিয়া দেখিল,—তাহার স্ত্রী এক দূতীর সহিত কি মন্ত্রণা করিতেছে। তদ্দর্শনে সে স্ত্রীকে প্রহার করিল এবং তাহাকে স্তম্ভে (২) বন্ধন

---

(১) বর ও কন্যা পরস্পরের প্রতি প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়া পরস্পরকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বরণ করিলে, তাহাকে 'গন্ধর্ব্ববিধানে' বিবাহ বলে।

(২) 'স্তম্ভ'—ঘরের থাম বা খুঁটি।

সুপ্তঃ। ততোঽৰ্দ্ধরাত্রেঽস্য নাপিতস্য বধূর্দূতী পুনস্তাং গোপী-মুপেত্যাবদৎ—তব বিয়োগানলদগ্ধোঽসৌ স্মরশরজর্জ্জরিতো মুমূর্ষুরিব বর্ত্ততে। (১) তদহমাত্মানমত্র বদ্ধা তিষ্ঠামি। ত্বং তত্র গত্বা তং সন্তোষ্য সত্বরমাগচ্ছ। তথানুষ্ঠিতে সতি স গোপঃ প্রবুদ্ধোঽবদৎ—ইদানীং জারান্তিকং কথং ন যাসি। ততো যদা সা দূতী ন কিঞ্চিদ্ ব্রূতে তদা—'দর্পান্মম বচনস্যোত্তরমপি ন দদাসি'—ইত্যুক্ত্বা প্রকুপ্য কর্ত্তরিকামাদায় তস্যাস্তেন নাসিকা ছিন্না। তথা কৃত্বা পুনঃ সুপ্তো গোপো নিদ্রামুপগতঃ। অথাগত্য

করিয়া রাখিয়া আপনি গিয়া শয়ন করিল। অনন্তর দুই প্রহর রাত্রে এই নাপি-তের পত্নী সেই দূতী পুনরায় গোপীর নিকট আসিয়া বলিল,—তোমার নায়ক তোমার বিরহানলে দগ্ধ ও কামশরপ্রহারে জর্জ্জরিত হইতেছে। তাহার প্রাণ যায়। (১) তুমি শীঘ্র গিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া অবিলম্বে ফিরিয়া আইস, আমি ততক্ষণ এই স্তম্ভে আমাকেই বন্ধন করিয়া রাখি। অনন্তর সেইরূপ অনুষ্ঠিত হইলে পর, সেই গোপ জাগরিত হইয়া স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—কোই এখনও যে তুই তোর উপপতির কাছে যাস্ নাই ?। এই কথায় সেই দূতী যখন কোনও উত্তর দিল না, তখন গোপ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল,—'কি! তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমার কথার উত্তর দিলি না'—ইহা বলিয়া কাতারি আনিয়া তাহার নাসিকা ছেদন করিল। পত্নীবোধে দূতীর নাসিকা ছেদন করিয়া

(১) ইহার পর কোনও কোনও পুস্তকে নিম্নলিখিত অংশটুকু বেশি আছে, যথা ;—

"তথা চোক্তম্,—

রজনীকরনাথেন খণ্ডিতে তিমিরে নিশি।
যূনাং মনাংসি বিব্যাধ দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা মনোভবঃ" ॥

তস্য তাদৃশীমবস্থামবলোক্য পরিক্লিষ্টমনাস্ত্বামনুবর্ত্তিতু-মাগতা"।

অনুবাদ,—

কথিতও আছে যে,—

বিনাশিয়া নিশাকর নিশার আঁধার, আলোকিত করে যবে জগত সংসার ;
বিরহী যুবার মন বাছিয়া বাছিয়া, জর জর করে কাম বিঁধিয়া বিঁধিয়া।

আমি তাহার সেইরূপ অবস্থা দর্শনে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া তোমাকে অনুনয় করিতে আসিলাম।

সা গোপী দূতীমপৃচ্ছৎ—কা বার্ত্তা। দূতী উবাচ—পশ্য মম মুখমেব বার্ত্তাং কথয়তি। অনন্তরং সা গোপী তথৈবাত্মানং বদ্ধাবস্থিতা। দূতী ছিন্ননাসিকাং গৃহীত্বা নিজগৃহং প্রবিশ্য স্থিতা। ততঃ প্রভাতে তেন নাপিতেন ক্ষুরভাণ্ডং যাচিতা সতী সা তস্মৈ ক্ষুরভাণ্ডমদত্ত্বা ক্ষুরমেকং প্রাদাৎ। ততোঽয়ং নাপিতঃ প্রকুপিতঃ ক্ষুরং দূরাদেব গৃহে প্রক্ষিপ্তবান্। অথ কৃতার্ত্তনাদেয়ং—'বিনাপরাধেনানেন মম নাসিকা ছিন্না'—ইত্যুক্ত্বা ধর্ম্মাধিকারিসমীপমেনমানীতবতী। সা চ গোপী তেন গোপেন পৃষ্টোবাচ—অরে পাপ কো মাং মহাসতীং বিরূপয়িতুং সমর্থঃ। মম ব্যবহারমষ্টৌ লোকপালা এব জানন্তি। যতঃ।

আদিত্যচন্দ্রাবনিলোঽনলশ্চ
দ্যৌর্ভূমিরাপো হৃদয়ং যমশ্চ।
অহশ্চ রাত্রিশ্চ উভে চ সন্ধ্যে
ধর্ম্মশ্চ জানাতি নরস্য বৃত্তম্॥১১০॥

গোপ পুনরায় নিদ্রা যাইল। অনন্তর গোপী আসিয়া দূতীকে জিজ্ঞাসা করিল,—সংবাদ কি? দূতী কহিল,—আমার মুখ দেখিলেই সংবাদ জানিতে পারিবে। অনন্তর, গোপী পূর্ব্বমত, আপনাকে স্তম্ভে বন্ধন করিয়া রহিল, দূতীও আপনার ছিন্ন নাসিকাটি লইয়া স্বগৃহে প্রস্থান করিল। অনন্তর, প্রাতঃকালে নাপিত যখন স্ত্রীকে ক্ষুরভাঁড় আনিয়া দিতে কহিল, তখন নাপিতপত্নী সেই দূতী সমগ্র ক্ষুরভাঁড় না দিয়া কেবল একখানি ক্ষুর দূর হইতে স্বামীর নিকট ফেলিয়া দিল। স্ত্রীর এইরূপ ব্যবহারে নাপিত ক্রুদ্ধ হইয়া সেই ক্ষুর লইয়া দূর হইতে গৃহমধ্যে নিক্ষেপ করিল। নাপিতপত্নী তৎক্ষণাৎ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, এবং বলিতে লাগিল,—দেখ! এ বিনা অপরাধে আমার নাক কাটিল। সে এই বলিয়া, বিচারালয়ে গমন পূর্ব্বক স্বামীকে বিচারপতির নিকট উপস্থিত করিল। এ দিকে সেই গোপ পুনরায় উঠিয়া গোপীকে ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, গোপী কহিল,—ওরে পাপিষ্ঠ! কার সাধ্য আমার ন্যায় পরম সতীকে অস্ত্রাঘাতে অঙ্গহীন করিতে পারে! আমি যে কত বড় সতী, অষ্ট লোকপালই তাহার সাক্ষী আছেন। কারণ;—

আদিত্য, চন্দ্রমা, আর যম, হুতাশন, দিবা, রাত্রি, দুই সন্ধ্যা, সলিল, পবন;

ততোঽহং যদি মহাসতী নিজস্বামিনং বিহায় নান্যং মনসাপি চিন্তয়ামি তদা ছিন্নাপি মম নাসিকা অচ্ছিন্নাস্তু। ততো যাবদসৌ গোপঃ প্রদীপমানীয় তস্যা মুখং পশ্যতি তাবদক্ষতং মুখমবলোক্য তচ্চরণয়োঃ পতিতঃ। যোঽয়মাস্তে সাধুঃ এতদ্বৃত্তান্তমপি শৃণুত। অয়ং স্বগৃহান্নির্গতো দ্বাদশভির্বর্ষৈর্মলয়োপকণ্ঠাদিমাং নগরীমনুপ্রাপ্তঃ। অত্র চ বেশ্যাগৃহে সুপ্তঃ। তত্র কুট্টিন্যা গৃহদ্বারি স্থাপিতস্য কাষ্ঠঘটিতবেতালস্য মূর্দ্ধ্নি রত্নমেকমুৎকৃষ্টমাস্তে। তৎ দৃষ্ট্বার্থলুব্ধেনানেন সাধুনা রাত্রাবুত্থায় তত্র হস্তো দত্তঃ। তদৈব তেন বেতালেন সূত্রসঞ্চারিতেন বাহুভ্যাং পীড়িতঃ সন্নার্ত্তনাদং চকার। পশ্চাদুত্থায় কুট্টিন্যোক্তম্—পুত্র মলয়োপকণ্ঠাদাগতোঽসি। তৎ সর্ব্বরত্নানি প্রযচ্ছ। নো চেদনেন ন ত্যক্তব্যোঽসি। ইত্থমেবায়ং চেটকঃ। ততোঽনেন সর্ব্বরত্নানি সমর্পিতানি।

স্বর্গ, মর্ত্ত্য, ধর্ম্ম, আর আপন হৃদয়, মনুষ্যকর্ম্মের সদা সাক্ষী এরা হয়। ১১০।

অতএব আমি যদি যথার্থ সতী হই, যদি মনে জ্ঞানেও পতি ভিন্ন আর কাহাকে না ভাবিয়া থাকি, তবে এই দণ্ডেই আমার কাটা নাক জোড়া লাগুক। অনন্তর সেই গোপ যখন প্রদীপ জ্বালিয়া আনিল, তখন দেখিল যে, তাহার মুখে আঘাতের চিহ্নও নাই। তখন সে পত্নীর পদতলে নিপতিত হইল। আর আমার সঙ্গে এই যে সাধুকে দেখিতেছ, ইহাঁর বৃত্তান্তও শ্রবণ কর। ইনি, বার বৎসর হইল, বাটী হইতে বহির্গত হইয়া, এক্ষণে মলয়াচলের নিকট হইতে এই নগরে উপস্থিত হইয়াছেন। ইনি এই স্থানের এক বেশ্যালয়ে শয়ন করিয়াছিলেন। কুট্টিনী সেই গৃহের দ্বারদেশে একটী কাষ্ঠনির্ম্মিত বেতালমূর্ত্তির মস্তকে একখানি উৎকৃষ্ট মণি রাখিয়া দিয়াছে। সেই মণিটি দেখিয়া ইনি লোভান্ধ হইলেন, এবং খানিক রাত্রে উঠিয়া তাহাতে হস্ত প্রদান করিলেন। সেই মূর্ত্তিটি এরূপ কলে বাঁধা ছিল যে, তাহাতে হস্তদিবামাত্রেই তাহা দুই বাহু প্রসারিত করিয়া ইহাঁকে জড়াইয়া ধরিল। তাহার বাহুপেষণে নিপীড়িত হইয়া ইনি আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। তখন কুট্টিনী উঠিয়া বলিল,—বৎস! তুমি মলয়াচল হইতে অনেক রত্ন আনিয়াছ, সে গুলি সমস্ত ইহাকে প্রদান কর, নতুবা এ কিছুতেই তোমাকে ছাড়িয়া দিবে না। এই বেতালটা এইরূপই করিয়া থাকে। তাহার পর, ইনি আপনার সমস্ত ধনরত্ন তাহাকে সমর্পণ করি-

অধুনা চায়মপি হৃতসর্ব্বস্বোঽস্মাসু মিলিতঃ। এতৎ সর্ব্বং শ্রুত্বা রাজপুরুষৈর্ন্যায়ে ধর্ম্মাধিকারী প্রবর্ত্তিতঃ। অনন্তরং তেন নাপিত-বধূর্মুণ্ডিতা। গোপী শাসিতা। কুট্টিনী দণ্ডিতা। সাধোর্ধনানি চ প্রদত্তানি। অতোঽহং ব্রবীমি—"স্বর্ণরেখামহং স্পৃষ্ট্বা"–ইত্যাদি। অতঃ স্বয়ং কৃতোঽয়ং দোষঃ। অত্র বিলপনমনুচিতম্। ক্ষণং বিমৃশ্য—মিত্র সহসৈব যথানয়োঃ সৌহার্দ্দং ময়া কারিতং তথা ভেদোঽপি কার্য্যঃ। যতঃ।

অতথ্যান্যপি তথ্যানি দর্শয়ন্তি হি পেশলাঃ।
সমে নিম্নোন্নতানীব চিত্রকর্ম্মবিদো জনাঃ॥ ১১১ ॥

অপরঞ্চ। উৎপন্নেষ্বপি কার্য্যেষু মতির্যস্য ন হীয়তে।
স নিস্তরতি দুর্গাণি গোপী জারদ্বয়ং যথা॥ ১১২ ॥

লেন। এক্ষণে ইনিও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া আমার সঙ্গী হইয়াছেন। এই সমস্ত ব্যাপার শ্রবণ করিয়া রাজপুরুষেরা বিচারপতির দ্বারা সুবিচার করাইল। বিচারে নাপিতবধূর মস্তকমুণ্ডন হইল, গোপপত্নীর বিলক্ষণ শাসন হইল, কুট্টিনী গুরুতর দণ্ড পাইল, এবং সাধু আপনার সমস্ত ধন রত্ন ফিরিয়া পাইল। এইজন্যই আমি বলিতেছিলাম যে,—"স্বর্ণরেখা ছুঁয়ে মোর দুর্গতি হইল-" ইত্যাদি। অতএব এ আমার নিজেরই দোষ, এ বিষয়ে অনুতাপ করা অনুচিত। অনন্তর, দমনক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিল,—মিত্র! আমি যেমন না বুঝিয়া প্রভুর সহিত সঞ্জীবকের বন্ধুতা ঘটাইয়াছি, তেমনি নিজ বুদ্ধিকৌশলে এ উভয়ের মধ্যে বন্ধু-বিচ্ছেদও ঘটাইতে পারি। কারণ,—

সমতল পটে পটু চিত্রকরগণ, উচু নীচু চিত্র আঁখি দেখায় যেমন;
তেমনি কৌশলে যেই হয় বিচক্ষণ, সত্যকেও মিথ্যা করি দেখায় সে জন (১)।১১১।

আরো,—

যোগায় যাহার বুদ্ধি কাজের বেলায়, সকল সঙ্কট সেই কাটাইয়া যায়;
উপস্থিত-বুদ্ধি-বলে গোপী আপনার, দুই উপপতি হ'তে পাইল নিস্তার।১১২।

---

(১) চিত্রপটখানি সমতল হইলেও যেমন নিপুণ চিত্রকর তাহার উপর উচু নীচু দৃশ্য সকল অবিকল আঁকিয়া দেখাইতে পারে, তেমনি চতুর লোকে সত্যকেও মিথ্যা করিয়া বুঝাইতে পারে। অর্থাৎ এই সঞ্জীবক বাস্তবিক নির্দ্দোষ হইলেও আমি প্রভুর নিকট ইহাকে ঘোর বিদ্রোহী বলিয়া প্রতিপন্ন করিব।

করটকঃ পৃচ্ছতি কথমেতৎ। দমনকঃ কথয়তি। অস্তি দ্বারবত্যাং পুর্য্যাং কস্যচিদ্ গোপস্য বধূর্বন্ধকী। সা গ্রামস্য দণ্ডনায়কেন তৎপুত্রেণ চ সহ রমতে। তথা চোক্তম্।

নাগ্নিস্তৃপ্যতি কাষ্ঠানাং নাপগানাং মহোদধিঃ।
নান্তকঃ সর্ব্বভূতানাং ন পুংসাং বামলোচনা ॥ ১১৩ ॥

অন্যচ্চ। ন দানেন ন মানেন নার্জ্জবেন ন সেবয়া।
ন শস্ত্রেণ ন শাস্ত্রেণ বিষমাঃ সর্ব্বথা স্ত্রিয়ঃ ॥১১৪॥

যতঃ। গুণাশ্রয়ং কীর্ত্তিযুতং চ কান্তম্
পতিং রতিজ্ঞং সধনং যুবানম্।
বিহায় শীঘ্রং বনিতা ব্রজন্তি
নরান্তরং শীলগুণাদিহীনম্ ॥ ১১৫ ॥

অপরঞ্চ। ন তাদৃশীং প্রীতিমুপৈতি নারী
বিচিত্রশয্যাং শয়িতাপি কামম্।

করটক জিজ্ঞাসিল,—সে কিরূপ?। দমনক কহিল। দ্বারকাপুরীতে কোনও গোপের এক কুলটা পত্নী ছিল। সে সেই গ্রামের দণ্ডনায়ক (১) এবং তাহার পুত্র, উভয়কেই রতি দান করিত। কথিতও আছে যে,—

যত কাষ্ঠ দহে অগ্নি তত আরো জ্বলে, যত নদী পড়ে তাহে সিন্ধু নাহি টলে;
যত প্রাণী মারে যম তৃপ্তি নাহি পায়, যতই পুরুষ জুঠে নারী আরো চায় (২)।১১৩।

আরো,—

সেবায়, সারল্যে, কিম্বা দানে বা সম্মানে; শস্ত্রে কিম্বা শাস্ত্রে নারী বশ নাহি মানে।১১৪।

কারণ,—

ধনবান্ গুণবান্ যশস্বী তরুণ, প্রণয়ী সুন্দর অতি রতিতে নিপুণ;
হেন পতি ছাড়ি নারী যায় তার কাছে, রূপ গুণ আদি যার কিছুই না আছে।১১৫।

আরোও,—

বিচিত্র শয়নে নিজ পতি সনে
নাহি সুখ পায় তত;

---

(১) 'দণ্ডনায়ক'—ম্যাজিষ্ট্রেট, সহরকোতোয়াল বা প্রধান চৌকিদার।

(২) এই শ্লোক ও পরবর্ত্তী শ্লোকগুলি কেবল কুলটা নারীর পক্ষেই অভিপ্রেত।

যথা হি দূর্ব্বাদিবিকীর্ণভূমৌ
প্রয়ান্তি সৌখ্যং পরকান্তসঙ্গাৎ ॥ ১১৬ ॥

অথ সা কদাচিৎ দণ্ডনায়কসুতেন সহ রমমাণা তিষ্ঠতি। অত্রান্তরে দণ্ডনায়কোঽপি রন্তুং তত্রাগতঃ। তমায়ান্তং দৃষ্ট্বা তৎপুত্রং কুশূলে নিক্ষিপ্য দণ্ডনায়কেন সমং তথৈব ক্রীড়িতবতী। অনন্তরং তস্য ভর্ত্তা গোপো গোষ্ঠাৎ সমাগতঃ। তমালোক্য গোপ্যোক্তম্—দণ্ডনায়ক ত্বং লগুড়ং গৃহীত্বা কোপং দর্শয়ন্ সত্বরং যাহি। তথানুষ্ঠিতে সতি স গোপস্তত্রাগত্য ভার্য্যাং পৃষ্টবান্—কেন কারণেন দণ্ডনায়কঃ সমাগতোঽত্র। সা ব্রূতে—অয়ং কেনাপি কারণেন পুত্রস্যোপরি ক্রুদ্ধঃ। স চ পলায়মানোঽত্রাগত্য প্রবিষ্টঃ। ময়া কুশূলে নিক্ষিপ্য রক্ষিতঃ। তৎপিত্রা চান্বিষ্যতাত্র গৃহে ন দৃষ্টঃ। অতোঽয়ং কুপিতএব গচ্ছতি। ততঃ সা তৎপুত্রং কুশূলাদবতার্য্য দর্শিতবতী। তথা চোক্তম্।

পড়ি দূর্ব্বা-বনে পরকান্ত সনে
নারী সুখ পায় যত। ১১৬।

অনন্তর একদিন সেই গোপী দণ্ডনায়কের পুত্রের সহিত বিহারে আসক্ত আছে, এমন সময় দণ্ডনায়কও আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে আসিতে দেখিয়াই গোপী দণ্ডনায়কের পুত্রকে ধান্যের আধারে নিক্ষেপ করিয়া দণ্ডনায়কের সহিত সেইরূপ বিহার করিতে লাগিল। ইত্যবসরে তাহার স্বামী গোপ গোষ্ঠ হইতে বাটীতে আসিল। স্বামীকে আসিতে দেখিয়াই গোপী কহিল,—দণ্ডনায়ক! তুমি লগুড় লইয়া ক্রোধ প্রকাশ করিতে করিতে চলিয়া যাও। সে সেইরূপ করিলে, গোপ ভার্য্যাকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কি জন্য দণ্ডনায়ক এখানে আসিয়াছিলেন?। গোপী কহিল,—উনি কোনও কারণে আপন পুত্রের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। সে ভয়ে পলায়ন করিতে করিতে এই গৃহে প্রবেশ করিয়াছে। আমি তাহাকে ঐ ধান্যের ভিতর ফেলিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছি। উহার পিতা উহাকে এই গৃহে অন্বেষণ করিয়া দেখিতে পাইল না, তাই ঐরূপ ক্রোধভরে চলিয়া যাইতেছে। অনন্তর, গোপপত্নী দণ্ডনায়কের পুত্রকে ধান্যাধার হইতে নামাইয়া স্বামীকে দেখাইল। কথিতও আছে যে,—

আহারো দ্বিগুণঃ স্ত্রীণাং বুদ্ধিস্তাসাং চতুর্গুণা।
ষড়্গুণো ব্যবসায়শ্চ কামশ্চাষ্টগুণঃ স্মৃতঃ ॥ ১১৭ ॥

অতোঽহং ব্রবীমি—"উৎপন্নেষ্বপি কার্য্যেষু"—ইত্যাদি। করটকো ব্রূতে—অস্ত্যেবম্। কিন্ত্বনয়োর্মহান্ নৈসর্গিকঃ স্নেহঃ কথং ভেদয়িতুং শক্যঃ।

দমনক আহ—উপায়শ্চিন্তনীয়ঃ। তথা চোক্তম্।

উপায়েন হি যচ্ছক্যং ন তচ্ছক্যং পরাক্রমৈঃ।
কাক্যা কনকসূত্রেণ কৃষ্ণসর্পো নিপাতিতঃ ॥১১৮॥

করটকঃ পৃচ্ছতি—কথমেতৎ। দমনকঃ কথয়তি। কস্মিংশ্চিৎ তরৌ বায়সদম্পতী নিবসতঃ। তয়োশ্চাপত্যানি তরুকোটরাবস্থিতেন কৃষ্ণসর্পেণ খাদিতানি। ততঃ পুনর্গর্ভবতী বায়সী বায়সমাহ—স্বামিন্ ত্যজ্যতাময়ং তরুঃ। অত্র যাবৎ কৃষ্ণসর্পঃ তাবৎ আবয়োঃ সন্ততিঃ কদাচিদপি ন ভবিষ্যতি। যতঃ।

দুষ্টা ভার্য্যা শঠং মিত্রং ভৃত্যশ্চোত্তরদায়কঃ।
সসর্পে চ গৃহে বাসো মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ ॥ ১১৯ ॥

পুরুষের দুই গুণ নারীর আহার, পুরুষ হইতে বুদ্ধি চারি গুণ তার;
পুরুষের ছয় গুণ হৃদয়ের বল, পুরুষের আট গুণ স্ত্রীর কামানল। ১১৭।

এই জন্যই আমি বলিতেছিলাম যে,—"যোগায় যাহার বুদ্ধি কাজের বেলায়"—ইত্যাদি। করটক কহিল,—হাঁ এ কথা সত্য বটে, কিন্তু ইহাদের উভয়ের অতি অকৃত্রিম প্রণয়, কিরূপে ভেদ ঘটাইবে?। দমনক কহিল,—একটা উপায় করিতে হইবে। কথিতও আছে যে,—

বলে যা না পারে লোক কৌশলে তা পারে; কালসর্প মারে কাকী সুবর্ণের হারে।১১৮।

করটক জিজ্ঞাসিল,—সে কি প্রকার?। দমনক কহিল। এক বৃক্ষে কাক ও কাকী বাস করে। সেই বৃক্ষের কোটরে এক কালসর্প ছিল, সে তাহাদের শাবক গুলি ভক্ষণ করিত। অনন্তর, বায়সীর পুনরায় গর্ভ হইলে, সে বায়সকে বলিল,—নাথ! এই বৃক্ষ পরিত্যাগ করুন। এ বৃক্ষে যাবৎ কালসর্প থাকিবে তাবৎ আমাদের সন্তান কদাচ রক্ষা পাইবে না। কারণ;—

মিত্র যার শঠ, দুষ্টা ভার্য্যা যার ঘরে, ভৃত্য যার সমান উত্তর সদা করে;

বায়সো ব্রূতে—প্রিয়ে ন ভেতব্যম্। বারং বারং ময়ৈতস্য মহাপরাধঃ সোঢ়ঃ। ইদানীং পুনর্ন ক্ষন্তব্যঃ। বায়স্যাহ—কথমনেন বলবতা কৃষ্ণসর্পেণ সার্দ্ধং ভবান্ বিগ্রহীতুং সমর্থঃ স্যাৎ। বায়সো ব্রূতে—অলমনয়া চিন্তয়া। যতঃ।

বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য নির্বুদ্ধেস্তু কুতো বলম্।
পশ্য সিংহো মদোন্মত্তঃ শশকেন নিপাতিতঃ ॥১২০॥

বায়স্যাহ—কথমেতৎ। বায়সঃ কথয়তি। অস্তি মন্দরনাম্নি পর্ব্বতে দুর্দ্দান্তো নাম সিংহঃ। স চ সর্ব্বদা পশূনাং বধং বিদধান-এবাস্তে। ততঃ সর্ব্বৈঃ পশুভির্মেলকং কৃত্বা স সিংহো বিজ্ঞপ্তঃ—দেব কিমর্থং সর্ব্বপশুবধঃ ক্রিয়তে। যদি প্রসাদো ভবতি তদা বয়মেব ভবদাহারার্থং প্রত্যহমেকৈকং পশুমুপঢৌকয়ামঃ। সিংহে-নোক্তম্—যদ্যেতদভিমতং ভবতাম্ তর্হি ভবতু তৎ। ততঃ প্রভৃতি প্রত্যহমেকৈকং পশুমুপকল্পিতং ভক্ষয়ন্নাস্তে। অথ কদাচিৎ কস্যাপি বৃদ্ধশশকস্য বারঃ সমায়াতঃ। ততঃ সোঽচিন্তয়ৎ।

আর যার সর্প সনে এক ঘরে বাস, নিশ্চয় জানিবে তার নিকটে বিনাশ। ১১৯।

বায়স কহিল,—প্রিয়ে! ভয় করিও না। আমি বার বার ঐ সর্পের দারুণ অত্যাচার সহ্য করিয়াছি। এক্ষণে আর উহাকে ক্ষমা করিব না। তাহা শুনিয়া বায়সী কহিল,—তুমি কিরূপে ঐ দুরন্ত কালসর্পকে দমন করিবে?। বায়স কহিল,—সে বিষয়ে কোনও শঙ্কা করিও না, কেন না,—

বুদ্ধি যার বল তার জানিবে নিশ্চয়, কোথা তার বল? যার বুদ্ধি নাহি রয়;
দুর্ব্বল শশক এক নিজ বুদ্ধিবলে, দারুণ দুর্জ্জয় সিংহে মারিল কৌশলে। ১২০।

বায়সী জিজ্ঞাসিল,-সে কিরূপ?। বায়স কহিল। মন্দর পর্ব্বতে দুর্দ্দান্ত নামে এক সিংহ ছিল। সে সর্ব্বদাই পশু বধ করিত। অনন্তর, সমস্ত পশুগণ মিলিত হইয়া সেই সিংহকে নিবেদন করিল,—মহারাজ! কি কারণে সমস্ত পশু সংহার করিতেছেন?। আমরা আপনার ভোজনের নিমিত্ত প্রত্যহ এক একটি পশু উপহার দিব। সিংহ বলিল,—যদি ইহাই তোমাদের অভিপ্রায় হয় তবে তাহাই হইবে। তদবধি সিংহ প্রতিদিন এক একটি করিয়া পশু উপহার পাইয়া ভোজন করিত। অনন্তর একদা এক বৃদ্ধ শশকের যাইবার দিন উপস্থিত হইল। সে ভাবিল,—

ত্রাসহেতোর্বিনীতিস্তু ক্রিয়তে জীবিতাশয়া।
পঞ্চত্বং চেদ্ গমিষ্যামি কিং সিংহানুনয়েন মে ॥১২১॥

তস্মন্দং মন্দমুপগচ্ছামি। ততঃ সিংহোঽপি ক্ষুধাপীড়িতঃ কোপাৎ তমুবাচ—কুতস্ত্বং বিলম্বাদাগতোঽসি। শশকোঽব্রবীৎ—দেব নাহমপরাদ্ধঃ। আগচ্ছন্ পথি সিংহান্তরেণ বলাদ্ধৃতঃ। তস্যাগ্রে পুনরাগমনায় শপথং কৃত্বা স্বামিনং নিবেদয়িতুমত্রাগতোঽস্মি। সিংহঃ সকোপমাহ—সত্বরং গত্বা দর্শয় মে কাসৌ দুরাত্মা তিষ্ঠতি। ততঃ শশকস্তং গৃহীত্বা গভীরকূপসমীপং গতঃ। তত্রাগত্য—স্বয়মেব পশ্যতু স্বামী—ইত্যুক্ত্বা তস্মিন্ কূপজলে তস্যৈব সিংহস্য প্রতিবিম্বং দর্শিতবান্। ততোঽসৌ ক্রোধাধ্মাতো দর্পাৎ তস্যোপরি আত্মানং নিক্ষিপ্য পঞ্চত্বং গতঃ। অতোঽহং ব্রবীমি—"বুদ্ধির্যস্য"–ইত্যাদি। বায়স্যাহ—শ্রুতং ময়া। সংপ্রতি যথাকর্ত্তব্যং ব্রূহি। বায়সোঽবদৎ—প্রিয়ে অত্রাসন্নে সরসি রাজ-

---

সঙ্কটে পড়িয়া লোক প্রাণের আশায়, ভীষণ শত্রুর কাছে মিনতি জানায়;
নিতান্ত আমারে যদি মরিতেই হয়, কি হেতু সিংহেরে তবে করি অনুনয়? ।১২১।

অতএব আমি বিলম্ব করিয়া গমন করি। এদিকে সিংহও ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর ছিল, তাহাকে দেখিবামাত্র মহাক্রোধে কহিল,—তুই কি জন্য এত বিলম্ব করিয়া আসিলি?। শশক কহিল,–মহারাজ! আমার কোনও অপরাধ নাই। আসিতে আসিতে পথে আমাকে আর এক সিংহ বলপূর্ব্বক ধরিয়া রাখিল। আমি তাহার নিকট পুনরায় আসিবার জন্য শপথ করিয়া, প্রভুকে এই বিষয় জানাইতে আসিয়াছি। সিংহ সক্রোধে কহিল,–কোথায় সেই দুরাত্মা? আমাকে শীঘ্র লইয়া গিয়া দেখাও। অনন্তর শশক সিংহকে সঙ্গে লইয়া এক গভীর কূপের নিকট উপস্থিত হইল। তথায় গিয়া সিংহকে কহিল,—প্রভো! এই আপনি স্বচক্ষে আসিয়া দেখুন। ইহা বলিয়া সে সেই কূপজলে সেই সিংহেরই প্রতিবিম্ব দেখাইল। সিংহ তাহা দেখিয়া রোষে স্ফীত হইয়া মহাদর্পে যেমন সেই কূপমধ্যে ঝম্প দিয়া পড়িল অমনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। এই জন্যই আমি বলিতেছিলাম যে,—"বুদ্ধি যার বল তার"–ইত্যাদি।

বায়সী কহিল,—এ কথা ত শুনিলাম, এক্ষণে কি কর্ত্তব্য তাহা বল। বায়স

পুত্রঃ প্রত্যহমাগত্য স্নাতি। স্নানসময়ে তদঙ্গাবতারিতং তীর্থশিলানিহিতং কনকসূত্রং চঞ্চ্বা ধৃত্বানীয়াস্মিন্ কোটরে ধারয়িষ্যসি। অথ কদাচিৎ কনকসূত্রং দৃষদি সংস্থাপ্য স্নাতুং জলং প্রবিষ্টে রাজপুত্রে বায়স্যা তদনুষ্ঠিতম্। অথ কনকসূত্রানুসরণপ্রবৃত্তৈঃ রাজপুরুষৈঃ তত্র তরুকোটরে নিরূপ্যমাণঃ কৃষ্ণসর্পো ব্যাপাদিতঃ। অতোঽহং ব্রবীমি—"উপায়েন হি যচ্ছক্যম্"-ইত্যাদি। করটক আহ—যদ্যেবং তদা গচ্ছ। শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ। ততো দমনকঃ পিঙ্গলকসমীপং গত্বা প্রণম্যোবাচ—দেব অত্যাহিতং মন্যমানো নিবেদয়িতুমাগতঃ। যতঃ।

আপদ্যুন্মার্গগমনে কার্য্যকালাত্যয়েষু চ।
কল্যাণবচনং ব্রূয়াদপৃষ্টোঽপি হিতো নরঃ ॥১২২॥

অন্যচ্চ। ভোগস্য ভাজনং রাজা মন্ত্রী কার্য্যস্য ভাজনম্।
রাজকার্য্যপরিধ্বংসী মন্ত্রী দোষেণ লিপ্যতে ॥১২৩॥

কহিল,—প্রিয়ে! ঐ নিকটবর্ত্তী সরোবরে রাজপুত্র প্রতিদিন আসিয়া স্নান করেন। তিনি স্নান করিবার সময় অঙ্গ হইতে স্বর্ণের হার খুলিয়া ঘাটের প্রস্তরে রাখিয়া যেমন জলে নামিবেন, তুমি অমনি সেই হারছড়াটি ঠোঁটে করিয়া আনিয়া এই সর্পের কোটরে রাখিয়া দিবে। অনন্তর একদিন রাজপুত্র প্রস্তরের উপর হার রাখিয়া স্নান করিতে নামিলে বায়সী সেই হার লইয়া সর্পকোটরে রাখিল। রাজভৃত্যেরাও সেই সুবর্ণহারের অনুসরণক্রমে সেই বৃক্ষকোটরে গিয়া অনুসন্ধান করায় সেই কালসর্পকে দেখিতে পাইয়া তাহার প্রাণসংহার করিল। এই জন্যই আমি বলিতেছিলাম যে,—"বলে যা না পারে লোক কৌশলে তা পারে"-ইত্যাদি। করটক কহিল,—যদি এইরূপ করাই স্থির হয়, তবে তুমি গমন কর, তোমার পথ বিঘ্নশূন্য হউক। অনন্তর দমনক পিঙ্গলকের নিকট গিয়া প্রণাম করিয়া কহিল,—মহারাজ! অত্যন্ত অমঙ্গল বুঝিয়া জানাইতে আসিয়াছি। কারণ,—

প্রভুর বিপদ কিম্বা বিপথে গমন, কার্য্যকাল ব্যতিক্রম করিলে দর্শন;
জিজ্ঞাসা না করিলেও এ সব সময়, শুনাইবে হিত কথা হিতৈষী যে হয়। ১২২।

আরো,—

রাজভোগে নরপতি সময় হরিবে, রাজকার্য্য যাহা কিছু মন্ত্রী তা করিবে;
রাজকার্য্যে যদি হয় বিপত্তি ঘটন, রাজার মন্ত্রীই তাহে দোষের ভাজন। ১২৩।

অমাত্যানামেষ ক্রমঃ।

বরং প্রাণপরিত্যাগঃ শিরসো বাপি কর্ত্তনম্।
ন তু স্বামিপদাবাপ্তিপাতকেচ্ছোরুপেক্ষণম্ ॥১২৪॥

পিঙ্গলকঃ সাদরং ব্রূতে—অথ ভবান্ কিং বক্তুমিচ্ছতি। দমনক আহ—দেব সঞ্জীবকস্তবোপরি অসদৃশব্যবহারী লক্ষ্যতে। তথা চাস্মৎসন্নিধানে শ্রীমদ্দেবপাদানাং শক্তিত্রয়নিন্দাং কৃত্বা রাজ্যমেবাভিলষতি। এতৎ শ্রুত্বা পিঙ্গলকঃ সভয়ং সাশ্চর্য্যং তূষ্ণীং স্থিতঃ। দমনকঃ পুনরাহ—দেব সর্ব্বামাত্যপরিত্যাগং কৃত্বা এক এবায়ং যত্ত্বয়া সর্ব্বাধিকারে নিযুক্তঃ স এব মহান্ দোষঃ। যতঃ।

অত্যুচ্ছ্রিতে মন্ত্রিণি পার্থিবে চ বিষ্টভ্য পাদাবুপতিষ্ঠতে শ্রীঃ।
সা স্ত্রীস্বভাবাদসহা ভরস্য তয়োর্দ্বয়োরেকতরং জহাতি ॥১২৫॥

মন্ত্রিগণের ইহাই বিধি যে,—

যদি প্রাণ যায়, যদি মাথা দিতে হয়, বরঞ্চ তাহাও ভাল জানিবে নিশ্চয়;
তথাপি, প্রভুর পদে লোভ যে করিবে, মন্ত্রী সেই দুরাত্মারে ক্ষমা না করিবে।১২৪।

পিঙ্গলক সাদরে জিজ্ঞাসিল,—তুমি কি বলিতে ইচ্ছা কর?। দমনক কহিল,—এই সঞ্জীবকের দেখিতেছি আপনার উপর অতি বিপরীত ব্যবহার। কেন না এ আমাদের নিকটে মহারাজের রাজশক্তিত্রয়ের (১) নিন্দা করিয়া থাকে, এবং স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহা শুনিয়া পিঙ্গলক ভয়ে ও বিস্ময়ে নীরব হইয়া রহিল। দমনক পুনরায় কহিল,—মহারাজ! সকল মন্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া আপনিই ত উহাকে সমস্ত কার্য্যের অধিকারে নিযুক্ত করিয়াছেন। এরূপ করা বড়ই দোষের কথা। কারণ,—

অত্যন্ত উন্নত-মন্ত্রী আর নরপতি, উভয়েই রাজ-লক্ষ্মী করয়ে বসতি;
শেষে সে অবলা লক্ষ্মী উভয়ের ভর, সহিতে না পারি করে একেতে নির্ভর(২)।১২৫।

---

(১) 'রাজশক্তিত্রয়'—রাজার তিনটি শক্তি,—প্রভুশক্তি, উৎসাহশক্তি ও মন্ত্রশক্তি। রাজার নিজের প্রভাবকে 'প্রভুশক্তি' বলে; রাজার ও রাজকর্ম্মচারিগণের অটল অধ্যবসায়কে 'উৎসাহশক্তি' বলে, এবং রাজার ও মন্ত্রিগণের সুনিপুণ মন্ত্রণাকৌশলকে 'মন্ত্রশক্তি' বলে।

(২) যে রাজার মন্ত্রী অত্যন্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়, রাজলক্ষ্মী সেই রাজা ও সেই মন্ত্রীকে প্রথমতঃ তুল্যরূপে আশ্রয় করে। লক্ষ্মীদেবী অবলা জাতি; অবলা জাতি সহজেই দুর্ব্বলা; এজন্য দুইজনের ভার সহিতে না পারিয়া, শেষে যার ক্ষমতা অধিক হয়, লক্ষ্মী তাহারই সম্পূর্ণরূপে হস্তগত হয়। অর্থাৎ মন্ত্রী অতিরিক্ত ক্ষমতা পাইলে শেষে স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হয়।

অপরং চ।

একং ভূমিপতিঃ করোতি সচিবং রাজ্যে প্রধানং যদা
তং মোহাচ্ছ্রয়তে মদঃ স চ মদালস্যেন নির্ভিদ্যতে।
নির্ভিন্নস্য পদং করোতি হৃদয়ে তস্য স্বতন্ত্রস্পৃহা
স্বাতন্ত্র্যস্পৃহয়া ততঃ স নৃপতেঃ প্রাণান্তিকং দ্রুহ্যতি ॥১২৬॥

তথা চোক্তম্।

বিষদিগ্ধস্য ভক্তস্য দন্তস্য চলিতস্য চ।
অমাত্যস্য চ দুষ্টস্য মূলাদুদ্ধরণং সুখম্ ॥ ১২৭ ॥

কিং চ। যঃ কুর্য্যাৎ সচিবায়ত্তাং শ্রিয়ং তদ্ব্যসনে সতি।
সোঽন্ধবজ্জগতীপালঃ সীদেৎ সঞ্চারকৈর্বিনা ॥ ১২৮ ॥

স চ সর্ব্বকার্য্যেষু স্বেচ্ছাতঃ প্রবর্ত্ততে। তদত্র স্বামী প্রমাণম্। এতচ্চাঽহং জানামি কার্য্যতঃ।

ন সোঽস্তি পুরুষো লোকে যো ন কাময়তে শ্রিয়ম্।
পরস্য যুবতীং রম্যাং সাকাঙ্ক্ষং বীক্ষতে ন কঃ ॥১২৯॥

আরো,—

রাজা যদি একজন অমাত্যের করে, সমস্ত রাজ্যের ভার সমর্পণ করে ;
সে অমাত্য হয়ে মত্ত অভিমান-ভরে, নিজেই স্বাধীন হতে অভিলাষ করে ;
রাজদ্রোহী হয়ে শেষে স্বাধীনতা তরে, নৃপতির ধন প্রাণ সকলি সে হরে। ১২৬।

আর ইহাও কথিত আছে যে,—

বিচলিত দন্ত, আর বিষাক্ত আহার, আর যে অমাত্য অতি দুষ্ট দুরাচার ;
সমূলে নির্ম্মূল যদি কর এ সকল, তবেই জানিবে তাহে নিজের মঙ্গল। ১২৭।

আরো,—

যে করে মন্ত্রীর করে লক্ষ্মী সমর্পণ, তার সে মন্ত্রীর কোনো ঘটিলে ব্যসন ;
কে দেখাবে পথ আর, সে রাজা তখন, দিশেহারা হয়ে মরে অন্ধের মতন। ১২৮।

আর, সেই সঞ্জীবক সকল কার্য্যেই যথেচ্ছাচার করিতেছে। অতএব এ বিষয়ে প্রভুই কর্ত্তা। আর আমিও ইহা বিশেষরূপে জানি যে,—

রাজলক্ষ্মী ভুঞ্জিবারে লোভ যার নাই, এ ভবে তেমন সাধু দেখিতে না পাই ;
হেরিয়া সুরূপা অতি পরের যুবতি, কার না লালসা বল ! হয় তার প্রতি ? ।১২৯।

সিংহো বিমৃশ্যাহ—ভদ্র যদ্যপ্যেবম্, তথাপি সঞ্জীবকেন সহ মম মহান্ স্নেহঃ। পশ্য,—

কুর্ব্বন্নপি ব্যলীকানি যঃ প্রিয়ঃ প্রিয়এব সঃ।
অশেষদোষদুষ্টোঽপি কায়ঃ কস্য ন বল্লভঃ॥১৩০॥

অন্যচ্চ। অপ্রিয়াণ্যপি কুর্ব্বাণো যঃ প্রিয়ঃ প্রিয়এব সঃ।
দগ্ধমন্দিরসারেঽপি কস্য বহ্নাবনাদরঃ॥১৩১॥

দমনকো বদতি—দেব স এবাঽতিদোষঃ। যতঃ।

যস্মিন্নেবাঽধিকং চক্ষুরারোপয়তি পার্থিবঃ।
সুতেঽমাত্যেঽপ্যুদাসীনে স লক্ষ্ম্যাশ্রীয়তে জনঃ॥১৩২॥

শৃণু দেব,—

অপ্রিয়স্যাপি পথ্যস্য পরিণামঃ সুখাবহঃ।
বক্তা শ্রোতা চ যত্রাস্তে রমন্তে তত্র সম্পদঃ॥১৩৩॥

সিংহ চিন্তা করিয়া কহিল,—ভদ্র! সঞ্জীবক সত্য সত্য এরূপ হইলেও আমি তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসি। দেখ!—

অশেষ অনিষ্ট যদি করয়ে সাধন, তথাপি অপ্রিয় নাহি হয় প্রিয় জন;
নিজ দেহে থাকে যদি অশেষ দূষণ, তথাপি সে দেহে কে না করয়ে যতন? ।১৩০।

আরো,—

যদ্যপিও করে অতি মন্দ আচরণ, তথাপি প্রিয়ই থাকে প্রিয় যেই জন;
অগ্নি দেখ! ঘর বাড়ী করে ছারখার, তথাপি অগ্নির প্রতি অনাদর কার? ।১৩১।

দমনক কহিল,—মহারাজ! তাহাই ত দোষের কথা। কেন না,—

পুত্র, মন্ত্রী, উদাসীন (১), যাহারি উপরে, নরপতি অতিরিক্ত কৃপাদৃষ্টি করে;
ক্রমশঃ তাহারা তাহে পাইয়া প্রশ্রয়, অবশেষে আপনারা রাজ্যেশ্বর হয়।১৩২।

মহারাজ! শুনুন।

অপ্রিয় হ'লেও পথ্য (২) যে করে গ্রহণ, পরিণামে সুখ তার না হয় খণ্ডন;
হিতবক্তা আর শ্রোতা মিলিবে যথায়, লক্ষ্মীর বিরাজ সদা হেরিবে তথায়।১৩৩।

---

(১) 'উদাসীন'—অপরিচিত কিম্বা নিঃসম্পর্ক ব্যক্তি।

(২) 'পথ্য'—অর্থাৎ যাহা পরিণামে মঙ্গলকর, তাহা 'অপ্রিয়' অর্থাৎ আপাতত অপ্রীতিকর বোধ হইলেও গ্রহণ করিবে।

ত্বয়া চ মূলভৃত্যাননপাস্যাহয়মাগন্তুকঃ পুরস্কৃতঃ। এতচ্চাহনুচিতং কৃতম্। যতঃ।

মূলভৃত্যাপরাধেন নাগন্তূন্ প্রতিপালয়েৎ।
নাহতঃ পরতরোহন্যোহস্তি রাজ্যভেদকরো যতঃ ॥১৩৪॥

সিংহো ব্রূতে—মহদাশ্চর্য্যম্। যন্ময়া অভয়বাচং দত্ত্বা আনীতঃ সংবর্দ্ধিতশ্চ তৎ কথং মহ্যং দ্রুহ্যতি। দমনকো বদতি—দেব,—

দুর্জ্জনো নার্জ্জবং যাতি সেব্যমানোহপি নিত্যশঃ।
স্বেদনাভ্যঞ্জনোপায়ৈঃ শ্বপুচ্ছমিব নামিতম্ ॥১৩৫॥

অপরঞ্চ। স্বেদিতো মর্দ্দিতশ্চৈব রজ্জুভিঃ পরিবেষ্টিতঃ।
মুক্তো দ্বাদশভির্বর্ষৈঃ শ্বপুচ্ছঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥১৩৬॥

অন্যচ্চ। বর্দ্ধনং বাহথ সম্মানঃ খলানাং প্রীতয়ে কুতঃ।
ফলন্ত্যমৃতসেকেহপি ন পথ্যানি বিষদ্রুমাঃ ॥ ১৩৭ ॥

অতোহহং ব্রবীমি,—

আপনি পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্যদিগকে ত্যাগ করিয়া এই আগন্তুক (১) ব্যক্তিকে এতদূর বিশ্বাস করিয়া অন্যায় করিয়াছেন। কারণ,—

অপরাধী হয় যদি পুরাতন দাস, তারে ছাড়ি আগন্তুকে করিলে বিশ্বাস;
তার চেয়ে অবিচার কিবা আছে আর, রাজার রাজ্যই তাহে হয় ছারখার।১৩৪।

সিংহ কহিল,—এ বড় আশ্চর্য্য! আমি যখন অভয় দিয়া তাহাকে আনিয়াছি এবং যত্নে প্রতিপালন করিতেছি, তখন সে কি কারণে আমার বিদ্রোহী হইতেছে?।

দমনক কহিল,—মহারাজ!

যতই কর না তারে যতনে পালন, দুর্জ্জন স্বভাব নাহি ছাড়ে কদাচন;
যতই মর্দ্দন কর দিয়া তেল জল, কুকুরের পুচ্ছ কভু না হয় সরল। ১৩৫।

আরো,—

তাপে সেঁকে তেলে জলে করিল মর্দ্দন, আর তাহা দড়ি দিয়া করিল বন্ধন;
দ্বাদশ বৎসর পরে দড়ি খুলে দিল, কুকুরের পুচ্ছ সেই বাঁকাই রহিল। ১৩৬।

আরো,—

পালনে সম্মানে তুষ্ট নাহি হয় খল; বিষবৃক্ষে সুধাসেকে না ফলে সুফল।১৩৭।

এইজন্যই আমি বলিতেছি যে,—

---

(১) 'আগন্তুক'—যাহার কুল শীল প্রভৃতি কিছুই জানা নাই; অপরিচিত ব্যক্তি।

অপৃষ্টোঽপি হিতং ব্রূয়াৎ যস্য নেচ্ছেৎ পরাভবম্।
এষএব সতাং ধর্ম্মো বিপরীতমতোঽন্যথা ॥ ১৩৮ ॥

তথা চোক্তম্।

স স্নিগ্ধোঽকুশলান্নিবারয়তি যস্তৎ কর্ম্ম যন্নির্ম্মলম্।
সা স্ত্রী যাঽনুবিধায়িনী স মতিমান্ যঃ সদ্ভিরভ্যর্চ্যতে।
সা শ্রীর্যা ন মদং করোতি স সুখী যস্তৃষ্ণয়া মুচ্যতে।
তন্মিত্রং যদকৃত্রিমং স পুরুষো যঃ খিদ্যতে নেন্দ্রিয়ৈঃ ॥১৩৯॥

যদি সঞ্জীবকব্যসনার্দ্দিতো বিজ্ঞাপিতোঽপি স্বামী ন নিবর্ত্ততে তদা ভৃত্যস্য ন দোষঃ।

তথা চ।

নৃপঃ কামাসক্তো ন গণয়তি কার্য্যং ন চ হিতম্
যথেষ্টং স্বচ্ছন্দঃ প্রবিচরতি মত্তো গজইব।
ততো মানধ্মাতঃ স পততি যদা শোকগহনে
তদা ভৃত্যে দোষান্ ক্ষিপতি ন নিজং বেত্ত্যবিনয়ম্ ॥১৪০॥

যে জন মঙ্গল যার করিবে কামনা, সে তারে যাচিয়া গিয়া দিবে সুমন্ত্রণা;
এই ত সাধুর ধর্ম্ম জানিবে নিশ্চয়, অন্যথা করিলে তাহে ধর্ম্ম নষ্ট হয়। ১৩৮।

কথিতও আছে যে,—

হিতকারী সেই, যেই হরে অমঙ্গল, কর্ম্ম সেই, যাহা অতি পবিত্র নির্ম্মল;
পত্নী সেই, পতিচিত্ত তুষিতে যে জানে, বুদ্ধিমান সেই, সাধুগণে যারে মানে;
লক্ষ্মী সেই, যাহে মনে মত্ততা না হয়, সুখী সেই, যার চিত্তে তৃষ্ণা নাহি রয়;
মিত্র সেই, অকৃত্রিম প্রণয় যাহার, সেই ত পুরুষ, যার রিপু বশে রয় (১)। ১৩৯।

আর যদি সঞ্জীবক হইতে এই বিপদের আশঙ্কা আপনাকে জানাইলেও আপনি না শুনেন, তবে আর তাহাতে এ ভৃত্যের কোনও অপরাধ নাই। কারণ,—

অভিমানে হয়ে অন্ধ নরপতিগণ, মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় না মানে বারণ;
কার্য্যাকার্য্য হিতাহিত না করে বিচার, অবাধে আপন মনে করে স্বেচ্ছাচার;
নিজ দোষে পড়ি শেষে বিপদ-সাগরে, না মানে আপন দোষ, ভৃত্যে দোষী করে।১৪০।

---

(১) 'রিপু'—কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বিকার।

পিঙ্গলকঃ স্বগতম্,—

ন পরস্যাঽপবাদেন পরেষাং দণ্ডমাচরেৎ।
আত্মনাঽবগমং কৃত্বা বধ্নীয়াৎ পূজয়েত বা ॥ ১৪১ ॥

তথা চোক্তম্।

গুণদোষাবনিশ্চিত্য বিধিনা গ্রহনিগ্রহৌ।
স্বনাশায় যথা ন্যস্তো দর্পাৎ সর্পমুখে করঃ ॥ ১৪২ ॥

প্রকাশং ব্রূতে—তদা সঞ্জীবকঃ কিং প্রত্যাদিশ্যতাম্। দমনকঃ সসম্ভ্রমমাহ—দেব মা মৈবং তাবৎ। মন্ত্রভেদো জায়তে। তথা চোক্তম্।

মন্ত্রবীজমিদং গুপ্তং রক্ষণীয়ং তথা যথা।
মনাগপি ন ভিদ্যেত তদ্ভিন্নং ন প্ররোহতি ॥ ১৪৩ ॥

কিঞ্চ। আদেয়স্য প্রদেয়স্য কর্ত্তব্যস্য চ কর্ম্মণঃ।
ক্ষিপ্রমক্রিয়মাণস্য কালঃ পিবতি তদ্রসম্ ॥ ১৪৪ ॥

পিঙ্গলক মনে মনে ভাবিতে লাগিল,—

পর-মুখে অপবাদ করিয়া শ্রবণ, কাহাকেও দণ্ড নাহি দিবে কদাচন ;
নিজে তার দোষগুণ করিয়া সন্ধান, বাঁধ কিম্বা পূজ তারে যে হয় বিধান।১৪১।

কথিতও আছে যে,—

ন্যায়মতে দোষ গুণ না করি বিচার, যে রাজা নিগ্রহ কিম্বা করে পুরস্কার ;
নিশ্চয় সে আপনারি বিনাশের তরে, সর্পমুখে নিজ হস্ত নিজে দান করে। ১৪২।

অনন্তর প্রকাশে কহিল,—তবে কি সঞ্জীবককে এস্থান হইতে অপসারিত করিব ?। দমনক ব্যস্ত হইয়া কহিল,—না মহারাজ ! তাহা করিবেন না, তাহাতে মন্ত্রণা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। কথিতও আছে যে,—

মন্ত্রণা বীজের ন্যায় করিবে রক্ষণ, যাহে তাহা ভগ্ন নাহি হয় কদাচন ;
ভাঙ্গা বীজে না জনমে অঙ্কুর যেমন, ভাঙ্গিলে সে মন্ত্রণাও ফলে না তেমন(১)।১৪৩।

আরো,—

আদান প্রদান আদি কর্ত্তব্য বিষয়, অবিলম্বে এ সকল করিবে নিশ্চয় ;

---

(১) 'ভাঙ্গা বীজ'—যে বীজ ভাঙ্গা অর্থাৎ অখণ্ড নহে, তাহা হইতে যেমন চারা গজায় না, তেমনি গুপ্ত মন্ত্রণা ভাঙ্গিলে অর্থাৎ প্রকাশ করিয়া ফেলিলে, তাহা হইতেও আর কোনও ফল হয় না। এজন্য বীজের ন্যায় মন্ত্রণাও অতি সাবধানে রক্ষা করিবে।

তদবশ্যং সমারব্ধং মহতা যত্নেন সম্পাদনীয়ম্।

কিঞ্চ। মন্ত্রো যোধইবাঽধীরঃ সর্ব্বাঙ্গৈঃ সংবৃতৈরপি।
চিরং ন সহতে স্থাতুং পরেভ্যো ভেদশঙ্কয়া॥ ১৪৫॥

যদ্যসৌ দৃষ্টদোষোঽপি দোষাৎ নিবর্ত্ত্য সন্ধাতব্যস্তদতীবাঽনুচিতম্। যতঃ।

সকৃদ্দুষ্টং তু যো মিত্রং পুনঃ সন্ধাতুমিচ্ছতি।
স মৃত্যুমেব গৃহ্লাতি গর্ভমশ্বতরী যথা॥ ১৪৬॥

শীঘ্রই এ সব যদি নাহি করা যায়, সময় ইহার সব রসটুকু খায় (১)। ১৪৪।

অতএব এই উপস্থিত বিষয় অতি সাবধানে সম্পাদন করিতে হইবে। কারণ,—

মন্ত্রণা যদিও সর্ব্ব অঙ্গে গুপ্ত হয়, অধিক বিলম্বে তাহা স্থির নাহি রয়;
রণক্ষেত্রে ভয়শীল সৈনিকের প্রায়, পর হ'তে ভেদ-শঙ্কা জানিবে তাহায় (২)।১৪৫।

আর সঞ্জীবকের দোষ স্পষ্ট দেখিয়াও যদি উহাকে ঐ দোষের কার্য্য হইতে নিবারণপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ উহার সহিত সংপ্রীতি রাখেন, তাহাও অত্যন্ত অনুচিত। কারণ,—

বন্ধুত্ব বারেক যার সনে ভেঙ্গে যায়, পুনরায় যে তাহারে জোড়া দিতে চায়;
অশ্বতরী গর্ভ ধরে মরিতে যেমন, সে তেমনি আপনার ঘটায় মরণ (৩)। ১৪৬।

---

(১) দেনা পাওনা প্রভৃতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম যত শীঘ্র শীঘ্র পরিষ্কার করিবে, ততই তাহাতে লাভ জানিবে, এবং যতই তাহাতে কালবিলম্ব হইবে, ততই তাহার লাভের অংশটুকু সময়ে ক্ষয় পাইবে এবং ক্রমশঃ তাহাতে ক্ষতি হইতে থাকিবে।

(২) মূল শ্লোকটি 'শিশুপালবধ' নামক কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে আছে। ইহার তাৎপর্য্য এই—একজন ভীরু যোদ্ধার 'সর্ব্ব অঙ্গ' অর্থাৎ হস্ত পদ বক্ষ মস্তক প্রভৃতি অবয়ব, 'গুপ্ত' অর্থাৎ অসি চর্ম্ম বর্ম্ম প্রভৃতি দ্বারা সুরক্ষিত হইলেও, সে ব্যক্তি যেমন,'পর হইতে' অর্থাৎ বিপক্ষের অস্ত্র দ্বারা, 'ভেদ-শঙ্কা' অর্থাৎ নিজ-শরীর বিদীর্ণ হইবার ভয় করে, এবং সেইজন্য সেই ভীরু যোদ্ধা যেমন রণক্ষেত্রে অধিকক্ষণ বিলম্ব হইলে স্থির থাকিতে পারে না, তেমনি, মন্ত্রণাও 'সর্ব্ব অঙ্গে', অর্থাৎ মন্ত্রণার পাঁচটি অঙ্গ আছে, যথা,—(১) সহায়, (২) সাধনোপায়, (৩) দেশ ও কালের বিভাগ, (৪) বিপত্তির প্রতীকার, এবং (৫) কার্য্যসিদ্ধি; এই পাঁচটি অঙ্গে, সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত হইলেও, তাহাতে 'পর হইতে' অর্থাৎ অন্যের দ্বারা, 'ভেদ-শঙ্কা' অর্থাৎ প্রকাশ হইয়া পড়িবার ভয় আছে, এজন্য, সেই মন্ত্রণার অনুরূপ কার্য্যে বিলম্ব ঘটিলে, সে মন্ত্রণাও অধিক দিন স্থির থাকে না, অর্থাৎ কারো না কারো দ্বারা প্রকাশ হইয়া পড়ে, এবং একবার প্রকাশ হইয়া পড়িলে আর তাহা সফল হয় না।

(৩) 'অশ্বতরী'—ঘোটকীর গর্ভে গর্দ্দভের দ্বারা যে মাদি খচ্চর জন্মে তাহাকে অশ্বতরী বলে। অশ্বতরীর গর্ভ হইলেই মৃত্যু হয়, এইরূপ প্রবাদ আছে।

সিংহো ব্রূতে—জ্ঞায়তাং তাবৎ কিমস্মাকমসৌ কর্ত্তুং সমর্থঃ। দমনক আহ—দেব,—

অঙ্গাঙ্গিভাবমজ্ঞাত্বা কথং সামর্থ্যনির্ণয়ঃ।
পশ্য টিট্টিভমাত্রেণ সমুদ্রো ব্যাকুলীকৃতঃ॥ ১৪৭॥

সিংহঃ পৃচ্ছতি—কথমেতৎ। দমনকঃ কথয়তি। সমুদ্রতীরে টিট্টিভদম্পতী নিবসতঃ। তত্র চাসন্নপ্রসবা টিট্টিভী ভর্ত্তারমাহ—নাথ! প্রসবযোগ্যস্থানমন্বিষ্যতাম্। টিট্টিভোঽবদৎ—প্রিয়ে নন্বিদমেব স্থানং প্রসবযোগ্যম্। সা ব্রূতে—সমুদ্রবেলয়া প্লাব্যতে স্থানমেতৎ। সোঽব্রবীৎ—ভদ্রে কিমহং নির্বলঃ, যৎ মম গৃহাবস্থিতানি অণ্ডানি সমুদ্রেণাঽপহর্ত্তব্যানি। টিট্টিভী বিহস্যাহ—নাথ! ত্বয়া সমুদ্রেণ চ মহদন্তরম্। অথবা,—

দুঃখমাত্মা পরিচ্ছেত্তুমেব যোগ্যো ন বেত্তি বা।
অস্তীদৃগ্ যস্য বিজ্ঞানং স কৃচ্ছ্রেঽপি ন সীদতি॥১৪৮॥

সিংহ কহিল,—আমার অনিষ্ট করিতে উহার কতদূর শক্তি, তাহা অগ্রে জ্ঞাত হওয়া উচিত। দমনক কহিল,—মহারাজ!

কিরূপ উপায় তার কিরূপ সহায় (১), না জানিলে শক্তি তার বুঝা নাহি যায়;
সহায়ের বলে দেখ! অতি ক্ষুদ্রতর, টিট্টিভ (২ সিন্ধুকে শেষে করিল ফাঁপর।১৪৭।

সিংহ জিজ্ঞাসিল,—সে কিরূপ?। দমনক কহিল। সমুদ্রতীরে টিট্টিভ ও টিট্টিভী বাস করিত। অনন্তর টিট্টিভীর প্রসবকাল উপস্থিত হইলে সে স্বামীকে কহিল,—নাথ! আমার প্রসবের উপযুক্ত স্থান অনুসন্ধান করুন। টিট্টিভ কহিল,—কেন? এই স্থানই ত প্রসবের উপযুক্ত। টিট্টিভী কহিল,—সমুদ্রের তরঙ্গে এই স্থান প্লাবিত হইয়া থাকে। টিট্টিভ কহিল,—প্রিয়ে! আমি কি এতই অক্ষম যে আমার গৃহের অণ্ড সকল সমুদ্রে অপহরণ করিবে। টিট্টিভী হাস্য করিয়া কহিল,—নাথ! তোমায় ও সমুদ্রে বিস্তর প্রভেদ। অথবা,—

আপনার বলাবল বুঝিয়া যে জন, বিপদ উদ্ধার তরে করয়ে যতন;
সেরূপ সুবুদ্ধি লোক, হ'লেও ব্যসন, তাহে অবসন্ন নাহি হয় কদাচন। ১৪৮।

---

(১) 'সহায়'—লোকবল বা অর্থবল।

(২) 'টিট্টিভ'—একপ্রকার পক্ষী; টিটি পাখী।

অপিচ। অনুচিতকর্ম্মারম্ভঃ স্বজনবিরোধো বলীয়সা স্পর্দ্ধা।
প্রমদাজনবিশ্বাসো মৃত্যোর্দ্বারাণি চত্বারি ॥ ১৪৯ ॥

ততঃ স্বামিবচনাৎ সা তত্রৈব প্রসূতা। এতৎ সর্ব্বং শ্রুত্বা সমুদ্রেণাঽপি তচ্ছক্তিজ্ঞানার্থিনা তদণ্ডান্যপহৃতানি। ততস্তু টিট্টিভী শোকার্ত্তা ভর্ত্তারমাহ—নাথ কষ্টমাপতিতম্। অণ্ডানি মে নষ্টানি। টিট্টিভোঽবদৎ—প্রিয়ে মা ভৈষীঃ। ইত্যুক্ত্বা পক্ষিণাং মেলকং কৃত্বা পক্ষিস্বামিনো গরুড়স্য সমীপং গতঃ। তত্র গত্বা তেন নিজাণ্ডানাং বিনাশকথা নিবেদিতা। ততো গরুত্মতা তদ্বচনমাকর্ণ্য প্রভুর্ভগবান্ নারায়ণঃ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়হেতুর্বিজ্ঞপ্তঃ। স সমুদ্রমণ্ডদানায়াদিদেশ। ততো ভগবদাজ্ঞাং মৌলৌ নিধায় সমুদ্রস্তান্যণ্ডানি সমর্পিতবান্। অতোঽহং ব্রবীমি—"অঙ্গাঙ্গিভাবমজ্ঞাত্বা"—ইত্যাদি। রাজাহ—কথমসৌ জ্ঞাতব্যো দ্রোহবুদ্ধিরিতি। দমনকঃ পুনরাহ—

আরো,—

যে কর্ম্ম যাহার পক্ষে কভু নাহি সাজে, যে জন সহসা হাত দেয় সেই কাজে;
স্বজন-বিরোধ যেই করে অকারণে, স্পর্দ্ধা করে যেই জন প্রবলের সনে;
দুষ্টা রমণীর প্রতি বিশ্বাস যাহার, তাদের শিয়রে খোলা যমের দুয়ার। ১৪৯।

অনন্তর স্বামীর কথায় টিট্টিভী সেই স্থানেই প্রসব করিল। সমুদ্রও এই বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া তাহার শক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য তাহার অণ্ডগুলি অপহরণ করিল। তাহাতে টিট্টিভী শোকে অভিভূত হইয়া স্বামীকে কহিল,—নাথ! দেখুন কি দুর্ঘটনা উপস্থিত হইল! আমার সমস্ত অণ্ডই বিনষ্ট হইল। টিট্টিভ কহিল,—প্রিয়ে! কোনও ভয় নাই। ইহা বলিয়া সে সমস্ত পক্ষিগণকে সমবেত করিয়া পক্ষিরাজ গরুড়ের নিকট গমন করিল, এবং তাঁহার নিকট গিয়া নিজ অণ্ড সকলের অপহরণের কথা নিবেদন করিল। অনন্তর গরুড় সেই বিবরণ শ্রবণ করিয়া সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী প্রভু ভগবান্ নারায়ণকে ঐ বিষয় বিজ্ঞাপন করায়, তিনি সমুদ্রকে সেই অণ্ডগুলি প্রত্যর্পণ করিতে আদেশ করিলেন। অনন্তর, সমুদ্র নারায়ণের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সেই সকল অণ্ড টিট্টিভকে প্রত্যর্পণ করিল। এইজন্যই আমি বলিতেছিলাম যে,—"কিরূপ উপায় তার কিরূপ সহায়"—ইত্যাদি। সিংহ জিজ্ঞাসিল,—ও যে আমার অনিষ্ট করিতে উদ্যত, তাহা আমি কিরূপে জানিতে পারিব? দমনক পুন-

—যদাঽসৌ শৃঙ্গাগ্রপ্রহরণাভিমুখশ্চকিতইবাগচ্ছতি তদা জ্ঞাস্যতি স্বামী। এবমুক্ত্বা সঞ্জীবকসমীপং গতঃ। তত্র গতশ্চ মন্দং মন্দমুপসর্পন্ বিস্মিতমিবাত্মানমদর্শয়ৎ। ততঃ সঞ্জীবকেন সাদরমুক্তম্ —ভদ্র দমনক কুশলং তে। দমনকো ব্রূতে—অনুজীবিনাং কুতঃ কুশলম্। যতঃ।

সম্পত্তয়ঃ পরাধীনাঃ সদা চিত্তমনির্বৃতম্।
স্বজীবিতেঽপ্যবিশ্বাসস্তেষাং যে রাজসংশ্রয়াঃ ॥ ১৫০ ॥

অন্যচ্চ।

কোঽর্থান্ প্রাপ্য ন গর্ব্বিতো বিষয়িণঃ কস্যাপদোঽস্তং গতাঃ
স্ত্রীভিঃ কস্য ন খণ্ডিতং ভুবি মনঃ কো বাঽস্তি রাজ্ঞাং প্রিয়ঃ।
কঃ কালস্য ভুজান্তরং ন চ গতঃ কোঽর্থী গতো গৌরবম্
কো বা দুর্জ্জনবাগুরাসু পতিতঃ ক্ষেমেণ যাতঃ পুমান্ ॥১৫১॥

রায় কহিল,—সঞ্জীবক যখন ব্যস্ত সমস্ত হইয়া শৃঙ্গাগ্র উদ্যত করিয়া প্রহার করিবার জন্য সম্মুখে আসিবে, তখনই প্রভু জানিতে পারিবেন। দমনক ইহা বলিয়া, সঞ্জীবকের নিকট গমন করিল, এবং ধীরে ধীরে তাহার সম্মুখে যাইয়া নিতান্ত বিস্মিতভাবে রহিল। সঞ্জীবক তাহাকে সাদরে জিজ্ঞাসা করিল,—ভাই দমনক! তোমার মঙ্গল ত? দমনক কহিল,—যাহারা পরের আশ্রিত, তাহাদের আর মঙ্গল কোথায়? কারণ,—

নিজের বিভব পরাধীন সব,
সদাই অসুখী মন;
জীবনে সংশয় সদাস্তার হয়,
রাজাশ্রিত যেই জন (১)। ১৫০।

আরো,—

কে বা না গর্ব্বিত হয় পাইলে সম্পদ? কে কোথা বিষয়ী লোক আছে নিরাপদ?
নারীর কুহকে কে না প্রতারিত হয়? কে বা লভে চিরদিন রাজার প্রণয়?
দুরন্ত কালের হস্ত কে বল! এড়ায়? যাচিলে পরের কাছে কে বা মান পায়?
খলের চাতুরী-জালে পতিত হইয়া, কে বা কোথা নিরাপদে যায় কাটাইয়া?। ১৫১।

---

(১) 'রাজাশ্রিত'—রাজার সেবক।

সঞ্জীবকেনোক্তম্—সখে ব্রূহি কিমেতৎ। দমনক আহ—কিং ব্রবীমি মন্দভাগ্যঃ। পশ্য,—

মজ্জন্নপি পয়োরাশৌ লব্ধ্বা সর্পাবলম্বনম্।
ন মুঞ্চতি ন চাদত্তে তথা মুগ্ধোঽস্মি সম্প্রতি ॥১৫২॥

যতঃ। একত্র রাজবিশ্বাসো নশ্যত্যন্যত্র বান্ধবঃ।
কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি পতিতো দুঃখসাগরে ॥১৫৩॥

ইত্যুক্ত্বা দীর্ঘং নিঃশ্বস্যোপবিষ্টঃ। সঞ্জীবকো ব্রূতে—মিত্র তথাপি সুবিস্তরং মনোগতং কথ্যতাম্। দমনকঃ সুনিভৃতমাহ—যদ্যপি রাজবিশ্বাসোঽন্যস্মৈ ন কথনীয়ঃ তথাপি ভবানস্মদীয়-প্রত্যয়াদাগতঃ স্থিতশ্চ। তন্ময়া পরলোকার্থিনাঽবশ্যং তব হিত-মাখ্যেয়ম্। শৃণু। অয়ং স্বামী তবোপরি বিকৃতবুদ্ধীরহস্যেবমুক্তবান্—সঞ্জীবকমেব হত্বা স্বপরিবারং তর্পয়ামি। এতৎ শ্রুত্বা সঞ্জীবকঃ

সঞ্জীবক জিজ্ঞাসা করিল,—সখে! বল! কি হইয়াছে?। দমনক কহিল,—আর বলিব কি? আমি বড়ই দুর্ভাগ্য! দেখ!—

অকূল সমুদ্র মাঝে নিমগ্ন যে হয়, সে যদি সম্মুখে পায় ভুজঙ্গ আশ্রয় (১);
না পারে ধরিতে কিম্বা ছাড়িতে যেমন, উভয় সঙ্কটে মুগ্ধ আমিও তেমন।১৫২।

কারণ,—

বলিলে, বিনষ্ট হয় রাজার বিশ্বাস, না বলিলে, বান্ধবের হয় প্রাণনাশ;
এ বড় বিষম দায়ে ঠেকিয়াছি হায়! কি করিব কোথা যাব? না দেখি উপায়।১৫৩।

ইহা বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বসিল। সঞ্জীবক কহিল,—মিত্র! গোপনীয় হইলেও আমাকে তোমার মনের কথা সমস্ত খুলিয়া বল। দমনক সঙ্গোপনে কহিল,—রাজা যাহা বিশ্বাস করিয়া বলিয়াছেন, তাহা যদিও কাহারও নিকট বলা উচিত নয়, তথাপি, তুমি যখন আমাদের কথায় বিশ্বাস করিয়াই এখানে আসিয়াছ এবং রহিয়াছ, তখন আমি পরকালের দিকে চাহিয়া অবশ্যই তোমার হিত কহিব। শুন,—তোমার উপর প্রভুর মনের ভাব অতি বিকৃত। তিনি গোপনে আমায় এই কথা বলিলেন যে,—'সঞ্জীবকের প্রাণ সংহার করিয়া নিজ পরিবারবর্গকে তৃপ্ত করিব'। তাহা শুনিয়া সঞ্জীবক অত্যন্ত বিষণ্ণ হইল। দমনক

---

(১) নিকটে যদি একটি সর্প দেখিতে পায়, এবং তদ্ভিন্ন আশ্রয় করিবার আর কিছুই না পায়।

পরং বিষাদমগমৎ। দমনকঃ পুনরাহ—অলং বিষাদেন। প্রাপ্তকাল-কার্য্যমনুষ্ঠীয়তাম্। সঞ্জীবকঃ ক্ষণং বিমৃশ্যাহ—সুষ্ঠু খল্বিদমুচ্যতে,—

দুর্জ্জনগম্যা নার্য্যঃ প্রায়েণাঽপাত্রভৃদ্ভবতি রাজা।
কৃপণানুসারি চ ধনং দেবো গিরিজলধিবর্ষী চ ॥১৫৪॥

তথা চ। নীচমাশ্রয়তে লক্ষ্মীরকুলীনং সরস্বতী।
অপাত্রং ভজতে নারী গিরৌ বর্ষতি বাসবঃ ॥ ১৫৫ ॥

স্বগতম্। কিমিদম্ এতদ্বিচেষ্টিতং ন বা ইতি, এতদ্ব্যবহারাৎ নির্ণেতুং ন শক্যতে। যতঃ।

কশ্চিদাশ্রয়সৌন্দর্য্যাদ্ধত্তে শোভামসজ্জনঃ।
প্রমদালোচনন্যস্তং মলীমসমিবাঽঞ্জনম্ ॥ ১৫৬ ॥

পুনরায় কহিল,—বিষাদে কোনও ফল নাই। এ সময় যাহা কর্ত্তব্য, তাহারই অনুষ্ঠান কর। সঞ্জীবক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিল,—ইহা যথার্থই বলিয়া থাকে যে,—

দুর্জ্জনেই লভে প্রায় রমণী রতন, রাজারাই করে প্রায় অপাত্র পোষণ;
কৃপণের হাতে প্রায় পড়ে গিয়া ধন, ভূধরে সাগরে প্রায় মেঘের বর্ষণ। ১৫৪।

আরো,—

লক্ষ্মীদেবী যান প্রায় নীচের ভবনে, ভারতী ভজেন প্রায় হীনবংশ জনে (১);
সুন্দরীর প্রেম প্রায় কুরূপের সনে, ইন্দ্রের বর্ষণ প্রায় মহীধরগণে (২)। ১৫৫।

অনন্তর সঞ্জীবক মনে মনে ভাবিতে লাগিল,—বোধ হয় এই দমনকই এই অনর্থেরই মূল, কিন্তু ইহার ব্যবহার দেখিয়া ত তাহা কিছুই বুঝিতে পারা যায় না।

কারণ,—

আশ্রয়ের গুণে শোভা দুর্জ্জনেও পায়; নারীর নয়নে কাল কজ্জলের প্রায় (৩)।১৫৬।

---

(১) 'ভারতী'—বিদ্যা। 'হীনবংশ জনে'—অধমজাতীয় ব্যক্তিকে।

(২) 'মহীধরগণে'—পর্ব্বত সকলে। ইন্দ্রদেব শস্যক্ষেত্রে বারি বর্ষণ না করিয়া প্রায় পাহাড় পর্ব্বতেই বৃষ্টি করিয়া থাকেন।

(৩) কাজল অত্যন্ত কালো হইলেও তাহা যেমন সুন্দরী স্ত্রীর চক্ষে থাকিলে সুন্দর দেখায়, তেমনি, অত্যন্ত দুষ্ট লোকও 'আশ্রয়ের গুণে'—অর্থাৎ বড় লোকের নিকট থাকিলে, তাহাকেও ভদ্রলোক বলিয়া জ্ঞান হয়।

তত্র বিচিন্ত্যোক্তম্—কষ্টং কিমিদমাপতিতম্। যতঃ।

আরাধ্যমানো নৃপতিঃ প্রযত্নান্ন তোষমায়াতি কিমত্র চিত্রম্।
অয়ং ত্বপূর্ব্বঃ প্রতিমাবিশেষো যঃ সেব্যমানো রিপুতামুপৈতি ॥১৫৭॥

তদয়মশক্যার্থঃ প্রযত্নঃ। যতঃ।

নিমিত্তমুদ্দিশ্য হি যঃ প্রকুপ্যতি ধ্রুবং স তস্যাঽপগমে প্রসীদতি।
অকারণদ্বেষি মনস্তু যস্য বৈ কথং জনস্তং পরিতোষয়িষ্যতি ॥১৫৮॥

কিং ময়াঽপকৃতং রাজ্ঞঃ। অথবা নির্নিমিত্তাপকারিণো হি ভবন্তি রাজানঃ। দমনকো ব্রূতে—এবমেতৎ। শৃণু।

বিজ্ঞৈঃ স্নিগ্ধৈরুপকৃতমপি দ্বেষ্যতামেতি কশ্চিৎ
সাক্ষাদন্যৈরপকৃতমপি প্রীতিমেবোপযাতি।
চিত্রং চিত্রং কিমপি চরিতং নৈকভাবাশ্রয়াণাম্
সেবাধর্ম্মঃ পরমগহনো যোগিনামপ্যগম্যঃ ॥ ১৫৯ ॥

এইরূপ চিন্তা করিয়া কহিল,—হায়! এ কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল! দেখ!—

প্রাণপণে রাজার করিলে আরাধন, কি আশ্চর্য্য! তুষ্ট নাহি হয় তার মন;
রাজা এক অপরূপ প্রতিমা-সৃজন! পূজিলেও শত্রুভাব করয়ে ধারণ (১)। ১৫৭।

আর এ বিষয়ে কোনও চেষ্টা করাও নিষ্ফল। যেহেতু,—

কারণ পাইলে রুষ্ট হয় যেই জন, কারণ যাইলে শান্ত হয় তার মন;
পর প্রতি দ্বেষ যে বা করে অকারণ, তাহারে করিতে শান্ত পারে কোন্ জন?।১৫৮।

আমি রাজার কি অনিষ্ট করিয়াছি?। অথবা রাজারা এইরূপ অকারণেই অপকার করিয়া থাকে। দমনক কহিল,—হাঁ তুমি সত্যই বলিয়াছ। শুন!—

বিজ্ঞ ভক্ত বন্ধু হ'তে পেয়ে উপকার, কোনো প্রভু তারি প্রতি করে অত্যাচার;
আর যে সাক্ষাতে করে অনিষ্ট সাধন, কারো বা তাহারি প্রতি তুষ্ট থাকে মন;
কখন কি ভাবে রয়, স্থির নহে মতি, কি আশ্চর্য্য! অপরূপ প্রভুদের গতি!;
অতএব পর-সেবা কি বিষম দায়! যোগীরাও এর তত্ত্ব খুঁজিয়া না পায়।১৫৯।

আরো,—

---

(১) কালী, দুর্গা, শিব, প্রভৃতি দেবতার আরাধনা করিলে তাঁহারা প্রসন্ন হইয়া থাকেন, কিন্তু রাজা এক সৃষ্টিছাড়া দেবতার মূর্ত্তি; কেন না, রাজার আরাধনা করিলে তিনি প্রসন্ন না হইয়া বরং অনিষ্টই করিয়া থাকেন।

অন্যচ্চ। কৃতশতমসৎসু নষ্টং সুভাষিতশতং চ নষ্টমবুধেষু।
বচনশতমবচনকরে বুদ্ধিশতমচেতনে নষ্টম্ ॥ ১৬০ ॥

কিঞ্চ। চন্দনতরুষু ভুজঙ্গা জলেষু কমলানি তত্র চ গ্রাহাঃ।
গুণঘাতিনশ্চ পিশুনা ভোগে ন সুখান্যবিঘ্নানি ॥১৬১॥

অন্যচ্চ।

মূলং ভুজঙ্গৈঃ কুসুমানি ভৃঙ্গৈঃ শাখাঃ প্লবঙ্গৈঃ শিখরাণি ভল্লৈঃ।
নাস্ত্যেব তচ্চন্দনপাদপস্য যন্নাশ্রিতং দুষ্টতরৈঃ কুপঙ্কৈঃ ॥১৬২॥

দমনকো ব্রূতে,—অয়ং তাবৎ স্বামী বাগ্মধুরোবিষহৃদয়ো ময়া জ্ঞায়তে। যতঃ।

দূরাদুচ্ছ্রিতপাণিরার্দ্রনয়নঃ প্রোৎসারিতার্দ্ধাসনঃ
গাঢ়ালিঙ্গনতৎপরঃ প্রিয়কথাপ্রশ্নেষু দত্তাদরঃ।
অন্তর্গূঢ়বিষো বহির্মধুময়শ্চাহতীব মায়াপটুঃ
কো নামাহয়মপূর্ব্বনাটকবিধির্যঃ শিক্ষিতো দুর্জ্জনৈঃ ॥১৬৩॥

অসতের উপকার করহ অশেষ, দুর্ম্মতি জনেরে শত দাও উপদেশ;
অবাধ্যেরে শত বার করহ আদেশ, অবোধেরে জ্ঞান দাও অশেষ বিশেষ;
এ সব অপাত্রে চেষ্টা যতই করিবে, কিছুতেই কিছুমাত্র ফল না ফলিবে। ১৬০।

আরো,—

সুগন্ধি চন্দন বৃক্ষে থাকে বিষধর, কমলশোভিত জলে দুষ্ট জলচর;
গুণীর গুণেও থাকে খল হ'তে ভয়, এ ভবে ভোগের বস্তু বিঘ্ন-ছাড়া নয়। ১৬১।

আরো,—

মূলে আছে বিষধর, কুসুমে ভ্রমর, আগায় ভল্লুক, আর শাখায় বানর;
অতএব চন্দনের হেন অঙ্গ নাই, যথায় দুষ্টের সঙ্গ দেখিতে না পাই। ১৬২।

দমনক কহিল,—এক্ষণে জানিলাম যে, এই রাজার মুখে মধু কিন্তু হৃদয়ে বিষ। কারণ,—

দূর হ'তে দেখিলেই দুটি বাহু তুলি, আসন হইতে উঠি' করে কোলাকুলি;
সজল নয়নে কত প্রিয় কথা বলে, হৃদে বিষ, মুখে যেন অমৃত উথলে;
ঠিক্ যেন নট সাজি' করে অভিনয় (১), অপূর্ব্ব খলের মায়া কপটতাময়!। ১৬৩।

---

(১) নটেরা যেমন রাম, কৃষ্ণ, চৈতন্য প্রভৃতি সাজিয়া তাঁহাদের অঙ্গভঙ্গী ও হাব ভাব প্রকাশ করে; কিন্তু বাস্তবিক তাহারা সেরূপ নহে, তেমনি খলেরাও বাহিরে লোকের কাছে নানাপ্রকার সৌজন্য প্রকাশ করে, কিন্তু বাস্তবিক তাহারা সেরূপ নহে।

তথাহি। পোতো দুস্তরবারিরাশিতরণে দীপোঽন্ধকারাগমে
নির্বাতে ব্যজনং মদান্ধকরিণাং দর্পোপশান্ত্যৈ সৃণিঃ।
ইত্থং তদ্ভুবি নাস্তি যস্য বিধিনা নোপায়চিন্তা কৃতা
মন্যে দুর্জ্জনচিত্তবৃত্তিহরণে ধাতাঽপি ভগ্নোদ্যমঃ ॥১৬৪॥

সঞ্জীবকঃ স্বগতম্—কষ্টং ভোঃ কথমহং শস্যভক্ষকঃ সিংহেন ব্যাপাদয়িতব্যঃ। যতঃ।

দ্বয়োরেব সমং বিত্তং দ্বয়োরেব সমং বলম্।
তয়োর্ব্বিবাদো মন্তব্যো নোত্তমাধময়োঃ ক্বচিৎ ॥১৬৫॥

পুনর্ব্বিচিন্ত্যাহ—কেনাঽয়ং রাজা মমোপরি বিকারিতঃ, ন জানে। ভেদমুপগতাদ্রাজ্ঞঃ সদা ভেতব্যম্। যতঃ।

মন্ত্রিণা পৃথিবীপালচিত্তং বিঘটিতং ক্বচিৎ।
বলয়ং স্ফটিকস্যেব কো হি সন্ধাতুমীশ্বরঃ॥ ১৬৬ ॥

আরো দেখ!

তরী আছে তরিতে দুস্তর পারাবার, দীপের হয়েছে সৃষ্টি হরিতে আঁধার;
অনিলের অভাব ব্যজনে হয় দূর, অঙ্কুশে দন্তীর দর্প হয়ে যায় চূর (১);
এরূপে এমন কিছু না হেরি ধরায়, যার তরে বিধাতা না করেছে উপায়;
কেবল দুর্জ্জন-চিত্ত বশ করিবার, উপায় বিধানে বিধি মানিয়াছে হার। ১৬৪।

সঞ্জীবক মনে মনে ভাবিল,—উঃ! কি কষ্ট! আমি গোবেচারা কেবল শস্যমাত্র ভোজন করি, সিংহ কি দোষে আমায় বধ করিবে?

বলে বিত্তে উভয়েই সমান যথায়, সেই স্থলে পরস্পরে যুদ্ধ শোভা পায়;
নতুবা ক্ষুদ্রের যুদ্ধ বলীর সহিত, নিতান্ত বিরুদ্ধ তাহা জানিবে নিশ্চিত।১৬৫।

পুনরায় চিন্তা করিয়া কহিল,—জানি না, কে আমার উপর রাজার এরূপ মনোবিকার ঘটাইল। আর রাজার মন যদি একবার ভাঙ্গিয়া যায়, তবে তাঁহাকে সর্ব্বদাই শঙ্কা করা কর্ত্তব্য। কারণ,—

স্ফটিকের বালা যদি ভগ্ন হয়ে যায়, সে যেমন জোড়া নাহি যায় পুনরায়;
তেমনি মন্ত্রীর প্রতি নৃপতির মন, বারেক ভাঙ্গিলে আর না হয় মিলন। ১৬৬।

আরো,—

---

(১) 'তরী'—নৌকা। 'পারাবার'—সমুদ্র। 'অঙ্কুশ'—লোহার ডাঙ্গশ। 'দন্তী'—হস্তী। মাথায় ডাঙ্গশ মারিলে দুষ্ট হস্তী শান্ত হয়।

অন্যচ্চ। বজ্রং চ রাজতেজশ্চ দ্বয়মেবাঽতিভীষণম্।
একমেকত্র পততি পতত্যন্যৎ সমন্ততঃ॥ ১৬৭॥

তৎ সংগ্রামে মৃত্যুরেবাশ্রীয়তামিদানীম্। তদাজ্ঞানুবর্ত্তনমযুক্তম্। যতঃ।

মৃতঃ প্রাপ্নোতি বা স্বর্গং শত্রুং হত্বা সুখানি বা।
উভাবপি হি শূরাণাং গুণাবেতৌ সুদুর্লভৌ॥ ১৬৮॥

যুদ্ধকালশ্চাঽয়ম্।

যত্রাঽযুদ্ধে ধ্রুবং মৃত্যুর্যুদ্ধে জীবিতসংশয়ঃ।
তমেব কালং যুদ্ধস্য প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥ ১৬৯॥

যতঃ। অযুদ্ধে হি যদা পশ্যেন্ন কিঞ্চিদ্ধিতমাত্মনঃ।
যুধ্যমানস্তদা প্রাজ্ঞো ম্রিয়তে রিপুণা সহ॥ ১৭০॥
জয়ে চ লভতে লক্ষ্মীং মরণেঽপি সুরাঙ্গনাম্।
ক্ষণবিধ্বংসিনঃ কায়াঃ কা চিন্তা মরণে রণে॥১৭১॥

নৃপতির ক্রোধ, আর বজ্রের পতন, এ উভয় অতিশয় জানিবে ভীষণ,
বজ্রের পতনে হয় একের মরণ, নৃপতির কোপে কিন্তু সবংশে নিধন। ১৬৭।

অতএব এক্ষণে যুদ্ধ করিয়াই প্রাণত্যাগ করি, আর উহাঁর আরাধনা করা উচিত নহে। কারণ,—

মরণে দেবত্বপদ, জয়ে লক্ষী ফল, দুটিই বীরের পক্ষে পরম মঙ্গল (১)। ১৬৮।

আর ইহাই প্রকৃত যুদ্ধের সময়। কারণ,—

যুদ্ধ না করিলে যথা মৃত্যুই নিশ্চয়, যুদ্ধ যদি কর, তবে জীবন-সংশয়;
হইবে এরূপ স্থলে যুদ্ধে আগুয়ান, পণ্ডিতগণের ইহা জানিবে বিধান। ১৬৯।

কারণ,—

যুদ্ধ করিলেও যাহা, না করিলে তাই, কিছুতেই জীবনের কোনো আশা নাই;
অবশ্য এরূপ স্থলে করিবে সমর, শত্রু সনে যুঝিয়া ত্যজিবে কলেবর। ১৭০।
লক্ষীলাভ হয় রণে হইলে বিজয়, মরিলে অপ্সরা সনে স্বর্গে গতি হয়;
ক্ষণস্থায়ী এই দেহ ভাবি দেখ! মনে, কি ভয়! কি ভয়! তবে মরণে বা রণে?।১৭১।

---

(১) শাস্ত্রে কথিত আছে যে, যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলে তৎক্ষণাৎ স্বর্গলাভ হয়। অতএব বীরপুরুষের পক্ষে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করা বা জয়লাভ করা দুটিই পরম মঙ্গলের বিষয়; কেন না, প্রাণত্যাগ করিলে তৎক্ষণাৎ স্বর্গলাভ হয়, আবার যুদ্ধে জয় করিলেও তাহাতে ধন, রত্ন, রাজপদ প্রভৃতি লাভ হইয়া থাকে।

এতচ্চিন্তয়িত্বা সঞ্জীবক আহ—ভো মিত্র কথমসৌ মাং জিঘাংসুরিতি জ্ঞাতব্যঃ। দমনকো ব্রূতে—যদাঽসৌ স্তব্ধকর্ণঃ সমুদ্ধতলাঙ্গূলঃ সমুন্নতচরণো বিবৃতাস্যস্ত্বাং পশ্যতি তদা ত্বমপি স্ববিক্রমং দর্শয়িষ্যসি। যতঃ।

বলবানপি নিস্তেজাঃ কস্য নাঽভিভবাস্পদম্।
নিঃশঙ্কং দীয়তে লোকৈঃ পশ্য ভস্মচয়ে পদম্ ॥১৭২॥

কিন্তু সর্ব্বমিদং সুগুপ্তমনুষ্ঠাতব্যম্। নো চেৎ ন ত্বং নাঽহম্। ইত্যুক্ত্বা দমনকঃ করটকসমীপং গতঃ। করটকেনোক্তম্—কিং নিষ্পন্নম্। দমনকেনোক্তম্—নিষ্পন্নোঽনয়োরন্যোন্যভেদঃ। করটকো ব্রূতে—কোঽত্র সন্দেহঃ। যতঃ।

বন্ধুঃ কো নাম দুষ্টানাং কুপ্যেৎ কো নাঽতিযাচিতঃ।
কো ন দৃপ্যতি বিত্তেন কুকৃত্যে কো ন পণ্ডিতঃ ॥১৭৩॥

এইরূপ ভাবিয়া সঞ্জীবক কহিল,—মিত্র! তিনি আমার বধার্থী, ইহা কিরূপে জানিব? দমনক কহিল,—যখন তিনি দুই কাণ খাড়া করিয়া, লাঙ্গূল ঊর্দ্ধে তুলিয়া চরণ উন্নত করিয়া, মুখব্যাদান পূর্ব্বক তোমার দিকে চাহিবেন, তখন তুমিও নিজ পরাক্রম প্রকাশ করিতে ছাড়িও না। কারণ,—

বলবান্ ব্যক্তি যদি তেজোহীন হয়, কারো কাছে আর তার মান নাহি রয়;
তার সাক্ষী, অগ্নি যদি হয়ে যায় ছাই, চরণে দলন তারে করয়ে সবাই (১)।১৭২।

তুমি এ সমস্ত কথা অতি গোপনে রাখিও; প্রকাশ হইলে তোমারও রক্ষা নাই, আমারও রক্ষা নাই। তাহার পর দমনক করটকের নিকট গমন করিল। করটক জিজ্ঞাসিল,—কেমন? কার্য্য সম্পন্ন হইল ত?। দমনক কহিল,—হাঁ, উহাদের সুহৃদ্ভেদ ঘটাইয়াছি। করটক কহিল,—ইহাতে আর সন্দেহ কি? কেন না,—

খলের প্রকৃত বন্ধু কে আছে ধরায়? রাগাইলে রাগ নাহি করে কে কোথায়?
ধনে কার নাহি হয় গর্ব্বের উদয়? মন্দ কর্ম্মে পরিপক্ক কে বা নাহি হয়? ।১৭৩।

---

(১) যেমন জ্বলন্ত অগ্নিকে কেহই পদে দলন করিতে পারে না, তেমনি তেজস্বী ব্যক্তিকেও কেহ অপমান করিতে সাহস করে না। অগ্নি ছাই হইলে যেমন তাহাকে সকলেই পদে দলন করিতে পারে, নিস্তেজ ব্যক্তিকেও তেমনি সকলেই অপমান করিয়া থাকে।

অন্যচ্চ। দুর্বৃত্তঃ ক্রিয়তে ধূর্ত্তৈঃ শ্রীমানাত্মবিবৃদ্ধয়ে।
কিং নাম খলসংসর্গঃ কুরুতে নাশ্রয়াশবৎ ॥ ১৭৪ ॥

ততো দমনকঃ পিঙ্গলকসমীপং গত্বা,—দেব সমাগতোঽসৌ পাপাশয়ঃ তৎ সজ্জীভূয় স্থীয়তাম্—ইত্যুক্ত্বা পূর্ব্বোক্তাকারং কারয়ামাস। সঞ্জীবকোঽপ্যাগত্য তথাবিধং বিকৃতাকারং সিংহং দৃষ্ট্বা স্বানুরূপং বিক্রমং চকার। ততস্তয়োঃ প্রবৃত্তে মহাহবে সঞ্জীবকঃ সিংহেন ব্যাপাদিতঃ। অথ পিঙ্গলকঃ সঞ্জীবকং সেবকং ব্যাপাদ্য বিশ্রান্তঃ সশোকইবাসীনঃ, ব্রূতে চ,—কিং ময়া দারুণং কর্ম্ম কৃতম্। যতঃ।

পরৈঃ সম্ভুজ্যতে রাজ্যং স্বয়ং পাপস্য ভাজনম্।
ধর্ম্মাতিক্রমতো রাজা সিংহো হস্তিবধাদিব ॥ ১৭৫ ॥

অপরঞ্চ।

ভূম্যেকদেশস্য গুণান্বিতস্য ভৃত্যস্য বা বুদ্ধিমতঃ প্রণাশঃ।
ভৃত্যপ্রণাশো মরণং নৃপাণাং নষ্টাঽপি ভূমিঃ সুলভা ন ভৃত্যাঃ॥১৭৬॥

আরো,—
যে জন সৌভাগ্যবান্ হয় এ ধরায়, স্বার্থলোভে ধূর্ত্ত তারে কুকর্ম্ম শিখায়;
খলের সংসর্গে কি না করে অপকার? জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় করে ছারখার। ১৭৪।

তাহার পর দমনক সিংহের নিকট গমন করিয়া কহিল,—দেব! সেই পাপাত্মা আসিতেছে, অতএব সজ্জীভূত হইয়া থাকুন। ইহা কহিয়া সে সিংহকে সেইরূপে সজ্জিত করিয়া রাখিল। সঞ্জীবকও আসিয়া সিংহকে সেইরূপ বিকটাকার দেখিয়া যথাসাধ্য বিক্রম প্রকাশ করিল। অনন্তর উভয়ে তুমুল যুদ্ধ বাধিলে, সঞ্জীবক সিংহের হস্তে নিহত হইল। পিঙ্গলক সেবক সঞ্জীবককে সংহারপূর্ব্বক শ্রান্তি দূর করিয়া, বিষণ্ণভাবে বসিল, এবং বলিতে লাগিল,—আমি কি নিদারুণ কার্য্য করিলাম! কারণ,—

রাজার রাজ্যের সুখ অন্যে ভোগ করে, রাজা শুধু পর তরে পাপ কোরে মরে;
সিংহ দেখ! হস্তী মারি করে না ভক্ষণ, কেবল বধের পাপ করে অকারণ।১৭৫।

আরো,—
ফলকর ভূমিখণ্ড যদি হয় নষ্ট, সুবুদ্ধি ভৃত্যের নাশে ততোধিক কষ্ট;
ভূ-সম্পত্তি নষ্ট হ'লে মিলে পুনরায়, সুযোগ্য সেবক কিন্তু পাওয়া নাহি যায়।১৭৬।

দমনকো ব্রূতে,—স্বামিন্ কোঽয়ং নূতনো ন্যায়ঃ, যদরাতিং হত্বা সন্তাপঃ ক্রিয়তে। তথা চোক্তম্।

পিতা বা যদি বা ভ্রাতা পুত্রো বা যদি বা সুহৃৎ।
প্রাণচ্ছেদকরা রাজ্ঞা হন্তব্যা ভূতিমিচ্ছতা ॥ ১৭৭ ॥

অপিচ। ধর্ম্মার্থকামতত্ত্বজ্ঞো নৈকান্তকরুণো ভবেৎ।
ন হি হস্তস্থমপ্যর্থং ক্ষমাবান্ রক্ষিতুং ক্ষমঃ ॥ ১৭৮ ॥

কিং চ। ক্ষমা শত্রৌ চ মিত্রে চ যতীনামেব ভূষণম্।
অপরাধিষু সত্ত্বেষু নৃপাণাং সৈব দূষণম্ ॥ ১৭৯ ॥

অপরঞ্চ। রাজ্যলোভাদহঙ্কারাদিচ্ছতঃ স্বামিনঃ পদম্।
প্রায়শ্চিত্তং হি তত্রৈকং জীবোৎসর্গো ন চাঽপরম্ ॥১৮০॥

অন্যচ্চ। রাজা ঘৃণী ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বভক্ষঃ
স্ত্রী চাঽবশা দুষ্প্রকৃতিঃ সহায়ঃ।
প্রেষ্যঃ প্রতীপোঽধিকৃতঃ প্রমাদী
ত্যাজ্যা অমী যশ্চ কৃতং ন বেত্তি ॥ ১৮১ ॥

দমনক কহিল,—প্রভো! এ কি অদ্ভুত কথা! যে আপনি শত্রুকে বধ করিয়া শোকপ্রকাশ করিতেছেন! শাস্ত্রকারেরা বলেন যে,—

পিতা, পুত্র, ভাই, বন্ধু, হউক যে জন, যদ্যপি বধিতে চায় রাজার জীবন;
যে রাজা মঙ্গল ইচ্ছা করে আপনার, অবশ্যই প্রাণদণ্ড করিবে তাহার। ১৭৭।

আরো,—

ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-তত্ত্বে জ্ঞান যার রয়, অতিরিক্ত ক্ষমাশীল সে কভু না হয়;
অতিরিক্ত ক্ষমাগুণ যে জন দেখায়, ঠেলে সে হাতের লক্ষ্মী আপনার পায়।১৭৮।

আরো,—

শত্রু মিত্র উভয়েই ক্ষমাপ্রদর্শন, কেবল মুনির পক্ষে জানিবে ভূষণ;
বিদ্রোহী শত্রুর প্রতি ক্ষমাপ্রদর্শন, নৃপতির পক্ষে তাহা বড়ই দূষণ। ১৭৯।

আরো,—

লোভে কিম্বা মদে মত্ত হইয়া যে জন, প্রভুর সাম্রাজ্য চায় করিতে হরণ;
সে পাপীর পক্ষে বিধি কিবা আছে আর, মৃত্যুই কেবলমাত্র প্রায়শ্চিত্ত তার।১৮০।

আরো কথিত আছে যে,—

যে বিপ্র নাহিক করে খাদ্যের বিচার, যে নৃপতি হয় অতি দয়ার আধার;

বিশেষতশ্চ। সত্যাঽনৃতা চ পরুষা প্রিয়বাদিনী চ
হিংস্রা দয়ালুরপি চার্থপরা বদান্যা।
নিত্যব্যয়া প্রচুররত্নধনাগমা চ
বারাঙ্গনেব নৃপনীতিরনেকরূপা॥ ১৮২॥

ইতি কপটবচনেন দমনকেন সন্তোষিতঃ স্বাং প্রকৃতিমাপন্নঃ পিঙ্গলকঃ সিংহাসনে সমুপবিষ্টঃ। দমনকঃ প্রহৃষ্টমনা ভূত্বা রাজানমাহ,—বিজয়তাং মহারাজঃ, শুভমস্তু সর্ব্বজগতাম্, ইত্যুক্তা যথাসুখমবস্থিতঃ।

বিষ্ণুশর্ম্মোবাচ—সুহৃদ্ভেদঃ শ্রুতস্তাবদ্ভবদ্ভিঃ। রাজপুত্রা ঊচুঃ,—ভবৎপ্রসাদাৎ শ্রুত্বা সুখিনো বয়ম্। বিষ্ণুশর্ম্মাঽব্রবীৎ—অপরমপীদমস্তু,—

সুহৃদ্ভেদস্তাবদ্ ভবতু ভবতাং শত্রুনিলয়ে
খলঃ কালাকৃষ্টঃ প্রলয়মুপসর্পত্বহরহঃ।

প্রতিকূল ভৃত্য, আর অকৃতজ্ঞ জন, কর্ম্মচারী স্বকর্ত্তব্যে নাহি যার মন;
চপলা গৃহিণী, আর সহায় দুর্জ্জন, এ সবার সহবাস করিবে বর্জ্জন। ১৮১।

বিশেষতঃ,—

কভু কয় সত্য কথা, কভু মিথ্যা কয়, কভু কয় মিষ্ট কথা, কভু বা নির্দ্দয়;
কভু হিংসা করে, কভু হয় দয়াবান্, কভু অর্থ হরে, কভু করে অর্থ দান;
নিত্য করে ব্যয়, নিত্য বহু উপার্জ্জন, রাজনীতি বহুরূপী, বেশ্যার মতন। ১৮২।

দমনক এইরূপ নানা কপট কথার প্রবন্ধে মনস্তুষ্টি করিলে, পিঙ্গলক প্রকৃতিস্থ হইয়া সিংহাসনে উপবেশন করিল। দমনক অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া পশুরাজকে কহিল,—মহারাজ! চিরবিজয়ী হউন, সমস্ত জগতের মঙ্গল হউক। ইহা বলিয়া সে তথায় পরম সুখে বাস করিতে লাগিল।

বিষ্ণুশর্ম্মা কহিলেন,—সুহৃদ্ভেদের কথা শুনিলে ত?। রাজপুত্রেরা কহিলেন,—আপনার প্রসাদে শুনিয়া সুখী হইলাম। বিষ্ণুশর্ম্মা কহিলেন,—আরো আমি এই আশীর্ব্বাদ করি যে,—

এ জগতে তোমাদের যত শত্রুচয়, সুহৃদ্ভেদে সবে যেন ছিন্ন ভিন্ন হয়;
আর যত খলমতি দুর্জ্জন পামর, অহরহ তারা যেন যায় যমঘর;

জনো নিত্যং ভূয়াৎ সকলসুখসম্পত্তিবসতিঃ
কথারামে রম্যে সততমিহ বালোঽপি রমতাম্ ॥১৮৩॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মকৃতে-হিতোপদেশে সুহৃদ্ভেদো নাম
দ্বিতীয়ঃ কথাসংগ্রহঃ।

সকল সৌভাগ্য-সুখ লভি' বার মাস, প্রজাবৃন্দে সদানন্দে করে যেন বাস ;
এ 'হিতোপদেশ'-কথা অতি সুললিত, শুনিয়া শিশুও যেন হয় পুলকিত। ১৮৩।

ইতি হিতোপদেশে সুহৃদ্ভেদ নামক দ্বিতীয় কথাসংগ্রহ।

॥ শিবমস্তু ॥

হিতোপদেশঃ।

বিগ্রহঃ।

পুনঃ কথারম্ভকালে রাজপুত্রৈরুক্তম্,—আর্য্য রাজপুত্রা বয়ম্, তদ্ বিগ্রহং শ্রোতুং নঃ কুতূহলমস্তি। বিষ্ণুশর্ম্মোবাচ—যদেব ভবদ্‌ভ্যো রোচতে তৎ কথয়ামি। বিগ্রহঃ শ্রূয়তাম্। যস্যাঽয়মাদ্যঃ শ্লোকঃ।

হংসৈঃ সহ ময়ূরাণাং বিগ্রহে তুল্যবিক্রমে।
বিশ্বাস্য বঞ্চিতা হংসাঃ কাকৈঃ স্থিত্বাঽরিমন্দিরে॥ ১॥

রাজপুত্রা ঊচুঃ—কথমেতৎ। বিষ্ণুশর্ম্মা কথয়তি। অস্তি কর্পূর-দ্বীপে পদ্মকেলিনামধেয়ং সরঃ। তত্র হিরণ্যগর্ভো নাম রাজহংসঃ প্রতিবসতি। স চ সর্ব্বৈর্জলচরৈঃ পক্ষিভির্মিলিত্বা পক্ষিরাজ্যেঽভি-ষিক্তঃ। যতঃ।

বিগ্রহ।

বিষ্ণুশর্ম্মা যখন পুনরায় গল্প আরম্ভ করেন, তখন রাজপুত্রেরা কহিলেন,—গুরো! আমরা রাজপুত্র; অতএব যুদ্ধের বিষয় শুনিতে আমরা কুতূহলী হইয়াছি। তাহা শুনিয়া বিষ্ণুশর্ম্মা কহিলেন,—তোমাদের অভিলষিত বিষয় কহিতেছি। যুদ্ধের বিষয় শ্রবণ কর। তাহার প্রথম শ্লোক এই,—

হংস আর ময়ূরের সংগ্রাম তুমুল, বল বীর্য্যে দুই পক্ষ ছিল সমতুল;
শত্রুগৃহে পশি' কাক জনমি' বিশ্বাস, শেষে হংসদলে ঘটাইল সর্ব্বনাশ। ১।

রাজপুত্রেরা জিজ্ঞাসা করিলেন,—সে কি প্রকার?। বিষ্ণুশর্ম্মা কহিলেন। কর্পূরদ্বীপে পদ্মকেলি নামে এক সরোবর আছে। সেই সরোবরে হিরণ্যগর্ভ নামে এক রাজহংস বাস করে। সমস্ত জলচর পক্ষীরা মিলিত হইয়া সেই রাজহংসকে পক্ষিরাজ্যে অভিষেক করিল। কারণ,—

যদি ন স্যান্নরপতিঃ সম্যঙ্‌ নেতা ততঃ প্রজা।
অকর্ণধারা জলধৌ বিপ্লবেতেহ নৌরিব ॥ ২ ॥

অপরঞ্চ। প্রজাং সংরক্ষতি নৃপঃ সা বর্দ্ধয়তি পার্থিবম্‌।
বর্দ্ধনাদ্রক্ষণং শ্রেয়স্তদভাবে সদপ্যসৎ ॥ ৩ ॥

একদাঽসৌ রাজহংসঃ সুবিস্তীর্ণকমলপর্য্যঙ্কে সুখাসীনঃ পরিবারপরিবৃতস্তিষ্ঠতি। ততঃ কুতোঽপি দেশাদাগত্য দীর্ঘমুখো নাম বকঃ প্রণম্যোপবিষ্টঃ। রাজোবাচ—দীর্ঘমুখ দেশান্তরাদাগতোঽসি। বার্ত্তাং কথয়। স ব্রূতে—দেব অস্তি মহতী বার্ত্তা। তামাখ্যাতুকামএব সত্বরমাগতোঽহম্‌। শ্রূয়তাম্‌। অস্তি জম্বুদ্বীপে বিন্ধ্যো নাম গিরিঃ। তত্র চিত্রবর্ণো নাম ময়ূরঃ পক্ষিরাজো নিবসতি। তস্যাঽনুচরৈরহং দগ্ধারণ্যমধ্যে চরন্নবলোকিতঃ

সুপথে সকলে চলে যাহার শাসনে, সেই নরপতি যদি না থাকে ভুবনে ;
তবে কর্ণধার-হীন তরণীর প্রায়, এ লোকসমাজ সব রসাতলে যায় (১)। ২।

আরো,—
বিধিমতে রাজা, প্রজা করিবে পালন, প্রজাও রাজার বল করিবে বর্দ্ধন ;
বর্দ্ধন অপেক্ষা রক্ষা জানিবে প্রধান, রক্ষা না হইলে থাকা না থাকা সমান। ৩।

একদিন সেই রাজহংস নিজ পরিবারবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া সুবিস্তৃত পদ্মময় পর্য্যঙ্কে (২) পরম সুখে বসিয়া আছে, এমন সময় দীর্ঘমুখ নামে এক বক কোনও দেশ হইতে তথায় আসিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া বসিল। রাজা রাজহংস তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—ওহে দীর্ঘমুখ! তুমি ত বিদেশ হইতে আসিলে, সংবাদ কি বল? । সে বহিল,—মহারাজ! বিশেষ সংবাদ আছে, তাই বলিবার জন্যই ত্বরা করিয়া আসিলাম। বলিতেছি শ্রবণ করুন। জম্বুদ্বীপে বিন্ধ্য নামে এক পর্ব্বত আছে। তথায় চিত্রবর্ণ নামে এক পক্ষিরাজ ময়ূর বাস করে। আমি তথাকার এক দগ্ধ অরণ্যমধ্যে ভ্রমণ করিতেছি, এমন সময় সেই রাজার কতকগুলি অনুচর আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কে হে তুমি? কোথা হইতে আসিলে?

---

(১) 'কর্ণধারহীন'—যে নৌকার মাঝি নাই। মাঝি না থাকিলে নৌকার যেমন দুর্গতি হয়, রাজা না থাকিলে, লোকসমাজেরও তেমনি দুর্গতি হয়।

(২) 'পদ্মময় পর্য্যঙ্ক'—'পর্য্যঙ্ক' অর্থাৎ পালঙ্ক, খাট ইত্যাদি, 'পদ্মময়'—পদ্ম দ্বারা নির্ম্মিত।

পৃষ্টশ্চ,—কস্ত্বম্, কুতঃ সমাগতোঽসি। ততো ময়োক্তম্—কর্পূর-দ্বীপস্য রাজচক্রবর্ত্তিনো হিরণ্যগর্ভস্য রাজহংসস্যাঽনুচরোঽহম্। কৌতুকাৎ দেশান্তরং দ্রষ্টুমাগতোঽস্মি। তৎ শ্রুত্বা পক্ষিভিরুক্তম্,—অনয়োঃ দেশয়োঃ কো দেশো ভদ্রতরো রাজা বা। ততো ময়োক্তম্—আঃ কিমেবম্ উচ্যতে। মহদন্তরম্। যতঃ কর্পূরদ্বীপঃ স্বর্গ এব, রাজা চ দ্বিতীয়ঃ স্বর্গপতিঃ। কথং বর্ণয়িতুং শক্যতে। অত্র মরুস্থলে পতিতা যূয়ং কিং কুরুথ। আগচ্ছত, অস্মদ্দেশে গম্যতাম্। ততস্তদ্বচনমাকর্ণ্য সর্ব্বে সকোপা বভূবুঃ। তথা চোক্তম্।

পয়ঃপানং ভুজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্দ্ধনম্।
উপদেশো হি মূর্খাণাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে॥ ৪॥

অন্যচ্চ। বিদ্বানেবোপদেষ্টব্যো নাঽবিদ্যাংস্তু কদাচন।
বানরানুপদিশ্যাঽজ্ঞান্ স্থানভ্রষ্টা যযুঃ খগাঃ॥ ৫॥

রাজোবাচ—কথমেতৎ। দীর্ঘমুখঃ কথয়তি। অস্তি নর্ম্মদা-তীরে পর্ব্বতোপত্যকায়াং বিশালঃ শাল্মলীতরুঃ। তত্র নির্ম্মিত-

---

তাহাতে আমি কহিলাম,—কর্পূরদ্বীপের মহারাজচক্রবর্ত্তী রাজহংস হিরণ্যগর্ভের আমি অনুচর। কৌতূহলবশতঃ বিদেশ দেখিতে আসিয়াছি। ইহা শুনিয়া তাহারা কহিল,—তোমাদের দেশ ও আমাদের দেশ এ দুয়ের মধ্যে কোন্ দেশ ভাল? কোন্ রাজাই বা ভাল?। তাহাতে আমি কহিলাম,—আঃ! কার্ সঙ্গে কার্ কথা! বিস্তর প্রভেদ! কেন না, আমাদের কর্পূরদ্বীপ স্বর্গ, এবং আমাদের রাজাও দ্বিতীয় স্বর্গপতি ইন্দ্র। কি সাধ্য যে কথায় তাহা বর্ণনা করিতে পারি। তোমরা কি জন্য এ মরুভূমে পড়িয়া আছ? আইস! আমাদের দেশে চল। আমার এই কথা শুনিয়া তাহারা সকলেই আমার উপর খড়্গাহস্ত হইল। কথিতও আছে যে,—

দুঃশীল জনেরে যদি শিখাও সুনীত, হিত না হইয়া তাহে ঘটে বিপরীত;
দুগ্ধপান করে যদি বিষধরগণ, তাহাতে কেবল হয় বিষের বর্দ্ধন। ৪।

আরো,—

সুজনেই হয় উপদেশের ভাজন, উপদেশযোগ্য কভু না হয় কুজন;
বানরগণেরে করি উপদেশ দান, পক্ষিগণ পলাইল ছাড়ি নিজ স্থান। ৫।

রাজা জিজ্ঞাসিলেন,—সে কি প্রকার?। দীর্ঘমুখ—কহিল। নর্ম্মদানদীর তীরে

নীড়ক্রোড়ে পক্ষিণঃ সুখেন নিবসন্তি। অথৈকদা বর্ষাসু নীলপটলৈরিব জলধরপটলৈরাবৃতে নভস্তলে ধারাসারৈর্মহতী বৃষ্টির্বভূব। ততো বানরাংস্তরুতলেঽবস্থিতান্ শীতার্ত্তান্ কম্পমানানবলোক্য কৃপয়া পক্ষিভিরুক্তম্—ভো ভো বানরাঃ শৃণুত।

অস্মাভির্নির্ম্মিতা নীড়াশ্চঞ্চুমাত্রাহৃতৈস্তৃণৈঃ।
হস্তপাদাদিসংযুক্তা যূয়ং কিমবসীদথ ॥ ৬ ॥

তৎ শ্রুত্বা বানরৈর্জাতামর্ষৈরালোচিতম্—অহো নির্বাতনীড়গর্ভাবস্থিতাঃ সুখিনঃ পক্ষিণোঽস্মান্ নিন্দন্তি। তদ্ভবতু তাবদ্ বৃষ্টেরুপশমঃ। অনন্তরং শান্তে পানীয়বর্ষে তৈর্বানরৈর্বৃক্ষমারুহ্য সর্ব্বে নীড়া ভগ্নাঃ। তেষাং পক্ষিণাম্ অণ্ডানি চাঽধঃ পাতিতানি। অতোঽহং ব্রবীমি—"বিদ্বানেবোপদেষ্টব্যঃ"-ইত্যাদি। রাজোবাচ,—তদা পক্ষিভিঃ কিমুক্তম্। দীর্ঘমুখঃ কথয়তি। ততঃ পক্ষিভিঃ

এক পর্ব্বতের উপত্যকায় (১) এক প্রকাণ্ড শাল্মলী বৃক্ষ (২) আছে। পক্ষীরা সেই বৃক্ষে বাসা নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে পরম সুখে বাস করে। অনন্তর একদিন বর্ষাকালে নীলপুঞ্জের ন্যায় নিবিড় জলধরপুঞ্জে গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইলে, মুষলধারায় অতি ঘোরতর বৃষ্টি হইতে লাগিল। সেই বৃক্ষের পক্ষীরা দেখিল,—একদল বানর তরুতলে বসিয়া ভিজিতেছে, এবং শীতার্ত্ত হইয়া কাঁপিতেছে। তাহা দেখিযা পক্ষীরা দয়া করিয়া কহিল,—ওহে বানরগণ! শুন,—

ঠোঁটে মাত্র তৃণ আনি বান্ধি বাসস্থান, দুর্ব্বল বিহঙ্গ মোরা করি অবস্থান;
কিন্তু তোমাদের হস্ত পদ বুদ্ধি বল, সকলি থাকিতে কেন হতেছ বিকল?। ৬।

তাহা শুনিয়া বানরেরা ভাবিল,—অহো! এই পক্ষীদের বাসার মধ্যে ঝড় জল প্রবেশ করিতে পারে না, ইহারা তন্মধ্যে সুখে আছে বলিয়া আমাদিগকে নিন্দা করিতেছে। আচ্ছা! বৃষ্টি একবার থামিলেই ইহার প্রতিফল দিতেছি। অনন্তর বৃষ্টি থামিলে বানরগণ বৃক্ষে উঠিয়া সমস্ত পক্ষীর বাসা ভাঙ্গিয়া ফেলিল, এবং তাহাদের ডিম্বগুলি ফেলিয়া দিল। তাই বলিতেছিলাম যে,—"সুজনেই হয় উপদেশের ভাজন"—ইত্যাদি। রাজা জিজ্ঞাসিল,—তাহার পর সেই পক্ষীরা

---

(১) 'উপত্যকা'—পর্ব্বতের সন্নিহিত স্থান।
(২) 'শাল্মলী'—শিমুল গাছ।

কোপাদুক্তম্,—কেনাহসৌ রাজহংসঃ কৃতো রাজা। ততো ময়োপজাতকোপেনোক্তম্,—অয়ং তে ময়ূরঃ কেন রাজা কৃতঃ। তৎ শ্রুত্বা তে পক্ষিণো মাং হন্তুমুদ্যতাঃ। ততো ময়াহপি স্ববিক্রমো দর্শিতঃ। যতঃ।

অন্যদা ভূষণং পুংসঃ ক্ষমা লজ্জেব যোষিতঃ।
পরাক্রমঃ পরিভবে বৈযাত্যং সুরতেষ্বিব ॥ ৭ ॥

রাজা বিহস্যাহ।

আত্মনশ্চ পরেষাং চ যঃ সমীক্ষ্য বলাবলম্।
অন্তরং নৈব জানাতি স তিরস্ক্রিয়তেহরিভিঃ ॥ ৮ ॥

অন্যচ্চ। সুচিরং হি চরন্নিত্যং ক্ষেত্রে শস্যমবুদ্ধিমান্।
দ্বীপিচর্ম্মপরিচ্ছন্নো বাগ্‌দোষাদ্ গর্দ্দভো হতঃ ॥ ৯ ॥

বকঃ পৃচ্ছতি—কথমেতৎ। রাজা কথয়তি। অস্তি হস্তিনাপুরে বিলাসো নাম রজকঃ। তস্য গর্দ্দভোহতিভারবহনাদ্দুর্ব্বলো মুমূর্ষু-

---

তোমায় কি বলিল ?। দীর্ঘমুখ কহিল,—পক্ষীরা ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল,—তোমাদের ঐ রাজহংসকে কে রাজা করিল ?। তাহা শুনিয়া আমারও ক্রোধ হইল, আমিও কহিলাম,—তোমাদের ঐ ময়ূরকে কে রাজা করিল ?। তাহা শুনিয়া সেই সকল পক্ষী আমাকে মারিতে উদ্যত হইল। তখন আমিও নিজ পরাক্রম প্রকাশ করিলাম। কারণ,—

রমণীর লজ্জাগুণ ভূষণ যেমন, পুরুষের ক্ষমাগুণ তেমনি ভূষণ ;
কিন্তু লজ্জা রতিকালে সাজে না যেমন, ক্ষমাও যুদ্ধের কালে সাজে না তেমন(১)।৭।

রাজা রাজহংস হাস্য করিয়া কহিল,—

আত্ম-বল পর-বল না বুঝে যে জন, শত্রুহস্তে শাস্তি তার হয় বিলক্ষণ। ৮।

আরো,—

সুখে ছিল শস্যক্ষেত্রে ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরি, কেহ না ঘেঁসিত কাছে ব্যাঘ্র মনে করি ;
নির্ব্বোধ গর্দ্দভ যেই ছাড়িল চিৎকার, অমনি কৃষক তারে করিল সংহার। ৯।

বক জিজ্ঞাসা করিল, সে কি প্রকার ?। রাজহংস কহিল। হস্তিনানগরে বিলাস নামে এক রজক আছে। তাহার গর্দ্দভ অতিরিক্ত ভার বহন করিয়া ক্রমে দুর্ব্বল

---

(১) মূল সংস্কৃত শ্লোকটি মাঘকবির শিশুপালবধ কাব্যের ২য় সর্গে আছে।

রিবাঽভবৎ। ততস্তেন রজকেনাঽসৌ ব্যাঘ্রচর্ম্মণা প্রচ্ছাদ্যাঽরণ্য-সমীপে শস্যক্ষেত্রে মোচিতঃ। ততো দূরাত্তমবলোক্য ব্যাঘ্রবুদ্ধ্যা ক্ষেত্রপতয়ঃ সত্বরং পলায়ন্তে। অথ কেনাঽপি শস্যরক্ষকেণ ধূসর-কম্বলকৃততনুত্রাণেন ধনুঃকাণ্ডং সজ্জীকৃত্যাঽবনতকায়েন একান্তে স্থিতম্। তং চ দূরাদ্দৃষ্ট্বা গর্দ্দভঃ পুষ্টাঙ্গো যথেষ্টশস্যভক্ষণজাত-বলো গর্দ্দভোঽয়মিতি মত্বোচ্চৈঃ শব্দং কুর্ব্বাণস্তদভিমুখং ধাবিতঃ। ততস্তেন শস্যরক্ষকেণ চিৎকারশব্দাৎ গর্দ্দভোঽয়মিতি জ্ঞাত্বা লীল-য়ৈব ব্যাপাদিতঃ। অতোঽহং ব্রবীমি—"সুচিরং হি চরন্নিত্যম্"-ইত্যাদি। দীর্ঘমুখো ব্রূতে। পশ্চাত্তৈঃ পক্ষিভিরুক্তম্,—অরে পাপ দুষ্ট বক অস্মাকং ভূমৌ চরন্ অস্মাকং স্বামিনমধিক্ষিপসি। তন্ন ক্ষন্তব্যমিদানীম্। ইত্যুক্ত্বা সর্ব্বে মাং চঞ্চুভির্হত্বা সকোপা ঊচুঃ,—পশ্য রে মূর্খ স হংসস্তব রাজা সর্ব্বথা মৃদুঃ, তস্য রাজ্যাধি-কারো নাস্তি। যতঃ একান্ততো মৃদুঃ করতলগতমপ্যর্থং রক্ষিতু-

---

ও মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল। অনন্তর রজক সেই গর্দ্দভকে ব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত করিয়া বনের নিকট এক শস্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিল। ক্ষেত্রস্বামীরা দূর হইতে তাহাকে দেখিয়া ব্যাঘ্র মনে করিয়া বেগে পলায়ন করিত। অনন্তর এক শস্যরক্ষক কৃষক ধূসরবর্ণ কম্বল দ্বারা দেহ আচ্ছাদন করিয়া, ধনুর্বাণ সুসজ্জিত করিয়া সেই শস্যক্ষেত্রের এক নিভৃত স্থানে অবনত ভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। সেই ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত গর্দ্দভ স্বচ্ছন্দে শস্য ভোজন করিয়া বিলক্ষণ বলিষ্ঠ ও হৃষ্ট পুষ্ট হইয়াছিল। সে দূর হইতে ঐ কৃষককে দেখিয়া তাহাকে স্বজাতি ভাবিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে ডাকিতে তাহার অভিমুখে ধাবিত হইল। শস্যরক্ষকও তখন তাহাকে গর্দ্দভ বলিয়া জানিতে পারিল, এবং অনায়াসে তাহাকে বধ করিল। এই জন্যই আমি বলিতেছিলাম যে,—"সুখে ছিল শস্য-ক্ষেত্রে ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরি"-ইত্যাদি। দীর্ঘমুখ কহিল,—তাহার পর সেই পক্ষীরা বলিল,—অরে পাপিষ্ঠ দুষ্ট বক! তুই আমাদেরই ভূমিতে বিচরণ করত আমাদেরই মহারাজকে গালি দিতেছিস্! ইহা আমরা কখনই সহ্য করিব না। ইহা বলিয়া সকলে আমাকে চঞ্চু দ্বারা প্রহার করিয়া ক্রোধে কহিল,—দেখ্ রে মূর্খ! তোদের রাজা সেই রাজহংস নিতান্ত নিস্তেজ, অতএব তাহার রাজপদেই অধিকার নাই, কারণ, অত্যন্ত নিস্তেজ ব্যক্তি, লক্ষ্মী হস্তগত হইলেও তাহা রক্ষা করিতে পারে

মক্ষমঃ। কথং স পৃথিবীং শাস্তি। রাজ্যং বা তস্য কিম্। ত্বং চ কূপমণ্ডূকস্তেন তদাশ্রয়ণমুপদিশসি। শৃণু।

সেবিতব্যো মহাবৃক্ষঃ ফলচ্ছায়াঁসমন্বিতঃ।
যদি দৈবাৎ ফলং নাস্তি ছায়া কেন নিবার্য্যতে ॥১০॥

অন্যচ্চ। হীনসেবা ন কর্ত্তব্যা কর্ত্তব্যো মহদাশ্রয়ঃ।
পয়োঽপি শৌণ্ডিকীহস্তে বারুণীত্যভিধীয়তে ॥১১॥
অজা সিংহপ্রসাদেন বনে চরতি নির্ভয়ম্।
রামমাসাদ্য লঙ্কায়াং লেভে রাজ্যং বিভীষণঃ ॥ ১২ ॥

অন্যচ্চ। মহানপ্যল্পতাং যাতি নির্গুণে গুণবিস্তরঃ।
আধারাধেয়ভাবেন গজেন্দ্রইব দর্পণে ॥ ১৩ ॥

না। অতএব সেরূপ ব্যক্তি কিরূপে পৃথিবী শাসন করিবে?। আর তাহার রাজ্যই বা কি?। তুই নাকি কূপমণ্ডূক (১), তাই তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে উপদেশ দিতেছিস্। শ্রবণ কর,—

ফল আর ছায়া যাহে আছে এ উভয়, সেই তরুবর সবে করিবে আশ্রয়;
দৈবাৎ যদিও ফল না করে ধারণ, সুশীতল ছায়া তার কে করে বারণ?। ১০।

আরো,—

থাকিলে নির্ম্মল জল শৌণ্ডিকের করে, তাহাকেও সুরা ভাবি সবে ঘৃণা করে;
অতএব নীচের সংস্রব কিছু নয়, সর্ব্বকালে মহতের লইবে আশ্রয় (২)। ১১।
সিংহ যদি কৃপা করি' বিতরে আশ্রয়, অজাও অরণ্যে চরে হইয়া নির্ভয়;
শ্রীরামের পদাশ্রয় করিয়া গ্রহণ, লঙ্কার রাজত্ব দেখ! লভে বিভীষণ। ১২।

আরো,—

নির্গুণ জনের যদি লভয়ে আশ্রয়, গুণবান্ বড় লোক সেও খাঁট হয়;

---

(১) 'কূপমণ্ডূক'—যে মণ্ডূক অর্থাৎ ভেক ক্ষুদ্র কূপমধ্যেই চিরকাল বাস করে, অন্য কোন ভাল জলাশয় কখনও দেখে নাই, আপনার সেই ক্ষুদ্র কূপটিকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট জলাশয় বলিয়া জ্ঞান করে, সেই ভেককে 'কূপমণ্ডূক' বলে। ঐরূপ, যে ব্যক্তি অন্যান্য বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, কেবল নিজের সামান্য দেশ বা সামান্য জ্ঞানকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করে, তাহাকেও লোকে উপহাস করিয়া 'কূপমণ্ডূক' বলে।

(২) 'শৌণ্ডিকের করে'—শুঁড়ির হস্তে। শুঁড়ির হস্তে জল থাকিলেও লোকে যেমন তাহা মদ বলিয়া জ্ঞান করে, তেমনি ইতরলোকের সঙ্গে ভদ্রলোক থাকিলেও সকলে তাহাকে ইতরলোক বলিয়াই জ্ঞান করে। অতএব ভদ্রলোক ইতরের কোনওপ্রকার সংস্রবে কদাচ থাকিবে না।

বিশেষতশ্চ।

ব্যপদেশেঽপি সিদ্ধিঃ স্যাদতিশক্তে নরাধিপে।
শশিনো ব্যপদেশেন বসন্তি শশকাঃ সুখম্ ॥ ১৪ ॥

ময়োক্তম্,—কথমেতৎ। পক্ষিণঃ কথয়ন্তি। কদাচিদ্‌বর্ষাস্বপি বৃষ্টেরভাবাৎ তৃষার্ত্তো গজযূথো যূথপতিমাহ,—নাথ কোঽভ্যুপায়োঽস্মাকং জীবনায়। নাস্তি ক্ষুদ্রজন্তূনাং নিমজ্জনস্থানম্। বয়ং চ নিমজ্জনাভাবাদন্ধাইব ক্ব যামঃ কিং বা কুর্ম্মঃ। ততো হস্তিরাজো নাতিদূরং গত্বা নির্ম্মলং হ্রদং দর্শিতবান্। ততো দিনেষু গচ্ছৎসু তত্তীরস্থিতশশকা গজযূথপাদাহতিভিশ্চূর্ণিতাঃ। অনন্তরং শিলীমুখো নাম শশকশ্চিন্তয়ামাস,—অনেন গজযূথেন পিপাসাকুলিতেন প্রত্যহমত্রাগন্তব্যম্। অতো বিনষ্টমস্মৎকুলম্। ততো বিজয়ো নাম বৃদ্ধশশকোঽবদৎ,—মা বিষীদত, প্রতীকারো ময়া কর্ত্তব্যঃ।

দর্পণে গজেন্দ্র-মূর্ত্তি ক্ষুদ্রই দেখায়, সকলে আদর্শমত দোষগুণ পায় (১)। ১৩।

বিশেষত—

প্রবলপ্রতাপ যদি নরপতি হয়, নাম করিলেও তাঁর দূরে যায় ভয়;
শশাঙ্কের নাম করি শশক সকলে, নির্ভয় হইয়া বাস করিল কুশলে। ১৪।

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—সে কিরূপ?। পক্ষীরা কহিল। একদা বর্ষাকালেও বৃষ্টি না হওয়ায় হস্তিগণ তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া যূথপতিকে নিবেদন করিল,—প্রভো! আমাদের জীবনরক্ষার উপায় কি? ক্ষুদ্র জন্তুরও অবগাহনের স্থান নাই। আমরা অবগাহনের অভাবে যাতনায় অন্ধপ্রায় হইয়াছি, কোথা যাই, কি বা করি?। অনন্তর গজরাজ অনতিদূরে তাহাদিগকে লইয়া গিয়া একটি নির্ম্মল সরোবর দেখাইয়া দিল। দিন দিন সেই গজযূথের পদাঘাতে সেই সরোবরের তীরবর্ত্তী শশকেরা চূর্ণিত হইতে লাগিল। অনন্তর শিলীমুখ নামে এক শশক মনে মনে চিন্তা করিল,—এই তৃষ্ণার্ত্ত হস্তীর দল প্রত্যহই এই স্থানে আসিবে। অতএব দেখিতেছি আমরা সবংশেই বিনষ্ট হইলাম। অনন্তর বিজয় নামে এক বৃদ্ধ শশক তাহাকে বলিল,—তোমরা হতাশ হইও না, আমি ইহার প্রতীকার করিব। সে

---

(১) হস্তীর আকার অতি প্রকাণ্ড হইলেও তাহা যেমন ক্ষুদ্র দর্পণের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হইলে ক্ষুদ্র দেখায়, তেমনি ক্ষুদ্রের আশ্রয়ে থাকিলে বড়লোকও ক্ষুদ্রের প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ আশ্রয়ের দোষ বা গুণ অনুসারে বস্তু বা ব্যক্তি দোষ বা গুণ প্রাপ্ত হয়।

ইতি প্রতিজ্ঞায় চলিতঃ। গচ্ছতা চ তেনালোচিতম্,—কথং ময়া গজযূথপনিকটে গত্বা বক্তব্যম্। যতঃ।

স্পৃশন্নপি গজো হন্তি জিঘ্রন্নপি ভুজঙ্গমঃ।
পালয়ন্নপি ভূপালঃ প্রহসন্নপি দুর্জ্জনঃ॥ ১৫॥

অতোঽহং পর্ব্বতশিখরমারুহ্য যূথনাথমভিবাদয়ামি। তথাঽনুষ্ঠিতে সতি যূথনাথ উবাচ,—কস্ত্বম্, কুতঃ সমায়াতঃ। স ব্রূতে,—দূতোঽহং ভগবতা চন্দ্রেণ ভবদন্তিকং প্রেষিতঃ। যূথপতিরাহ,—কার্য্যমুচ্যতাম্। বিজয়ো বদতি।

উদ্যতেষ্বপি শস্ত্রেষু দূতো বদতি নাঽন্যথা।
সদৈবাঽবধ্যভাবেন যথার্থস্য হি বাচকঃ॥ ১৬॥

তদহং তদাজ্ঞয়া ব্রবীমি, শৃণু,—যদেতে শশকাশ্চন্দ্রসরোরক্ষকাস্ত্বয়া নিঃসারিতাঃ তন্ন যুক্তং কৃতম্। যতো রক্ষকাস্তে শশকা মদীয়াঃ। অতএব মে শশাঙ্ক ইতি প্রসিদ্ধিঃ। এবমুক্তবতি দূতে

এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রস্থান করিল। সে যাইতে যাইতে ভাবিল,—আমি কিরূপে গজযূথপতির কাছে গিয়া বক্তব্য বিষয় প্রকাশ করি। কারণ,—

করী আসি করে যদি অঙ্গের স্পর্শন, শুধুই আঘ্রাণ যদি করে সর্পগণ;
যতনেও রাজা যদি করেন পালন, হাসিয়া মিষ্টও যদি কহে দুষ্টজন;
তথাপি প্রাণের শঙ্কা জানিবে তাহায়, এদের মনের ভাব বুঝা নাহি যায় (১)।১৫।

অতএব আমি পর্ব্বতের চূড়ায় উঠিয়া যূথনাথকে প্রণাম জানাই। সে ঐরূপ করিলে, যূথপতি কহিল,—কে তুমি? কোথা হইতে আসিয়াছ?। শশক কহিল,—আমি দূত, ভগবান্ চন্দ্র আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। যূথপতি কহিল,—কি কার্য্যে আসিয়াছ বল?। শশক কহিল,—

কাটিতে গেলেও তাহে ত্যজি প্রাণভয়, নির্ভয় হৃদয়ে দূত সত্য কথা কয়।১৬।

অতএব আমি তাঁহারই আদেশ আপনাকে জানাইতেছি শুনুন,—"এই চন্দ্রসরোবরের রক্ষক শশকদিগকে উন্মূলিত করিয়া তুমি ভাল কাজ করিতেছ না। কারণ, সরোবররক্ষক ঐ সকল শশক আমারই পরিজন, এইজন্যই আমি 'শশাঙ্ক'

---

(১) হস্তী, সর্প, রাজা ও দুর্জ্জন, ইহারা যতই সুপ্রসন্ন ভাব প্রকাশ করুক ইহাদের চরিত্রে কদাচ বিশ্বাস করিবে না, কেন না ইহারা হঠাৎ ভীষণ ভাব ধারণ করিয়া লোকের প্রাণনাশ করিয়া থাকে।

যূথপতির্ভয়াদিদমাহ,—দেব! ইদমজ্ঞানতঃ কৃতম্। পুনর্ন গমিষ্যামি। দূত উবাচ,—তদত্র সরসি ভগবন্তং চন্দ্রমসং কোপাৎ প্রকম্পমানং প্রণম্য প্রসাদ্য চ গচ্ছ। ততস্তেন রাত্রৌ নীত্বা তত্র জলে চঞ্চলং চন্দ্রবিম্বং দর্শয়িত্বা স যূথপতিঃ প্রণামং কারিতঃ। দেব অনেনাঽজ্ঞানাদপরাধঃ কৃতঃ, তৎ ক্ষম্যতাম্, ইত্যুক্ত্বা তেন শশকেন স যূথপতিঃ প্রস্থাপিতঃ। অতোঽহং ব্রবীমি,—"ব্যপদেশেঽপি সিদ্ধিঃ স্যাৎ"-ইত্যাদি। ততো ময়োক্তম্,—স এবাঽস্মৎপ্রভুরাজহংসো মহাপ্রতাপোঽতিসমর্থঃ। ত্রৈলোক্যস্যাপি প্রভুত্বং তত্র যুজ্যতে কিং পুনারাজ্যমিতি। তদাহং তৈঃ পক্ষিভিঃ,—দুষ্ট কথমস্মদ্ভুমৌ চরসি—ইত্যভিধায় চিত্রবর্ণস্য রাজ্ঞঃ সমীপং নীতঃ। ততো রাজ্ঞঃ পুরতো মাং প্রদর্শ্য তৈঃ প্রণম্যোক্তম্,—দেব অবধীয়তাম্। এষ দুষ্টবকোঽস্মদ্দেশে চরন্নপি দেবপাদান্ অধিক্ষিপতি। রাজাহ,—কোঽয়ং কুতঃ সমায়াতঃ। তে ঊচুঃ,—

এই নামে জগতে বিখ্যাত। দূতের মুখে ঐ কথা শুনিয়া যূথপতি ভীত হইয়া কহিল,—দেব! আমি না জানিয়াই এ কার্য্য করিয়াছি, আর কদাচ ঐ স্থানে গমন করিব না। দূত কহিল,—ভগবান্ চন্দ্র কোপে কম্পান্বিতকলেবর হইয়া এই সরোবরেই অবস্থান করিতেছেন, আপনি তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক প্রসন্ন করিয়া গমন করুন। অনন্তর সে রাত্রিকালে যূথপতিকে সঙ্গে লইয়া সেই সরোবরের জলে চঞ্চল চন্দ্রবিম্ব দেখাইল এবং তাহাকে প্রণাম করাইয়া কহিল,—দেব! এ অজ্ঞানবশতঃ অপরাধ করিয়াছে, অতএব ইহাকে ক্ষমা করুন। শশক ইহা বলিয়া সেই যূথপতিকে বিদায় করিল। এই জন্যই বলিতেছিলাম,—"প্রবলপ্রতাপ যদি নরপতি হয়"—ইত্যাদি। তাহা শুনিয়া আমি কহিলাম,—আমাদের মহারাজ সেই রাজহংসই প্রবলপ্রতাপ ও অত্যন্ত উপযুক্ত পাত্র, সামান্য রাজ্যের ত কথাই নাই, তিনি ত্রৈলোক্যের অধীশ্বর হইবার যোগ্য। তখন সেই পক্ষীরা কহিল,—ওরে দুষ্ট! তুই কার্ আজ্ঞায় আমাদের অধিকারে ভ্রমণ করিতেছিস্? ইহা বলিয়া আমাকে চিত্রবর্ণ রাজার নিকট লইয়া গেল। অনন্তর রাজার সম্মুখে আমাকে উপস্থিত করিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া কহিল,—দেব! অবধান করুন, এই দুষ্ট বক আমাদেরই দেশে ভ্রমণ করিতেছে, অথচ মহারাজেরই নিন্দা করিতেছে। রাজা কহিলেন,—এ কে? কোথা হইতে আসিয়াছে?।

হিরণ্যগর্ভনাম্নো রাজহংসস্যাঽনুচরঃ কর্পূরদ্বীপাদাগতঃ। অথাঽহং গৃধ্রেণ মন্ত্রিণা পৃষ্টঃ,—কস্তত্র মুখ্যো মন্ত্রীতি। ময়োক্তম্,—সর্ব্ব-শাস্ত্রার্থপারগঃ সর্ব্বজ্ঞো নাম চক্রবাকঃ। গৃধ্রো ব্রূতে,—যুজ্যতে স্বদেশজোঽসৌ। যতঃ।

স্বদেশজং কুলাচারে বিশুদ্ধমুপধাশুচিম্।
শাস্ত্রজ্ঞমব্যসনিনং ব্যভিচারবিবর্জ্জিতম্॥ ১৭॥
অধীতব্যবহারাঙ্গং খ্যাতং মৌলং বিপশ্চিতম্।
অর্থস্যোৎপাদকং সম্যগ্ বিদধ্যান্মন্ত্রিণং নৃপঃ॥ ১৮॥

অত্রাঽন্তরে শুকেনোক্তম্,—দেব কর্পূরদ্বীপাদয়ো লঘুদ্বীপা জম্বুদ্বীপান্তর্গতাএব, তত্রাঽপি দেবপাদানামেবাধিপত্যম্। ততো রাজ্ঞাঽপ্যুক্তম্,—এবমেব। যতঃ।

রাজা মত্তঃ শিশুশ্চৈব প্রমদা ধনগর্ব্বিতঃ।
অপ্রাপ্যমপি বাঞ্ছন্তি কিং পুনর্লভ্যমেব যৎ॥ ১৯॥

তাহারা কহিল,—এ ব্যক্তি হিরণ্যগর্ভ নামক রাজহংসের অনুচর, কর্পূরদ্বীপ হইতে আসিয়াছে। পরে গৃধ্র মন্ত্রী আমায় জিজ্ঞাসা করিল,—তোমাদের রাজার প্রধান মন্ত্রী কে?। আমি কহিলাম,—অশেষ শাস্ত্রার্থের পারদর্শী সর্ব্বজ্ঞ নামক চক্রবাক। গৃধ্র কহিল,—হাঁ সে ব্যক্তি যখন রাজার স্বদেশীয়, তখন মন্ত্রিপদের উপযুক্ত বটে। কারণ,—

কুলে শীলে সর্ব্বমতে বিশুদ্ধ নির্ম্মল, পুরুষানুক্রমে অতি বিশ্বাসের স্থল;
ব্যভিচার নাহি যার না আছে ব্যসন, সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত প্রতিষ্ঠাভাজন;
সমস্ত শাসনতন্ত্রে অতি বিচক্ষণ, সুকৌশলে সর্ব্ব অর্থ যে করে সাধন;
ঐরূপ স্বদেশবাসী সুপাত্র যে জন, তাহাকেই মন্ত্রিপদে করিবে বরণ। ১৭। ১৮।

ইত্যবসরে শুক রাজাকে কহিল,—দেব! কর্পূরদ্বীপ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ সকল এই জম্বুদ্বীপেরই অন্তর্গত, ঐ সকল দ্বীপেও মহারাজের অধিকার আছে। তাহাতে রাজা কহিলেন,—হাঁ সত্যই বলিয়াছ। কারণ,—

নরপতি, মত্ত লোক, আর শিশুজন, ঐশ্বর্য্যে গর্ব্বিত ব্যক্তি, আর নারীগণ; (১)
অসাধ্যেও ইচ্ছা এরা করে বার বার, সাধ্য যাহা তার কথা কি বলিব আর। ১৯।

---

(১) রাজা, উন্মত্ত ব্যক্তি, বালক ও স্ত্রীলোক, ইহারা দুর্লভ বস্তুও পাইবার জন্য কামনা করে। অতএব আমি যখন রাজা, তখন যে ঐ অনায়াসলভ্য কর্পূরদ্বীপ অধিকার করিতে কামনা করিব তাহা আশ্চর্য্য নহে।

ততো ময়োক্তম্,—যদি বচসৈব তত্রাঽপি শ্রীমদ্দেবপাদানামাধিপত্যং সিধ্যতি তদা জম্বুদ্বীপেঽপি অস্মৎপ্রভোঃ হিরণ্যগর্ভস্য স্বাম্যমস্তি। শুক উবাচ,—কথমত্র নির্ণয়ঃ। ময়োক্তম্,—সংগ্রাম-এব। রাজ্ঞা বিহস্যোক্তম্,—স্বস্বামিনং গত্বা সজ্জীকুরু। তদা ময়োক্তম্,—স্বদূতোঽপি প্রস্থাপ্যতাম্। রাজাহ,—কঃ প্রযাতু দৌত্যেন। যতঃ এবম্ভূতো দূতঃ কার্য্যঃ।

ভক্তো গুণী শুচির্দক্ষঃ প্রগল্‌ভোঽব্যসনী ক্ষমী।
ব্রাহ্মণঃ পরমর্ম্মজ্ঞো দূতঃ স্যাৎ প্রতিভানবান্ ॥২০॥

গৃধ্রো বদতি,—সন্ত্যেব দূতা বহবঃ। কিন্তু ব্রাহ্মণএব দূতঃ কর্ত্তব্যঃ। যতঃ।

প্রসাদং কুরুতে ভর্ত্তুঃ সম্পত্তিং নাঽভিবাঞ্ছতি।
কালিমা কালকূটস্য নাঽপৈতীশ্বরসঙ্গমাৎ ॥ ২১ ॥

তাহা শুনিয়া আমি কহিলাম,—যদি কেবল মুখের কথাতেই সে স্থানেও মহারাজের আধিপত্য সিদ্ধ হয়, তবে এই জম্বুদ্বীপেও আমাদের প্রভু হিরণ্যগর্ভের আধিপত্য আছে। শুক কহিল,—এ বিষয়ের কিরূপে মীমাংসা হয়?। আমি কহিলাম,—যুদ্ধ দ্বারাই ইহার মীমাংসা হইতে পারে। রাজা হাস্য করিয়া কহিলেন,—তবে তুমি গিয়া তোমাদের রাজাকে রণসজ্জা করিতে বল। তখন আমি কহিলাম,—তবে আপনিও নিজ দূতকে প্রেরণ করুন। রাজা কহিলেন,—দৌত্যকার্য্যে কে যাইবে? কারণ দূতের এই সকল গুণ থাকা উচিত ;—

প্রভুভক্ত, গুণবান্, বিশুদ্ধহৃদয়, কোনোরূপ ব্যসনের অধীন যে নয় ;
সুদক্ষ, সুবক্তা, আর ক্ষমাগুণযুত, পর-মর্ম্ম জ্ঞানে যার ক্ষমতা অদ্ভুত ;
সুধীর, প্রতিভাশালী, জাতিতে ব্রাহ্মণ, দূতকার্য্যে উপযুক্ত হয় সেই জন (১)।২০।

গৃধ্র কহিল,—এরূপ গুণসম্পন্ন অনেকেই আছেন, কিন্তু ব্রাহ্মণকেই দূত করা কর্ত্তব্য। কারণ,—

ব্রাহ্মণে প্রভুর তুষ্টি করয়ে সাধন, প্রভুর ঐশ্বর্য্যে নাহি করে আকিঞ্চন ;
কালকূট শিব-কণ্ঠ সদা শোভা করে, শিবের শুভ্রতা কিন্তু কভু নাহি হরে (২)।২১।

---

(১) 'ব্যসন'—সুরাপান দ্যূতক্রীড়া প্রভৃতি নেশা। 'পরমর্ম্মজ্ঞানে'—পরের মনের ভাব বুঝিতে।

(২) যিনি পবিত্র ব্রাহ্মণবংশে উৎপন্ন, তিনিই রাজার দৌত্যকার্য্যের উপযুক্ত ; কারণ, প্রকৃত ব্রাহ্মণসন্তান স্বভাবতই লোভশূন্য হইয়া থাকেন ; তিনি রাজার কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়াও, রাজার সম্পত্তি

রাজাহ,—ততঃ শুকএব ব্রজতু। শুক ত্বমেবাহনেন সহ তত্র গত্বা অস্মদভিলষিতং ব্রূহি। শুকোহবদৎ—যথাজ্ঞাপয়তি দেবঃ। কিন্ত্বয়ং দুর্জ্জনো বকঃ। দুর্জ্জনেন সহ ন ব্রজামি। তথাহ্যুক্তম্।

খলঃ করোতি দুর্ব্বৃত্তং নূনং ফলতি সাধুষু।
দশাননো হরেৎ সীতাং বন্ধনং স্যান্মহোদধেঃ॥ ২২॥

অপরঞ্চ। ন স্থাতব্যং ন গন্তব্যং দুর্জ্জনেন সমং কচিৎ।
কাকসঙ্গাদ্ধতো হংসস্তিষ্ঠন্ গচ্ছংশ্চ বর্ত্তকঃ॥ ২৩॥

রাজোবাচ,—কথমেতৎ। শুকঃ কথয়তি। অস্ত্যুজ্জয়িনীবর্ত্মনি প্রান্তরে মহান্ পিপ্পলবৃক্ষঃ। তত্র হংসকাকৌ নিবসতঃ। কদাচিৎ

রাজা কহিলেন,—তবে শুকই গমন করুক (১)। শুক! তুমিই ইহার সহিত সে স্থানে যাইয়া আমার অভিপ্রায় বল। শুক বলিল,—যে আজ্ঞা মহারাজ!। কিন্তু এই বক অতি দুর্জ্জন, আমি দুর্জ্জনের সহিত কোথাও যাইব না। কথিতও আছে যে,—

দুর্জ্জন আপন দোষে মন্দ কর্ম্ম করে, ফল তার ফলে গিয়া সাধুর উপরে;
রাবণ রামের সীতা করিল হরণ, বিনা দোষে সমুদ্রের হইল বন্ধন। ২২।

আরো,—

দুর্জ্জনের সঙ্গে না থাকিবে কদাচন, তার সঙ্গে কোথাও না করিবে গমন;
কাকসঙ্গে থাকি হংস ত্যজিল জীবন, বর্ত্তক মরিল সঙ্গে করিয়া গমন (২)। ২৩।

রাজা জিজ্ঞাসিলেন,—সে কি প্রকার?। শুক কহিল। উজ্জয়িনীর পথে এক প্রান্তরে একটি প্রকাণ্ড পিপ্পলবৃক্ষ (৩) আছে। সেই বৃক্ষে এক রাজহংস ও এক কাক বাস করিত। এক পথিক একদিন গ্রীষ্মকালে পরিশ্রান্ত হইয়া সেই

হরণ করেন না, তিনি রাজকার্য্য সাধন করিয়া প্রভুকে সন্তুষ্ট করিতেই চেষ্টা করেন, অথচ নিজে যে দরিদ্র সেই দরিদ্রই চিরকাল থাকেন। ইহার দৃষ্টান্ত কালকূট বিষ। দেখ! কালকূট বিষ সমুদ্র-মন্থনকালে পবিত্র সুধাসাগর হইতে উৎপন্ন, অতএব উহা সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণের ন্যায়। ঐ কৃষ্ণবর্ণ কালকূট সর্ব্বদা সর্ব্বেশ্বর মহাদেবের কণ্ঠদেশকে শোভিত করিতেছে, অথচ তাঁহার রজত-গিরি-সদৃশ অত্যুজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ নিজে হরণ করিতেছে না, নিজে যে কৃষ্ণবর্ণ সেই কৃষ্ণবর্ণই চিরকাল রহিয়াছে।

(১) মনুষ্যজাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ যেমন, পক্ষিজাতির মধ্যে শুকপক্ষীও তেমনি, এইজন্য এস্থলে শুকপক্ষী দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইল।

(২) দুষ্ট কাকের সঙ্গে ছিল বলিয়া এক ধার্ম্মিক রাজহংস হত হইয়াছিল, এবং দুষ্ট কাকের সঙ্গে গমন করিয়াছিল বলিয়া এক বর্ত্তক অর্থাৎ ভারুই পক্ষী হত হইয়াছিল।

(৩) 'পিপ্পলবৃক্ষ'—অশ্বত্থ গাছ।

গ্রীষ্মসময়ে পরিশ্রান্তঃ কশ্চিৎ পথিকস্তত্র তরুতলে ধনুঃকাণ্ডং নিধায় সুপ্তঃ। ততঃ ক্ষণান্তরে তন্মুখাদ্‌বৃক্ষচ্ছায়াঽপগতা। অনন্তরং সূর্য্যতেজসা তন্মুখং ব্যাপ্তমবলোক্য কৃপয়া পুণ্যাত্মনা পাপরহিতেন তৎপিপ্পলবৃক্ষস্থিতেন হংসরাজেন পক্ষৌ প্রসার্য্য পুনস্তন্মুখে ছায়া কৃতা। ততো নির্ভরনিদ্রাসুখিনা পথি ভ্রমণাকুলেন পরিশ্রান্তেন পান্থেন মুখব্যাদানং কৃতম্। অনন্তরং স্বভাবদৌর্জন্যাৎ পরসুখ-মসহিষ্ণুঃ স কাকস্তস্য মুখে পুরীষোৎসর্গং কৃত্বা পলায়িতঃ। ততো যাবদসাবুত্থায় ঊর্দ্ধং নিরীক্ষতে তাবৎ তেনাঽবলোকিতো হংসঃ কাণ্ডেন হতঃ। অতোঽহং ব্রবীমি,—"ন স্থাতব্যম্"—ইত্যাদি। তথাহি।

ত্যজ দুর্জ্জনসংসর্গং ভজ সাধুসমাগমম্।
কুরু পুণ্যমহোরাত্রং স্মর নিত্যমনিত্যতাম্॥ ২৪॥

দেব বর্ত্তকবার্ত্তামপি কথয়ামি। একঃ কাকো বৃক্ষশাখায়াং স্বপিতি। বর্ত্তকশ্চাঽধস্তাদ্ ভূমৌ নিবসতি। একদা সর্ব্বে পক্ষিণো

বৃক্ষতলে ধনুর্ব্বাণ রাখিয়া ছায়ায় পড়িয়া নিদ্রা যাইতে লাগিল। তাহার মুখে বৃক্ষের যে ছায়া পড়িয়াছিল, তাহা কিছুক্ষণ পরেই সরিয়া গেল। অনন্তর, তাহার মুখে রৌদ্র লাগিতেছে দেখিয়া সেই বৃক্ষবাসী পুণ্যাত্মা নিষ্পাপ রাজহংস দয়ার্দ্র-চিত্তে আপনার পাখা দুইটি বিস্তার করিয়া পুনরায় তাহার মুখে ছায়া প্রদান করিল। পথভ্রমণে পান্থ নিতান্ত ক্লান্ত ছিল, এজন্য পরম সুখে গাঢ় নিদ্রা যাইতে যাইতে মুখব্যাদান করিল। পথিক মুখব্যাদান করিবামাত্র পরসুখদ্বেষী সেই দুঃশীল কাক পথিকের মুখে মলত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। তাহাতে পথিকের নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় সে তথায় সেই রাজহংসকে দেখিতে পাইয়া বাণ দ্বারা তাহার প্রাণসংহার করিল। এই জন্যই আমি বলিতেছিলাম যে, দুর্জ্জনের সহিত সহবাস করিবে না। কথিতও আছে যে,—

দুর্জ্জনের সহবাস করহ বর্জ্জন, সাধুসঙ্গে সদা কাল করহ হরণ;
সংসারের অনিত্যতা করহ স্মরণ, অহোরাত্র পুণ্যকর্ম্ম কর আচরণ। ২৪।

মহারাজ! বর্ত্তকের কথাও বলিতেছি শুনুন। এক কাক বৃক্ষশাখায় বাস করে, আর একটি বর্ত্তকপক্ষী বৃক্ষতলে বাস করে। একদা সমস্ত পক্ষীরা ভগবান্ গরুড়ের

ভগবতো গরুড়স্য যাত্রাপ্রসঙ্গেন সমুদ্রতীরং প্রচলিতাঃ। তত্র কাকেন সহ বর্ত্তকশ্চলিতঃ। অথ গচ্ছতো গোপালস্য মস্তকাবস্থিতভাণ্ডাৎ বারংবারং তেন কাকেন দধি খাদ্যতে। ততো যাবদসৌ দধিভাণ্ডং ভূমৌ নিধায় ঊর্দ্ধমবলোকতে তাবৎ তেনকাকবর্ত্তকৌ দৃষ্টৌ। ততস্তেন খেদিতঃ কাকঃ পলায়িতঃ। বর্ত্তকঃ স্বভাবনিরপরাধো মন্দগতিস্তেন প্রাপ্তো ব্যাপাদিতঃ। অতোঽহং ব্রবীমি,—"ন গন্তব্যম্"—ইত্যাদি। ততো ময়োক্তম্—ভ্রাতঃ শুক কিমেবং ব্রবীষি। মাং প্রতি যথা শ্রীমদ্দেবপাদাস্তথা ভবানপি। শুকো ব্রূতে,—অস্ত্যেবম্। কিন্তু।

দুর্জ্জনৈরুচ্যমানানি সস্মিতানি প্রিয়াণ্যপি।
অকালকুসুমানীব ভয়ং সংজনয়ন্তি হি ॥ ২৫ ॥

যাত্রা-মহোৎসব উপলক্ষে (১) সমুদ্রতীরে গমন করিতে লাগিল। বর্ত্তক সেই কাকের সহিত তথায় চলিল। এক গোপ মস্তকে দধির ভাণ্ড লইয়া যাইতেছিল। কাক বারংবার তাহার মস্তকস্থিত দধিভাণ্ড হইতে দধি খাইতে লাগিল। তাহাতে গোপ সেই দধিভাণ্ড মাটিতে নামাইয়া উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র সেই কাক ও বর্ত্তককে দেখিতে পাইল। সে তাড়া দিবা মাত্র কাক পলাইয়া গেল। বর্ত্তক স্বভাবতঃ অতি নিরীহ ও আস্তে আস্তে গমন করে, এজন্য গোপ তাহাকেই ধরিয়া বধ করিল। এইজন্যই বলিতেছিলাম যে,—দুর্জ্জনের সহিত কোথাও যাইবে না। পরে আমি কহিলাম,—ভাই শুক! আপনি আমার বিষয়ে ওরূপ আশঙ্কা করিতেছেন কেন? আমার নিকট মহারাজও যেমন আপনিও তেমনি। শুক কহিল,—হাঁ তাহা সত্য বটে, কিন্তু,—

হেঁসেও দুর্জ্জনে যদি প্রিয় কথা কয়, অকাল-কুসুম-সম সেও শুভ নয় (২)। ২৫।

---

(১) শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা ও রথযাত্রা প্রভৃতিতে যেমন মনুষ্যসকলে মিলিত হইয়া মহোৎসব করিয়া থাকে, মনে কর যেন পক্ষীরাও তেমনি পক্ষিরাজ গরুড়দেবের যাত্রা উপলক্ষে সমুদ্রতীরে মিলিত হইয়া মহোৎসব করিয়া থাকে।

(২) 'অকাল-কুসুম'—অসময়ে ফুল ফুটিলে তাহা দেশের বা গৃহস্থের পক্ষে অতি কুলক্ষণ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে।

"অদ্ভুতানি প্রসূয়ন্তে তত্র দেশস্য বিদ্রবঃ। অকালে ফলপুষ্পাণি দেশবিদ্রবকারণম্" ॥ (মৎস্যপুরাণ।)

অসময়ের পুষ্প যেমন আপাততঃ দেখিতে মনোহর হইলেও তাহাতে ঘোর অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে, দুর্জ্জনের সহাস্য মিষ্ট বচনও তেমনি আপাততঃ প্রীতিকর হইলেও পরিণামে তদ্দ্বারা ঘোর অনিষ্ট হয়।

দুর্জ্জনত্বং চ তব বাগ্‌ব্যাপারাদেব প্রত্যক্ষীকৃতম্। যদনয়োর্ভূপালয়োর্বিগ্রহে ভবদ্বচনমেব নিদানম্। পশ্য।

প্রত্যক্ষেঽপি কৃতে দোষে মূর্খঃ সান্ত্বেন তুষ্যতি।
রথকারো নিজাং ভার্য্যাং সজারাং শিরসাঽকরোৎ ॥২৬॥

রাজোবাচ,—কথমেতৎ। শুকঃ কথয়তি। অস্তি শ্রীনগরে মন্দমতির্নাম রথকারঃ। স চ স্বভার্য্যাং বন্ধকীং জানাতি। কিন্তু জারেণ সমম্ একস্থানে স্বচক্ষুষা ন পশ্যতি। ততোঽসৌ রথকারোঽহমন্যং গ্রামং গচ্ছামি ইত্যুক্ত্বা প্রচলিতঃ। স কিয়দ্দূরং গত্বা নিভৃতং পুনরাগত্য স্বগৃহে খট্টাতলে পতিত্বা স্থিতঃ। অথ মম ভর্ত্তা গ্রামান্তরং গত ইত্যুপজাতবিশ্বাসয়া তদ্‌বধ্বা জারঃ সন্ধ্যাকাল এবাহূতঃ। পশ্চাৎ তেন জারেণ সমং তস্যাং খট্টায়াং নির্ভরং ক্রীড়ন্তী খট্টাধঃস্থিতস্য স্বামিনঃ কিঞ্চিদঙ্গস্পর্শাৎ স্বামিনং মায়াবিনং বিজ্ঞায় সা বিষণ্ণাঽভবৎ। ততো জারেণোক্তম্,—কিমিতি

আর তুমি যে দুর্জ্জন, তাহা তোমার কথাতেই প্রমাণ হইয়াছে, কেন না, কেবল তোমার কথার জন্যই এই দুই রাজার মধ্যে অকারণ বিরোধ ঘটিতেছে। দেখ!—

স্বচক্ষেও হেরি দোষ করে যদি রোষ, তোষামোদে মূর্খ পুন পায় পরিতোষ;
মূর্খ এক রথকার (১) ভুলিয়া কথায়, উপপতি সহ ভার্য্যা করিল মাথায়। ২৬।

রাজা কহিলেন,—সে কিরূপ? শুক বলিল। শ্রীনগরে মন্দমতি নামে এক রথকার বাস করে। সে আপন ভার্য্যাকে কুলটা বলিয়া জানিত, কিন্তু কখনও তাহাকে উপপতির সহিত একসঙ্গে থাকিতে স্বচক্ষে দেখে নাই। এক দিন সেই রথকার স্ত্রীকে বলিল,—আমি অদ্য অন্য স্থানে গমন করিতেছি। সে ইহা বলিয়া বাটী হইতে যাত্রা করিল। কিন্তু কিছু দূর যাইয়াই পুনরায় গোপনে বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া শয়নগৃহের খাটের নীচে লুকাইয়া রহিল। তাহার স্ত্রীর মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাহার পতি অন্য গ্রামে গিয়াছে। এজন্য সে সে দিন আপন উপপতিকে সন্ধ্যাকালেই আসিতে কহিল। অনন্তর সে যখন খাটের উপর উপপতিকে লইয়া রতিক্রীড়ায় মত্ত হইল, তখন খাটের নীচে তাহার পতির অঙ্গে নিজের অঙ্গ ঈষৎ স্পর্শ হওয়াতেই বুঝিতে পারিল যে, তাহার পতি কপটতা করিয়া লুকাইয়া আছে। তাহাতে সেই নারী অত্যন্ত বিষণ্ণ হইল। তাহার উপপতি

---

(১) 'রথকার'—ছুতার, যে রথ নির্ম্মাণ করে।

ময়া সহাহৃদ্য নির্ভরং ন রমসে। বিস্মিতেব প্রতিভাসি। অথ তয়োক্তম্,—যোঽসৌ মে প্রাণেশ্বরঃ যেন মমাকৌমারং সখ্যম্, সোঽদ্য গ্রামান্তরং গতঃ। তেন বিনা সকলজনপূর্ণোঽপ্যয়ং গ্রামো মাং প্রত্যরণ্যবৎ প্রতিভাতি। কিং ভাবি, তত্র পরস্থানে কিং খাদিতবান্, কথং বা প্রসুপ্তঃ, ইত্যস্মদ্ধৃদয়ং বিদীর্য্যতে। জারেণোক্তম্—তৎ কিম্ এবংবিধা স্নেহভূমিঃ স তে ভর্ত্তা কলহকারঃ। বন্ধকী ব্রূতে,—রে বর্ব্বর কিং ব্রবীষি। শৃণু।

পরুষাণ্যপি চোক্তা যা দৃষ্টা বা ক্রুদ্ধচক্ষুষা।
সুপ্রসন্নমুখী ভর্ত্তুঃ সা নারী ধর্ম্মভাজনম্॥ ২৭॥

অপরং চ। নগরস্থো বনস্থো বা পাপো বা যদি বা শুচিঃ।
যাসাং স্ত্রীণাং প্রিয়ো ভর্ত্তা তাসাং লোকা মহোদয়াঃ॥২৮॥

অন্যচ্চ। ভর্ত্তা হি পরমং নার্য্যা ভূষণং ভূষণৈর্ব্বিনা।
এষা বিরহিতা তেন শোভনাঽপি ন শোভতে॥ ২৯॥

জিজ্ঞাসিল,—আজি তুমি আমার সহিত নির্ভরে বিহার করিতেছ না যে? আর এরূপ বিস্মিত হইয়াই বা রহিলে কেন?। অনন্তর সেই স্ত্রী উত্তর করিল,—বাল্যাবধি যাঁহার সহিত আমার প্রণয়, আমার সেই প্রাণেশ্বর পতি, আজি অন্য গ্রামে গিয়াছেন। এই গ্রাম সমস্ত লোকজনে পরিপূর্ণ থাকিলেও আজি তাঁহার বিহনে অরণ্যের ন্যায় আমার জ্ঞান হইতেছে। আহা! তিনি পরস্থানে রহিলেন! তথায় তাঁহার কি হইল! কি আহার করিলেন! কোথায় বা শয়ন করিলেন! এই সকল দুর্ভাবনায় আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। উপপতি কহিল,—তবে কি স্বামীর উপর তোমার এত ভালবাসা? সে না তোমার সহিত কলহ করে?। কুলটা কহিল,—ওরে বর্ব্বর! ও কি বলিতেছিস্? শোন্!—

পতি যদি ক্রোধচক্ষে চাহে বারে বার, নিতান্ত নিষ্ঠুরভাবে করে তিরস্কার;
তথাপি বদন যার সুপ্রসন্ন রয়, ধার্ম্মিকা রমণী তারে জানিবে নিশ্চয়। ২৭।

আরো,—
পতি যদি নগরে বা অরণ্যেও রয়, সাধু কিম্বা অতি বড় মহাপাপী হয়;
তার প্রতি যে নারীর অচলা ভকতি, পরম ঐশ্বর্য্যময় স্বর্গে তার গতি। ২৮।

আরো,—
পতিই নারীর পক্ষে ভূষণের সার, যাহে শোভা পায় নারী বিনা অলঙ্কার;

ত্বং চ জারঃ পাপমতির্মনোলৌল্যাৎ পুষ্পতাম্বূলসদৃশঃ কদাচিৎ সেব্যসে। স চ মে স্বামী মাং বিক্রেতুং দেবেভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যো বা দাতুং সমর্থঃ। কিং বহুনা, তস্মিন্ জীবতি জীবামি, তন্মরণে চাঽনুমরণং করিষ্যামি। ইত্যেষ মে নিশ্চয়ঃ।

যতঃ। তিস্রঃ কোট্যোঽৰ্দ্ধকোটী চ যানি লোমানি মানবে।
তাবৎকালং বসেৎ স্বর্গে ভর্ত্তারং যাঽনুগচ্ছতি ॥ ৩০ ॥

অন্যচ্চ। ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বিলাদুদ্ধরতে বলাৎ।
তদ্বদ্ ভর্ত্তারমাদায় তেনৈব সহ মোদতে ॥ ৩১ ॥

অপরঞ্চ। চিতৌ পরিষ্বজ্য বিচেতনং পতিম্
প্রিয়া হি যা মুঞ্চতি দেহমাত্মনঃ।
কৃত্বাঽপি পাপং শতলক্ষমপ্যসৌ
পতিং গৃহীত্বা সুরলোকমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩২ ॥

থাকিলেও রূপ আর শত অলঙ্কার, পতির বিরহে হয় সকলি আঁধার। ২৯।

তুই ত পাপিষ্ঠ উপপতিমাত্র, কেবল মনের চাঞ্চল্যবশতই পুষ্প ও তাম্বূলের ন্যায় তোরে কখনও কখনও ভোগ করি। তিনিই আমার প্রাণপতি, তিনি আমাকে বিক্রয় করিতেও পারেন, দেবতা বা ব্রাহ্মণকে দান করিতেও পারেন। অধিক কি বলিব, তিনি জীবিত থাকিলেই আমি জীবিত থাকিব এবং তাঁহার মরণে আমি সহমরণে প্রাণত্যাগ করিব, ইহাই আমার দৃঢ় সংকল্প। কারণ,—

যে সহগমন করে পতির মরণে, তাহাকেই সতী নারী বলে সর্ব্বজনে;
সাড়ে তিন কোটি লোম নরদেহে রয়, তত বর্ষ স্বর্গে তার বসতি নিশ্চয় (১)।৩০।

আরো,—
বাহির করিয়া সর্প গর্ত্তমধ্য হ'তে, সাপুড়িয়া তার সনে খেলে নানামতে;
তেমনি সঙ্কটে করি পতির উদ্ধার, সতী নারী তার সনে করয়ে বিহার (২)।৩১।

আরো,—
চিতানলে পতি-দেহ করি আলিঙ্গন, যে নারী আপন দেহ করে বিসর্জ্জন;

---

(১) এস্থলে সাড়ে তিন কোটি উপলক্ষ্য মাত্র, ইহা দ্বারা অনন্ত কাল বুঝাইতেছে; অর্থাৎ সহমৃতা পতিব্রতা নারী অনন্তকাল স্বর্গভোগ করিয়া থাকেন।

(২) সাপুড়িয়া যেমন গর্ত্তের ভিতর হইতে প্রাণপণ যত্নে সর্পকে বাহির করিয়া তাহার সহিত খেলা করে, সতীও তেমনি কুপথ বা বিপদ হইতে প্রাণপণ যত্নে পতিকে উদ্ধার করিয়া তাঁহার সহিত ধর্ম্ম অর্থ ও কাম ভোগ করিয়া থাকেন।

যতঃ। যস্মৈ দদ্যাৎ পিতা ত্বেনাং ভ্রাতা বাঽনুমতে পিতুঃ।
তং শুশ্রূষেত জীবন্তং সংস্থিতং চ ন লঙ্ঘয়েৎ ॥ ৩৩ ॥

এতৎ সর্ব্বং শ্রুত্বা মন্দমতিঃ স রথকারঃ—ধন্যোঽহং যস্যৈতাদৃশী ভার্য্যা স্নেহবতী প্রিয়বাদিনী ইতি মনসি নিধায় তাং খট্টাং স্ত্রীপুরুষসহিতাং মূর্দ্ধ্নি ধৃত্বা সানন্দং নর্ত্তিতবান্। অতোঽহং ব্রবীমি,—"প্রত্যক্ষেঽপি কৃতে দোষে"—ইত্যাদি। ততোঽহং তেন রাজ্ঞা যথাব্যবহারং সম্পূজ্য প্রস্থাপিতঃ। শুকোঽপি মম পশ্চাদাগচ্ছন্নাস্তে। এতৎ সর্ব্বং জ্ঞাত্বা যথাকার্য্যমনুসন্ধীয়তাম্। চক্রবাকো বিহস্যাহ,—দেব বকেন তাবৎ দেশান্তরং গত্বা যথাশক্তি রাজকার্য্যমনুষ্ঠিতম্। কিন্তু স্বভাব এষ মূর্খাণাম্। যতঃ।

শতং দদ্যান্ন বিবদেদিতি বিজ্ঞস্য সম্মতম্।
বিনা হেতুমপি দ্বন্দ্বমিতি মূর্খস্য লক্ষণম্ ॥ ৩৪ ॥

রাজাহ—অলমনেনাঽতীতোপালম্ভেন। প্রস্তুতমনুসন্ধীয়তাম্। চক্রবাকো ব্রূতে—দেব বিজনে ব্রবীমি। যতঃ।

কোটি কোটি মহাপাপে বিমুক্ত হইয়া, সে যায় অমরধামে পতিকে লইয়া। ৩২।
কারণ,—
পিতা কিম্বা পিতার আজ্ঞায় সহোদরে, অবলারে যাঁর করে সম্প্রদান করে ;
নারী তাঁরে চিরকাল যতনে সেবিবে, মরিলেও তাঁহা ভিন্ন অন্যে না ভাবিবে।৩৩।

স্ত্রীর এই সকল কথা শুনিয়া সেই রথকার মনে মনে ভাবিল,—আহা! আমার গৃহিণী এমন প্রণয়িনী ও প্রিয়বাদিনী! আমার কি সৌভাগ্য! সেই মন্দবুদ্ধি এইরূপ ভাবিয়া, স্ত্রীপুরুষ-সমেত সেই খাট মাথায় করিয়া পরমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। এইজন্যই আমি বলিতেছিলাম,—"স্বচক্ষে দেখিয়া দোষ করে যদি রোষ"—ইত্যাদি। অনন্তর সেই রাজা যথারীতি আমার সৎকার করিয়া আমাকে বিদায় দিলেন। শুকও আমার সমভিব্যাহারে এইস্থানে আসিয়াছেন। অতএব এই সমস্ত জানিয়া এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয় তাহা অবধারণ করুন। চক্রবাক হাস্য করিয়া কহিল,—মহারাজ! বক বিদেশে গিয়া বিলক্ষণ রাজকার্য্য সাধন করিয়াছে! অথবা মূর্খের স্বভাবই এই যে,—

শত শত স্বার্থত্যাগ করিয়া স্বীকার, বিজ্ঞজন বিবাদ করেন পরিহার ;
আর যারা মূর্খলোক তারা অকারণে, বিবাদে প্রবৃত্ত হয় অপরের সনে। ৩৪।

বর্ণাকারপ্রতিধ্বানৈর্নেত্রবক্ত্রবিকারতঃ।
অপ্যূহন্তি মনো ধীরাস্তস্মাদ্রহসি মন্ত্রয়েৎ ॥ ৩৫ ॥

ততো রাজা মন্ত্রী চ স্থিতৌ তত্র। অন্যেঽন্যত্র গতাঃ। চক্রবাকো ব্রূতে,—দেব অহমেবং জানামি—কস্যাঽপ্যস্মন্নিয়োগিনঃ প্রেরণয়া বকেনেদমনুষ্ঠিতম্। যতঃ।

বৈদ্যানামাতুরঃ শ্রেয়ান্ ব্যসনী যো নিয়োগিনাম্।
বিদুষাং জীবনং মূর্খঃ সদ্বন্দ্বো নৃপতের্জনঃ ॥ ৩৬ ॥

রাজাঽব্রবীৎ,—ভবতু, কারণমত্র পশ্চান্নিরূপণীয়ম্। সম্প্রতি যৎ কর্ত্তব্যং তদ্ব্রূহি। চক্রবাকো ব্রূতে—দেব প্রণিধিস্তাবৎ তত্র যাতু। ততস্তদনুষ্ঠানং বলাবলং চ জানীমঃ। তথাহি।

রাজা কহিল,—যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্য আর তিরস্কার করিয়া কি ফল? এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য তাহাই স্থির কর। চক্রবাক কহিল,—মহারাজ! নির্জ্জনে বলিব। কারণ,—

আকার অথবা বর্ণ করি দরশন, কিম্বা প্রতিধ্বনিমাত্র করিয়া শ্রবণ;
অথবা নেত্রের কিম্বা মুখের বিকারে, বুদ্ধিমান্ মনোভাব বুঝিবারে পারে;
অতএব সঙ্গোপনে অতি সাবধানে, মন্ত্রণা করিবে যাহে অন্যে নাহি জানে। ৩৫।

অনন্তর কেবল রাজা ও মন্ত্রী তথায় রহিল, আর সকলেই সে স্থান হইতে উঠিয়া গেল। তখন চক্রবাক মন্ত্রী রাজাকে কহিল,—মহারাজ! আমার জ্ঞান হয় যে আমাদেরই কোনও কর্ম্মচারীর মন্ত্রণায় বক এই বিবাদ ঘটাইয়াছে। কারণ,—

রোগী যদি মিলে তবে বৈদ্য লভে ধন, প্রভুর ব্যসনে কর্ম্মচারীর অর্জ্জন;
মূর্খলোক পণ্ডিতের জীবিকা-কারণ, অভিযোগী হ'লে প্রজা রাজা লভে ধন (১)।৩৬।

রাজা কহিল,—যাহা হউক, এ বিষয়ের কারণ পশ্চাৎ নিরূপণ করা যাইবে; এক্ষণকার কর্ত্তব্য কি তাহা বল? চক্রবাক কহিল,—মহারাজ! অগ্রে তথায় চর গমন করুক, তাহার দ্বারাই বিপক্ষের কার্য্যসকল ও বলাবল জানিতে পারা যাইবে। কারণ,—

---

(১) 'রোগী যদি মিলে' ইত্যাদি—অর্থাৎ রোগী থাকিলেই চিকিৎসকের জীবিকা চলে। প্রভু কুক্রিয়ায় আসক্ত বা বিপদে পতিত হইলেই তাঁহার কর্ম্মচারীর উপার্জ্জনের বিলক্ষণ সুযোগ হয়। মূর্খলোক আছে বলিয়াই পণ্ডিতের জীবিকা চলে। প্রজাদের পরস্পর বিবাদ অর্থাৎ আদালতে মামলা মকর্দ্দমা হয় বলিয়াই রাজার প্রচুর অর্থলাভ হয়। অতএব আমাদেরই কোনও দুষ্ট কর্ম্মচারী মহারাজের সহিত ময়ূররাজের এই বিবাদ বাঁধাইয়া সেই সুযোগে নিজে অর্থলাভের উপায় করিতেছে।

ভবেৎ স্বপররাষ্ট্রাণাং কার্য্যাকার্য্যাবলোকনে।
চারশ্চক্ষুর্মহীভর্ত্তুর্যস্য নাস্ত্যন্ধ এব সঃ ॥ ৩৭ ॥

স চ দ্বিতীয়ং বিশ্বাসপাত্রং গৃহীত্বা যাতু। তেনাঽসৌ স্বয়ং তত্রাঽবস্থায় দ্বিতীয়ং তত্রত্যমন্ত্রকার্য্যং সুনিভৃতং নিশ্চিত্য নিগদ্য প্রস্থাপয়তু। তথা চোক্তম্।

তীর্থাশ্রমসুরস্থানে শাস্ত্রবিজ্ঞানহেতুনা।
তপস্বিব্যঞ্জনোপেতৈঃ স্বচরৈঃ সহ সংবদেৎ ॥ ৩৮ ॥

গূঢ়চারশ্চ যো জলে স্থলে চরতি। ততোঽসাবেব বকো নিযুজ্যতাম্। এতাদৃশএব কশ্চিদ্ বকো দ্বিতীয়ত্বেন প্রযাতু। তদ্গৃহলোকাশ্চ রাজদ্বারে তিষ্ঠন্তু। কিন্তু দেব এতদপি সুগুপ্তমনুষ্ঠাতব্যম্। যতঃ।

ষট্কর্ণো ভিদ্যতে মন্ত্রস্তথা প্রাপ্তশ্চ বার্ত্তয়া।
ইত্যাত্মনা দ্বিতীয়েন মন্ত্রঃ কার্য্যো মহীভৃতা ॥ ৩৯ ॥

নিজ রাজ্য আর পর রাজ্যের বিষয়, কার্য্যাকার্য্য-নিরূপণ যাহা হ'তে হয়;
একমাত্র সেই চর রাজার নয়ন, সে নয়ন বিনা অন্ধ হয় নৃপগণ (১)। ৩৭।

সেই গূঢ়চরও আমাদের আর একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া যাউক। সে স্বয়ং তথায় গূঢ়ভাবে থাকিয়া বিপক্ষের মন্ত্রণাকার্য্য অবগত হইয়া তাহা ঐ বিশ্বস্ত ব্যক্তি দ্বারা এস্থানে প্রেরণ করুক। কথিতও আছে যে,—

তপস্বীর বেশে চর প্রচ্ছন্ন হইয়া, থাকিবে আশ্রমে তীর্থে দেবালয়ে গিয়া;
ধর্ম্মজিজ্ঞাসার ছলে যাইয়া তথায়, নরপতি নিযুক্ত হইবে মন্ত্রণায়। ৩৮।

আর যে ব্যক্তি জলে ও স্থলে গতিবিধি করিতে পারে তাহাকেই গূঢ়চর করা উচিত। অতএব এই বককেই ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করুন। আর এইরূপ বিশ্বাসপাত্র আর একটি বক ইহার সঙ্গে গমন করুক, এবং সেই বকের গৃহের পরিবারবর্গকে রাজভবনে আনিয়া রুদ্ধ করিয়া রাখুন (২)। কিন্তু মহারাজ! একার্য্যও অতি সঙ্গোপনে অনুষ্ঠান করিতে হইবে। কারণ,—

একাকী মন্ত্রীর সনে বিরলে বসিয়া, মন্ত্রণা করিবে রাজা সতর্ক হইয়া;

---

(১) চরই রাজাদের একমাত্র চক্ষুস্বরূপ, কেন না, চর না থাকিলে রাজারা আপনাদের ও পরের রাজ্যঘটিত নিগূঢ় বৃত্তান্ত বিষয়ে সম্পূর্ণ অন্ধ থাকে।

(২) অর্থাৎ তাহার স্ত্রী পুত্রকে আটক করিলে সে ভয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারিবে না।

অপরঞ্চ। মন্ত্রভেদে হি যে দোষা ভবন্তি পৃথিবীপতেঃ।
ন শক্যাস্তে সমাধাতুমিতি নীতিবিদাং মতম্ ॥ ৪০ ॥

রাজা বিমৃশ্যোবাচ—প্রাপ্তস্তাবন্ময়োত্তমঃ প্রণিধিঃ। মন্ত্রী ব্রূতে—দেব তদা সংগ্রামে জয়োঽপি প্রাপ্তঃ। অত্রান্তরে প্রতীহারঃ প্রবিশ্য প্রণম্যোবাচ—দেব জম্বুদ্বীপাদাগতো দ্বারি শুকস্তিষ্ঠতি। রাজা চক্রবাকমালোকতে। চক্রবাকেণোক্তম্—আবাসে গত্বা তাবৎ তিষ্ঠতু। পশ্চাদানীয় দ্রষ্টব্যঃ। যথাজ্ঞাপয়তি দেবইত্যভিধায় প্রতীহারঃ শুকং গৃহীত্বা গতঃ। রাজাহ—বিগ্রহস্তাবদুপস্থিতঃ। চক্রবাকো ব্রূতে—দেব তথাপি সহসা বিগ্রহো ন বিধিঃ। যতঃ।

স কিং ভৃত্যঃ স কিং মন্ত্রী য আদাবেব ভূপতিম্।
যুদ্ধোদ্যোগং স্বভূত্যাগং নির্দ্দিশত্যবিচারিতম্ ॥ ৪১ ॥

তৃতীয় ব্যক্তির কাণে যদি তাহা যায়, অথবা যদ্যপি তার বার্ত্তা কেহ পায় ;
তবেই জানিবে তাহা প্রকাশ হইবে, প্রকাশ হইলে আর ফল না ফলিবে। ৩৯।
নৃপতির গুপ্ত মন্ত্র হ'লে প্রকাশিত, তাহে যে সকল দোষ হয় সংঘটিত ;
কিছুতেই আর তার নাহি প্রতীকার, এ কথা বলেন সব নীতিশাস্ত্রকার। ৪০।

রাজা চিন্তা করিয়া বলিল,—আমি একটি অতি উৎকৃষ্ট গূঢ়চর পাইয়াছি। মন্ত্রী কহিল,—মহারাজ! তবে আপনার যুদ্ধে জয়লাভও নিশ্চিত। এই সময় প্রতীহারী (১) আসিয়া প্রণাম করিয়া কহিল,—মহারাজ! জম্বুদ্বীপ হইতে শুক আসিয়া দ্বারে অপেক্ষা করিতেছেন। চক্রবাক কহিল,—এক্ষণে তাঁহাকে উপযুক্ত বাসস্থানে লইয়া যাও, পশ্চাৎ তাঁহাকে সভায় আনাইয়া দেখা করা যাইবে। 'যে আজ্ঞা মহারাজ!' ইহা বলিয়া প্রতীহারী শুককে লইয়া প্রস্থান করিল। রাজা কহিল,—যুদ্ধই তবে নিশ্চয় ঘটিল। চক্রবাক কহিল,—মহারাজ! তথাপি সহসা যুদ্ধ করা বিধি নহে। কারণ,—

করিতে সমর কিম্বা ছাড়িতে স্বদেশ ; অগ্রেই রাজারে যেই দেয় উপদেশ,
পূর্ব্বাপর যেই জন না করে বিচার, সে কভু মন্ত্রীর যোগ্য না হয় রাজার। ৪১।

---

(১) 'প্রতীহারী'—দ্বারপাল, দরোয়ান।

অপরঞ্চ। বিজেতুং প্রযতেতাহরীন্ ন যুদ্ধেন কদাচন।
অনিত্যো বিজয়ো যস্মাদ্ দৃশ্যতে যুধ্যমানয়োঃ ॥ ৪২ ॥

অন্যচ্চ। সাম্না দানেন ভেদেন সমস্তৈরথবা পৃথক্।
সাধিতুং প্রযতেতাহরীন্ ন যুদ্ধেন কদাচন ॥ ৪৩ ॥

যতঃ। সর্ব্বএব জনঃ শূরো হ্যনাসাদিতবিগ্রহঃ।
অদৃষ্টপরসামর্থ্যঃ সদর্পঃ কো ভবেন্নহি ॥ ৪৪ ॥

কিঞ্চ। ন তথোত্থাপ্যতে গ্রাবা প্রাণিভির্দারুণা যথা।
অল্পোপায়ান্মহাসিদ্ধিরেতন্মন্ত্রফলং মহৎ ॥ ৪৫ ॥

কিন্তু বিগ্রহমুপস্থিতং বিলোক্য ব্যবস্ক্রিয়তাম্। যতঃ।

আরো,—

কোন পক্ষে পরাজয় কোন পক্ষে জয়, সমরে ইহার কিছু নাহিক নিশ্চয়;
অতএব যুদ্ধ না করিবে কদাচন, অন্যরূপে শত্রুজয়ে করিবে যতন। ৪২।

আরো,—

সাম, দান, ভেদ, এই তিনটি উপায়, ব্যস্ত বা সমস্তভাবে করিয়া সহায় (১);
শত্রুজয়ে নরপতি করিবে যতন, সমরে প্রবৃত্ত না হইবে কদাচন। ৪৩।

কারণ,—

ভীষণ সমরে নাহি ঠেকে যতক্ষণ, ততক্ষণ শূর বীর হয় সর্ব্বজন;
না হেরিয়া বিপক্ষের বিক্রম সমরে, ঘরে বোসে কেবা বল! দর্প নাহি করে?।৪৪।

আরো—

অনেকে ধরিয়া যাহা কষ্টেতে তুলিবে, সে শিলা কাষ্ঠের চাড়ে সহজে উঠিবে;
সামান্য কৌশলে যদি বড় কাজ হয়, মন্ত্রণার নিপুণতা তাহাকেই কয়। ৪৫।

কিন্তু, যুদ্ধ উপস্থিত ভাবিয়াই এখন হইতে তাহার উদ্যোগ করুন। কারণ,—

---

(১) 'সাম, দান, ভেদ' ইত্যাদি,—সাম, দান, ভেদ ও বিগ্রহ, রাজার এই চারিটি উপায় আছে। 'সাম' অর্থাৎ মিষ্ট বাক্যাদি দ্বারা শত্রুর কোপ শান্তি করা। ভূমি, ধন প্রভৃতি দান করিয়া শত্রুর সহিত বিবাদ ভঞ্জন করাকে 'দান' কহে। শত্রুপক্ষের গৃহবিচ্ছেদ অর্থাৎ ঘরাঘরি বিবাদ ঘটাইয়া দিয়া স্বকার্য্যসিদ্ধি করাকে 'ভেদ' বলে। 'বিগ্রহ' অর্থাৎ যুদ্ধ। তন্মধ্যে রাজা সাধ্যপক্ষে কদাচ যুদ্ধরূপ উপায় অবলম্বন করিবে না। সাম, দান ও ভেদ, এই তিনটি, 'ব্যস্ত' অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে, অথবা 'সমস্তভাবে' অর্থাৎ তিনটিই এককালে প্রয়োগ করিবে। অর্থাৎ সাম, দান ও ভেদ এই তিন উপায় এক এক করিয়া যথাকালে প্রয়োগ করিবে, অথবা আবশ্যক হইলে তিনটিই এককালে প্রয়োগ পূর্ব্বক শত্রুদমনে যত্ন করিবে।

যথা কালকৃতোদ্যোগাৎ কৃষিঃ ফলবতী ভবেৎ।
তদ্বন্নীতিরিয়ং দেব চিরাৎ ফলতি ন ক্ষণাৎ ॥ ৪৬ ॥

অপরঞ্চ। মহতো দূরভীরুত্বমাসন্নে শূরতা গুণঃ।
বিপত্তৌ হি মহান্ লোকে ধীরত্বমধিগচ্ছতি ॥ ৪৭ ॥

অন্যচ্চ। প্রত্যূহঃ সর্ব্বসিদ্ধীনামুত্তাপঃ প্রথমঃ কিল।
অতিশীতলমপ্যম্ভঃ কিং ভিনত্তি ন ভূতলম্ ॥ ৪৮ ॥

বিশেষতশ্চ দেব মহাবলোঽসৌ রাজা চিত্রবর্ণঃ। যতঃ।
বলিনা সহ যোদ্ধব্যমিতি নাস্তি নিদর্শনম্।
হস্তিনা সহ যুদ্ধং হি নরাণাং মৃত্যুমাবহেৎ ॥ ৪৯ ॥

অন্যচ্চ। স মূর্খঃ কালমপ্রাপ্য যোঽপকর্ত্তরি বর্ত্ততে।
কলির্বলবতা সার্দ্ধং কীটপক্ষোদ্গমো যথা ॥ ৫০ ॥

কৃষিকার্য্যে এক দিনে ফল নাহি মিলে, ফল তাহে ফলে, কালে উদ্যোগ করিলে;
তেমনি জানিবে রাজনীতির কৌশল, ক্ষণমাত্রে নাহি ফলে, কালে দেয় ফল।৪৬।

আরো,—

সুদূরে বিপদ-শঙ্কা যতক্ষণ রয়, বড় লোকে ততক্ষণ তাহে ভীত হয়;
সম্মুখে বিপদ কিন্তু হ'লে উপস্থিত, ধৈর্য্য আর বীর্য্যগুণ দেখায় ত্বরিত। ৪৭।

আরো,—

মনের উত্তাপ অতি দোষের বিষয়, সর্ব্বসিদ্ধি-নাশ তাহে জানিবে নিশ্চয়;
কঠোর উত্তাপে ভূমি হইলে তাপিত, শীতল জলেও তাহা হয় বিদারিত (১)।৪৮।

বিশেষতঃ মহারাজ! ঐ রাজা চিত্রবর্ণ অতি প্রবলপ্রতাপ। অতএব,—

দুর্ব্বল জনের যুদ্ধ বলীর সহিত, শাস্ত্রের বিধান তাহা নহে কদাচিত;
মানুষ যদ্যপি যুঝে হস্তীর সহিত, মানুষের মৃত্যু তাহে জানিবে নিশ্চিত। ৪৯।

আরো,—

পিপীড়ার পাখা উঠে মৃত্যুর কারণ, প্রবলের সহ যুদ্ধ জানিবে তেমন (২);

---

(১) 'মনের উত্তাপ'—ভয়, ক্রোধ বা অভিমান প্রভৃতির দ্বারা মনের উত্তেজনা। যেমন মাটি অত্যন্ত গরম হইলে তাহা ঠাণ্ডা জলেও ফাটিয়া যায়, তেমনি মন অত্যন্ত গরম হইলেও তাহা সামান্য কারণেই ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়; অতএব অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া কোনও কার্য্য করিবে না, স্থির ও ধীরভাবে বিবেচনাপূর্ব্বক সকল কার্য্য করিবে।

(২) পিপীড়ার পাখা উঠিলে সে যেমন তাহার মৃত্যুর লক্ষণ, প্রবলের সহিত দুর্ব্বলের যুদ্ধও তেমনি দুর্ব্বলের মৃত্যুর লক্ষণ।

কিঞ্চ। কৌর্ম্মং সঙ্কোচমাস্থায় প্রহারমপি মর্ষয়েৎ।
প্রাপ্তকালস্তু নীতিজ্ঞ উত্তিষ্ঠেৎ ক্রূরসর্পবৎ ॥ ৫১ ॥

শৃণু দেব। মহত্যল্পেঽপ্যুপায়জ্ঞঃ সমমেব ভবেৎ ক্ষমঃ।
সমুন্মূলয়িতুং বৃক্ষাংস্তৃণানীব নদীরয়ঃ ॥ ৫২ ॥

অতো দূতোঽয়ং শুকোঽত্রাশ্বাস্য তাবদ্ধ্রিয়তাং যাবদ্‌দুর্গং সজ্জীক্রিয়তে। যতঃ।

একঃ শতং যোধয়তি প্রাকারস্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
শতং দশসহস্রাণি তস্মাদ্‌দুর্গং বিধীয়তে ॥ ৫৩ ॥

কিঞ্চ। অদুর্গো বিষয়ঃ কস্য নাঽরেঃ পরিভবাস্পদম্।
অদুর্গোঽনাশ্রয়ো রাজা পোতচ্যুতমনুষ্যবৎ ॥ ৫৪ ॥

অকালে (১) বিপক্ষ যেই করে আক্রমণ, নিতান্ত নির্ব্বোধ তারে বলে সর্ব্বজন।৫০।

আরো,—

সঙ্কোচ স্বীকার করি' কূর্ম্মের মতন, অসময়ে বিপক্ষের সহিবে পীড়ন (২);
সময় পাইয়া পরে সঙ্কোচ ত্যজিয়া, ভীষণ সর্পের ন্যায় উঠিবে গর্জ্জিয়া। ৫১।

শুনুন মহারাজ!—

যেমন নদীর বেগ হইলে প্রবল, তৃণ তরু সমভাবে দেয় রসাতল;
তেমনি প্রবল যেই নীতির প্রভাবে, ছোট বড় শত্রু সেই নাশে সমভাবে। ৫২।

অতএব যতক্ষণ আমাদের দুর্গ যুদ্ধার্থে সজ্জীভূত না হয়, ততক্ষণ বিপক্ষের দূত এই শুককে মিষ্ট কথায় ভুলাইয়া এ স্থানে রাখুন। কারণ,—

একমাত্র যোদ্ধা যদি দুর্গমধ্যে রয়, শতেক বিপক্ষ সেই করে পরাজয়;
এক শত যোদ্ধা যদি দুর্গমধ্যে রয়, অযুত বিপক্ষ সেই করে পরাজয়;
দুর্গই রাজার সর্ব্বপ্রধান আশ্রয়, দুর্গের ব্যবস্থা অগ্রে করিবে নিশ্চয়। ৫৩।

আরো,—

নাহি থাকে যে রাজার দুর্গের আশ্রয়, তারে আসি কে না বল! করে পরাজয়?
সমুদ্রে তরণী-ভ্রষ্ট মনুষ্য যেমতি, দুর্গ-ভ্রষ্ট হ'লে নষ্ট হয় নরপতি। ৫৪।

---

(১) 'অকালে'—অর্থাৎ আপনার বলাবল বিবেচনা না করিয়া।

(২) কচ্ছপ যেমন নিজ মস্তক ও পদাদি সমস্ত সঙ্কুচিত করিয়া শরীরের মধ্যেই লুকাইয়া রাখে, তেমনি নীতিজ্ঞ রাজাও যতদিন উপযুক্ত সময় না বুঝিবে ততদিন শত্রুর অশেষ অত্যাচার সহিয়াও শত্রুর প্রতি ক্রোধ মনের মধ্যে চাপিয়া রাখিবে; পরে সময় পাইলেই কালসর্পের ন্যায় ভীষণ ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক বৈরনির্য্যাতন করিবে।

দুর্গং কুর্য্যান্মহাখাতমুচ্চপ্রাকারসংযুতম্।
সযন্ত্রং সজলং শৈলসরিন্মরুবনাশ্রয়ম্ ॥ ৫৫ ॥
বিস্তীর্ণতাঽতিবৈষম্যং রসধান্যেধ্মসংগ্রহঃ।
প্রবেশশ্চাঽপসারশ্চ সপ্তৈতা দুর্গসম্পদঃ ॥ ৫৬ ॥

রাজাহ—দুর্গানুসন্ধানে কো নিযুজ্যতাম্। চক্রবাকো ব্রূতে।

যো যত্র কুশলঃ কার্য্যে তং তত্র বিনিযোজয়েৎ।
কার্য্যেম্বদৃষ্টকর্ম্মা যঃ শাস্ত্রজ্ঞোঽপি বিমুহ্যতি ॥ ৫৭ ॥

তদাহূয়তাং সারসঃ। তথাঽনুষ্ঠিতে সতি সমাগতং সারসমবলোক্য রাজোবাচ—সারস ত্বং সত্বরং দুর্গমনুসন্ধেহি। সারসঃ প্রণম্যোবাচ—দেব দুর্গং তাবদিদমেব চিরাৎ সুনিরূপিতমাস্তে মহৎ সরঃ। কিন্ত্বেতন্মধ্যদ্বীপে ভক্ষ্যবস্তূনাং সংগ্রহঃ ক্রিয়তাম্।

দুর্গের চৌদিকে রবে দুর্জ্জর প্রাকার, দুস্তর পরিখা রবে মণ্ডল আকার;
দুর্গমধ্যে যুদ্ধযন্ত্র, জলের আধার, সজ্জিত রাখিবে সদা বিচিত্র আকার;
গিরি নদী মরু বনে যাহা সুরক্ষিত, সে দুর্গ সুদৃঢ় অতি জানিবে নিশ্চিত (১)।৫৫।
অতি সুবিস্তৃত হবে দুর্গ-আয়তন, অভেদ্য করিয়া তার করিবে গঠন;
রস, ধান্য, কাষ্ঠ আদি রাখিবে সঞ্চিত (২), প্রবেশ নির্গম পথ হবে সুরক্ষিত। ৫৬।

রাজা কহিল,—দুর্গের অনুসন্ধানে কাহাকে নিযুক্ত করা যায়?। চক্রবাক কহিল,—

যেই কার্য্যে বিচক্ষণ হয় যেই জন, করিবে তাহাকে সেই কার্য্যে নিয়োজন;
শাস্ত্রজ্ঞ হ'লেও লোকে হতবুদ্ধি হয়, কার্য্যে তার অভ্যাস যদ্যপি নাহি রয়। ৫৭।

অতএব এ কার্য্যের জন্য সারসকে আহ্বান করুন। অনন্তর রাজার আহ্বানে সারস উপস্থিত হইলে রাজা তাহাকে কহিল,—সারস! তুমি অবিলম্বে গিয়া দুর্গের অনুসন্ধান কর। সারস প্রণাম করিয়া কহিল,—মহারাজ! এই সুদীর্ঘ সরোবরই ত আমাদের বহুকালের জানা শুনা দুর্গ রহিয়াছে। কিন্তু এই সরোবরের মধ্যস্থিত দ্বীপমধ্যে খাদ্যদ্রব্যসকলের সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে। কারণ,—

---

(১) 'প্রাকার'—প্রাচীর। 'পরিখা'—দুর্গের চারিদিকের খাল অর্থাৎ গড়খাই। 'যুদ্ধযন্ত্র'—অস্ত্রশস্ত্র। 'জলের আধার'—জলাশয়। যে দুর্গ চারিদিকে পর্ব্বত, নদী, মরুভূমি বা অরণ্য দ্বারা বেষ্টিত থাকে তাহা অতি সুদৃঢ় হয় অর্থাৎ শত্রুরা তাহা সহজে আক্রমণ করিতে পারে না।

(২) 'দুর্গ-আয়তন'—দুর্গের পরিসর। 'রস'—গুড়, চিনি, ঘৃত, তৈল, লবণ প্রভৃতি ভক্ষ্যসামগ্রী।

যতঃ। ধান্যানাং সংগ্রহো রাজন্নুত্তমঃ সর্ব্বসংগ্রহাৎ।
নিক্ষিপ্তং হি মুখে রত্নং ন কুর্য্যাৎ প্রাণধারণম্ ॥ ৫৮ ॥

কিঞ্চ। খ্যাতঃ সর্ব্বরসানাং হি লবণো রস উত্তমঃ।
গৃহীতং চ বিনা তেন ব্যঞ্জনং গোময়ায়তে ॥ ৫৯ ॥

রাজাহ—সত্বরং গত্বা সর্ব্বমনুষ্ঠীয়তাম্। পুনঃ প্রবিশ্য প্রতীহারো ব্রূতে—দেব সিংহলদ্বীপাদাগতো মেঘবর্ণো নাম বায়সঃ সপরিবারো দ্বারি বর্ত্ততে। স চ দেবপাদান্ দ্রষ্টুমিচ্ছতি। রাজাহ—কাকঃ প্রাজ্ঞঃ বহুদৃশ্বা চ। তদ্ভবতি সংগ্রাহ্যঃ। চক্রবাকো ব্রূতে—দেব অস্ত্যেবম্। কিন্ত্বস্মদ্বিপক্ষঃ কাকঃ স্থলচরঃ। তেনাহস্মদ্বিপক্ষপক্ষে নিযুক্তঃ কথং সংগৃহ্যতে। তথা চোক্তম্।

আত্মপক্ষং পরিত্যজ্য পরপক্ষেষু যো রতঃ।
স পরৈর্হন্যতে মূঢ়ো নীলবর্ণশৃগালবৎ ॥ ৬০ ॥

ধান্যের সংগ্রহ অগ্রে করিবে যতনে, ধান্য হ'তে শ্রেষ্ঠ বস্তু নাহিক ভুবনে ;
মণি রত্ন মুখে দিলে ক্ষুধা নাহি যায়, ধান্য যদি থাকে তবে সবে প্রাণ পায়। ৫৮।

আরো,—

যতনে লবণ আনি করিবে সঞ্চয়, সকল রসের শ্রেষ্ঠ লবণ নিশ্চয় ;
যতই মসলা কেন কর না প্রদান, ব্যঞ্জন লবণ বিনা গোময়-সমান (১)। ৫৯।

রাজা কহিল,—তবে তুমি শীঘ্র গিয়া সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখ। প্রতীহারী পুনরায় আসিয়া কহিল,—মহারাজ! মেঘবর্ণ নামে এক বায়স সিংহলদ্বীপ হইতে সপরিবারে আসিয়া দ্বারে অপেক্ষা করিতেছে। সে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চায়। রাজা কহিল,—কাকজাতি অতি বিজ্ঞ ও বহুদর্শী, অতএব তাহাকে সহায় করা কর্ত্তব্য। চক্রবাক কহিল,—মহারাজ! সে কথা সত্য বটে, কিন্তু আমরা জলচর, কাক স্থলচর, এ কারণে সে স্বভাবতই আমাদের শত্রু, সুতরাং আমাদের শত্রুপক্ষেই তাহার নিযুক্ত হওয়া সম্ভব। অতএব তাহাকে কিরূপে সহায় করা যায়?। কথিতও আছে যে,—

যে মূঢ় স্বপক্ষ ছাড়ি শত্রুপক্ষ চায়, মরে সেই নীলবর্ণ শৃগালের প্রায়। ৬০।

---

(১) 'গোময়-সমান'—অর্থাৎ নুণ না দিলে তরকারি গোবরের ন্যায় বিস্বাদ লাগে।

রাজোবাচ,—কথমেতৎ। মন্ত্রী কথয়তি। শৃগালঃ কশ্চিৎ স্বেচ্ছয়া নগরোপান্তে ভ্রমন্ নীলীভাণ্ডে নিপতিতঃ। পশ্চাদুত্থাতুমসমর্থঃ প্রাতরাত্মানং মৃতবৎ সন্দর্শ্য স্থিতঃ। অথ নীলীভাণ্ডস্বামিনা মৃত ইতি জ্ঞাত্বা তস্মাৎ সমুত্থাপ্য দূরে নীত্বাঽসৌ পরিত্যক্তঃ। ততোঽসৌ বনং গত্বাত্মানং নীলবর্ণমবলোক্যাঽচিন্তয়ৎ—অহমিদানীমুত্তমবর্ণঃ। তদাত্মনঃ কিমুৎকর্ষং ন সাধয়ামি। ইত্যালোচ্য শৃগালানাহূয় তেনোক্তম্—অহং ভগবত্যা বনদেবতয়া স্বহস্তেনাঽরণ্যরাজ্যে সর্ব্বৌষধিরসেনাঽভিষিক্তঃ। পশ্যন্তু মম বর্ণম্। তদদ্যারভ্যাঽস্মিন্নরণ্যেঽস্মদাজ্ঞয়া ব্যবহারঃ কার্য্যঃ। শৃগালাশ্চ তং বিশিষ্টবর্ণমবলোক্য সাষ্টাঙ্গপাতং প্রণম্যোচুঃ—যথাজ্ঞাপয়তি দেবঃ। ইত্যনেন ক্রমেণ সর্ব্বেষ্বরণ্যবাসিষু তস্যাধিপত্যং বভূব।

রাজা কহিল,—সে কি প্রকার ?। মন্ত্রী বলিল। এক শৃগাল স্বেচ্ছাক্রমে নগরপ্রান্তে ভ্রমণ করিতে করিতে এক নীলের ভাণ্ডে (১) পতিত হইল। সে তাহা হইতে উঠিতে না পারিয়া প্রাতঃকালে ঠিক্ যেন মরিয়াছে এই ভাবে পড়িয়া রহিল। অনন্তর সেই নীল-ভাণ্ডের স্বামী তাহাকে মৃত স্থির করিয়া ভাণ্ড হইতে তাহাকে তুলিয়া সুদূরে তাহাকে ফেলিয়া আসিল। শৃগালও তখন বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া আপনাকে নীলবর্ণ দেখিয়া ভাবিল,—আমার বর্ণ এক্ষণে অতি অপরূপ হইয়াছে। অতএব এমন চমৎকার বর্ণ পাইয়াও কেন না নিজের উন্নতি সাধন করি। সে এইরূপ ভাবিয়া সমস্ত শৃগালকে ডাকিয়া কহিল,—ভগবতী বনদেবতা আসিয়া স্বহস্তে আমার মস্তকে সমস্ত ঔষধির রস সেচন পূর্ব্বক (২) আমায় অরণ্যরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছেন। আমার আশ্চর্য্য বর্ণ দেখ !। অতএব আজি হইতে আমারই আজ্ঞামত সমস্ত বিচারকার্য্য চলিবে। শৃগালেরাও তাহার সেই অপূর্ব্ব বর্ণ দেখিয়া তাহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া কহিল,—মহারাজের যে আজ্ঞা। এইরূপে ক্রমে সমস্ত অরণ্যবাসিগণের উপর তাহার আধিপত্য হইল।

---

(১) 'নীলের ভাণ্ডে'—নীল রঙে পূর্ণ টব বা গামলা। রজকেরা কাপড় ছোপাইবার জন্য নীল রঙ গুলিয়া গামলায় রাখিয়া দেয়।

(২) 'সমস্ত ঔষধির রস সেচন পূর্ব্বক'—রাজ্যাভিষেকের সময় সমস্ত পুণ্যতীর্থের এবং সমস্ত ঔষধির জল প্রভৃতি দ্বারা রাজাকে স্নান করাইতে হয়।

ততস্তেন স্বজ্ঞাতিভিরাবৃতেনাধিক্যং সাধিতম্। ততস্তেন সিংহ-ব্যাঘ্রাদীনুত্তমপরিজনান্ প্রাপ্য সদসি শৃগালানবলোক্য লজ্জমানেনাঽবজ্ঞয়া সজ্ঞাতয়ঃ সর্ব্বে দূরীকৃতাঃ। ততো বিষণ্ণান্ শৃগালানবলোক্য কেনচিদ্ বৃদ্ধশৃগালেনৈতৎ প্রতিজ্ঞাতম্—মা বিষীদত। যদনেনাঽনীতিজ্ঞেন বয়ং মর্ম্মজ্ঞাঃ পরিভূতাঃ তদ্ যথাঽয়ং নশ্যতি তন্ময়া বিধেয়ম্। যতোঽত্র ব্যাঘ্রাদয়ো বর্ণমাত্রবিপ্রলব্ধাঃ শৃগালমজ্ঞাত্বা রাজানমিমং মন্যন্তে তদ্ যথাঽয়ং পরিচীয়তে তৎ কুরুত। তত্রৈবমনুষ্ঠেয়ং যথা বদামি। সর্ব্বে সন্ধ্যাসময়ে তৎসন্নিধানে মহারাবমেকদা করিষ্যথ। ততস্তং শব্দমাকর্ণ্য জাতিস্বভাবাৎ তেনাঽপি শব্দঃ কর্ত্তব্যঃ। যতঃ।

যঃ স্বভাবো হি যস্য স্যাৎ তস্যাঽসৌ দুরতিক্রমঃ।
শ্বা যদি ক্রিয়তে রাজা স কিং নাঽশ্নাত্যুপানহম্॥ ৬১॥

অনন্তর সে নিজ জ্ঞাতিবর্গে পরিবৃত হইয়া প্রভুত্ব করিতে লাগিল। কিছুদিন পরে সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীস্থ পশুগণ তাহার পারিষদ হওয়ায়, সে শৃগালগণের সহবাস লজ্জাকর ভাবিয়া সমস্ত জ্ঞাতিগণকে সভা হইতে দূরীভূত করিল। ইহাতে শৃগালগণ অত্যন্ত দুঃখিত হওয়ায়.এক বৃদ্ধ শৃগাল তাহাদের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিল,—তোমরা দুঃখিত হইও না; আমরা উহার জ্ঞাতি, উহার মর্ম্মের কথা জানি; ঐ নীতিজ্ঞানশূন্য শৃগাল যখন আমাদিগকেই অপমান করিল, তখন যাহাতে উহার বিনাশ হয় তাহা অবশ্যই করিব। এস্থানে এই সকল ব্যাঘ্রাদি পশুরা কেবল উহার বর্ণেই প্রতারিত হইয়া উহাকে রাজা বলিয়া মনে করিতেছে, উহাকে শৃগাল বলিয়া বুঝিতে পারিতেছে না। অতএব যাহাতে উহার প্রকৃত পরিচয় সকলে জানিতে পারে তাহা করিতে হইবে। এ বিষয়ে আমি যাহা বলি তাহা কর। সন্ধ্যাকালে উহার নিকটে যাইয়া তোমরা সকলে মিলিয়া ডাকিতে থাক। তোমাদের ডাক শুনিলে ঐ শৃগালও অমনি জাতীয় স্বভাব অনুসারে ডাকিতে থাকিবে। কারণ,—

নীচ যদি উচ্চ পদে করে আরোহণ, তথাপি সে নাহি ছাড়ে স্বভাব আপন;
কুকুর যদ্যপি পায় রাজসিংহাসন, চর্ম্মের পাদুকা তবু করিবে লেহন। ৬১।

ততঃ শব্দাদভিজ্ঞায় ব্যাঘ্রেণ হন্তব্যঃ। তথাঽনুষ্ঠিতে সতি তদ্ বৃত্তম্। তথা চোক্তম্।

ছিদ্রং মর্ম্ম চ বীর্য্যং চ সর্ব্বং বেত্তি নিজো রিপুঃ।
দহত্যন্তর্গতশ্চৈব শুষ্কবৃক্ষমিবাঽনলঃ॥ ৬২॥

অতোঽহং ব্রবীমি,—"আত্মপক্ষং পরিত্যজ্য"—ইত্যাদি। রাজাহ—যদ্যপ্যেবম্ তথাপি দৃশ্যতাং তাবৎ অয়ং দূরাদাগতঃ। তৎসংগ্রহে বিচারঃ কর্ত্তব্যঃ। চক্রবাকো ব্রূতে—দেব প্রণিধিস্তাবৎ প্রহিতো দুর্গং চ সজ্জীকৃতম্। অতঃ শুকোঽপ্যালোক্য প্রস্থাপ্যতাম্। কিন্তু।

নন্দং জঘান চাণক্যস্তীক্ষ্ণদূতপ্রয়োগতঃ।
তদ্দূরান্তরিতং দূতং পশ্যেদ্ বীরসমন্বিতঃ॥ ৬৩॥

অনন্তর উহার ডাক শুনিয়াই উহাকে চিনিতে পারিয়া ব্যাঘ্র উহার প্রাণসংহার করিবে। অনন্তর শৃগালেরা ঐ পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করিলে ঠিক্ তাহাই ঘটিল। কথিতও আছে যে,—

মর্ম্মকথা, বলাবল, গৃহের দূষণ, এ সব সন্ধান জানে আপনার জন;
বনের আগুনে বন পোড়ায় যেমন, আত্মীয় হইলে শত্রু মজায় তেমন (১)।৬২।

এইজন্যই বলিতেছিলাম যে,—"যে মূঢ় স্বপক্ষ ছাড়ি শত্রুপক্ষ চায়"—ইত্যাদি। রাজা কহিল,—যদিও এ কথা সত্য বটে, তথাপি উহার সহিত অন্তত সাক্ষাৎ করা উচিত, কেননা ও বহুদূর হইতে আসিয়াছে। উহাকে স্বপক্ষে নিযুক্ত করিবার বিষয় পশ্চাৎ বিচার করিয়া দেখা যাইবে। চক্রবাক কহিল,—মহারাজ! গূঢ়চর প্রেরিত হইয়াছে এবং দুর্গও সজ্জীকৃত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে শুকের সহিত দেখা করিয়া তাহাকে বিদায় করুন। কিন্তু,—

কপটে দারুণ দূত করিয়া প্রেরণ, চাণক্য নন্দের প্রাণ করিল হরণ (২);
অতএব সঙ্গে লয়ে নিজ রক্ষিগণ, দূরে থাকি দূতে রাজা দিবে দরশন।৬৩।

---

(১) ঘরের লোকে ঘরের সমস্ত গুপ্ত সন্ধান জানে; এজন্য ঘরের লোকে শত্রু হইলে সে অনায়াসেই সর্ব্বনাশ করিতে পারে, যেমন বৃক্ষের আগুনেই সমস্ত বৃক্ষ দগ্ধ করে। এ কথা প্রসিদ্ধও আছে যে,—'ঘরসন্ধানে রাবণ নষ্ট'।

(২) 'নন্দ'—ইনি নন্দবংশের শেষ রাজা ছিলেন। চাণক্য একদা নন্দকর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া ইঁহার সর্ব্বনাশ করিতে প্রতিজ্ঞা করেন। চাণক্য কপট দুত দ্বারা নন্দের প্রাণসংহার ও বিবিধ কৌশলে

ততঃ সভাং কৃত্বাহূতঃ শুকঃ কাকোঽপি। শুকঃ কিঞ্চিদুন্নতশিরা দত্তাসনে সমুপবিশ্য ব্রূতে—ভো হিরণ্যগর্ভ ত্বাং রাজাধিরাজঃ শ্রীমচ্চিত্রবর্ণঃ সমাজ্ঞাপয়তি। যদি জীবিতেন শ্রিয়া বা প্রয়োজনমস্তি তদা সত্বরমাগত্যাঽস্মচ্চরণৌ প্রণম। নো চেদবস্থাতুং স্থানান্তরং পরিচিন্তয়। এতৎ শ্রুত্বা রাজা সকোপমাহ—আঃ সভায়ামস্মাকং ন কোঽপি বিদ্যতে য এনং গলহস্তয়তি। তত উত্থায় মেঘবর্ণো ব্রূতে—দেব সমাজ্ঞাপয় হন্মি চৈনং দুষ্টশুকম্। মন্ত্রী ব্রূতে—ভদ্র মৈবম্। শৃণু তাবৎ।

ন সা সভা যত্র ন সন্তি বৃদ্ধা বৃদ্ধা ন তে যে ন বদন্তি ধর্ম্মম্।
ধর্ম্মঃ স নো যত্র ন সত্যমস্তি সত্যং ন তদ্ যৎ ছলমভ্যুপৈতি ॥৬৪॥

যতো ধর্ম্মো হ্যেষঃ।

দূতো ম্লেচ্ছোঽপ্যবধ্যঃ স্যাদ্রাজা দূতমুখো যতঃ।
উদ্যতেষ্বপি শস্ত্রেষু দূতো বদতি নাঽন্যথা ॥ ৬৫ ॥

অনন্তর রাজা সভা করিয়া শুককে তথায় আনয়ন করিল, এবং কাককেও তথায় আহ্বান করিল। শুক মস্তক কিঞ্চিৎ উন্নত করিয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিয়া কহিল,—ওহে হিরণ্যগর্ভ! শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজাধিরাজ চিত্রবর্ণ তোমায় এই আজ্ঞা করিতেছেন,—যদি তোমার রাজ্য ও প্রাণ রক্ষা করিবার বাসনা থাকে, তবে শীঘ্র আসিয়া আমার চরণে প্রণত হও। নতুবা, তুমি রাজ্য ছাড়িয়া স্থানান্তরে পলাইবার চেষ্টা কর। রাজা এই কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল,—আঃ! আমার এ সভায় কি কেহই নাই যে এ বেটাকে গলাধাক্কা দিয়া দূর করে!। তাহা শুনিয়া মেঘবর্ণ নামক সেই কাক উঠিয়া বলিল,—মহারাজ! একবার আজ্ঞা করুন, আমিই এই দুষ্ট শুক বেটার প্রাণসংহার করি। মন্ত্রী কহিল,—মহাশয়! ওরূপ কথা আর বলিবেন না। শুনুন্—

সভা নহে তাহা, যথা বৃদ্ধ নাহি রয়, বৃদ্ধ নহে সেই, যেবা ধর্ম্ম নাহি কয়;
ধর্ম্ম নহে তাহা, যাহে সত্য নাহি রয়, কপটতা যাহে তাহা সত্য কভু নয়। ৬৪।

ইহাই রাজধর্ম্ম যে,—

দূতগণ রাজাদের মুখতুল্য হয়, ম্লেচ্ছ হইলেও দূত কভু বধ্য নয়;
বধিতে গেলেও তারে ভয় না করিবে, নির্ভয় হৃদয়ে দূত সত্যই কহিবে। ৬৫।

নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া খৃষ্টীয় শকের ৩১৯ বৎসর পূর্ব্বে পাটলীপুত্রের সিংহাসনে মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তকে স্থাপিত করেন, এবং স্বয়ং তাঁহার মন্ত্রিত্ব করেন।

অন্যচ্চ। স্বাপকর্ষং পরোৎকর্ষং দূতোক্তৈর্ম্মন্যতে তু কঃ।
সদৈবাঽবধ্যভাবেন দূতঃ সর্ব্বং হি জল্পতি ॥ ৬৬ ॥

ততো রাজা কাকশ্চ প্রকৃতিমাপন্নঃ। শুকোঽপ্যুত্থায় চলিতঃ। পশ্চাচ্চক্রবাকেণানীয় প্রবোধ্য কনকালঙ্কারাদিকং দত্ত্বা সম্প্রেষিতঃ স্বদেশং যযৌ। ততো বিন্ধ্যাচলং গত্বা রাজানং চিত্রবর্ণং প্রণতবান্। তমালোক্য চিত্রবর্ণো রাজাহ—শুক কা বার্ত্তা। কীদৃশোঽসৌ দেশঃ। শুকো ব্রূতে—দেব সংক্ষেপাদিয়ং বার্ত্তা। সংপ্রতি যুদ্ধোদ্যোগঃ ক্রিয়তাম্। দেশশ্চাঽসৌ কর্পূরদ্বীপঃ স্বর্গৈকদেশঃ কথং বর্ণয়িতুং শক্যতে। ততঃ সর্ব্বান্ শিষ্টানাহূয় রাজা মন্ত্রয়িতুমুপবিষ্টঃ। আহ চ—সংপ্রতি যৎ কর্ত্তব্যং তৎ ব্রূত। বিগ্রহঃ পুনরবশ্যং কর্ত্তব্যঃ। তথা চোক্তম্।

অসন্তুষ্টা দ্বিজা নষ্টাঃ সন্তুষ্টাইব পার্থিবাঃ।
সলজ্জা গণিকা নষ্টা নির্লজ্জাশ্চ কুলাঙ্গনাঃ ॥ ৬৭ ॥

আরো,—

শত্রুর সম্মান আর নিজ অপমান, দূতের কথায় কোথা কেবা করে জ্ঞান ?;
সদাই অবধ্যভাবে দূত কথা কয়, দূতের উপরে ক্রোধ উচিত না হয় (১)। ৬৬।

মন্ত্রীর এই সকল কথায় রাজা ও কাক প্রকৃতিস্থ হইল। শুকও সভা হইতে উঠিয়া প্রস্থান করায় চক্রবাক তাহাকে আনিয়া সান্ত্বনা করিল, এবং স্বর্ণালঙ্কার প্রভৃতি রাজপ্রসাদ প্রদান করিয়া তাহাকে বিদায় দিলে সে স্বদেশে প্রস্থান করিল। শুক বিন্ধ্যাচলে গমন করিয়া নিজ প্রভু ময়ূররাজ চিত্রবর্ণের চরণে প্রণাম করিল। শুককে প্রত্যাগত দেখিয়া রাজা চিত্রবর্ণ কহিল,—শুক! সংবাদ কি? সে দেশ কিরূপ?। শুক কহিল,—মহারাজ! সংক্ষেপে সংবাদ এই যে আপনাকে রণসজ্জা করিতে হইবে, আর সেই কর্পূরদ্বীপ যেন স্বর্গপ্রদেশ, তাহার ঐশ্বর্য্য আমি বর্ণনা করিতে অক্ষম। ইহা শুনিয়া রাজা সমস্ত সুবিজ্ঞ মন্ত্রিগণকে আহ্বানপূর্ব্বক মন্ত্রণা করিতে বসিল। রাজা কহিল,—এক্ষণে কর্ত্তব্য কি তাহা বল?। যুদ্ধ ত অবশ্যই করিতে হইবে। কথিতও আছে যে,—

অসন্তুষ্ট ব্রাহ্মণের না ঘুচে দুর্গতি, সন্তুষ্ট রাজার কভু না হয় উন্নতি;

---

(১) দূত নিজ প্রভুর আজ্ঞাবাহকমাত্র, এজন্য সে স্বয়ং নিরপরাধ ও অবধ্য। দূত প্রভুর আজ্ঞায় আসিয়া অন্য রাজাকে হাজার গালি দিলেও, তাহার উপর ক্রোধ প্রকাশ করা রাজনীতির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ।

দূরদর্শী নাম গৃধ্রো মন্ত্রী ব্রূতে—দেব ব্যসনিতয়া বিগ্রহো ন বিধিঃ। যতঃ।

মিত্রামাত্যসহায়াশ্চ যদা স্যুর্দৃঢ়ভক্তয়ঃ।
শত্রূণাং বিপরীতাশ্চ কর্ত্তব্যো বিগ্রহস্তদা ॥ ৬৮ ॥

অন্যচ্চ। ভূমির্ম্মিত্রং হিরণ্যং চ বিগ্রহস্য ফলং ত্রয়ম্।
যদৈতন্নিশ্চিতং ভাবি কর্ত্তব্যো বিগ্রহস্তদা ॥ ৬৯ ॥

রাজাহ—মম বলানি তাবদবলোকয়তু মন্ত্রী। তদৈতেষামুপযোগো জ্ঞায়তাম্। এবমাহূয়তাং মৌহূর্ত্তিকঃ। স শুভলগ্নং যাত্রার্থং বিদধাতু। মন্ত্রী বদতি—দেব তথাপি সহসা যাত্রাকরণমযুক্তম্। যতঃ। বিশন্তি সহসা মূঢ়া যেঽবিচার্য্য দ্বিষদ্বলম্।
খড়্গধারাপরিষ্বঙ্গং লভন্তে তে সুনিশ্চিতম্ ॥ ৭০ ॥

লজ্জাশীলা গণিকার (১) অন্ন নাহি মিলে, কুলনারী মারা যায় লজ্জা তেয়াগিলে।৬৭

দূরদর্শী নামক সেই গৃধ্র মন্ত্রী কহিল,—মহারাজ! যুদ্ধে অনেক বিপদ আছে, সহজে যুদ্ধ করা বিধি নহে। কারণ,—

আপনার পাত্র, মিত্র, প্রজা, সৈন্যগণ, অতিমাত্র অনুরক্ত থাকিবে যখন ;
শত্রুপক্ষে ঠিক্ তার হবে বিপরীত (২), তবে শত্রুসনে যুদ্ধ জানিবে বিহিত। ৬৮।

অপিচ,—

ভূমি, মিত্র, কিম্বা ধন, এ তিন কারণে, প্রবৃত্ত হইবে রাজা শত্রুসহ রণে (৩) ;
যখন এ ফললাভ বুঝিবে নিশ্চিত, তখন বিগ্রহ হয় শাস্ত্রের বিহিত। ৬৯।

রাজা কহিল,—মন্ত্রিন্! তুমি আমার সৈন্য সকল পরীক্ষা করিয়া দেখ তাহা হইলেই তাহাদের বলাবল বুঝিতে পারিবে। আর যুদ্ধযাত্রার শুভলগ্ন স্থির করিবার জন্য দৈবজ্ঞকে আহ্বান কর। মন্ত্রী কহিল,—মহারাজ! তথাপি সহসা যুদ্ধযাত্রা উচিত নহে। কারণ,—

আত্ম-বল পর-বল না ভাবিয়া মনে, সহসা যে মূঢ়গণ পশে গিয়া রণে ;
নিশ্চয় জানিবে তারা মৃত্যুর কারণ, খরসান কৃপাণ করয়ে আলিঙ্গন। ৭০।

---

(১) 'গণিকা'—বেশ্যা।

(২) 'শত্রুপক্ষে ঠিক্ তার বিপরীত'—অর্থাৎ শত্রু রাজার পাত্র, মিত্র, প্রজা ও সৈন্য সকলেই যখন আপন রাজার উপর অত্যন্ত বিরক্ত থাকে।

(৩) অর্থাৎ যুদ্ধ করিলে যদি নিশ্চয়ই ভূসম্পত্তি লাভ করা যায়, বা মহোপকারী বন্ধুকে লাভ

রাজাহ—মন্ত্রিন্ মমোৎসাহভঙ্গং সর্ব্বথা মা কৃথাঃ। বিজিগীষু-র্যথা পরভূমিমাক্রামতি তথোপদিশ। গৃধ্রোঽব্রবীৎ—দেব তৎ কথয়ামি। কিন্তু তৎ অনুষ্ঠিতমেব ফলপ্রদম্। তথা চোক্তম্।

কিং মন্ত্রেণাঽননুষ্ঠানে শাস্ত্রবৎ পৃথিবীপতেঃ।
ন হ্যৌষধিপরিজ্ঞানাদ্ ব্যাধেঃ শান্তিঃ কচিদ্ভবেৎ॥ ৭১॥

রাজাদেশশ্চাঽনতিক্রমণীয় ইতি যথাশ্রুতং নিবেদয়ামি। শৃণু দেব।

নদ্যদ্রিবনদুর্গেষু যত্র যত্র ভয়ং নৃপ।
তত্র তত্র চ সেনানীর্যায়াদ্ ব্যূহীকৃতৈর্ব্বলৈঃ॥ ৭২॥
বলাধ্যক্ষঃ পুরো যাযাৎ প্রবীরপুরুষান্বিতঃ।
মধ্যে কলত্রং স্বামী চ কোষঃ ফল্গু চ যদ্ বলম্॥ ৭৩॥

রাজা কহিল,—মন্ত্রিন্! এই যুদ্ধবিষয়ে কদাচ আমার উৎসাহ ভঙ্গ করিও না। বিজিগীষু রাজা (১) যেরূপে শত্রুরাজ্য আক্রমণ করে আমাকে তাহাই উপদেশ দেও। গৃধ্র কহিল,—মহারাজ! বলিতেছি শুনুন। কিন্তু তদনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান না করিলে সে সকল উপায় ফলপ্রদ হয় না। কথিতও আছে যে,—

অনুষ্ঠান বিনা কিবা ফল মন্ত্রণায়? ঔষধের নামে কভু রোগ কি পলায়?(২)।৭১।

মহারাজের আজ্ঞা অনুল্লঙ্ঘনীয়, অতএব আমি ঐ সকল উপায় শাস্ত্রানুসারে বলিতেছি। মহারাজ! শুনুন।

নদ, নদী, দুর্গ, কিম্বা পর্ব্বত, কানন, যে যে স্থানে আছে কোনো শঙ্কার কারণ;
সে সে স্থানে সেনাপতি করিবে গমন, ব্যূহ সাজাইয়া সঙ্গে লয়ে সৈন্যগণ। ৭২।
বলাধ্যক্ষ (৩) সর্ব্ব অগ্রে করিবে গমন, সঙ্গেতে চলিবে তার মহাবীরগণ;

করা যায়, অথবা বহু ধন লাভ করা যায়, তবেই রাজা যুদ্ধ করিবে, নতুবা অনর্থক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে না, কেন না যুদ্ধে অকারণ নরহত্যা ও স্বপক্ষের সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা আছে।

(১) 'বিজিগীষু'—যে রাজা নিজ অধিকার, প্রভুত্ব বা কীর্ত্তি বিস্তার করিবার জন্য অন্য রাজাকে জয় করিতে প্রবৃত্ত হয়।

(২) যেমন রোগের প্রকৃত ঔষধ স্থির করিলেই রোগশান্তি হয় না, সেই ঔষধ যথানিয়মে সেবন করিতে হয়, তেমনি কোনও বিষয়ের মন্ত্রণা স্থির করিলেই সেই বিষয়টি সফল হয় না, সেই মন্ত্রণা অনুসারে কার্য্য করিতে হয়।

(৩) 'বলাধ্যক্ষ'—যাহার উপর সৈন্যের তত্ত্বাবধানের ভার, সেনাপতির সহকারী।

পার্শ্বয়োরুভয়োরশ্বা অশ্বানাং পার্শ্বতো রথাঃ।
রথানাং পার্শ্বতো নাগা নাগানাং চ পদাতয়ঃ ॥ ৭৪ ॥
পশ্চাৎ সেনাপতির্যায়াৎ খিন্নানাশ্বাসয়ঞ্ছনৈঃ।
মন্ত্রিভিঃ সুভটৈর্যুক্তঃ প্রতিগৃহ্য বলং নৃপঃ ॥ ৭৫ ॥
সমেয়াদ্ বিষমং নাগৈর্জলাঢ্যং সমহীধরম্।
সমমশ্বৈর্জলং নৌভিঃ সর্ব্বত্রৈব পদাতিভিঃ ॥ ৭৬ ॥
হস্তিনাং গমনং প্রোক্তং প্রশস্তং জলদাগমে।
তদন্যত্র তুরঙ্গাণাং পত্তীনাং সর্ব্বদৈব হি ॥ ৭৭ ॥
শৈলেষু দুর্গমার্গেষু বিধেয়ং নৃপরক্ষণম্।
স্বযোধৈ রক্ষিতস্যাঽপি স্বপনং যোগিনিদ্রয়া ॥ ৭৮ ॥
নাশয়েৎ কর্ষয়েচ্ছত্রূন্ দুর্গকণ্টকমর্দ্দনৈঃ।
পরদেশপ্রবেশে চ কুর্য্যাদাটবিকান্ পুরঃ ॥ ৭৯ ॥

রাজা, ভার্য্যা, কোষ (১) আর দুর্ব্বল যে জন, মধ্যভাগে রাখি তার করিবে রক্ষণ।৭৩।
দুই পার্শ্বে অশ্বারোহী করিবে গমন, তার পার্শ্বে গমন করিবে রথিগণ;
রহিবে রথীর পার্শ্বে মাতঙ্গ সকল, চলিবে তাহার পার্শ্বে পদাতিকদল। ৭৪।
খিন্ন (২) সৈন্যগণে দিয়া আশ্বাসবচন, পশ্চাতে সেনানী ধীরে করিবে গমন;
দল বল মন্ত্রী আর মহাবীরগণ, সঙ্গে লয়ে রাজা শেষে করিবে গমন। ৭৫।
শৈলে জলে সমাকীর্ণ উচ্চ নীচ স্থান, হস্তী লয়ে সে সকলে করিবে প্রয়াণ;
নৌকা চালাইবে জলে, অশ্ব সমতলে (৩), সর্ব্বত্রই চালাইবে পদাতিক দলে।৭৬।
প্রশস্ত হস্তীর যাত্রা বর্ষার সময়, বর্ষা ফুরাইলে অশ্বযাত্রা শুভ হয়;
যে সময়ে যে যে স্থানে হবে প্রয়োজন, পদাতিক সর্ব্বকালে করিবে গমন। ৭৭।
পর্ব্বতে, দুর্গম পথে, সঙ্কটের স্থানে, রাজাকে করিবে রক্ষা অতি সাবধানে;
হইলেও সুরক্ষিত নিজ সৈন্যগণে, যোগী তুল্য নিদ্রা রাজা যাবে সচেতনে (৪)।৭৮।
সমস্ত কণ্টক দুর্গ করি' বিমর্দ্দন, উৎখাত করিবে রাজা শত্রুসৈন্যগণ;

---

(১) 'কোষ'—ধনাগার, প্রয়োজনমত ব্যয়ের উপযোগী অর্থ।

(২) 'খিন্ন'—ভয়ে, পথশ্রমে বা অন্যবিধ কষ্টে পীড়িত।

(৩) 'অশ্ব সমতলে'—অর্থাৎ সমতল স্থলভাগে অশ্বসৈন্য চালাইবে।

(৪) যাহারা যোগ অভ্যাস করে তাহারা কদাচ গাঢ় নিদ্রা যায় না, সজাগ হইয়া নিদ্রা যায়, রাজাও বিপদের আশঙ্কা স্থলে যোগীর ন্যায় সজাগ হইয়া নিদ্রা যাইবে।

যত্র রাজা তত্র কোষো বিনা কোষং ন রাজতা।
সুভটেভ্যস্ততো দদ্যাৎ কোহি দাতুর্ন যুধ্যতে ॥ ৮০ ॥

যতঃ। ন নরস্য নরো দাসঃ কিন্তু বিত্তস্য ভূপতে।
গৌরবং লাঘবং চাঽপি ধনাধননিবন্ধনম্ ॥ ৮১ ॥

অভেদেন চ যুধ্যেযু রক্ষেযুশ্চ পরস্পরম্।
ফল্গু সৈন্যং চ যৎ কিঞ্চিন্মধ্যে ব্যূহস্য কারয়েৎ ॥ ৮২ ॥

পদাতীংশ্চ মহীপালঃ পুরোঽনীকস্য যোজয়েৎ।
উপরুধ্যাঽরিমাসীত রাষ্ট্রং চাঽস্যোপপীড়য়েৎ ॥ ৮৩ ॥

স্যন্দনাশ্বৈঃ সমে যুধ্যেতাঽনূপে নৌদ্বিপৈস্তথা।
বৃক্ষগুল্মাবৃতে চাপৈরসিচর্ম্মাযুধৈঃ স্থলে ॥ ৮৪ ॥

দূষয়েচ্চাঽস্য সততং যবসান্নোদকেন্ধনম্।
ভিন্দ্যাচ্চৈব তড়াগানি প্রাকারান্ পরিখাস্তথা ॥ ৮৫ ॥

আটবিক সৈন্যগণে করি অগ্রসর, প্রবেশ করিবে শত্রু-রাজ্যের ভিতর (১)। ৭৯।
যথা রাজা তথা যেন রাজকোষ রয়, কোষ বিনা রাজার রাজত্ব নাহি হয়;
তুষিবে সুযোধগণে সদা অর্থ দিয়া, সকলেই যুদ্ধ করে অর্থের লাগিয়া। ৮০।
মনুষ্যের দাস কভু মনুষ্য না হয়, মনুষ্য অর্থের দাস জানিবে নিশ্চয়;
এ ভবে গৌরব যত অর্থের প্রভাবে, অগৌরব যত কিছু অর্থের অভাবে। ৮১।
একপ্রাণ হয়ে সবে করিবে সমর, একপ্রাণ হইয়া রক্ষিবে পরস্পর;
দেখিবে যে সব সৈন্য অসার দুর্ব্বল, রাখিবে ব্যূহের মধ্যস্থলে সে সকল। ৮২।
নরপতি আপনার পদাতিক দল, ব্যূহমুখে নিয়োজিত করিবে সকল;
শত্রুদুর্গ অবরোধ করিয়া রহিবে, নানারূপে শত্রুরাজ্য পীড়ন করিবে। ৮৩।
যুঝিবে নৌকায় গজে জলাকীর্ণ স্থলে, অশ্বে রথে সংগ্রাম করিবে সমতলে;
ধনু, শর, অসি, চর্ম্ম করিয়া ধারণ, বৃক্ষগুল্মাবৃত স্থলে করিবেক রণ। ৮৪।
তৃণ, কাষ্ঠ, অন্ন, পান, যা কিছু দেখিবে, শত্রুর সে সব দ্রব্য দূষিত করিবে;
তড়াগাদি জলাশয়, পরিখা, প্রাকার, ভাঙ্গিয়া চূরিয়া সব দিবে ছারেখার। ৮৫।

---

(১) 'কণ্টক'—ক্ষুদ্র শত্রু, পথের বিঘ্ন বিপত্তি। কোনও কোনও মূল পুস্তকে 'কণ্টক' স্থলে 'কটক' এই পাঠ আছে। 'কটক' অর্থাৎ সেনানিবেশ ছাউনি। 'আটবিক'—অরণ্যবাসী অসভ্য জাতি। ইহারা বন জঙ্গল পর্ব্বত প্রভৃতি দুর্গম স্থান সকলের সহিত বিশেষরূপে পরিচিত। ইহারা রাজার বৃত্তি ভোগ করে, রাজা অপরিচিত দূরদেশে যুদ্ধযাত্রা করিলে ইহারা অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া লইয়া যায়।

বলেষু প্রমুখো হস্তী ন তথাহন্যো মহীপতেঃ।
নিজৈরবয়বৈরেব মাতঙ্গোহষ্টায়ুধঃ স্মৃতঃ ॥ ৮৬ ॥
বলমশ্বশ্চ সৈন্যানাং প্রাকারো জঙ্গমো মতঃ।
তস্মাদশ্বাধিকো রাজা বিজয়ী স্থলবিগ্রহে ॥ ৮৭ ॥

তথা চোক্তম্।

যুধ্যমানা হয়ারূঢ়া দেবানামপি দুর্জয়াঃ।
অপি দূরস্থিতা যেষাং বৈরিণো হস্তবর্ত্তিনঃ ॥ ৮৮ ॥
প্রথমং যুদ্ধকারিত্বং সমস্তবলপালনম্।
দিঙ্মার্গাণাং বিশোধিত্বং পত্তিকর্ম্ম প্রচক্ষতে ॥ ৮৯ ॥
স্বভাবশূরমস্ত্রজ্ঞমবিরক্তং জিতশ্রমম্।
প্রসিদ্ধক্ষত্রিয়প্রায়ং বলং শ্রেষ্ঠতমং বিদুঃ ॥ ৯০ ॥

রাজার সৈন্যের মধ্যে হস্তীই প্রধান, অশ্ব রথ পত্তি নহে হস্তীর সমান ;
আটটি অঙ্গই তার আট প্রহরণ, অকাতরে যুঝে তাহে দুর্জ্জয় বারণ (১)। ৮৬।
সুদৃঢ় প্রাকার তুল্য অশ্বসেনাগণ, স্থলপথে সর্ব্বত্রই করয়ে রক্ষণ ;
প্রবল তুরগবল আছে যে রাজার, স্থলযুদ্ধে অবশ্যই জয়লাভ তার (২)। ৮৭।
যাহারা সমর করে অশ্ব-আরোহণে, দেবতাও নাহি পারে তাহাদের সনে ;
অত্যন্ত দূরেও যদি বিপক্ষেরা রয়, সহজেই তাহাদের হস্তগত হয়। ৮৮।
যাত্রার অগ্রেই নিজ সৈন্য সমুদয়, সযতনে অবেক্ষণ করিবে নিশ্চয় ;
পদাতিক সেনাদল করিয়া গমন, পথের কণ্টক যত করিবে শোধন (৩)। ৮৯।
কঠোর কষ্টেও যাহা অচল অটল, শৌর্য্যশীল, অনুরক্ত, শস্ত্রে সুকুশল ;
আর যাহে বহুসংখ্য ক্ষত্রবীর রয়, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেনা তাহা নীতিশাস্ত্রে কয়। ৯০।

---

(১) 'পত্তি'—পদাতিসৈন্য। 'আটটি অঙ্গই তার' ইত্যাদি,—শুণ্ড, দুই দন্ত, চারি পদ, এবং মস্তক, এই আট অঙ্গই হস্তীর আটটি অস্ত্রের স্বরূপ, অর্থাৎ হস্তী নিজের এই আটটি অঙ্গ দ্বারা যুদ্ধ করে।

(২) 'সুদৃঢ় প্রাকার তুল্য'—প্রাকার অর্থাৎ দুর্গের চারিধারের সুদৃঢ় প্রাচীর। দুর্গের সুদৃঢ় প্রাচীর যেরূপ দুর্গস্থ সৈনাকে রক্ষা করে, স্থলযুদ্ধে অশ্বসৈন্যও সেইরূপ চারিধারে বেষ্টিত থাকিয়া মধ্যস্থিত সৈন্যদিগকে রক্ষা করে। দুর্গের প্রাকার অচল, কিন্তু অশ্বসৈন্যরূপ প্রাকার আবশ্যকমত চলিতে পারে, এজন্য মূলে অশ্বসৈন্যকে 'জঙ্গম প্রাকার' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। 'জঙ্গম'—গতিশীল, অর্থাৎ যাহা ইষ্টকাদি নির্ম্মিত প্রাকারের ন্যায় অচল নহে।

(৩) 'পথের কণ্টক' অর্থাৎ গমনপথের বিঘ্নজনক বন জঙ্গল প্রভৃতি যাহা কিছু আছে সে সমস্ত পরিষ্কার করিয়া সেই সকল স্থান সুগম করিবে।

যথা প্রভুকৃতান্মানাদ্ যুধ্যন্তে ভুবি মানবাঃ।
ন তথা বহুভির্দ্দত্তৈর্দ্রবিণৈরপি ভূপতেঃ ॥ ৯১ ॥
বরমল্পবলং সারং ন বহ্বী মুণ্ডমণ্ডলী।
কুর্য্যাদসারভঙ্গো হি সারভঙ্গমপি স্ফুটম্ ॥ ৯২ ॥
অপ্রসাদোঽনধিষ্ঠানং দেয়াংশহরণং চ যৎ।
কালযাপোঽপ্রতীকারস্তত্র বৈরাগ্যকারণম্ ॥ ৯৩ ॥
অপীড়য়ন্ বলং শত্রূন্ জিগীষুরভিষেণয়েৎ (ক)।
সুখসাধ্যং দ্বিষাং সৈন্যং দীর্ঘযানপ্রপীড়িতম্ ॥ ৯৪ ॥
দায়াদাদপরো মন্ত্রী নাঽস্তি ভেদকরো দ্বিষাম্।
তস্মাদুত্থাপয়েদ্ যত্নাদ্ দায়াদং তস্য বিদ্বিষঃ ॥ ৯৫ ॥

আপনি নৃপতি যদি বাড়াইয়া মান, সবার হৃদয়ে করে উৎসাহ-বিধান ;
তবে তাহে সৈন্যগণ যুঝিবে যেমন, বহু ধন দিলেও না যুঝিবে তেমন। ৯১।
বিস্তর অসার সৈন্য থাকা ভাল নয়, অল্প সৈন্য সেও ভাল দক্ষ যদি হয় ;
কেন না অসার সৈন্য ভঙ্গ দিলে রণে, সুদক্ষ সৈন্যও ভঙ্গ দেয় তার সনে। ৯২।
প্রভু যদি সৈন্য নাহি করে অবেক্ষণ, প্রসন্নতা যদি নাহি করে প্রদর্শন ;
সৈন্যের লভ্যাংশ যদি করয়ে হরণ, সময়ে কর্ত্তব্য যদি না করে পালন ;
বিপদে সবারে যদি না করে রক্ষণ, তবে অনুরক্ত নাহি থাকে সৈন্যগণ। ৯৩।
পথ-কষ্টে সৈন্য যদি নিপীড়িত হয়, সহজে বিপক্ষ তারে করে পরাজয় ;
অতএব নিজ সৈন্য না করি পীড়ন, শত্রুসেনা জিগীষু করিবে আক্রমণ। ৯৪।
দায়াদ গৃহের ভেদ ঘটায় যেমন, অন্য জনে নাহি পারে সে কার্য্য তেমন ;
অতএব বিপক্ষের যাহারা দায়াদ, ঘটাবে তাদের সনে তাহার বিবাদ (১)। ৯৫।

(ক) 'অভিষেণয়েৎ'—সেনয়া সহ শত্রুসমীপে গচ্ছেৎ ইত্যর্থঃ। "যৎ সেনয়াঽভিগমনম্ অরৌ তদভিষেণনম্" ইত্যমরঃ।

(১) পুত্র, ভ্রাতা বা অন্যান্য জ্ঞাতি, অর্থাৎ যাহাদের সহিত বিষয় বিভবের কোনও প্রকার উত্তরাধিকার-সম্বন্ধ আছে, তাহাদিগকে 'দায়াদ' বলে। ঈর্ষ্যায় ও বিষয়লোভে দায়াদেরা সহজেই ধনীর গৃহ-শত্রু হইয়া থাকে। শত্রুপক্ষীয় রাজার এই সকল দায়াদকে গোপনে প্রলোভন দেখাইয়া তাহার প্রতিকূলে উত্তেজিত করিবে, কারণ শত্রুর পুত্র, ভ্রাতা ও জ্ঞাতি প্রভৃতি আত্মীয়গণকে গোপনে হাত করিতে পারিলে সেই শত্রুকে আক্রমণ ও জয় করা অতি সহজ হয়।

সন্ধায় যুবরাজেন যদি বা মুখ্যমন্ত্রিণা।
অন্তঃপ্রকোপনং কার্য্যমভিযোক্তুঃ স্থিরাত্মনঃ ॥ ৯৬ ॥
ক্রূরং মিত্রং রণে চাঽপি ভঙ্গং দত্ত্বাঽভিঘাতয়েৎ।
অথবা গোগ্রহাকৃষ্ট্যা তন্মুখ্যাশ্রিতবন্ধনাৎ ॥ ৯৭ ॥
স্বরাষ্ট্রং বাসয়েদ্রাজা পরদেশাপহারণাৎ।
অথবা দানমানাভ্যাং বাসিতং ধনদং হি তৎ ॥ ৯৮ ॥

অথবা কিং বহুনোদিতেন।

আত্মোদয়ঃ পরগ্লানির্দ্বয়ং নীতিরিতীয়তী।
তদূরীকৃত্য কৃতিভির্বাচস্পত্যং প্রতায়তে ॥ ৯৯ ॥

রাজ্ঞা বিহস্যোক্তম্—সর্ব্বং সত্যমেতৎ। কিন্তু।

যুবরাজে কিম্বা মন্ত্রিবরে ভাঙ্গাইয়া, স্বপক্ষে আনিবে দৃঢ় কৌশল করিয়া;
এরূপে শত্রুর গৃহে ঘটাইয়া ভেদ, জিগীষু বিপক্ষরাজে করিবে উচ্ছেদ (১)।৯৬।
যে মিত্র সমরে করে শঠতা প্রকাশ, রণে ভঙ্গ দিয়াও করিবে তারে নাশ;
তাহার গোধন আদি করিবে হরণ, তাহার স্বপক্ষগণে করিবে বন্ধন (২)। ৯৭।
দানে মানে ছলে বলে করি আনয়ন, স্বদেশে শত্রুর প্রজা করিবে স্থাপন;
স্বরাজ্যে প্রজার বাস যতই হইবে, রাজার রাজ্যের আয় ততই বাড়িবে। ৯৮।

অথবা আর অধিক কি বলিব, সার কথা এই যে,—

নিজের উদয় আর বিপক্ষের ক্ষয়; সমস্ত নীতির মর্ম্ম এ দুই বিষয়;
এই দুই সার কথা করি' অঙ্গীকার, কৃতিগণ করে নিজ বাগ্মিতা বিস্তার। ৯৯।

রাজা হাস্য করিয়া কহিল,—এ কথা সত্য বটে। কিন্তু,—

---

(১) জ্যেষ্ঠপুত্র বা তদভাবে অন্য কোনও উত্তরাধিকারী, যিনি বৃদ্ধ রাজার জীবদ্দশায় রাজকার্য্যে তাঁহার সহায়তা করেন, তাঁহাকে 'যুবরাজ' বলে। অনেক স্থলে যুবরাজ বা প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইবার লোভে রাজার মৃত্যু কামনা করিয়া থাকেন। শত্রুপক্ষীয় রাজার যুবরাজ বা প্রধান মন্ত্রীর সহিত গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়া শত্রুর গৃহবিচ্ছেদ ঘটাইতে পারিলে তাঁহাকে আক্রমণ ও জয় করা অতি সহজ হয়।

(২) মিত্রপক্ষীয় কোনও রাজা যুদ্ধে সহায়তা করিতে আসিয়া যুদ্ধকালে যদি শঠতা করে, তবে শত্রুর সহিত রণে ভঙ্গ দিয়াও রাজা অগ্রে সেই বিশ্বাসঘাতক কপট মিত্রকে বিনষ্ট করিবে, এবং তৎপক্ষীয় সমস্ত লোককে বন্ধন করিবে, এবং তাহার যান, বাহন প্রভৃতি সর্ব্বস্ব লুঠিয়া লইবে। কেননা, কপট মিত্র যুদ্ধকালে সঙ্গে থাকিলে সর্ব্বনাশ ঘটিবার সম্ভাবনা।

অন্যদুচ্ছৃঙ্খলং সত্ত্বমন্যচ্ছাস্ত্রনিযন্ত্রিতম্।
সামানাধিকরণ্যং হি তেজস্তিমিরয়োঃ কুতঃ ॥ ১০০ ॥

তত উত্থায় রাজা মৌহূর্ত্তিকাবেদিতলগ্নে প্রস্থিতঃ। অথ প্রণিধিপ্রহিতশ্চরো হিরণ্যগর্ভসমীপমাগত্য প্রণম্যোবাচ—দেব সমাগতপ্রায়ো রাজা চিত্রবর্ণঃ। সংপ্রতি মলয়পর্ব্বতোপত্যকায়াং সমাবাসিতকটকো বর্ত্ততে। দুর্গশোধনং প্রতিক্ষণমনুসন্ধাতব্যম্। যতোঽসৌ গৃধ্রো মহামন্ত্রী। কিঞ্চ কেনচিৎ সহ তস্য বিশ্বাসকথা-প্রসঙ্গেন এতদিঙ্গিতমবগতং ময়া যদনেন প্রাগেব কোঽপ্যস্মদ্দুর্গে নিযুক্তঃ। চক্রবাকো ব্রূতে—দেব কাক এবাঽসৌ সম্ভবতি।

যখনি হইবে শত্রু বিপদে পতিত, তাকে আক্রমণ করা তখনি বিহিত;
যদিও এরূপ বিধি নীতিশাস্ত্রে কয়, কিন্তু তাহা প্রবলের পক্ষে বিধি নয়;
সাধারণপক্ষে যাহা শাস্ত্রের শাসন, প্রবলের পক্ষে তাহা নহে কদাচন;
আলোকে আঁধারে দুয়ে যত ভেদ হয়, প্রবলে সামান্যে তত জানিবে নিশ্চয় (১)।১০০।

পরে রাজা গাত্রোত্থান করিয়া দৈবজ্ঞ কর্ত্তৃক নিরূপিত শুভলগ্নে যুদ্ধযাত্রা করিল। অনন্তর গূঢ়চরের প্রেরিত লোক হিরণ্যগর্ভের নিকট আসিয়া প্রণাম করিয়া কহিল,—মহারাজ! রাজা চিত্রবর্ণ আগতপ্রায়। তিনি এক্ষণে মলয়পর্ব্বতের উপত্যকায় শিবির সন্নিবেশ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন। আমাদের দুর্গের বিষয়ে বিশেষরূপে তত্ত্বাবধান প্রতিক্ষণেই করা কর্ত্তব্য, কারণ বিপক্ষের মন্ত্রী গৃধ্র অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি। আর সেই মন্ত্রী যখন কোনও লোকের সহিত বিশ্বস্তভাবে কথোপ-কথন করিতেছিলেন, তখন আমি তাঁহার আকার ইঙ্গিতে বুঝিলাম যে ইতিপূর্ব্বেই বিপক্ষের নিযুক্ত কোনও লোক আসিয়া আমাদের দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

---

(১) ১০০নং মূল শ্লোক এবং ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী ৯৯নং মূল শ্লোক মাঘকবির 'শিশুপালবধ' নামক কাব্যের ২য় সর্গে আছে। ৯৯নং পূর্ব্বশ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে,—যখন স্বপক্ষের সর্ব্বতোভাবে উন্নতির অবস্থা এবং বিপক্ষের সর্ব্বতোভাবে অবনতির অবস্থা দেখিবে, তখনই রাজা বিপক্ষকে আক্রমণ করিবে। শত্রুরাজ্য আক্রমণবিষয়ে সাধারণ রাজাদিগের পক্ষে সমস্ত নীতিশাস্ত্রেরই এইরূপ ব্যবস্থা। ১০০ নং শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে,—সাধারণ রাজাদিগের পক্ষে সমস্ত নীতিশাস্ত্রের ঐরূপ ব্যবস্থা থাকিলেও তাহা অসাধারণ তেজস্বী রাজার পক্ষে কদাচ ব্যবস্থা হইতে পারে না। কেন না, সূর্য্যা-লোকে ও অন্ধকারে যত প্রভেদ, সাধারণ রাজায় ও অসাধারণ তেজস্বী রাজায় তত প্রভেদ। অতএব, অন্ধকারের পক্ষে যে ব্যবস্থা, তাহা যেমন আলোকের পক্ষে খাটে না, তেমনি সাধারণ রাজার পক্ষে যে ব্যবস্থা, তাহাও অসাধারণ তেজস্বী রাজার পক্ষে খাটে না।

রাজাহ—ন কদাচিদেতৎ। যদ্যেবং তদা কথং তেন শুকস্যাঽভি-ভবায়োদ্যোগঃ কৃতঃ। অপরং চ শুকস্যাগমনাত্তস্য বিগ্রহোৎসাহঃ। স চ চিরাদত্রাস্তে। মন্ত্রী বদতি—তথাপ্যাগন্তুকঃ শঙ্কনীয়ঃ। রাজাহ—আগন্তুকা অপি প্রত্যুপকারকারিণো দৃশ্যন্তে। শৃণু।

পরোঽপি হিতবান্ বন্ধুর্বন্ধুরপ্যহিতঃ পরঃ।
অহিতো দেহজো ব্যাধির্হিতমারণ্যমৌষধম্ ॥ ১০১ ॥

অপরং চ। আসীদ্ বীরবরো নাম শূদ্রকস্য মহীপতেঃ।
সেবকঃ স্বল্পকালেন স দদৌ সুতমাত্মনঃ ॥ ১০২ ॥

চক্রবাকঃ পৃচ্ছতি কথমেতৎ রাজা কথয়তি। অহং পুরা শূদ্রকস্য রাজ্ঞঃ ক্রীড়াসরসি কর্পূরকেলিনাম্নো রাজহংসস্য পুত্র্যা কর্পূরমঞ্জর্য্যা সহাঽনুরাগবানভবম্। তত্র বীরবরো নাম রাজপুত্রঃ কুতশ্চিদ্দেশাদাগত্য রাজদ্বারমুপাগম্য প্রতীহারমুবাচ—অহং বর্ত্তনার্থী রাজপুত্রঃ। মাং রাজদর্শনং কারয়। ততস্তেনাঽসৌ রাজদর্শনং

চক্রবাক কহিল,—মহারাজ! সেই মেঘবর্ণ নামক কাককেই আমি বিপক্ষের লোক বলিয়া আশঙ্কা করি। রাজা কহিল,—তাহা কথনই সম্ভব নহে। যদি তাহাই হইবে, তবে সে তখন বিপক্ষদূত শুককে মারিতে উদ্যত হইবে কেন?। আরো দেখ! শুক আসাতেই ত যুদ্ধবিষয়ে সে উৎসাহ প্রকাশ করিল। আর, সে এস্থানে বহুদিন রহিয়াছে। মন্ত্রী কহিল,—তথাপি আগন্তুক বলিয়া তাহাকে শঙ্কা করা উচিত। রাজা কহিল,—আগন্তুকেরাও প্রত্যুপকার সাধন করিয়া থাকে। দেখ!—

পরও আত্মীয় হয় করে যদি হিত, আত্মীয়ও পর হয় করিলে অহিত;
আপন দেহের ব্যাধি সেও ইষ্ট নয়, বনের ঔষধ দেখ! সেও ইষ্ট হয়। ১০১।

আরো,—

বীরবর নামে ভৃত্য শূদ্রকের ছিল, স্বল্পদিনে প্রভুকার্য্যে পুত্রে বলি দিল। ১০২।

চক্রবাক জিজ্ঞাসিল,—সে কিরূপ?। রাজা বলিল। আমি পূর্ব্বে শূদ্রক রাজার ক্রীড়া-সরোবরে কর্পূরকেলি নামক রাজহংসের কন্যা কর্পূরমঞ্জরীর সহিত পরম প্রণয়সুখে বাস করিয়াছিলাম। একদিন বীরবর নামক এক রাজপুত্র কোনও দূরদেশ হইতে আসিয়া শূদ্রক রাজার দ্বারে উপস্থিত হইয়া প্রতীহারীকে বলিলেন,—আমি রাজপুত্র, চাকুরির জন্য আসিয়াছি, আমায় মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ

কারিতো ব্রূতে—দেব যদি ময়া সেবকেন প্রয়োজনমস্তি তদাঽস্মদ্বর্ত্তনং ক্রিয়তাম্। শূদ্রক উবাচ—কিং তে বর্ত্তনম্। বীরবরেণোক্তম্—প্রত্যহং সুবর্ণশতচতুষ্টয়ম্। রাজাহ—কা তে সামগ্রী। বীরবরো ব্রূতে—দ্বৌ বাহূ তৃতীয়শ্চ খড়্গঃ। রাজাহ—নৈতচ্ছক্যম্। তৎ শ্রুত্বা বীরবরঃ প্রণম্য চলিতঃ। অথ মন্ত্রিভিরুক্তম্—দেব দিনচতুষ্টয়স্য বর্ত্তনং দত্ত্বা জ্ঞায়তামস্য স্বরূপং কিমুপযুক্তোঽয়মেতাবদ্বর্ত্তনং গৃহ্লাত্যনুপযুক্তো বেতি। ততো মন্ত্রিবচনাদাহূয় তাম্বূলং দত্ত্বা তদ্বর্ত্তনং দত্তবান্।

করাও। প্রতীহারী তাঁহাকে রাজার নিকট লইয়া গেলে, তিনি বলিলেন,—মহারাজ! যদি আমাকে চাকর রাখেন, তবে আমার বেতনের বিষয় স্থির করুন। শূদ্রক জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমার বেতন কত?। বীরবর কহিলেন,—প্রত্যহ চারি শত স্বর্ণমুদ্রা। রাজা জিজ্ঞাসিলেন,—তোমার কার্য্যসাধনের উপকরণ কি?। বীরবর বলিলেন,—আমার দুই বাহু ও খড়্গ, এই তিনটিমাত্র। রাজা বলিলেন,—আমি অত বেতন দিতে পারিব না। তাহা শুনিয়া বীরবর প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন। অনন্তর মন্ত্রীরা কহিলেন,—মহারাজ! আপাততঃ চারিদিনের বেতন দিয়া উহাঁর গুণ পরীক্ষা করুন, দেখুন উনি ঐরূপ বেতন পাইবার উপযুক্ত কি না। রাজা মন্ত্রিগণের কথায় বীরবরকে ডাকাইয়া, তাঁহার হস্তে তাম্বূল দিলেন এবং তাঁহাকে সেই বেতন দিয়া নিযুক্ত করিলেন (১)।

---

(১) পূর্ব্বকালে এইরূপ প্রথা ছিল যে, প্রভুরা কোনও ব্যক্তিকে কার্য্যে নিযুক্ত করিবার সময় তাহার হস্তে বরণের চিহ্নস্বরূপ তাম্বূল প্রদান করিতেন। কোনও কোনও পুস্তকে নিম্নলিখিত মূলে শ্লোকটি অতিরিক্ত আছে। নিম্নে ঐ শ্লোক ও উহার অবিকল অনুবাদ প্রদত্ত হইল;—

তাম্বূলং কটুতিক্তমুষ্ণমধুরং ক্ষারং কষায়ান্বিতম্
বাতঘ্নং কফনাশনং কৃমিহরং দৌর্গন্ধ্যদোষাপহম্।
বক্ত্রস্যাভরণং মলাপহরণং কামাগ্নিসন্দীপনম্
তাম্বূলস্য সখে ত্রয়োদশ গুণাঃ স্বর্গেঽপ্যমী দুর্লভাঃ॥

অনুবাদ,—

কটু, তিক্ত, উষ্ণগুণ, লবণ, কষায়, অপূর্ব্ব মধুর রস আছয়ে তাহায়;
বাতদোষ, কফদোষ, কৃমিদোষ হরে, মুখের দুর্গন্ধদোষ নিবারণ করে;
সুরঞ্জিত করে ওষ্ঠ, মলদোষ হরে, দম্পতীর কামানল উত্তেজিত করে;
তাম্বূলে তেরটি গুণ একাধারে রয়, স্বর্গেও এসব গুণ সুলভ না হয়।

র্ব্বর্ত্তনবিনিয়োগশ্চ রাজ্ঞা সুনিভৃতং নিরূপিতঃ। তদর্দ্ধং বীরবরেণ দেবেভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যো দত্তম্। স্থিতস্যার্দ্ধং দুঃখিতেভ্যঃ। তদবশিষ্টং ভোজ্যব্যয়বিলাসব্যয়েন। এতৎ সর্ব্বং নিত্যকৃত্যং কৃত্বা রাজদ্বারমহর্নিশং খড়্গপাণিঃ সেবতে। যদা চ রাজা স্বয়মাদিশতি তদা স্বগৃহমপি যাতি। অথৈকদা কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং রাত্রৌ সকরুণক্রন্দনধ্বনিং স রাজা শুশ্রাব। তৎ শ্রুত্বা রাজা ব্রূতে—কঃ কোঽত্র দ্বারি তিষ্ঠতি। তদা তেনোক্তম্—দেব অহং বীরবরঃ। রাজোবাচ—ক্রন্দনানুসরণং ক্রিয়তাম্। বীরবরোঽপি যথাজ্ঞাপয়তি দেব ইত্যুক্ত্বা চলিতঃ। রাজ্ঞা চিন্তিতম্—অয়মেকাকী রাজপুত্রো ময়া সূচিভেদ্যে তমসি প্রহিতঃ। নৈতদুচিতম্। অহমপি গত্বা নিরূপয়ামি কিমেতদিতি। ততো রাজাঽপি খড়্গমাদায় তদনুসরণক্রমেণ নগরদ্বারাদ্ বহির্নির্জগাম। ততো গত্বা বীরবরেণ রুদতী রূপযৌবনসম্পন্না সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা কাচিৎ স্ত্রী

বীরবর ঐ বেতন কিরূপে ব্যয় করেন, রাজা গোপনে তাহার অনুসন্ধান লইলেন। বীরবর প্রতিদিনের বেতনের অর্দ্ধাংশ দেবতা ও ব্রাহ্মণকে দান করিতেন, অবশিষ্ট বেতনের অর্দ্ধাংশ দীনদুঃখীদিগকে দান করিতেন। শেষ যাহা থাকিত, তাহা তিনি ভক্ষ্যদ্রব্য ও বিলাসের দ্রব্যে ব্যয় করিতেন। তিনি এই সমস্ত নিত্যকর্ম্ম সমাপন করিয়া খড়্গধারণপূর্ব্বক দিবানিশি রাজদ্বারে উপস্থিত থাকিতেন। রাজা অনুমতি না করিলে নিজ আবাসেও যাইতেন না। অনন্তর একদিন ঘোর কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর রাত্রিকালে রাজা শুনিলেন—কে অতি গভীর করুণস্বরে রোদন করিতেছে। তাহা শুনিয়া রাজা কহিলেন,—এই দ্বারদেশে এক্ষণে কোন্ কোন্ প্রহরী উপস্থিত আছে?। তাহা শুনিয়া বীরবর কহিলেন,—মহারাজ! আমি বীরবর উপস্থিত আছি। রাজা কহিলেন,—বীরবর! ঐ রোদনধ্বনির অনুসন্ধান করিয়া আইস। বীরবরও 'যে আজ্ঞা মহারাজ!' এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন। বীরবর প্রস্থান করিলে রাজা ভাবিলেন,—ঐ রাজপুত্রকে এই ঘোরাতর অন্ধকারে একাকী পাঠাইয়া ভাল কাজ করিলাম না। অতএব আমিও যাইয়া অনুসন্ধান করি ব্যাপারটা কি। অনন্তর রাজাও খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক বীরবরের অনুসরণ করিলেন, এবং ক্রমে নগরের দ্বার অতিক্রম করিয়া চলিলেন। এদিকে বীরবর গিয়া দেখিলেন,—রূপযৌবনসম্পন্না সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা এক রমণী রোদন করিতেছেন।

দৃষ্টা পৃষ্টা চ—কা ত্বং কিমর্থং রোদিষীতি। স্ত্রিয়োক্তম্—অহমেতস্য শূদ্রকস্য রাজলক্ষ্মীঃ। চিরাদেতস্য ভুজচ্ছায়ায়াং মহতা সুখেন বিশ্রান্তা। দেব্যা অপরাধেন তৃতীয়দিবসে রাজা পঞ্চত্বং যাস্যতি। অহমনাথা ভবিষ্যামি। ইদানীং নাঽত্র স্থাস্যামীতি রোদিমি। বীরবরো ব্রূতে—কথং পুনরিহাবাসো ভগবত্যা ভবতি। লক্ষ্মীরুবাচ—যদি ত্বমাত্মনঃ পুত্রস্য শক্তিধরস্য দ্বাত্রিংশল্লক্ষণোপেতস্য মস্তকং স্বহস্তেন ছিত্ত্বা ভগবত্যাঃ সর্ব্বমঙ্গলায়া উপহারং

দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি কে? কি জন্যই বা রোদন করিতেছেন?। সেই নারী উত্তর করিলেন,—আমি এই শূদ্রক রাজার রাজলক্ষ্মী। আমি ইহাঁর ভুজবীর্য্যের আশ্রয়ে বহুকাল পরম সুখে বিশ্রাম করিতেছিলাম। দেবী সর্ব্বমঙ্গলার নিকট অপরাধ করায় রাজা আজি হইতে তিন দিনের দিন কালগ্রাসে পতিত হইবেন। আমি ইহাঁর বিরহে অনাথা হইব। এক্ষণে ইহাঁর আশ্রয় পরিত্যাগ করিতে হইবে বলিয়াই আমি রোদন করিতেছি। বীরবর কহিলেন,—ভগবতি! কি উপায়ে আপনি পুনরায় এস্থানে স্থায়ী হইতে পারেন? লক্ষ্মী কহিলেন,—যদি তুমি বত্রিশটি শুভলক্ষণে সমন্বিত (১) তোমার একমাত্র পুত্র শক্তিধরের মস্তক স্বহস্তে ছেদন করিয়া ভগবতী সর্ব্বমঙ্গলাকে উপহার দিতে পার,

---

(১) 'বত্রিশটি শুভলক্ষণে সমন্বিত'—মহাপুরুষের শরীরে ৩২টি শুভলক্ষণ থাকে; যথা;—(১) নেত্রপ্রান্ত, (২) পাদ, (৩) করতল, (৪) তালু, (৫) অধরোষ্ঠ, (৬) জিহ্বা, (৭) নখ,—এই সাতটি অঙ্গ রক্তবর্ণ হইবে। (১) বক্ষস্থল, (২) স্কন্ধ, (৩) নখ, (৪) নাসিকা, (৫) কটিদেশ, (৬) মুখ,—এই ছয়টি অঙ্গ উন্নত হইবে। (১) কটি বা মস্তক, (২) ললাট, (৩) বক্ষস্থল,—এই তিনটি অঙ্গ বিস্তৃত হইবে। (১) গ্রীবা, (২) জঙ্ঘা, (৩) লিঙ্গ,—এই তিন অঙ্গ খর্ব্ব হইবে। (১) নাভি, (২) কণ্ঠস্বর, (৩) স্বভাব—এই তিনটি গম্ভীর হইবে। (১) নাসা, (২) ভুজ, (৩) নেত্র, (৪) হনু অর্থাৎ চোয়ালি, (৫) জানু,—এই পাঁচটি অঙ্গ দীর্ঘ হইবে। (১) ত্বক্, (২) কেশ, (৩) রোম, (৪) দন্ত, (৫) অঙ্গুলিপর্ব্ব,—এই পাঁচটি সূক্ষ্ম হইবে। সর্ব্বশুদ্ধ এই বত্রিশ সুলক্ষণ মহাপুরুষে লক্ষিত হয়, ইহা সামুদ্রিকশাস্ত্রে কথিত আছে। যথা—"পঞ্চসূক্ষ্মঃ পঞ্চদীর্ঘঃ সপ্তরক্তঃ ষড়ুন্নতঃ। ত্রি-হ্রস্ব-পৃথু-গম্ভীরো দ্বাত্রিংশল্লক্ষণো মহান্"॥ ইতি। "রাগঃ সপ্তসু হন্ত ষট্স্বপি শিশোরঙ্গেষলং তুঙ্গতা বিস্তারস্ত্রিষু খর্ব্বতা ত্রিষু তথা গম্ভীরতা চ ত্রিষু। দৈর্ঘ্যং পঞ্চষু কিঞ্চ পঞ্চসু সখে সংপ্রেক্ষ্যতে সূক্ষ্মতা দ্বাত্রিংশদ্বরলক্ষণঃ কথমসৌ গোপেষু সম্ভাব্যতে"॥ ইতি শ্রীহরিভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ। "সপ্তসু নেত্রান্তপাদকরতলতাল্বধরোষ্ঠজিহ্বানখেষু। ষট্সু বক্ষঃস্কন্ধনখনাসিকাকটিমুখেষু। ত্রিষু কটিললাটবক্ষঃসু। কেচিৎ কটিস্থানে শিরঃ পঠন্তি। পুনস্ত্রিষু গ্রীবাজঙ্ঘামেহনেষু। পুনস্ত্রিষু নাভিস্বরসত্ত্বেষু। পঞ্চসু নাসাভুজনেত্রহনুজানুষু। পুন. পঞ্চসু ত্বক্‌কেশরোমদন্তাঙ্গুলিপর্ব্বসু। ইতি শ্রীজীবগোস্বামিকৃতা দুর্গসঙ্গমনীনাম্নী টীকা।

করোষি তদা রাজা শতায়ুর্ভবিষ্যতি অহং চ সুচিরং সুখং নিবসামি। ইত্যুক্ত্বাহদৃশ্যাহভবৎ। ততো বীরবরেণ স্বগৃহং গত্বা নিদ্রালসা বধূঃ প্রবোধিতা পুত্রশ্চ। তৌ নিদ্রাং পরিত্যজ্যোপবিষ্টৌ। বীরবরস্তৎ সর্ব্বং লক্ষ্মীবচনমুক্তবান্। তৎ শ্রুত্বা শক্তিধরঃ সানন্দং ব্রূতে—ধন্যোহহমেবম্ভূতঃ স্বামিরাজ্যরক্ষার্থং যস্যোপযোগঃ। তাত তৎ কোহধুনা বিলম্বঃ। কদাপি তাবদেবংবিধে কর্ম্মণি এতস্য দেহস্য বিনিয়োগঃ শ্লাঘ্যঃ। যতঃ।

ধনানি জীবিতং চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ।
তন্নিমিত্তো বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি ॥ ১০৩ ॥

শক্তিধরস্য মাতা ব্রূতে—অস্মৎকুলোচিতং যদ্যেবং ন কর্ত্তব্যং তদা গৃহীতরাজবর্ত্তনস্য নিস্তারঃ কথং ভবতি। ইত্যালোচ্য সর্ব্বে সর্ব্বমঙ্গলায়তনং গতাঃ। তত্র সর্ব্বমঙ্গলাং সম্পূজ্য বীরবরো

তাহা হইলে রাজারও শতবর্ষ পরমায়ু হয়, আমিও এস্থানে চিরকাল সুখে বাস করিতে পারি। লক্ষ্মী ইহা বলিয়াই অন্তর্ধান হইলেন। অনন্তর বীরবর গৃহে যাইয়া নিদ্রাভিভূত পত্নী ও পুত্রকে জাগরিত করিলেন। তাঁহারা নিদ্রা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিলে, বীরবর লক্ষ্মীর সেই সমস্ত কথা তাঁহাদিগকে বলিলেন। তাহা শুনিয়া শক্তিধর পরমানন্দে কহিলেন,—আহা! ধন্য আমার জীবন! আমি আজি এ জীবন প্রতিপালক প্রভুর রাজ্যরক্ষার্থে প্রদান করিয়া সার্থক করিব!। তবে পিতঃ! আর এ কার্য্যে বিলম্ব কি? এই দেহ দান করিয়া কখনও যদি এরূপ মহৎকার্য্য সাধন করিতে পারা যায়, তবে তাহা অপেক্ষা আর গৌরবের বিষয় কি আছে?। কারণ,—

পরহিতে ধনপ্রাণ যেই জন করে দান,
তাহাকেই প্রাজ্ঞ বলি জানিবে নিশ্চয়;
চিরদিন এই ভবে এ জীবন নাহি রবে,
সুকার্য্যে ত্যজিলে তার সার্থকতা হয়। ১০৩।

শক্তিধরের জননী কহিলেন,—যদি আমরা আমাদের কুলোচিত এই ধর্ম্ম পালন না করি, তবে আমরা যে রাজার বেতন গ্রহণ করিয়াছি, সে ঋণ হইতে কিসে পরিত্রাণ পাইব?। এইরূপ স্থির করিয়া তাঁহারা সকলে সর্ব্বমঙ্গলার মন্দিরে গমন করিলেন। তথায় সর্ব্বমঙ্গলাকে যথাবিধানে পূজা করিয়া বীরবর কহিলেন,—

ব্রূতে—দেবি প্রসীদ। বিজয়তাং শূদ্রকো মহারাজঃ। গৃহ্যতাময়মুপহারঃ। ইত্যুক্ত্বা পুত্রস্য শিরশ্চিচ্ছেদ। ততো বীরবরশ্চিন্তয়ামাস—গৃহীতরাজবর্ত্তনস্য নিস্তারঃ কৃতঃ। অধুনা নিষ্পুত্রস্য মে জীবনং বিড়ম্বনম্। ইত্যালোচ্যাত্মনঃ শিরশ্চিচ্ছেদঃ। ততঃ স্ত্রিয়াঽপি স্বামিপুত্রশোকার্ত্তয়া তদনুষ্ঠিতম্। এতৎ সর্ব্বং শ্রুত্বা দৃষ্ট্বা চ রাজা সাশ্চর্য্যং চিন্তয়ামাস।

জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ মদ্বিধাঃ ক্ষুদ্রজন্তবঃ।
অনেন সদৃশো লোকে ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ॥ ১০৪ ॥

এতৎপরিত্যক্তেন মম রাজ্যেনাঽপি কিং প্রয়োজনম্। ততঃ স্বশিরশ্ছেত্তুমুল্লসিতঃ খড়্গঃ শূদ্রকেণাঽপি। অথ ভগবত্যা সর্ব্বমঙ্গলয়া প্রত্যক্ষভূতয়া রাজা করে ধৃত উক্তশ্চ—পুত্র প্রসন্নাঽস্মি তে। অলমলং সাহসেন। ইদানীং তে রাজ্যভঙ্গো নাস্তি। রাজা সাষ্টাঙ্গং প্রণম্যোবাচ—দেবি ন মে রাজ্যেন জীবিতেন বা প্রয়োজনমস্তি। যদি ময্যনুকম্পা ক্রিয়তে তদা মমায়ুঃশেষেণাঽপ্যয়ং

দেবি সর্ব্বমঙ্গলে! প্রসন্ন হউন, মহারাজ শূদ্রককে চিরবিজয়ী করুন, এই বলি গ্রহণ করুন। ইহা বলিয়া পুত্রের মস্তক ছেদন করিলেন। অনন্তর বীরবর ভাবিলেন,—আমি ত মহারাজের ঋণ হইতে মুক্ত হইলাম। এক্ষণে পুত্ররত্নে বঞ্চিত হইয়া জীবন ধারণ করা বিড়ম্বনা। এইরূপ চিন্তা করিয়া নিজ মস্তক ছেদন করিলেন। তাঁহার পত্নীও পতিপুত্রের শোকে বিহ্বল হইয়া নিজ মস্তক ছেদন করিলেন। রাজা সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন,—

আমা হেন ক্ষুদ্র নর হাজার হাজার, জন্মিছে মরিছে কত সংখ্যা নাহি তার;
ইহাঁর সদৃশ কিন্তু পুরুষ-রতন, এ জগতে হয় নাই হবে না কখন। ১০৪।

এরূপ ভৃত্যের বিহনে আমার রাজ্যেই বা প্রয়োজন কি?। ইহা ভাবিয়া শূদ্রকও নিজ মস্তক ছেদন করিতে যেমন খড়্গ তুলিলেন, অমনি ভগবতী সর্ব্বমঙ্গলা স্বয়ং প্রত্যক্ষ হইয়া রাজার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন,—বৎস! ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, এরূপ সাহসের কার্য্য করিও না। আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। এক্ষণে আর তোমার রাজ্যনাশের আশঙ্কা নাই। রাজা তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া কহিলেন,—দেবি! আমার রাজ্যে বা জীবনে প্রয়োজন নাই। যদি

সদারপুত্রো রাজপুত্রো জীবতু। অন্যথাঽহং যথাপ্রাপ্তাং গতিং গচ্ছামি। ভগবত্যুবাচ—পুত্র অনেন তে সত্ত্বোৎকর্ষেণ ভৃত্যবাৎসল্যেন চ সর্ব্বথা সন্তুষ্টাঽস্মি। গচ্ছ বিজয়ী ভব। অয়মপি সপরিবারো রাজপুত্রো জীবতু। ইত্যুক্ত্বা দেব্যদৃশ্যাঽভবৎ। ততো বীরবরঃ সপুত্রদারঃ প্রাপ্তজীবনঃ স্বগৃহং গতঃ। রাজাঽপি তৈরলক্ষিতঃ সত্বরমন্তঃপুরং প্রবিষ্টঃ। অথ বীরবরো দ্বারস্থঃ পুনর্ভূপালেন পৃষ্টঃ সন্নুবাচ—দেব সা রুদতী স্ত্রী মামবলোক্যাঽদৃশ্যাঽভবৎ। ন কাঽপ্যন্যা বার্ত্তা বিদ্যতে। তদ্বচনমাকর্ণ্য সন্তুষ্টো রাজা সাশ্চর্য্যং চিন্তয়ামাস—কথময়ং শ্লাঘতাং মহাসত্ত্বঃ। যতঃ।

প্রিয়ং ব্রূয়াদকৃপণঃ শূরঃ স্যাদবিকত্থনঃ।
দাতা সৎপাত্রবর্ষী স্যাৎ প্রগল্ভঃ স্যাদনিষ্ঠুরঃ॥ ১০৫॥

আমার প্রতি আপনি অনুকম্পা করেন, তবে স্ত্রীপুত্রের সহিত এই রাজপুত্রকে আমার অবশিষ্ট পরমায়ু দান করিয়া পুনরায় জীবিত করুন। নতুবা, ইঁহাদেরও যে গতি, আমারও সেই গতি। ভগবতী কহিলেন,—পুত্র! আমি তোমার এই অলৌকিক সাধুতায় ও ভৃত্যবাৎসল্যে তোমার উপর সর্ব্বতোভাবে সন্তুষ্ট হইয়াছি। যাও বৎস! তুমি চিরবিজয়ী হও। আর এই রাজপুত্রও (১) সপরিবারে জীবন লাভ করুক। ইহা বলিয়া দেবী অন্তর্ধান হইলেন। বীরবর স্ত্রীপুত্রের সহিত পুনরায় জীবন লাভ করিয়া গৃহে গমন করিলেন। রাজাও তাঁহাদের অলক্ষিতভাবে দ্রুতপদে অন্তঃপুরে আগমন করিলেন। অনন্তর বীরবর পুনরায় রাজদ্বারে উপস্থিত হইলে, রাজা তাঁহাকে সংবাদ জিজ্ঞাসা করায়, বীরবর কহিলেন,—মহারাজ! একটি স্ত্রীলোক রোদন করিতেছিলেন, তিনি আমাকে দেখিয়াই অদৃশ্য হইলেন। ইহা ভিন্ন আর কোনও সংবাদ নাই। তাঁহার এই কথা শুনিয়া রাজা অধিকতর প্রীত ও বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন,—এরূপ মহাপুরুষ কখনই আত্মশ্লাঘা করিবেন না। কারণ,—

প্রিয়কথা কবে সদা হইয়া উদার, শূর হ'য়ে শ্লাঘা না করিবে আপনার; (২)
দাতা হ'য়ে পাত্রে দান করিবে প্রচুর, সাহসী হইবে কিন্তু না হবে নিষ্ঠুর।১০৫।

---

(১) 'রাজপুত্র'—রজপুত। বীরবর রজপুতজাতীয় ছিলেন।

(২) স্বাভাবিক সুশীলতাগুণে সরল ও উদারভাবে সকলকে মিষ্ট কথা বলিবে, স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে কপট মিষ্ট কথা মুখে আনিবে না।

এতন্মহাপুরুষলক্ষণমেতস্মিন্ সর্ব্বমস্তি। ততঃ স রাজা প্রাতঃ শিষ্টসভাং কৃত্বা সর্ব্ববৃত্তান্তং প্রস্তুত্য প্রসাদাৎ তস্মৈ কর্ণাটরাজ্যং দদৌ। তৎ কিমাগন্তুরেব বিরুদ্ধঃ। তত্রাপি উত্তমাধমমধ্যমাঃ সম্ভবন্তি। চক্রবাকো ব্রূতে।

যোঽকার্য্যং কার্য্যবচ্ছাস্তি স কিং মন্ত্রী নৃপেচ্ছয়া।
বরং স্বামিমনোদুঃখং তন্নাশো ন ত্বকার্য্যতঃ॥ ১০৬॥
বৈদ্যো গুরুশ্চ মন্ত্রী চ যস্য রাজ্ঞঃ প্রিয়ম্বদঃ।
শরীরধর্ম্মকোষেভ্যঃ ক্ষিপ্রং স পরিহীয়তে॥ ১০৭॥

শৃণু দেব।

পুণ্যাল্লব্ধং যদেকেন তন্মমাঽপি ভবিষ্যতি।
হত্বা ভিক্ষুং যতো মোহান্নিধ্যর্থী নাপিতো মৃতঃ॥ ১০৮॥

মহাপুরুষের এই সমস্ত লক্ষণই ইহাঁতে বিদ্যমান আছে। অনন্তর রাজা প্রভাতে সমস্ত শিষ্টগণকে রাজসভায় আহ্বান করিয়া রাত্রির সমস্ত ঘটনা তাঁহাদের নিকট প্রকাশ করিলেন, এবং রাজপ্রসাদস্বরূপ বীরবরকে কর্ণাটরাজ্য প্রদান করিলেন। অতএব আগন্তুক হইলেই কি অবিশ্বাসী হয়?। আগন্তুকগণের মধ্যেও ত আবার উত্তম মধ্যম অধম তিন প্রকার লোক থাকিতে পারে। চক্রবাক কহিল,—

তুষিতে রাজার মন যে বলে অহিত, সে জন মন্ত্রীর যোগ্য নহে কদাচিত;
বিরক্ত হ'লেও তাঁরে সুমন্ত্রণা দিবে, অকার্য্যে তথাপি তাঁরে তুষ্ট না করিবে।১০৬।
বৈদ্য, গুরু, আর মন্ত্রী, এই তিন জন, প্রিয়ভাষে সদা তোষে যে রাজার মন;
অচিরেই সে রাজার জানিবে নিশ্চয়, দেহ, ধর্ম্ম, আর অর্থ, সব নষ্ট হয় (১)। ১০৭।

শুনুন মহারাজ!—

পুণ্যবলে যেই ধন লভে একজন, বিনা পুণ্যে অন্যে নাহি লভে সেই ধন;
নির্ব্বোধ নাপিত দেখ! নিধির আশায়, ভিক্ষুক মারিয়া শেষে জীবন হারায়।১০৮।

---

(১) বৈদ্য যদি রাজার মনোরঞ্জনের জন্য রোগের সময় তাঁহার কুপথ্য সেবনের ইচ্ছার অনুমোদন করেন, তবে অচিরেই সেই রাজার দেহ বিনষ্ট হয়। গুরু যদি রাজার মনোরঞ্জনের জন্য তাঁহার পাপ-প্রবৃত্তির অনুমোদন করেন, তবে অচিরেই সেই রাজার ধর্ম্ম বিনষ্ট হয়। মন্ত্রী যদি রাজার মনোরঞ্জনের জন্য তাঁহার অপব্যয় ও অত্যাচারের অনুমোদন করেন, তবে অচিরেই সেই রাজার ধন বিনষ্ট হয়।

রাজা পৃচ্ছতি—কথমেতৎ। মন্ত্রী কথয়তি। অস্ত্যযোধ্যায়াং পুরি চূড়ামণির্নাম ক্ষত্রিয়ঃ। তেন ধনার্থিনা মহতা কায়ক্লেশেন ভগবাংশ্চন্দ্রার্দ্ধচূড়ামণিশ্চিরমারাধিতঃ। ততঃ ক্ষীণপাপোঽসৌ স্বপ্নে দর্শনং দত্ত্বা ভগবতঃ প্রসাদাৎ যক্ষেশ্বরেণাদিষ্টঃ—ত্বমদ্য প্রাতরেব ক্ষৌরং কারয়িত্বা লগুড়হস্তঃ সন্ স্বগৃহদ্বারি নিভৃতং স্থাস্যসি। ততো যমেবাগতং ভিক্ষুকং প্রাঙ্গণে পশ্যসি তং নির্দ্দয়ং লগুড়প্রহারেণ হনিষ্যসি। ততোঽসৌ ভিক্ষুকস্তৎক্ষণাৎ সুবর্ণ-পূর্ণকলশো ভবিষ্যতি। তেন ত্বং যাবজ্জীবং সুখী ভবিষ্যসি। তদনন্তরং তথাঽনুষ্ঠিতে সতি তদ্‌বৃত্তম্। ততঃ ক্ষৌরকরণায়ানীতেন নাপিতেন তৎসর্ব্বমালোক্য চিন্তিতম্—অহো নিধিপ্রাপ্তেরয়মুপায়ঃ। তদহমপ্যেবং কিং ন করোমি। ততঃ প্রভৃতি স নাপিতঃ প্রতিদিনং তথাবিধলগুড়হস্তঃ সুনিভৃতং ভিক্ষুকাগমনমপেক্ষতে। একদা তেন তথা প্রাপ্তো ভিক্ষুকো লগুড়েন ব্যাপাদিতঃ। তস্মাদ-

রাজা কহিল—সে কি প্রকার?। মন্ত্রী বলিল। অযোধ্যানগরে চূড়ামণি নামে এক ক্ষত্রিয় ছিলেন। তিনি ধনের কামনায় বহুকাল কঠোর কায়ক্লেশ স্বীকার করিয়া ভগবান্ চন্দ্রশেখর হরের আরাধনা করিলেন। তাহাতে তাঁহার সমস্ত দুরদৃষ্ট দূর হইল, এবং ভগবান্ মহাদেবের অনুগ্রহে যক্ষেশ্বর কুবের তাঁহাকে স্বপ্নে এই প্রত্যাদেশ করিলেন যে,—তুমি আজি প্রাতঃকালেই ক্ষৌরকার্য্য সম্পন্ন করিয়া লাঠি হস্তে লইয়া নিজ বাটীর দ্বারদেশে লুকাইয়া থাকিবে। পরে তোমার বাটীর প্রাঙ্গণে(১) কোনও ভিক্ষুককে আসিতে দেখিলেই তাহাকে নির্দ্দয়ভাবে লাঠি মারিয়া বধ করিবে। সেই ভিক্ষুক অমনি তৎক্ষণাৎ সুবর্ণপূর্ণ কলস হইবে। তুমি সেই সুবর্ণ পাইয়া যাবজ্জীবন সুখে কাটাইতে পারিবে। অনন্তর তিনি প্রাতঃকালে সেই স্বপ্নবৃত্তান্তের অনুরূপ কার্য্য করিয়া নিধি লাভ করিলেন। তিনি ক্ষৌরকর্ম্মের জন্য যে নাপিতকে আনিয়াছিলেন, সে ব্যক্তি ঐ সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া ভাবিল,—অহো! এই ত নিধি লাভ করিবার উপায়। তবে আমিও কেন এই উপায়ে নিধি লাভ না করি?। তদবধি সেই নাপিত প্রতিদিন সেইরূপ লাঠি হস্তে করিয়া ভিক্ষুকের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত। একদিন সে একজন ভিক্ষুককে গৃহে আসিতে দেখিয়া লগুড়াঘাতে তাহাকে বধ করিল। সেই হত্যাপরাধে রাজপুরুষেরা

(১) 'প্রাঙ্গণে'—উঠানে।

পরাধাৎ সোঽপি নাপিতো রাজপুরুষৈর্ব্যাপাদিতঃ। অতোঽহং ব্রবীমি—"পুণ্যাল্লব্ধং যদেকেন"—ইত্যাদি। রাজাহ।

পুরাবৃত্তকথোদ্গারৈঃ কথং নির্ণীয়তে পরঃ।
কিং স্যান্নিষ্কারণো বন্ধুঃ কিং বা বিশ্বাসঘাতকঃ ॥১০৯॥

যাতু যাতু। প্রস্তুতমনুসন্ধীয়তাম্। মলয়াধিত্যকায়াং সমাবাসিতো বর্ত্ততে চিত্রবর্ণো নাম রাজা। তদধুনা কিং বিধেয়ম্। মন্ত্রী বদতি—দেব আগতপ্রণিধিমুখাৎ শ্রুতম্ যন্মহামন্ত্রিণো গৃধ্রস্যোপদেশে চিত্রবর্ণেনাঽনাদরঃ কৃতঃ। অতোঽসৌ মূঢ়ো জেতুং শক্যঃ। তথা চোক্তম্।

লুব্ধঃ ক্রূরোঽলসোঽসত্যঃ প্রমাদী ভীরুরস্থিরঃ।
মূঢ়ো যোধাবমন্তা চ সুখচ্ছেদ্যো রিপুঃ স্মৃতঃ ॥১১০॥

ততোঽসৌ যাবদস্মদ্দুর্গাবরোধং ন বিদধাতি তাবৎ নদ্যদ্রিবনবর্ত্মসু তদ্বলানি হন্তুং সারসাদয়ো নিযুজ্যন্তাং সেনাপতয়ঃ। তথা চোক্তম্।

তাহার প্রাণদণ্ড করিল। এইজন্যই আমি বলিতেছিলাম যে,—"পুণ্যবলে যেই ধন লভে একজন"—ইত্যাদি। রাজা বলিল,—

আগন্তুক মিত্র হয় কিম্বা শত্রু হয়, পুরাবৃত্ত-কথায় তা না হয় নির্ণয়। ১০৯।

যাক্, ও কথা ছাড়িয়া দেও। এক্ষণে উপস্থিত বিষয়ে কর্ত্তব্য স্থির কর। রাজা চিত্রবর্ণ মলয়পর্ব্বতের অধিত্যকায় সৈন্য সন্নিবেশ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে। অতএব এক্ষণে কর্ত্তব্য কি? মন্ত্রী কহিল,—মহারাজ! আগত গূঢ়চরের প্রমুখাৎ শুনিলাম যে, সেই মন্ত্রিপ্রবর গৃধ্রের উপদেশবাক্যে চিত্রবর্ণ অনাদর প্রদর্শন করিয়াছে। অতএব ঐ মূর্খ রাজাকে জয় করা কঠিন হইবে না। কথিতও আছে যে,—

লুব্ধ, ক্রূর, অলস, অসত্যপরায়ণ, অস্থির, প্রমত্ত, ভীরু, অবোধ যে জন; (১)
আপন সৈন্যের প্রতি অবজ্ঞা যাহার, সেরূপ শত্রুর হয় সহজে সংহার। ১১০।

অতএব ঐ চিত্রবর্ণ আসিয়া আমাদের দুর্গ অবরোধ না করিতে করিতেই

---

(১) 'লুব্ধ'—অত্যন্ত লোভী। 'ক্রূর'—নৃশংস, নিষ্ঠুর। 'প্রমত্ত'—কর্ত্তব্যে অমনোযোগী। 'ভীরু'—ভয়শীল অর্থাৎ যে স্বভাবত অল্পকারণেই অত্যন্ত ভয় পায়।

দীর্ঘবর্ত্মপরিশ্রান্তং নদ্যদ্রিবনসঙ্কুলম্।
ঘোরাগ্নিভয়সন্ত্রস্তং ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিতং তথা ॥ ১১১ ॥
প্রমত্তং ভোজনব্যগ্রং ব্যাধিদুর্ভিক্ষপীড়িতম্।
অসংস্থিতমভূয়িষ্ঠং বৃষ্টিবাতসমাকুলম্ ॥ ১১২ ॥
পঙ্কপাংশুজলাচ্ছন্নং সুব্যস্তং দস্যুবিদ্রুতম্।
এবম্ভূতং মহীপালঃ পরসৈন্যং বিঘাতয়েৎ ॥ ১১৩ ॥

অন্যচ্চ। অবস্কন্দভয়াদ্রাজা প্রজাগরকৃতশ্রমম্।
দিবাসুপ্তং সদা হন্যান্নিদ্রাব্যাকুলসৈনিকম্ ॥ ১১৪ ॥

অতস্তস্য প্রমাদিনো বলং গত্বা যথাবকাশং দিবানিশং নিঘ্নন্ত্বস্মৎসেনাপতয়ঃ। তথাঽনুষ্ঠিতে চিত্রবর্ণস্য বহবঃ সেনাপতয়শ্চ নিহতাঃ। ততশ্চিত্রবর্ণো বিষণ্ণঃ স্বমন্ত্রিণং দূরদর্শিনমাহ—তাত কিমিতি ত্বয়াঽস্মদুপেক্ষা ক্রিয়তে। কিং বা ক্বাপ্যস্মাকমবিনয়োঽস্তি। তথা চোক্তম্।

তাহার সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিবার জন্য আমাদের সেনাপতি সারস প্রভৃতিকে গিরি নদী ও অরণ্যের পথে প্রেরণ করুন। কথিতও আছে যে,—

গিরি নদী বন আদি দুর্গমে পতিত, দীর্ঘপথ-পর্য্যটনে অতি নিপীড়িত;
ভীষণ অগ্নির ভয়ে শঙ্কিত নিতান্ত, ক্ষুধা তৃষ্ণা পরিশ্রমে অতিমাত্র ক্লান্ত;
প্রমত্ত, ভোজনে ব্যগ্র, রুগ্ন, ভগ্নবল, দুর্ভিক্ষে পীড়িত অতি, সংখ্যায় বিরল;
পঙ্ক ধূলি জলে সমাচ্ছন্ন, নিরাশ্রয়, বর্ষায় বাত্যায় আকুলিত অতিশয়;
প্রবল দস্যুর ভয়ে অতি আকুলিত, বিপর্য্যস্তভাবে চারিদিকে পলায়িত;
শত্রুসৈন্যে এ দুর্দ্দশা হেরিবে যখনি, অবাধে নৃপতি তারে নাশিবে তখনি। ১১১। ১১২। ১১৩।

আরো,—

আক্রমণ ভয়ে রাত্রি করি' জাগরণ, দিবাভাগে শ্রমভরে নিদ্রিত যখন;
তখন সে রিপুসৈন্য করি' আক্রমণ, নৃপতি উচ্ছেদ তার করিবে সাধন। ১১৪।

অতএব সারস প্রভৃতি সেনাপতিরা যাইয়া সেই প্রমত্ত রাজার সৈন্যগণকে সুযোগক্রমে দিবারাত্রি বিনষ্ট করুক। অনন্তর সেই মন্ত্রণানুরূপ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে, চিত্রবর্ণের বিস্তর সৈন্য ও সেনাপতি হত হইল। তাহাতে চিত্রবর্ণ অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া দূরদর্শী নামক গৃধ্র মন্ত্রীকে বলিল,—পিতঃ! আপনি কি জন্য আমার প্রতি

ন রাজ্যং প্রাপ্তমিত্যেবং বর্ত্তিতব্যমসাম্প্রতম্।
শ্রিয়ং হ্যবিনয়ো হন্তি জরা রূপমিবোত্তমম্ ॥ ১১৫ ॥

অপিচ। দক্ষঃ শ্রিয়মধিগচ্ছতি পথ্যাশী কল্যতাং সুখমরোগী।
উদ্যোগী বিদ্যান্তং ধর্ম্মার্থযশাংসি চ বিনীতঃ ॥ ১১৬ ॥

গৃধ্রোঽবদৎ—দেব শ্রূয়তাম্।

অবিদ্বানপি ভূপালো বিদ্যাবৃদ্ধোপসেবয়া।
পরাং শ্রিয়মবাপ্নোতি জলাসন্নতরুর্যথা ॥ ১১৭ ॥

অন্যচ্চ। পানং স্ত্রী মৃগয়া দ্যূতমর্থদূষণমেব চ।
বাগ্‌দণ্ডয়োশ্চ পারুষ্যং ব্যসনানি মহীভুজাম্ ॥ ১১৮ ॥

উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছেন? আমার পক্ষে কি কোনও বিষয়ে কোনও অবিনয়ের কার্য্য হইয়াছে?। কথিতও আছে যে,—

রাজ্য পাইয়াছি হস্তে আর কিবা ভয়, ইহা ভাবি কভু না করিবে অবিনয়;
জরায় দেহের কান্তি বিনাশে যেমন, অবিনয়ে রাজলক্ষ্মী বিনাশে তেমন (১)।১১৫।

আরো,—

লভয়ে সৌভাগ্যলক্ষ্মী সুদক্ষ যে হয়, পথ্যসেবী সুস্থ রয়, সুস্থ সুখে রয়;
উদ্যোগী বিদ্যার পার করে দরশন, ধর্ম্ম অর্থ যশ লভে বিনয়ী যে জন। ১১৬।

গৃধ্র কহিল,—মহারাজ! শুনুন।

বিদ্যাহীন যে নৃপতি সেও লভে মহোন্নতি,
যদি পায় সুবিদ্বান্ বৃদ্ধের আশ্রয়;
যাহার নিকটে রয় সুপ্রশস্ত জলাশয়
সে বৃক্ষ নিশ্চয় পায় বৃদ্ধি অতিশয় (২)। ১১৭।

আরো,—

রমণী, বারুণীপান, মৃগয়া-ভ্রমণ, দ্যূতক্রীড়া, দিবানিদ্রা, অর্থের দূষণ;
নিদারুণ দণ্ড আর কঠোর বচন, এ সকল নৃপতির জানিবে ব্যসন (৩)। ১১৮।

---

(১) 'জরা' অর্থাৎ বৃদ্ধাবস্থা যেমন শরীরের বল, বীর্য্য, সৌন্দর্য্য প্রভৃতি সমস্ত বিনষ্ট করে, 'অবিনয়' অর্থাৎ অত্যাচারদোষ তেমনি রাজার রাজ্য বিনষ্ট করে।

(২) বৃক্ষ যেমন জলাশয়ের নিকটে থাকিলে সেই রস আকর্ষণ করিয়া অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, তেমনি অবিজ্ঞ রাজাও সুবিজ্ঞ মন্ত্রীর আশ্রয়ে থাকিলে তাঁহার উপদেশ পাইয়া নিরতিশয় উন্নতি লাভ করে।

(৩) 'রমণী'—অর্থাৎ স্ত্রীসম্ভোগে অত্যন্ত আসক্তি। 'বারুণীপান'—সুরাপান। 'মৃগয়া'—অর্থাৎ মৃগয়ায় আসক্ত হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মে উপেক্ষা করা। 'দ্যূতক্রীড়া'—জোয়াখেলা। 'দিবানিদ্রা'—দিনে

কিং চ।

ন সাহসৈকান্তরসানুবর্ত্তিনা
ন বাপ্যুপায়োপহতান্তরাত্মনা।
শ্রিয়ো হি শক্যাঃ সমবাপ্তুমূর্জ্জিতাঃ।
নয়ে চ বীর্য্যে চ বসন্তি সম্পদঃ ॥ ১১৯ ॥

ত্বয়া স্ববলোৎসাহমবলোক্য সাহসৈকরসিকেন ময়োপন্যস্তেঽপি মন্ত্রেঽধনবধানং বাক্পারুষ্যং চ কৃতম্। অতো দুর্নীতেঃ ফলমিদমনুভূয়তে। তথা চোক্তম্।

দুর্মন্ত্রিণং কমুপযান্তি ন নীতিদোষাঃ
সন্তাপয়ন্তি কমপথ্যভুজং ন রোগাঃ।
কং শ্রীর্ন দর্পয়তি কং ন নিহন্তি মৃত্যুঃ
কং স্ত্রীকৃতা ন বিষয়াঃ পরিতাপয়ন্তি ॥ ১২০ ॥

আরো,—

সাহস প্রকাশে যেই না করি বিচার, সুনীতির উদ্ভাবনে বুদ্ধি নাহি যার ;
অমূল্য সম্পদ-লাভ তার সাধ্য নয়, নীতি আর বীরত্বেই লক্ষ্মীর আশ্রয় (১)।১১৯।

আপনি নিজ সৈন্যের যুদ্ধোৎসাহ দেখিয়াই এই নিতান্ত দুঃসাহসের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আমি বার বার সুমন্ত্রণা দিলেও তাহা কটুবাক্যে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। সেই দুর্নীতির ফলেই এই কষ্টে পতিত হইয়াছেন। শাস্ত্রে কথিতও আছে যে,—

কুমন্ত্রীর কুমন্ত্রণা করিয়া শ্রবণ, দুর্নীতি-দোষের কেবা না হয় ভাজন ?
সর্ব্বদা কুপথ্য যদি করয়ে সেবন, রোগের যাতনা নাহি ভোগে কোন্ জন ?
ধনমদে মত্ত নাহি হয় কার মন ? দুরন্ত কৃতান্ত কারে না করে হরণ ?

যুমান। রাজার এই সকল দোষকে 'কামজ ব্যসন' বলে, অর্থাৎ এই সকল দোষ কামরিপু হইতে উৎপন্ন হয়। 'অর্থ-দূষণ'—অর্থাৎ প্রজাকে ন্যায্য দেনা না দেওয়া, এবং প্রজার নিকট হইতে অন্যায়-রূপে অর্থ আদায় করা। 'নিদারুণ দণ্ড'—অর্থাৎ বধ, তাড়ন, বন্ধন প্রভৃতি ভয়ানক রাজদণ্ড, বিনা অপরাধে বা সামান্য অপরাধে প্রয়োগ করা। 'কঠোর বচন' বা 'বাক্পারুষ্য'—অর্থাৎ প্রজার প্রতি রাজার অতি নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করা। এই তিনটি রাজার ক্রোধজ আটপ্রকার ব্যসনের মধ্যে প্রধান। ক্রোধরিপু হইতে এই সকল দোষ জন্মে বলিয়া এই সকলকে 'ক্রোধজ ব্যসন' বলে।

(১) যে ব্যক্তি ভাল মন্দ না ভাবিয়াই সহসা বীরত্ব প্রকাশ করে, অথবা কার্য্যকালে সদুপায় স্থির করিতে না পারে, সে কদাচ সম্পদ লাভ করিতে পারে না। কারণ, শুধু সুনীতির বলে বা শুধু বীরত্বের বলে সম্পদ হয় না ; সুনীতি সহকারে বীরত্ব প্রকাশ করিলেই সম্পদ লাভ করা যায়।

অপরং চ। মুদং বিষাদঃ শরদং হিমাগমঃ
তমো বিবস্বান্ সুকৃতং কৃতঘ্নতা।
প্রিয়োপপত্তিঃ শুচমাপদং নয়ঃ
শ্রিয়ং সমৃদ্ধামপি হন্তি দুর্নয়ঃ ॥ ১২১ ॥

ততো ময়াঽপ্যালোচিতম্—প্রজ্ঞাহীনোঽয়ং রাজা। নো চেৎ কথং নীতিশাস্ত্রকথাকৌমুদীং বাগুল্কাভিস্তিমিরয়তি। যতঃ।

যস্য নাস্তি স্বয়ং প্রজ্ঞা শাস্ত্রং তস্য করোতি কিম্।
লোচনাভ্যাং বিহীনস্য দর্পণঃ কিং করিষ্যতি ॥ ১২২ ॥

তেনাঽহমপি তূষ্ণীং স্থিতঃ। অথ রাজা বদ্ধাঞ্জলিরাহ—তাত অস্ত্যয়ং মমাঽপরাধঃ। ইদানীং যথাঽহমবশিষ্টবলসহিতঃ প্রত্যাবৃত্য বিন্ধ্যাচলং গচ্ছামি তথোপদিশ। গৃধ্রঃ স্বগতং চিন্তয়তি—কর্ত্তব্যোঽত্র প্রতীকারঃ। যতঃ।

রমণীর প্রলোভনে হইয়া পতিত, কেবা নাহি পরিশেষে হয় সন্তাপিত ?। ১২০।

আরো,—

বিষাদে মনের হর্ষ সমস্তই হরে, শীত ঋতু শরতের শোভা নাশ করে ;
দিবাকর অন্ধকার করে নিরাকৃত, কৃতঘ্নতা নাশ করে যতেক সুকৃত ;
বাঞ্ছিত বিষয় লাভে দুঃখ দূর হয়, সুনীতি হরণ করে বিপদের ভয় ;
থাকিলেও সুবিপুল অতুল বিভব, আপন দুর্নীতি-দোষে নষ্ট হয় সব। ১২১।

আপনি আমার বাক্যে উপেক্ষা করায় আমি ভাবিলাম,—ইনি অতি নির্ব্বোধ, নতুবা আমার নীতিশাস্ত্রবিষয়ক সুমন্ত্রণারূপ চন্দ্রিকাকে ইনি দুর্ব্বাক্যরূপ উল্কারাশি দ্বারা আচ্ছন্ন করিবেন কেন ? (১)। কথিতও আছে যে,

যাহার নিজের ঘটে বুদ্ধি নাহি রয়, শাস্ত্র-উপদেশে তার কিবা ফলোদয় ?
দুইটি নয়নে হয় বঞ্চিত যে জন, কি ফল তাহার কছে ধরিলে দর্পণ ?। ১২২।

সেই কারণে আমিও উদাসীন আছি। অনন্তর রাজা কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল,—পিতঃ! সত্যই আমি এ গুরুতর অপরাধ করিয়াছি। এক্ষণে হতাবশিষ্ট সৈন্য-সামন্ত লইয়া যাহাতে আমি বিন্ধ্যাচলে ফিরিয়া যাইতে পারি, তাহার উপায়

---

(১) যেমন ঘোর সন্তাপপূর্ণ উল্কাপাত সুনির্ম্মল ও সুস্নিগ্ধ চন্দ্রালোককে সমাচ্ছন্ন করে, তেমনি আপনার ক্রোধপূর্ণ বাক্য সকল আমার মন্ত্রণাকে সমাচ্ছন্ন করিয়াছিল। অর্থাৎ আপনি তৎকালে ক্রোধ ও লোভের বশীভূত হইয়া আমার সৎপরামর্শ শুনেন নাই।

দেবতাসু গুরৌ গোষু রাজসু ব্রাহ্মণেষু চ।
নিয়ন্তব্যঃ সদা কোপো বালবৃদ্ধাতুরেষু চ ॥ ১২৩ ॥

ক্রতে চ বিহস্য—দেব মা ভৈষীঃ। সমাশ্বসিহি। শৃণু দেব।

মন্ত্রিণাং ভিন্নসন্ধানে ভিষজাং সন্নিপাতকে।
কর্ম্মণি ব্যজ্যতে প্রজ্ঞা সুস্থে কো বা ন পণ্ডিতঃ ॥১২৪॥

অপরং চ। আরভন্তেঽল্পমেবাঽজ্ঞাঃ কামং ব্যগ্রা ভবন্তি চ।
মহারম্ভাঃ কৃতধিয়স্তিষ্ঠন্তি চ নিরাকুলাঃ ॥ ১২৫ ॥

দেব ততো ভবৎপ্রতাপাদেব দুর্গং ভঙ্‌ক্ত্বা কীর্ত্তিপ্রতাপবল-সহিতং ত্বামচিরেণৈব কালেন বিন্ধ্যাদ্রিং নয়ামি। রাজাহ—কথ-মধুনা স্বল্পবলেন তৎ সম্পাদ্যতে। গৃধ্রো বদতি—দেব সর্ব্বং ভবি-ষ্যতি। যতো বিজিগীষোরদীর্ঘসূত্রতা বিজয়সিদ্ধের্লক্ষণম্। তদদ্য

করুন। গৃধ্র মনে মনে ভাবিতে লাগিল,—এক্ষণে প্রতীকারের উপায় অবশ্যই করিতে হইবে। কারণ,—

গোজাতি, দেবতা, গুরু, নৃপতি, ব্রাহ্মণ, বালক, আতুর, আর বৃদ্ধ যেই জন;
হ'লেও এদের প্রতি ক্রোধের উদয়, যতনে দমন তাহা করিবে নিশ্চয়। ১২৩।

অনন্তর গৃধ্র সহাস্যবদনে কহিল,—মহারাজ! ভয় পাইবেন না, ধৈর্য্য ধারণ করুন। শুনুন মহারাজ!—

বুঝিবে মন্ত্রীর বুদ্ধি সঙ্কট-সময়, সন্নিপাত বিকারে বৈদ্যের পরিচয়;
এরূপে বুঝিবে বুদ্ধি কার্য্যের সময়, নতুবা শান্তির কালে কে না বিজ্ঞ হয়? ।১২৪।

আরো,—

অল্প কাজ আরম্ভ করিয়া অজ্ঞ জন, অতিমাত্র ব্যতিব্যস্ত হয় সে কারণ;
বড় কাজ আরম্ভ করিয়া বিজ্ঞ জন, স্থির ধীরভাবে তাহা করে সমাপন (১)।১২৫।

মহারাজ! আপনার প্রতাপেই আমি শত্রুদুর্গ ভগ্ন করিব, এবং অক্ষত কীর্ত্তি ও অখণ্ড প্রতাপের সহিত সসৈন্যে আপনাকে অচিরে পুনরায় বিন্ধ্যাচলে লইয়া যাইব। রাজা কহিল,—এক্ষণে এই স্বল্প সৈন্য দ্বারা এ কার্য্য কিরূপে সম্পন্ন হইবে?। গৃধ্র বলিল,—মহারাজ! সকলি সুসম্পন্ন হইবে। কারণ, জীগীষু রাজার অণুমাত্র দীর্ঘসূত্রতা (২) না থাকিলেই জানিবেন তাঁহার বিজয়লাভ অবশ্যম্ভাবী। অতএব

---

(১) ইহার মূল শ্লোকটি মাঘ কবির শিশুপালবধ কাব্যের ২য় সর্গে আছে।

(২) 'দীর্ঘসূত্রতা'—কর্ত্তব্য কর্ম্মে বৃথা কালবিলম্ব করা। অনিচ্ছা বা অযত্নবশতঃ সত্বর কার্য্য নির্ব্বাহ না করা।

সহসৈব দুর্গদ্বারাবরোধো বিধীয়তাম্। অথ প্রণিধিনা বকেনাগত্য হিরণ্যগর্ভস্য কথিতম্—দেব স্বল্পবলএবাহয়ং রাজা চিত্রবর্ণো গৃধ্রস্য বচনোপষ্টম্ভাদাগত্য দুর্গদ্বারাবরোধনং করিষ্যতি। রাজহংসো ব্রূতে—ভো সর্ব্বজ্ঞ কিমধুনা বিধেয়ম্। চক্রবাকো বক্তি—স্ববলে সারাসারবিচারঃ ক্রিয়তাম্। জ্ঞাত্বা সুবর্ণবস্ত্রাদি যথার্হং প্রসাদদানং চ ক্রিয়তাম্। তথা চোক্তম্।

যঃ কাকিণীমপ্যপথপ্রপন্নাম্
সমুদ্ধরেন্নিষ্কসহস্রতুল্যাম্।
কালে চ কোটিষ্বপি মুক্তহস্তঃ
তং রাজসিংহং ন জহাতি লক্ষ্মীঃ॥ ১২৬॥

অন্যচ্চ। ক্রতৌ বিবাহে ব্যসনে রিপুক্ষয়ে
যশস্করে কর্ম্মণি মিত্রসংগ্রহে।
প্রিয়াসু নারীষ্বধনেষু বান্ধবে-
ষ্বতিব্যয়ো নাস্তি নরাধিপাষ্টসু॥ ১২৭॥

অদ্যই সহসা শত্রুর দুর্গ আক্রমণ করুন। অনন্তর সেই গূঢ়চর বক রাজা হিরণ্যগর্ভের নিকট যাইয়া কহিল,—মহারাজ! রাজা চিত্রবর্ণ গৃধ্র মন্ত্রীর উপদেশক্রমে স্বল্পাবশিষ্ট সৈন্য লইয়াই অদ্য আমাদের দুর্গদ্বার অবরোধ করিবে। রাজা রাজহংস কহিল,—হে মন্ত্রিবর সর্ব্বজ্ঞ! এক্ষণে কর্ত্তব্য কি?। চক্রবাক বলিল,—মহারাজ! নিজ সৈন্যগণের গুণাগুণ বিচারপূর্ব্বক সকলকে যথাযোগ্য সুবর্ণবস্ত্রাদি রাজপ্রসাদ প্রদান করুন। কথিতও আছে যে,—

এক কড়া কড়ি যদি অকার্য্যেতে যায়, কোটি স্বর্ণ জ্ঞান করি যে তাহা বাঁচায়;
কিন্তু কোটি কোটি স্বর্ণ কার্য্যেতে ত্যজিতে, অণুমাত্র মমতা না হয় যার চিতে;
সেই ত নৃপতিসিংহ জানিবে নিশ্চয়, কমলা অচলা হ'য়ে তারি কাছে রয় (১)।১২৬।

আরো,—

যশোলাভ, মিত্রলাভ, যজ্ঞ, পরিণয়, দরিদ্র বন্ধুর হিত, বিপক্ষের ক্ষয়;
বিপদ-উদ্ধার আর প্রিয়ার সন্তোষ, এ সবে অধিক ব্যয়ে নাহি কোনো দোষ।১২৭।

---

(১) যিনি এক কড়াও অপব্যয় করেন না, অথচ কর্ত্তব্যকর্ম্মে আবশ্যক হইলে কোটি কোটি স্বর্ণমুদ্রা অকাতরে ব্যয় করেন, সেই কর্ত্তব্যপরায়ণ রাজাকে লক্ষ্মী কদাচ পরিত্যাগ করেন না। 'নৃপতিসিংহ'—রাজশ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ সিংহ যেমন পশুগণের মধ্যে, তেমনি যিনি রাজগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

যতঃ। মূর্খঃ স্বল্পব্যয়ত্রাসাৎ সর্ব্বনাশং করোতি হি।
কঃ সুধীঃ সংত্যজেদ্ ভাণ্ডং শুল্কস্যৈবাঽতিসাধ্বসাৎ ॥১২৮॥

রাজাহ—কথমিহ সময়েঽতিব্যয়ো যুজ্যতে। উক্তং চ—"আপদর্থে ধনং রক্ষেৎ"—ইতি। মন্ত্রী ব্রূতে—শ্রীমতাং কথমাপদঃ। রাজাহ—"কদাচিৎ কুপিতা লক্ষ্মীঃ"। পুনর্মন্ত্রী ব্রূতে—দেব "সঞ্চিতার্থো বিনশ্যতি"। তদ্দেব কার্পণ্যং পরিত্যজ্য দানমানাভ্যাং স্বভটাঃ পুরস্ক্রিয়ন্তাম্। তথা চোক্তম্।

পরস্পরজ্ঞাঃ সংহৃষ্টাস্ত্যক্তুং প্রাণান্ সুনিশ্চিতাঃ।
কুলীনাঃ পূজিতাঃ সম্যগ্ বিজয়ন্তে দ্বিষাং বলম্ ॥১২৯॥

অপরং চ। সুভটাঃ শীলসম্পন্নাঃ সংহতাঃ কৃতনিশ্চয়াঃ।
অপি পঞ্চশতং শূরা মৃদ্নন্তি রিপুবাহিনীম্ ॥১৩০॥

কারণ,—

অত্যল্প ব্যয়ের ভয়ে মূর্খ যেই জন, আপনার সর্ব্বনাশ করয়ে সাধন;
কোন্ বুদ্ধিমান্ শুল্ক দিবার শঙ্কায়, মূলধন সহ নিজ বাণিজ্য খোয়ায়? (১)।১২৮।

রাজা কহিল,—এ সময় অতিরিক্ত অর্থব্যয় কি উচিত?। শাস্ত্রে কথিতও আছে যে,—বিপদের জন্য ধন সঞ্চয় করিয়া রাখিবে। মন্ত্রী বলিল,—ভবাদৃশ রাজশ্রীর বিপদ কখনও সম্ভবে না। রাজা বলিল,—লক্ষ্মীও ত কখনও প্রতিকূল হইতে পারেন। মন্ত্রী পুনরায় বলিল,—মহারাজ! লক্ষ্মী প্রতিকূল হইলে সঞ্চিত ধনও ত বিনষ্ট হয়। অতএব মহারাজ! কৃপণতা ত্যাগ করিয়া ধন ও সম্মান প্রদান পূর্ব্বক নিজ সৈন্যগণকে উৎসাহিত করুন। কথিতও আছে যে,—

উচ্চবংশে যাহাদের জন্মলাভ হয়, দানে মানে সম্মানিত সানন্দহৃদয়;
অভেদ্য একতাসূত্রে যারা বদ্ধ রয়, প্রভু-কার্য্যে দৃঢ় পণ, নাহি মৃত্যুভয়;
সে সব সৈনিকগণ জানিবে নিশ্চয়, সমস্ত বিপক্ষপক্ষ করে পরাজয়। ১২৯।

আরো,—

সুশিক্ষিত, সচ্চরিত্র, কার্য্যে দৃঢ়ব্রত, একতাবন্ধনে যারা মিলিত সতত;
এরূপ সুযোদ্ধা যদি পাঁচ শত রয়, সমস্ত বিপক্ষসেনা করে পরাজয়। ১৩০।

---

(১) 'শুল্ক'—বাণিজ্যকার্য্যের জন্য রাজাকে যে মাসুল দিতে হয়। ইংরাজিতে ইহাকে—Toll, duty, custom, ইত্যাদি বলে। রাজাকে যৎকিঞ্চিৎ শুল্ক দিতে হইবে বলিয়া কেহই আপনার মূলধনের সহিত বাণিজ্য ছাড়িয়া দেয় না।

কিং চ। শিষ্টৈরপ্যবিশেষজ্ঞ উগ্রশ্চ কৃতনাশকঃ।
ত্যজ্যতে কিং পুনর্নান্যৈর্যশ্চাপ্যাত্মম্ভরির্নরঃ ॥১৩১॥

যতঃ। সত্যং শৌর্য্যং তথা ত্যাগো নৃপস্যৈতে ত্রয়ো গুণাঃ।
এতৈস্ত্যক্তো মহীপালঃ প্রাপ্নোতি খলু বাচ্যতাম্ ॥১৩২॥

অমাত্যাস্তাবদবশ্যমেব পুরস্কর্ত্তব্যাঃ। তথা চোক্তম্।

যো যেন প্রতিবদ্ধঃ স্যাৎ সহ তেনোদয়ী ব্যয়ী।
স বিশ্বস্তো নিযোক্তব্যঃ প্রাণেষু চ ধনেষু চ ॥ ১৩৩ ॥

যতঃ। ধূর্ত্তঃ স্ত্রী বা শিশুর্যস্য মন্ত্রিণঃ স্যুর্মহীপতেঃ।
অনীতিপবনক্ষিপ্তোঽকার্য্যাব্ধৌ স নিমজ্জতি ॥ ১৩৪ ॥

শৃণু দেব।

হর্ষক্রোধৌ যতৌ যস্য কোষঃ স্বল্পব্যয়েন চ।
নিত্যং ভৃত্যান্ববেক্ষা চ তস্য স্যাদ্ ধনদা ধরা ॥১৩৫॥

আরো,—

আত্মম্ভরি, কৃতঘ্ন, নিষ্ঠুর, দুরাশয়, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য যেই জন হয় (১);
পরম সাধুও তারে করে পরিহার, অন্যে যে ত্যজিবে তারে কি বলিব আর ?।১৩১।

কারণ,—

সত্যনিষ্ঠা, শূরতা, সুপাত্রে সদা দান, রাজার এ তিন গুণ জানিবে প্রধান ;
যে রাজার এই তিন গুণ নাহি রয়, সে হয় সর্ব্বত্র অতি ঘৃণিত নিশ্চয়। ১৩২।

রাজা অমাত্যগণের অবশ্যই পুরস্কার করিবে। কথিতও আছে যে,—

সৌভাগ্যে সৌভাগ্য যার, ব্যসনে ব্যসন, এরূপ ভাগ্যের সূত্রে বদ্ধ যেই জন ;
নিয়োজিবে সেইরূপ সুবিশ্বস্ত জনে, প্রাণের রক্ষণে আর ধনের রক্ষণে। ১৩৩।

কারণ,—

স্ত্রীলোক, বালক, কিম্বা শঠ মন্ত্রী যার, সে রাজার দুর্গতির সীমা নাহি আর ;
দুর্নীতি-বাত্যায় সেই হইয়া তাড়িত, অকার্য্যসাগরে গিয়া হয় নিমজ্জিত (২)।১৩৪।

---

(১) 'আত্মম্ভরি'—যে কেবল আপনার ভরণ করে অর্থাৎ আপনার স্বার্থসাধনেই তৎপর। 'কৃতঘ্ন'—যে ব্যক্তি উপকার স্মরণ বা স্বীকার করে না, যে উপকারকের অনিষ্ট চেষ্টা করে।

(২) 'দুর্নীতি-বাত্যায়'—অর্থাৎ অবিবেচনারূপ ঝড়ে, তাড়িত অর্থাৎ ন্যায়পথ হইতে অপসারিত হইয়া, 'অকার্য্য-সাগরে' অর্থাৎ কুকার্য্যরূপ সমুদ্রে নিমগ্ন হয়। যেমন প্রবল ঝড়ে অকূল সাগরের মধ্যে গিয়া পতিত হইলে আর তাহার নিস্তার নাই, তেমনি রাজা কুমন্ত্রীর মন্ত্রণায় হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া পাপে নিমগ্ন হইলে আর তাহার নিস্তার নাই।

যেষাং রাজ্ঞা সহ স্যাতামুচ্চয়াপচয়ৌ ধ্রুবম্।
অমাত্যান্ নীতিমান্ রাজাঽবমন্যেত কদাপি ন ॥১৩৬॥
যতঃ। মহীভুজো মদান্ধস্য মজ্জতোঽকার্য্যসাগরে।
স্খলতো হি করালম্বঃ সুশিষ্টৈরেব দীয়তে ॥১৩৭॥

অথাগত্য প্রণম্য মেঘবর্ণো ব্রূতে—দেব দৃষ্টিপ্রসাদং কুরু। এষ যুদ্ধার্থী বিপক্ষো দুর্গদ্বারি তিষ্ঠতি। তদ্দেবপাদাদেশাদ্ বহির্নিঃসৃত্য স্ববিক্রমং দর্শয়ামি। তেন দেবপ্রসাদস্যানৃণ্যমুপগচ্ছামি। চক্রবাকো ব্রূতে—মৈবম্। যদি বহির্নিঃসৃত্য যোদ্ধব্যং তদা দুর্গাশ্রয়ণমেব নিষ্প্রয়োজনম্। অপরং চ।

বিষমোঽপি যথা নক্রঃ সলিলান্নিঃসৃতোঽবশঃ।
বনাত্তু প্রচ্যুতঃ সত্যং সিংহোঽপি স্যাচ্ছৃগালবৎ ॥১৩৮॥

শুনুন মহারাজ!—
যে রাজার হর্ষ ক্রোধ সুসংযত রয়, অণুমাত্র যার নাহি আছে অপব্যয়;
ভৃত্যগণে সদা যার হৃদয়ের টান, নিত্য তারে বসুমতী বসু করে দান (১)। ১৩৫।
প্রভুর সম্পদে হয় যাদের সম্পদ, প্রভুর বিপদে হয় যাদের বিপদ;
কদাচিত সে সকল অমাত্যের প্রতি, অনাদর না করিবে নীতিজ্ঞ নৃপতি (২)।১৩৬।
কারণ,—
ঘোর মদে অন্ধ হ'য়ে নৃপতি যখন, অকার্য্য-সাগর মধ্যে হয় নিমগন;
তখন রক্ষিতে তারে কেহ নাহি আর, সুবিজ্ঞ মন্ত্রীই তার করয়ে উদ্ধার। ১৩৭।

অনন্তর মেঘবর্ণ আসিয়া প্রণামপূর্ব্বক রাজাকে কহিল,—মহারাজ! কৃপাদৃষ্টি দান করুন। যুদ্ধার্থী বিপক্ষ আসিয়া দুর্গদ্বারে অবস্থান করিতেছে। মহারাজের আজ্ঞা পাইলেই বহির্গত হইয়া নিজ পরাক্রম প্রদর্শন করি, এবং মহারাজের অনুগ্রহ-ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করি। চক্রবাক কহিল,—না, ওরূপ করিও না। যদি দুর্গের বাহিরে যাইয়াই যুদ্ধ করিবে, তবে দুর্গ আশ্রয় করিবার প্রয়োজন কি? আরো দেখ!—

---

(১) 'সুসংযত'—বশীভূত, অর্থাৎ যে রাজা হর্ষে বা শোকে অধীর হয় না, অর্থাৎ যাহার অত্যন্ত ধৈর্য্যগুণ আছে। 'বসুমতী'—পৃথিবী। 'বসু'—ধন রত্ন শস্য প্রভৃতি সম্পদ।

(২) যাহারা প্রভুর সম্পদেই নিজের সম্পদ এবং প্রভুর বিপদেই নিজের বিপদ জ্ঞান করে, রাজা সেইরূপ প্রভুভক্ত বিশ্বাসী মন্ত্রিগণকে কদাচ অবজ্ঞা করিবে না।

বায়সো ব্রূতে—দেব স্বয়ং গত্বা দৃশ্যতাং যুদ্ধম্। যতঃ।

পুরস্কৃত্য বলং রাজা যোধয়েদবলোকয়ন্।
স্বামিনাঽধিষ্ঠিতঃ শ্বাঽপি কিং ন সিংহায়তে ধ্রুবম্ ॥১৩৯॥

অনন্তরং তে সর্ব্বে দুর্গদ্বারং গত্বা মহাহবং কৃতবন্তঃ। পরেদ্যুশ্চিত্রবর্ণো রাজা গৃধ্রমুবাচ—তাত স্বপ্রতিজ্ঞামধুনা নির্বাহয়। গৃধ্রো ব্রূতে—দেব শৃণু তাবৎ।

অকালসহমত্যল্পং মূর্খব্যসনিনায়কম্।
অগুপ্তং ভীরুযোধং চ দুর্গব্যসনমুচ্যতে ॥ ১৪০ ॥

তত্তাবদত্র নাস্তি।

উপজাপশ্চিরারোধোঽবস্কন্দস্তীব্রপৌরুষম্।
দুর্গস্য লঙ্ঘনোপায়াশ্চত্বারঃ কথিতা ইমে ॥ ১৪১ ॥

অত্র চ যথাশক্তি ক্রিয়তে যত্নঃ। চিত্রবর্ণঃ কথয়তি—এবমেব।

ভীষণ কুম্ভীর সেও ছাড়ে যদি জল, নাহি খাটে আর তার আপনার বল;
কেশরীও ছাড়ে যদি নিজ বনস্থল, সামান্য শৃগাল তুল্য হয় হীনবল। ১৩৮।

বায়স কহিল,—মহারাজ! স্বয়ং যাইয়া যুদ্ধ দর্শন করুন। কারণ,—

সম্মুখে করিবে রণ নিজ সৈন্যগণ, স্বচক্ষে নৃপতি তা করিবে দরশন;
প্রভুর সম্মুখে যদি সারমেয় রয়, সিংহের বিক্রম সেও প্রকাশে নিশ্চয়। ১৩৯।

অনন্তর তাহারা সকলে দুর্গের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। পরদিন রাজা চিত্রবর্ণ গৃধ্রকে কহিল,—পিতঃ! এক্ষণে নিজপ্রতিজ্ঞা পালন করুন। গৃধ্র বলিল,—মহারাজ! শুনুন তবে,—

যে দুর্গ সুদৃঢ়রূপে সুরক্ষিত নয়, দীর্ঘ অবরোধে যাহা অবসন্ন হয়;
অধ্যক্ষ ব্যসনী মূর্খ, ভীরু যোদ্ধা যার, সে দুর্গের বিপত্তি জানিবে দুর্নিবার। ১৪০।

এই বিপক্ষ-দুর্গে সে দোষ একটিও নাই।

দীর্ঘকাল অবরোধ, ভেদ-সজ্ঘটন, (১) প্রচণ্ড পৌরুষ, অকস্মাৎ আক্রমণ,
নীতিশাস্ত্রে আছে এই চারিটি উপায়, শত্রু-দুর্গ যাহাতে লঙ্ঘন করা যায়। ১৪১।

এক্ষণে এ বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। চিত্রবর্ণ কহিল,—হাঁ, ইহাই

---

(১) 'দীর্ঘকাল অবরোধ'—শত্রুদুর্গের চারিদিক বেষ্টন করিয়া বহুদিন ধরিয়া তাহা অবরোধ অর্থাৎ আটক করিয়া রাখা। 'ভেদ-সজ্ঘটন'—শত্রুদিগের মধ্যে পরস্পর আত্মবিচ্ছেদ ঘটাইয়া দেওয়া।

ততোঽনুদিতএব ভাস্করে চতুর্ষ্বপি দ্বারেষু প্রবৃত্তে যুদ্ধে দুর্গাভ্যন্তরে গৃহে গৃহে কাকৈরেকদাঽগ্নির্নিক্ষিপ্তঃ। ততো 'গৃহীতং গৃহীতং দুর্গম্'—ইতি কোলাহলং শ্রুত্বাঽনেকগৃহেষু চ পাবকং প্রদীপ্তং প্রত্যক্ষেণাঽবলোক্য রাজহংসস্য সৈনিকা বহবো দুর্গবাসিনঃ সত্বরং হ্রদং প্রবিষ্টাঃ। যতঃ।

সুমন্ত্রিতং সুবিক্রান্তং সুযুদ্ধং সুপলায়িতম্।
প্রাপ্তকালে যথাশক্তি কুর্য্যান্ন তু বিচারয়েৎ ॥ ১৪২ ॥

রাজহংসশ্চ সুখিস্বভাবাৎ মন্দগতিঃ সারসদ্বিতীয়শ্চিত্রবর্ণস্য সেনাপতিনা কুক্কুটেনাগত্য বেষ্টিতঃ। হিরণ্যগর্ভঃ সারসমাহ—সেনাপতে সারস মমাঽনুরোধাদাত্মানং কথং ব্যাপাদয়সি। অধুনাঽহং গন্তুমসমর্থঃ। ত্বং গন্তুমধুনাঽপি সমর্থঃ। তদ্গত্বা জলং প্রবিশ। মৎপুত্রং চূড়ামণিনামানং সর্ব্বজ্ঞস্য সম্মত্যা রাজানং করিষ্যসি। সারসো ব্রূতে—দেব ন বক্তব্যমেবং দুঃসহং বচঃ। যাবৎ চন্দ্রার্কৌ

কর্ত্তব্য বটে। অনন্তর সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই দুর্গের চারি দ্বারেই যখন যুদ্ধ আরম্ভ হইল, সেই সময় সেই মেঘবর্ণ নামক কাক ও তাহার অনুচরেরা দুর্গমধ্যে প্রতি-গৃহেই অগ্নি নিক্ষেপ করিল। অনন্তর এইরূপ কোলাহল উত্থিত হইল যে,—শক্ররা দুর্গ অধিকার করিয়াছে। সেই কোলাহল শুনিয়া এবং চতুর্দ্দিকে গৃহ সকল প্রজ্বলিত দেখিয়া, রাজহংসের দুর্গবাসী প্রায় সমস্ত সৈন্য সত্বর পলায়ন করিয়া হ্রদমধ্যে প্রবেশ করিল। কারণ,—

সময়ে বিপুল বীর্য্য করিয়া প্রকাশ, সমরে বিপক্ষপক্ষ করিবে বিনাশ;
রণে নিজ সর্ব্বনাশ বুঝিবে যখন, পলাইয়া আত্মরক্ষা করিবে তখন। ১৪২।

রাজা রাজহংস স্বভাবতঃ সুখী, এজন্য দ্রুতগমনে অশক্ত হইয়া সেনাপতি সারসের সহিত আস্তে আস্তে গমন করিতেছে, ইত্যবসরে বিপক্ষ সেনাপতি কুক্কুট আসিয়া তাহাকে বেষ্টন করিল। তখন হিরণ্যগর্ভ সারসকে বলিল,—সেনাপতে! তুমি আমার জন্য কেন নিজের প্রাণ বিনষ্ট কর?। আমি পলায়নে অশক্ত হইয়াছি, তুমি এখনও পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে পার; অতএব শীঘ্র গিয়া জলমধ্যে প্রবেশ কর। তুমি সর্ব্বজ্ঞ মন্ত্রীর সম্মতিক্রমে আমার পুত্র চূড়ামণিকে রাজপদে অভিষিক্ত করিও। সারস বলিল,—মহারাজ! এরূপ মর্ম্মভেদী অমঙ্গলের

বিদ্যেতে তাবদ্ বিজয়তাং দেবঃ। অহং দেব দুর্গাধিকারী। তন্মম মাংসাসৃগ্‌বিলিপ্তেন দ্বারবর্ত্মনা তাবৎ প্রবিশতু শত্রুঃ। অপরং চ দেব।

ক্ষমী দাতা গুণগ্রাহী স্বামী ভাগ্যেন লভ্যতে।

রাজাহ—অস্ত্যেবম্। কিন্তু।

শুচির্দক্ষোঽনুরক্তশ্চ ভৃত্যোঽপি খলু দুর্লভঃ॥ ১৪৩॥

সারসো ব্রূতে—শৃণু দেব।

যদি সমরমপাস্য নাস্তি মৃত্যো-
র্ভয়মিতি যুক্তমিতোঽন্যতঃ প্রযাতুম্।
অথ মরণমবশ্যমেব জন্তোঃ
কিমিতি মুধা মলিনং যশঃ ক্রিয়েত॥ ১৪৪॥

অন্যচ্চ। ভবেঽস্মিন্ পবনোদ্ভ্রান্তবীচিবিভ্রমভঙ্গুরে।
জায়তে পুণ্যযোগেন পরার্থে জীবিতব্যয়ঃ॥ ১৪৫॥

ত্বং চ দেব স্বামী সর্ব্বথা রক্ষণীয়ঃ। যতঃ।

কথা বলিবেন না। যতকাল চন্দ্রসূর্য্য থাকিবে, ততকাল মহারাজের জয় হউক। মহারাজ! দুর্গরক্ষার ভার যখন আমারি হস্তে, তখন শত্রুরা আমারি মাংসশোণিত-লিপ্ত দ্বারপথ দিয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করুক। আর, মহারাজ!—

ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী, বদান্য, বৎসল, না মিলে এ হেন প্রভু বিনা ভাগ্যবল;

রাজা কহিল,—সত্য বটে, কিন্তু—

দক্ষ, ভক্ত, অনুরক্ত, বিশুদ্ধ-হৃদয়, এরূপ ভৃত্যও ভবে দুর্লভ নিশ্চয়। ১৪৩।

সারস কহিল,—শুনুন মহারাজ!—

সমর ত্যজিলে যদি যায় মৃত্যুভয়, তবে পলায়ন করা অনুচিত নয়;
আর যদি একদিন মরিতেই হয়, তবে কেন নিজ যশে এ কলঙ্ক রয়? । ১৪৪।

আরো,—

বাতাসে তরঙ্গলীলা সলিলে যেমন, অনিত্য এ ভবলীলা জানিবে তেমন;
যে করে অনিত্য দেহ পরহিতে দান, সার্থক জীবন তার সেই পুণ্যবান্। ১৪৫।

মহারাজ! আপনি স্বামী, আপনাকে সর্ব্বপ্রকারেই রক্ষা করিতে হইবে।

স্বাম্যমাত্যশ্চ রাষ্ট্রং চ দুর্গং কোষো বলং সুহৃৎ।
রাজ্যাঙ্গানি প্রকৃতয়ঃ পৌরাণাং শ্রেণয়োঽপি চ ॥১৪৬॥

অপিচ। প্রকৃতিঃ স্বামিনা ত্যক্তা সমৃদ্ধাঽপি ন জীবতি।
অপি ধন্বন্তরির্বৈদ্যঃ কিং করোতি গতায়ুষি ॥ ১৪৭ ॥

অপরং চ। নরেশে জীবলোকোঽয়ং নিমীলতি নিমীলতি।
উদেত্যুদীয়মানে চ রবাবিব সরোরুহম্ ॥ ১৪৮ ॥

অথ কুক্কুটেনাগত্য রাজহংসস্য শরীরে খরতরনখরাঘাতঃ কৃতঃ। ততঃ সত্বরমুপস্থত্য সারসেন স্বদেহান্তরিতো রাজা। অন-

---

কারণ,—

রাজা মন্ত্রী মিত্র কোষ রাষ্ট্র দুর্গ বল; পৌরশ্রেণী, এই আট রাজ্যের সম্বল (১)।১৪৬।

আর,—

রাজাই রাজ্যের মূল, যাহার বিরহে, সুসমৃদ্ধ হইলেও রাজ্য নাহি রহে;
প্রাণবায়ু দেহ যদি করে পরিহার, আসিলেও ধন্বন্তরি কি করিবে তার (২)।১৪৭।

আরো,—

বিকসিত হয় পদ্ম উদিলে তপন, নিমীলিত হয়, অস্তে করিলে গমন (৩);
তেমনি রাজার তেজে প্রজার উদয়, রাজার বিলয়ে হয় প্রজার বিলয়। ১৪৮।

অনন্তর বিপক্ষসেনাপতি কুক্কুট আসিয়া রাজহংসের শরীরে সুতীক্ষ্ণ নখাঘাত করিল। সারস অমনি দ্রুতপদে গিয়া নিজ শরীর দ্বারা রাজাকে আচ্ছাদন করিল।

---

(১) মূলে আছে,—স্বামী, অমাত্য, সুহৃৎ, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ, বল, এবং পৌরশ্রেণী,—এই আটটি রাজ্যের অঙ্গস্বরূপ প্রকৃতি। 'স্বামী'—রাজা। 'অমাত্য'—মন্ত্রী। 'সুহৃৎ'—মিত্র। 'কোষ'—ধনাগার। 'রাষ্ট্র'—জনপদবতী ভূমি অর্থাৎ যে সকল স্থানে লোকের বসবাস আছে। 'দুর্গ'—গড়, কেল্লা। পর্ব্বত বা সমুদ্র প্রভৃতিকে অকৃত্রিম, এবং মনুষ্যকৃত গড়কে কৃত্রিম দুর্গ বলে। 'বল'—সৈন্য। 'পৌরশ্রেণী'—পুরবাসিবর্গ, অর্থাৎ স্বদেশীয় প্রধান প্রধান লোক, অথবা বিবিধ শিল্পব্যবসায়ী লোক। এই আটটির পরস্পর সাহায্যেই একটি সাম্রাজ্য রক্ষিত হইয়া থাকে। এইজন্য এই আটটিকে 'রাজ্যাঙ্গ' বা 'প্রকৃতি' বলে। 'রাজ্যাঙ্গ' অর্থাৎ রাজ্যের প্রধান সাধন, রাজ্যরক্ষার উপায়। 'প্রকৃতি' অর্থাৎ যাহা প্রকৃষ্টরূপে রাজ্যকে প্রতিষ্ঠিত করে। কোনও কোনও শাস্ত্রকার সাতটিমাত্র 'রাজ্যাঙ্গ' বলিয়া থাকেন; তাঁহাদের মতে 'পৌরশ্রেণী' স্বতন্ত্র পরিগণিত হয় না, কারণ 'রাষ্ট্র' বলিলেই সমস্ত পুরবাসী, জনপদবাসী ও তাহাদের বাসস্থান বুঝায়।

(২) পূর্ব্বোক্ত অষ্ট অঙ্গে সুসম্পন্ন রাজ্যের রাজাই মূল অর্থাৎ সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ। অন্যান্য সমস্ত অঙ্গে সুসম্পন্ন হইলেও, দেহ, যেমন প্রাণবায়ুর অভাবে রক্ষা পায় না, তেমনি, রাজ্য অন্যান্য অঙ্গে সুসম্পন্ন হইলেও রাজার অভাবে রক্ষা পায় না।

(৩) 'তপন'—সূর্য্য। 'নিমীলিত'—মুদ্রিত।

স্তরং কুক্কুটেন নখমুখপ্রহারৈর্জর্জ্জরীকৃতেন সারসেন স্বাঙ্গেনাচ্ছাদ্য রাজা জলে প্রক্ষিপ্তঃ। কুক্কুটোঽপি সেনাপতিনা সারসেন স্বচঞ্চু-প্রহারেণ ব্যাপাদিতঃ। পশ্চাৎ সারসোঽপি বহুভিঃ পক্ষিভিঃ সম্ভূয় ব্যাপাদিতঃ। অথ চিত্রবর্ণো দুর্গং প্রবিশ্য দুর্গাবস্থিতং দ্রব্যং গ্রাহয়িত্বা বন্দিভির্জয়শব্দেনানন্দিতো জগাম।

অথ রাজপুত্রৈরুক্তম্—তস্মিন্ রাজহংসবলে পুণ্যবান্ সারস-এব। যেন স্বদেহদানেন স্বামী রক্ষিতঃ। যতঃ।

জনয়ন্তি সুতান্ গাবঃ সর্ব্বানেব গবাকৃতীন্।
বিষাণোল্লিখিতস্কন্ধং কশ্চিদেব গবাং পতিম্॥ ১৪৯॥

বিষ্ণুশর্ম্মণোক্তম্—স তাবৎ সত্ত্বক্রীতান্ অক্ষয়ান্ লোকান্ বিদ্যাধরীপরিজনোঽনুভবতু মহাসত্ত্বঃ। তথা চোক্তম্।

আহবেষু চ যে শূরাঃ স্বাম্যর্থং ত্যক্তজীবিতাঃ।
ভর্ত্তৃভক্তাঃ কৃতজ্ঞাশ্চ তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ॥ ১৫০॥

অনন্তর সারস কুক্কুটের নখ ও চঞ্চুর প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়াও, নিজ দেহ দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক রাজাকে লইয়া জলমধ্যে নিক্ষেপ করিল। অনন্তর সেনাপতি সারস চঞ্চুপ্রহারে বিপক্ষসেনাপতি কুক্কুটের প্রাণসংহার করিল। তাহাতে বহু-সংখ্যক বিপক্ষসৈন্য এককালে আসিয়া আক্রমণ করায় সারসও হত হইল। পরে রাজা চিত্রবর্ণ দুর্গমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক দুর্গস্থিত সমস্ত দ্রব্যাদি অধিকার করিয়া, বন্দিগণের জয়শব্দে পরমানন্দে গমন করিতে লাগিল।

রাজপুত্রেরা কহিলেন,—রাজহংসের সেই সৈন্যমধ্যে সারসই যথার্থ পুণ্যবান্! সে নিজদেহ দান করিয়া প্রভুর প্রাণরক্ষা করিল। কারণ,—

শত শত বৎস দেখ! ধেনুর উদরে, সকলি ত গবাকৃতি জন্মলাভ করে;
কিন্তু মহাস্কন্ধ মহাশৃঙ্গ মহাবল, যূথপতি মহাবৃষ জনমে বিরল (১)। ১৪৯।

বিষ্ণুশর্ম্মা কহিলেন,—সেই মহাত্মা সারস নিজ পুণ্যবলে বিদ্যাধরীগণে পরিবৃত হইয়া অক্ষয় স্বর্গ-সুখ ভোগ করুক। কথিতও আছে যে,—

---

(১) 'গবাকৃতি'—গোরুর আকৃতিবিশিষ্ট। অসংখ্য গো-সন্তানের মধ্যে মহাবল যূথপতি বৃষ যেমন অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়, অসংখ্য মনুষ্য-সন্তানের মধ্যে যে প্রভুর প্রাণরক্ষার্থে নিজ জীবন দান করিতে পারে, সেরূপ মহাপুরুষও তেমনি অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

যত্র যত্র হতঃ শূরঃ শত্রুভিঃ পরিবেষ্টিতঃ।
অক্ষয়ান্ লভতে লোকান্ যদি ক্লৈব্যং ন গচ্ছতি ॥১৫১॥

বিগ্রহঃ শ্রুতো ভবদ্ভিঃ। রাজপুত্রৈরুক্তম্—শ্রুত্বা সুখিনো ভূতা বয়ম্। বিষ্ণুশর্ম্মাঽব্রবীৎ—অপরমপ্যেবমস্তু।

বিগ্রহঃ করিতুরঙ্গপত্তিভি-
র্নো কদাঽপি ভবতাং মহীভৃতাম্।
নীতিমন্ত্রপবনৈঃ সমাহতাঃ
সংশ্রয়ন্তু গিরিগহ্বরং দ্বিষঃ ॥ ১৫২ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মকৃতে হিতোপদেশে বিগ্রহো নাম
তৃতীয়ঃ কথাসংগ্রহঃ।

প্রভুকার্য্যে রণক্ষেত্রে যে সকল বীর, যুঝিতে যুঝিতে ত্যজে আপন শরীর;
কৃতজ্ঞহৃদয় সেই প্রভুভক্তগণ, অক্ষয় অমরধামে করয়ে গমন। ১৫০।
যে যথায় শত্রুগণে হইয়া বেষ্টিত, মহাতেজে করি যুদ্ধ হয় নিপতিত;
মর্ত্ত্যদেহ পরিহরি সেই বীরগণ, সনাতন স্বর্গলোকে করয়ে গমন। ১৫১

তোমরা বিগ্রহের বিষয় শুনিলে ত? রাজপুত্রেরা কহিলেন,—আমরা শুনিয়া পরম সুখী হইলাম। বিষ্ণুশর্ম্মা কহিলেন,—আরো আমি এই আশীর্ব্বাদ করি যে,—

গজ, বাজী, পত্তি আদি ল'য়ে সৈন্যগণ, তোমাদের যেন না করিতে হয় রণ;
শত্রুগণ নীতি-মন্ত্র-পবনের ভরে, তাড়িত হউক সবে পর্ব্বতগহ্বরে (১)। ১৫২

ইতি হিতোপদেশে বিগ্রহ নামক তৃতীয় কথাসংগ্রহ।

---

(১) 'গজ'—হস্তী। 'বাজী'—অশ্ব। 'রথী'—রথারূঢ় যোদ্ধা। 'পত্তি'—পদাতিক সৈন্য। 'নীতি-মন্ত্র-পবনের ভরে',—'নীতি' অর্থাৎ সুনিপুণ রাজনীতির কৌশল। 'মন্ত্র' অর্থাৎ মন্ত্রণা-কৌশল। যেমন কোনও পদার্থ প্রবল বায়ুবেগে তাড়িত হইয়া সুদূরে নিক্ষিপ্ত হয়, তেমনি তোমাদের শত্রুগণও তোমাদের রাজনীতি ও মন্ত্রণাকৌশলে তাড়িত হইয়া সুদূরবর্ত্তী গিরিগহ্বরে গিয়া পতিত হউক। অর্থাৎ তোমরা সুনীতি ও সুমন্ত্রণাবলেই সমস্ত শত্রু নিরাকৃত কর; তোমাদের যেন সে জন্য দারুণ বিগ্রহ-কার্য্যে কদাচ লিপ্ত হইতে না হয়।

হিতোপদেশঃ।

সন্ধিঃ।

অথ পুনঃ কথারম্ভকালে রাজপুত্রৈরুক্তম্—আর্য্য বিগ্রহঃ শ্রুতোঽস্মাভিঃ। সন্ধিরধুনাঽভিধীয়তাম্। বিষ্ণুশর্ম্মণোক্তম্—শ্রূয়তাম্। সন্ধিমপি কথয়ামি। যস্যাঽয়মাদ্যঃ শ্লোকঃ।

বৃত্তে মহতি সংগ্রামে রাজ্ঞোর্নিহতসেনয়োঃ।
স্থেয়াভ্যাং গৃধ্রচক্রাভ্যাং বাচা সন্ধিঃ কৃতঃ ক্ষণাৎ ॥১॥

রাজপুত্রা ঊচুঃ—কথমেতৎ। বিষ্ণুশর্ম্মা কথয়তি। ততস্তেন রাজহংসেনোক্তম্—কেনাঽস্মদ্দুর্গে নিক্ষিপ্তোঽগ্নিঃ। কিং পারক্যেণ কিংবাঽস্মদ্দুর্গবাসিনা কেনচিদ্বিপক্ষপ্রযুক্তেন। চক্রবাকো বদতি—দেব ভবতো নিষ্কারণবন্ধুরসৌ মেঘবর্ণঃ সপরিবারো নাঽত্রাঽবলোক্যতে। তন্মন্যে তস্য বিচেষ্টিতমিদম্। রাজা ক্ষণং বিচিন্ত্যাহ—অস্তি তাবদেবম্। মম দুর্দ্দৈবমেতৎ। তথা চোক্তম্।

সন্ধি।

পুনরায় গল্প আরম্ভ করিবার সময় রাজপুত্রেরা কহিলেন,—আর্য্য! আমরা বিগ্রহের বিষয় শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে সন্ধির বিষয় বলুন। বিষ্ণুশর্ম্মা কহিলেন,—শুন! সন্ধির বিষয়ও বলিতেছি। তাহার প্রথম শ্লোক এই,—

উভয় রাজায় যুদ্ধ হৈল ঘোরতর, দুই পক্ষে বহু সৈন্য গেলা যমঘর;
গৃধ্র আর চক্রবাক মধ্যস্থ হইয়া, অচিরে করিল সন্ধি সুমন্ত্রণা দিয়া। ১।

রাজপুত্রেরা জিজ্ঞাসিলেন,—সে কিরূপ?। বিষ্ণুশর্ম্মা কহিলেন। অনন্তর সেই রাজা রাজহংস কহিল,—আমাদের দুর্গে আগুন লাগাইল কে?। বিপক্ষের লোকে আসিয়া এই কার্য্য করিল? না আমাদেরই দুর্গবাসী কেহ বিপক্ষের ষড়যন্ত্রে এই কার্য্য করিল?। চক্রবাক কহিল,—মহারাজ! আপনার অকৃত্রিম বন্ধু মেঘবর্ণ নামক সেই কাক সপরিবারে এস্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছে। অতএব আমার

অপরাধঃ স দৈবস্য ন পুনর্ম্মন্ত্রিণাময়ম্।
কার্য্যং সুঘটিতং যত্নাদ্ দৈবযোগাদ্ বিনশ্যতি ॥ ২ ॥

মন্ত্রী ব্রূতে—উক্তমেবৈতৎ।

বিষমাং হি দশাং প্রাপ্য দৈবং গর্হয়তে নরঃ।
আত্মনঃ কর্ম্মদোষাংস্তু নৈব জানাত্যপণ্ডিতঃ ॥ ৩ ॥

অপরং চ। সুহৃদাং হিতকামানাং যো বাক্যং নাঽভিনন্দতি।
স কূর্ম্মইব দুর্ব্বুদ্ধিঃ কাষ্ঠাদ্ ভ্রষ্টো বিনশ্যতি ॥ ৪ ॥

রাজাহ—কথমেতৎ। মন্ত্রী কথয়তি। অস্তি মগধদেশে ফুল্লোৎপলাভিধানং সরঃ। তত্র চিরাৎ সঙ্কটবিকটনামানৌ হংসৌ নিবসতঃ। তয়োর্ম্মিত্রং কম্বুগ্রীবনামা কূর্ম্মশ্চ প্রতিবসতি। অথৈকদা ধীবরৈরাগত্য তত্রোক্তম্—যদত্রাঽস্মাভিরদ্যোষিত্বা প্রাতর্মৎস্যকূর্ম্মাদয়ো ব্যাপাদয়িতব্যাঃ। তদাকর্ণ্য কূর্ম্মো হংসাবাহ—সুহৃদৌ শ্রুতোঽয়ং ধীবরালাপঃ। অধুনা কিং ময়া কর্ত্তব্যম্।

জ্ঞান হয় তাহারই এ কার্য্য। রাজা ক্ষণকাল ভাবিয়া বলিল,—হাঁ, ইহাই সম্ভব বটে। আমারই দুরদৃষ্টবশত এরূপ ঘটিয়াছে। কথিতও আছে যে,—

অনেক যতনে হয় যার সুঘটন, সে কার্য্যে যদ্যপি ঘটে বিঘ্ন-বিড়ম্বন ;
সে কারণে মন্ত্রিগণে অপরাধী নয়, অদৃষ্টের দোষ তাহা জানিবে নিশ্চয়। ২।

মন্ত্রী কহিল,—ইহাও কথিতও আছে যে,—

বিপাকে পড়িলে মূঢ় দৈবনিন্দা করে, আপনার কর্ম্মদোষ বুঝিতে না পারে। ৩।

আরো,—

হিতৈষী বন্ধুর কথা না শুনে যে জন, দুর্ব্বুদ্ধি কূর্ম্মের ন্যায় তাহার পতন। ৪।

রাজা জিজ্ঞাসিল,—সে কিরূপ ?। মন্ত্রী কহিল। মগধদেশে ফুল্লোৎপল নামে এক সরোবর আছে। তথায় বহুদিনাবধি সঙ্কট ও বিকট নামে দুই হংস বাস করে। কম্বুগ্রীব নামে তাহাদের বন্ধু এক কূর্ম্মও তথায় বাস করিত। একদিন ধীবরেরা (১) সেই স্থানে আসিয়া মন্ত্রণা করিল,—আইস, আমরা অদ্য এই স্থানে বাস করি, কল্য প্রাতে এই সরোবরের মৎস্য কচ্ছপ প্রভৃতি মারিব। তাহাদের এই পরামর্শ শুনিয়া কূর্ম্ম নিজ বন্ধু সেই দুই হংসকে বলিল,—মিত্র ! ধীবরদিগের

---

(১) 'ধীবর'—মৎস্য ধরা ও বিক্রয় করা যাহার ব্যবসায় ; জেলে।

হংসাবাহতুঃ—জ্ঞায়তাং পুনস্তাবৎ। পশ্চাদ্ যদুচিতং তৎ কর্ত্তব্যম্। কূর্ম্মো ব্রূতে—মৈবম্। যতো দৃষ্টব্যতিকরোঽহমত্র। তথা চোক্তম্।

অনাগতবিধাতা চ প্রত্যুৎপন্নমতিস্তথা।
দ্বাবেতৌ সুখমেধেতে যদ্ভবিষ্যো বিনশ্যতি ॥ ৫ ॥

তাবাহতুঃ কথমেতৎ। কূর্ম্মঃ কথয়তি। পুরা এতস্মিন্নেব সরসি এবংবিধেষ্বেব ধীবরেষূপস্থিতেষু মৎস্যত্রয়েণালোচিতম্। তত্রাঽনাগতবিধাতা নামৈকো মৎস্যঃ। তেনোক্তম্—অহং তাবৎ জলাশয়ান্তরং গচ্ছামি। ইত্যুক্ত্বা স হ্রদান্তরং গতঃ। অপরেণ প্রত্যুৎপন্নমতির্নাম্না মৎস্যেনাঽভিহিতম্—ভবিষ্যদর্থে প্রমাণাভাবাৎ কুত্র ময়া গন্তব্যম্। তদুৎপন্নে কালে যথাকার্য্যমনুষ্ঠেয়ম্। তথা চোক্তম্।

পরামর্শ শুনিলে ত? এক্ষণে আমি কি করি?। হংসদ্বয় কহিল,—অগ্রে ভালরূপে জানা যাক্, পশ্চাৎ যাহা কর্ত্তব্য হয় করা যাইবে। কূর্ম্ম কহিল,—না, আর বিলম্ব করিলে চলিবে না। কেন না, আমি এই স্থানে এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিতে দেখিয়াছি। দেখ!—

অনাগতবিধাতা ও প্রত্যুৎপন্নমতি, দুই মৎস্য নিরাপদে করিল বসতি;
যদ্ভবিষ্য নামে যেই ছিল সহচর, বুদ্ধিদোষে সেই মৎস্য গেলা যমঘর (১)। ৫।

তাহারা জিজ্ঞাসিল,—সে কি প্রকার?। কূর্ম্ম কহিল,—পূর্ব্বে এই সরোবরে এইরূপ ধীবরেরা উপস্থিত হওয়ায় তিন মৎস্যে পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিল। তন্মধ্যে অনাগতবিধাতা নামক মৎস্য কহিল,—আমি অন্য জলাশয়ে চলিলাম, ইহা বলিয়া সে অন্য জলাশয়ে প্রস্থান করিল। প্রত্যুৎপন্নমতি নামক মৎস্য কহিল,—কালি কি ঘটিবে তাহার স্থিরতা কি? আমি এস্থান ছাড়িয়া আর কোথায় যাইব? যখন বিপদ উপস্থিত হইবে, তখনি তাহার উপায় করা যাইবে। কথিতও আছে যে,—

---

(১) 'অনাগতবিধাতা'—যে ভবিষ্যতের জন্য উপায় করিয়া রাখে; ভবিষ্যকারী। প্রত্যুৎপন্নমতি'—যাহার বুদ্ধির এরূপ প্রতিভা, যে বিপদ উপস্থিত হইবামাত্র তাহার প্রতীকারের উপায় করিতে পারে। 'যদ্ভবিষ্য'—ভবিষ্যতে কি হইবে, যে তাহা ভাবিতে চায় না, দৈবের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে; অপরিণামদর্শী।

উৎপন্নামাপদং যস্তু সমাধত্তে স বুদ্ধিমান্।
বণিজো ভার্য্যয়া জারঃ প্রত্যক্ষে নিহ্নুতো যথা ॥ ৬ ॥

যদ্ভবিষ্যঃ পৃচ্ছতি—কথমেতৎ। প্রত্যুৎপন্নমতিঃ কথয়তি। অস্তি বিক্রমপুরে সমুদ্রদত্তো নাম বণিক্। তস্য রত্নপ্রভা নাম বধূঃ কেনাঽপি স্বসেবকেন সমং সর্ব্বদা রমতে। যতঃ।

ন স্ত্রীণামপ্রিয়ঃ কশ্চিৎ প্রিয়ো বাঽপি ন বিদ্যতে।
গাবস্তৃণমিবাঽরণ্যে প্রার্থয়ন্তে নবং নবম্ ॥ ৭ ॥

অথৈকদা সা রত্নপ্রভা তস্য সেবকস্য মুখে চুম্বনং দ্দদতী সমুদ্রদত্তেনাঽবলোকিতা। ততঃ সা বন্ধকী সত্বরং ভর্ত্তুঃ সমীপমুপগম্যাহ—নাথ এতস্য সেবকস্য মহতী নির্বৃতিঃ। যতোঽয়ং চৌরিকাং কৃত্বা কর্পূরমশ্নাতি। কর্পূরগন্ধঃ প্রত্যক্ষোঽস্য মুখে ময়া ঘ্রাতঃ। তথা চোক্তম্।

আহারো দ্বিগুণঃ স্ত্রীণাং বুদ্ধিস্তাসাং চতুর্গুণা।
ষড়্গুণো ব্যবসায়শ্চ কামশ্চাঽষ্টগুণঃ স্মৃতঃ ॥ ৮ ॥

তদাকর্ণ্য সেবকেনাঽপ্যুপক্রুশ্যোক্তম্—যস্য গৃহে ঈদৃশী ভার্য্যা

উপস্থিত বিপদ যে করে নিবারণ, তাহাকেই বুদ্ধিমান্ বলে সর্ব্বজন,
বণিকের ভার্য্যা হেন কৌশল করিল, পতির সাক্ষাতে উপপতিকে ডাকিল। ৬।

যদ্ভবিষ্য জিজ্ঞাসিল,—সে কিরূপ? প্রত্যুৎপন্নমতি কহিল। বিক্রমপুরে সমুদ্রদত্ত নামে এক বণিক্ বাস করে। রত্নপ্রভা নামে তাহার স্ত্রী নিজের একজন ভৃত্যের সহিত সর্ব্বদা বিহার করিত। কারণ,—

অসতী নারীর কেহ প্রিয়পাত্র নাই, কে তার অপ্রিয় তাও দেখিতে না পাই;
নিত্যই নূতনে তার হয় অভিলাষ, বনে ধেনু খোঁজে যথা নব নব ঘাস। ৭।

অনন্তর, একদিন সেই রত্নপ্রভা সেই ভৃত্যের বদনে চুম্বন প্রদান করিতেছে তাহার স্বামী তাহা দেখিতে পাইল। সেই কুলটা অমনি স্বামীর সম্মুখে গিয়া বলিল,—নাথ! এ বেটার ভারি আস্পর্দ্ধা, এ চুরি করিয়া কর্পূর খায়, আমি ইহার মুখ শুঁকিয়া ইহার মুখে স্পষ্টই কর্পূরের গন্ধ পাইলাম। কথিতও আছে যে,—

পুরুষের দুই গুণ নারীর আহার, পুরুষের চারি গুণ বুদ্ধিবল তার;
পুরুষের ছয় গুণ হৃদয়ের জোর, পুরুষের আট গুণ কামে হয় ভোর। ৮।

তত্র সেবকেন কথং স্থাতব্যম্। যত্র প্রতিক্ষণং গৃহিণী সেবকস্য মুখং জিঘ্রতি। ততোঽসাবুত্থায় চলিতঃ। ততোঽসৌ সাধুনা যত্নাৎ প্রবোধ্য ধৃতঃ। অতোঽহং ব্রবীমি—"উৎপন্নামাপদম্"—ইত্যাদি। ততো যদ্ভবিষ্যেণোক্তম্।

যদভাবি ন তদ্ ভাবি ভাবি চেন্ন তদন্যথা।
ইতি চিন্তাবিষঘ্নোঽয়মগদঃ কিং ন পীয়তে ॥ ৯ ॥

ততঃ প্রাতর্জালেন বদ্ধঃ প্রত্যুৎপন্নমতির্মৃতবদাত্মানং সন্দর্শ্য স্থিতঃ। ততো জালাদপসারিতঃ স্থলাদুৎপ্লুত্য গভীরং নীরং প্রবিষ্টঃ। যদ্ভবিষ্যশ্চ ধীবরৈঃ প্রাপ্তো ব্যাপাদিতঃ। অতোঽহং ব্রবীমি—"অনাগতবিধাতা চ"—ইত্যাদি। তদ্ যথাঽহমন্যং হ্রদং প্রাপ্নোমি তদদ্য বিধীয়তাম্। হংসাবাহতুঃ—জলাশয়ান্তরে প্রাপ্তে

তাহা শুনিয়া সেই ভৃত্যও কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কহিল,—যে গৃহে এরূপ গৃহিণী, যে প্রতিক্ষণেই চাকরের মুখ শুঁকিয়া বেড়ায়, সে গৃহে চাকর কিরূপে টিকিবে?। সে ইহা বলিয়া ক্রোধভরে চলিয়া গেল। অনন্তর বণিক অনেক আকিঞ্চন করিয়া মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া পুনরায় তাহাকে ধরিয়া আনিল। এইজন্যই বলিতেছিলাম যে,—"উপস্থিত বিপদ যে করে নিবারণ"—ইত্যাদি। তাহা শুনিয়া যদ্ভবিষ্য কহিল,—

না হবার যাহা, তার কে করে ঘটন? যা হবার হবে, তার কে করে খণ্ডন?
সর্ব্ব চিন্তা-বিষ নাশ করে এই জ্ঞান, এ ঔষধ কেন লোকে নাহি করে পান? (১)।৯।

অনন্তর পরদিন প্রাতে প্রত্যুৎপন্নমতি ধীবরের জালে বদ্ধ হইয়া, যেন মরিয়াছে এইরূপ ভান করিয়া রহিল। পরে ধীবরেরা তাহাকে জাল হইতে মোচন করিবামাত্র সে লাফাইয়া গভীর জলে প্রবেশ করিল। যদ্ভবিষ্য ধীবরের হস্তে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। এই জন্যই আমি বলিতেছিলাম যে,—"অনাগত-বিধাতা ও প্রত্যুৎপন্নমতি"—ইত্যাদি। অতএব আমি যাহাতে অন্য হ্রদে গমন করিতে পারি, তোমরা অদ্যই তাহা কর। হংসদ্বয় কহিল,—হাঁ, তুমি অন্য জলা-

---

(১) মানুষের অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহা অবশ্যই ঘটিবে, কিছুতেই তাহার নিবারণ নাই, এবং যাহা অদৃষ্টে নাই, কিছুতেই তাহা ঘটিবে না; লোকের মনে এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলেই তাহার সমস্ত দুশ্চিন্তার শান্তি হয়। যেমন দিব্য ঔষধের গুণে বিষের জ্বালা দূর হয়, তেমনি এইরূপ বিশ্বাসের গুণে সমস্ত দুশ্চিন্তার জ্বালা দূর হয়।

তব কুশলম্। স্থলে গচ্ছতস্তে কো বিধিঃ। কূর্ম্মো ব্রূতে—যথাহহং ভবদ্ভ্যাং সহাকাশবর্ত্মনা যামি স উপায়ো বিধীয়তাম্। হংসৌ ব্রূতঃ—কথমুপায়ঃ সম্ভবতি। কচ্ছপো বদতি—যুবাভ্যাং চঞ্চুধৃতং কাষ্ঠখণ্ডমেকং ময়া মুখেনাহবলম্বিতব্যম্। অতো ভবতোঃ পক্ষবলেন ময়াহপি সুখেন গন্তব্যম্। হংসৌ ব্রূতঃ—সম্ভবত্যেষ উপায়ঃ। কিন্তু।

উপায়ং চিন্তয়ন্ প্রাজ্ঞস্ত্বপায়মপি চিন্তয়েৎ।
পশ্যতো বকমূর্খস্য নকুলৈর্ভক্ষিতাঃ সুতাঃ॥ ১০॥

কূর্ম্মঃ পৃচ্ছতি—কথমেতৎ। হংসৌ কথয়তঃ। অস্ত্যুত্তরাপথে গৃধ্রকূটো নাম পর্ব্বতঃ। তত্রৈব রেবাতীরে ন্যগ্রোধপাদপে বকা নিবসন্তি। তস্য বটস্যাহধস্তাদ্ বিবরে সর্পস্তিষ্ঠতি। স চ বকানাং বাল্যাপত্যানি খাদতি। ততঃ শোকার্ত্তানাং বকানাং প্রলাপং শ্রুত্বা

শয়ে পঁহুছিতে পারিলে তোমার পক্ষে মঙ্গল বটে, কিন্তু তুমি কিরূপে স্থলপথ দিয়া গমন করিবে?। কূর্ম্ম কহিল,—আমি তোমাদের উভয়ের সহিত যাহাতে শূন্যমার্গ দিয়া যাইতে পারি, সেরূপ কোনও উপায় স্থির কর। হংসদ্বয় কহিল,—তাহা কিরূপে ঘটিবে?। কচ্ছপ বলিল,—এক খণ্ড কাষ্ঠের দুই দিক্ তোমরা দুই জনে ঠোঁট দিয়া ধরিবে, এবং আমি তাহার মধ্যভাগ মুখ দিয়া ধরিয়া থাকিব, তাহার পর তোমরা যেমন পক্ষভরে উড়িতে থাকিবে, সেই সঙ্গে আমিও স্বচ্ছন্দে যাইতে পারিব। হংসদ্বয় কহিল,—হাঁ, এরূপ উপায় সম্ভব বটে, কিন্তু,—

উপায় ভাবিয়া যেই না ভাবে অপায় (১), তাহাকে সুবিজ্ঞ কভু নাহি বলা যায়;
পরিণাম না ভাবিল মূর্খ এক বক, নকুলে খাইল সব বকের শাবক। ১০।

কূর্ম্ম জিজ্ঞাসিল,—সে কিরূপ?। হংস কহিল। উত্তরে গৃধ্রকূট নামে এক পর্ব্বত আছে। তথায় রেবানদীর (২) তীরে ন্যগ্রোধ (৩) বৃক্ষে বকেরা বাস করে। সেই বৃক্ষতলস্থিত গর্ত্তে এক সর্প থাকে। সেই সর্প বকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাবকগুলি ভক্ষণ করে। এক দিন বকেরা শিশুসন্তানের শোকে আর্ত্তনাদ করিতেছে শুনিয়া এক বৃদ্ধ বক

(১) কোনও বিষয়ে 'উপায়' অর্থাৎ কার্য্যসাধনের কৌশল স্থির করিয়াই ক্ষান্ত হইবে না, সেই উপায়ে কার্য্য করিলে পরিণামে কি কি বিঘ্ন বিপত্তি ঘটিতে পারে, তাহারও প্রতীকার পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়া রাখিবে। 'অপায়'—বিনাশ, ধ্বংস, বিঘ্ন, প্রতিবন্ধক।

(২) 'রেবা'—নর্ম্মদা নদী। (৩) 'ন্যগ্রোধ'—বটবৃক্ষ।

কেনচিদ্ বৃদ্ধবকেনোক্তম্—ভো এবং কুরুত। যূয়ং মৎস্যানানীয় নকুলবিবরাদারভ্য সর্পবিবরং যাবৎ একৈকশো মৎস্যান্ পঙ্ক্তিক্রমেণ বিকিরত। ততস্তদাহারবর্ত্মনা নকুলৈরাগত্য সর্পো দ্রষ্টব্যঃ স্বভাবদ্বেষাদ্ ব্যাপাদয়িতব্যশ্চ। তথাঽনুষ্ঠিতে সতি তদ্ বৃত্তম্। অথ নকুলৈর্বৃক্ষোপরি পক্ষিশাবকানাং রাবঃ শ্রুতঃ। পশ্চাত্তৈর্নকুলৈর্বৃক্ষমারুহ্য বকশাবকাঃ খাদিতাঃ। অত আবাং ব্রূবঃ—"উপায়ং চিন্তয়ন্"—ইত্যাদি। আবাভ্যাং নীয়মানং ত্বাং দৃষ্ট্বা লোকৈঃ কিঞ্চিদ্ বক্তব্যমেব। তদাকর্ণ্য যদি ত্বমুত্তরং দদাসি তদা তব মরণং ভবিষ্যতি। তৎ সর্ব্বথাঽত্রৈব স্থীয়তাম্। কূর্ম্মো বদতি —তৎ কিমহমজ্ঞঃ। ন কিমপি ময়া বক্তব্যম্। ততএবমনুষ্ঠিতে সতি আকাশে নীয়মানং তং কূর্ম্মমালোক্য সর্ব্বে গোরক্ষকাঃ পশ্চাদ্ ধাবন্তি বদন্তি চ—অহো মহদাশ্চর্য্যম্। পক্ষিভ্যাং কূর্ম্মঃ সমুহ্যতে। তত্র কশ্চিদাহ—যদ্যয়ং কূর্ম্মঃ পততি তদাঽত্রৈব পক্ত্বা খাদিতব্যঃ।

তাহাদিগকে বলিল,—ওহে! তোমরা আমার পরামর্শ শুন। তোমরা কতকগুলি মৎস্য মারিয়া আন, এবং ঐ সর্পের গর্ত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া নকুলের গর্ত্ত পর্য্যন্ত এক একটি করিয়া মৎস্য সারি সারি রাখিয়া দেও। এইরূপ করিলে পর, নকুলেরা সেই মৎস্য খাইতে খাইতে ক্রমে সেই পথে সর্পের গর্ত্তে গিয়া উপস্থিত হইবে, এবং স্বভাবশত্রু সর্পকে দেখিবামাত্র বধ করিবে। অনন্তর বকেরা সেইরূপ করিলে পর, নকুলেরা গিয়া সেই সর্পকে বধ করিল। তাহার পর সেই নকুলেরা যখন সেই বৃক্ষের উপর বকশাবকদিগের কলরব শুনিতে পাইল, তখন বৃক্ষে উঠিয়া সমস্ত শাবকগুলি ভক্ষণ করিল। এইজন্যই আমরা বলিতেছি যে,—"উপায় ভাবিয়া যেই না ভাবে অপায়"—ইত্যাদি। আমরা যখন তোমায় শূন্যপথে লইয়া যাইব, তখন এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া লোকে অবশ্যই কিছু না কিছু বলাবলি করিবে। তুমি তাহাদের কথায় যদি উত্তর দেও, তবেই তোমার সর্ব্বনাশ। অতএব তুমি এইস্থানেই থাক। কূর্ম্ম কহিল,—আমি কি এতই নির্ব্বোধ! আমি কারও কোনও কথায় উত্তর করিব না। অনন্তর, হংসদ্বয় যখন তাহাকে শূন্যমার্গ দিয়া লইয়া চলিল, তখন মাঠের রাখালেরা তাহা দেখিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল এবং বলিতে লাগিল,—বাঃ! কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! দুইটা পাখী একটা কচ্ছপকে লইয়া কেমন উড়িতেছে!! তন্মধ্যে কেহ বলিল,—এই কচ্ছপটা যদি পড়িয়া যায়, তবে উহাকে

কোঽপি নিগদতি—গৃহং নেতব্যঃ। কশ্চিদ্ বদতি—সরসঃ সমীপে দগ্ধ্বা ভক্ষিতব্যঃ। তৎ পরুষবচনমাকর্ণ্য স কূর্ম্মঃ ক্রোধাদ্ বিস্মৃত-পূর্ব্বসংস্কারোঽবদৎ—যুষ্মাভির্ভস্ম ভক্ষিতব্যম্। ইতি বদন্নেব কাষ্ঠাৎ পতিতো গোরক্ষকৈর্ব্যাপাদিতঃ। অতোঽহং ব্রবীমি—"সুহৃদাং হিতকামানাম্"—ইত্যাদি। অথ প্রণিধির্বকস্তত্রাগত্যো-বাচ—দেব প্রাগেব ময়া নিবেদিতম্—দুর্গশোধনং প্রতিক্ষণং কর্ত্তব্যমিতি। তচ্চ যুষ্মাভির্ন কৃতম্। অতস্তদনবধানস্য ফলমিদ-মনুভূতম্। দুর্গদাহশ্চাঽয়ং মেঘবর্ণনাম্না বায়সেন গৃধ্রপ্রযুক্তেন কৃতঃ। রাজা নিঃশ্বস্যাহ।

প্রণয়াদুপকারাদ্ বা যো বিশ্বসিতি শত্রুষু।
স সুপ্ত ইব বৃক্ষাগ্রাৎ পতিতঃ প্রতিবুধ্যতে ॥ ১১ ॥

এইস্থানেই রাঁধিয়া খাই। আর একজন কহিল,—উহাকে গৃহে লইয়া যাই। অন্য রাখাল কহিল,—উহাকে সরোবরের তীরে পোড়াইয়া খাই। তাহাদের সেই সকল মর্ম্মান্তিক কথা শুনিয়া কচ্ছপ ক্রোধে অধীর হইয়া পূর্ব্ব পরামর্শ ভুলিয়া গেল, এবং তাহাদিগকে বলিল,—তোরা ছাই খাইবে!। কচ্ছপ যেমন মুখ খুলিয়া এই কথা বলিল, অমনি সেই কাষ্ঠখণ্ড হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে পড়িল, রাখালেরাও তাহাকে মারিয়া খাইল। এই কারণেই আমি বলিতেছিলাম যে,—"হিতৈষী বন্ধুর কথা না শুনে যে জন"—ইত্যাদি। অনন্তর সেই গূঢ়চর বক সেই স্থানে আসিয়া রাজাকে কহিল,—মহারাজ! আমি পূর্ব্বেই ত বলিয়াছিলাম যে,—নিজ দুর্গের তত্ত্বাবধান প্রতিক্ষণেই করা উচিত, আপনারা তাহা করিলেন না, সেই অসাবধানতার ফল এক্ষণে ভোগ করিতেছেন। আর এই দুর্গদাহ কার্য্যটি, গৃধ্র মন্ত্রীর প্রেরিত সেই মেঘবর্ণ নামক কাকের দ্বারাই হইয়াছে। রাজা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—

প্রণয় বা উপকার স্মরিয়া যে জন, শত্রুর উপরে করে বিশ্বাস স্থাপন;
বৃক্ষের উপরে নিদ্রা যায় সেই জন, পতিত হইয়া শিক্ষা পায় বিলক্ষণ (১)। ১১।

---

(১) যে ব্যক্তি বৃক্ষের শাখায় বসিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যায়, সে যেমন ভূতলে পতিত ও বিলক্ষণ আহত হইয়া নিজের নির্বুদ্ধিতা বুঝিতে পারে, তেমনি, যে ব্যক্তি শত্রুর উপকার করিয়া অথবা তাহার সহিত সদ্ভাব করিয়া সেই কারণে তাহার উপর বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, সে সেই শত্রুর হস্তে বিলক্ষণ শাস্তি পাইয়া শেষে আপন নির্বুদ্ধিতা বুঝিতে পারে।

অথ প্রণিধিরুবাচ—ইতো দুর্গদাহং বিধায় যদাগতো মেঘবর্ণস্তদা চিত্রবর্ণেন প্রসাদিতেনোক্তম্—অয়ং মেঘবর্ণোঽত্র কর্পূরদ্বীপরাজ্যেঽভিষিচ্যতাম্। তথা চোক্তম্।

কৃতকৃত্যস্য ভৃত্যস্য কৃতং নৈব প্রণাশয়েৎ।
ফলেন মনসা বাচা দৃষ্ট্যা চৈনং প্রহর্ষয়েৎ॥ ১২॥

চক্রবাকো ব্রূতে—দেব শ্রুতং যৎ প্রণিধিঃ কথয়তি। রাজাহ—ততস্ততঃ। প্রণিধিরুবাচ—ততঃ প্রধানমন্ত্রিণা গৃধ্রেণাঽভিহিতম্—দেব নেদমুচিতম্। প্রসাদান্তরং কিমপি ক্রিয়তাম্। যতঃ।

অধিকারেণ যো যুক্তঃ কথং তস্যাঽস্তি খণ্ডনম্।
নীচেষূপকৃতং রাজন্ বালুকাস্বিব মুদ্রিতম্॥ ১৩॥

মহতামাস্পদে নীচঃ কদাঽপি ন কর্ত্তব্যঃ। তথা চোক্তম্।

নীচঃ শ্লাঘ্যপদং প্রাপ্য স্বামিনং হন্তুমিচ্ছতি।
মূষিকো ব্যাঘ্রতাং প্রাপ্য মুনিং হন্তুং গতো যথা॥ ১৪॥

অনন্তর গূঢ়চর কহিল,—এই দুর্গ দগ্ধ করিয়া মেঘবর্ণ যখন রাজা চিত্রবর্ণের নিকট প্রত্যাগমন করিল, তখন রাজা সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন,—এই মেঘবর্ণকে এই কর্পূরদ্বীপের রাজপদে অভিষিক্ত কর। শাস্ত্রে কথিতও আছে যে,—

যে ভৃত্য মহোপকার করয়ে সাধন, প্রভু তার সেই কার্য্য করিবে স্মরণ;
অনুরূপ পুরস্কার দিয়া সেই জনে, কায়মনোবাক্যে তারে তুষিবে যতনে। ১২।

তাহা শুনিয়া মন্ত্রী চক্রবাক কহিল,—মহারাজ! গূঢ়চর যাহা বলিল, তাহা শুনিলেন ত? রাজা জিজ্ঞাসিল,—তার পর? তার পর?। গূঢ়চর কহিল,—চিত্রবর্ণের সেই কথায় তাঁহার মন্ত্রী গৃধ্র বলিলেন,—মহারাজ! মেঘবর্ণকে রাজপদ প্রদান করা উচিত নয়, উহাকে আর কোনও পুরস্কার প্রদান করুন। কারণ,—

অপরের অধিকার করিয়া হরণ, সে পদে অধমে নাহি করিবে স্থাপন;
অধমের যদি নৃপ! কর উপকার, বালুকায় রেখা সম ফল নাহি তার (১)।১৩।

মহতের পদে নীচ ব্যক্তিকে কদাচ স্থাপন করিবে না। কথিতও আছে যে,—

যাহার প্রসাদে নীচ উচ্চ পদ পায়, শেষে তারি নামলোপ করিবারে যায়;
মূষিক হইল ব্যাঘ্র মুনির কৃপায়, শেষে সে মুনিকে দেখ! বধিবারে ধায়। ১৪।

---

(১) বালির উপর রেখা টানিলে যেমন তাহা বিলুপ্ত হইয়া যায়, অপাত্রে উপকার করিলেও তাহা তেমনি নিষ্ফল হয়।

চিত্রবর্ণঃ পৃচ্ছতি—কথমেতৎ। গৃধ্রঃ কথয়তি। অস্তি গৌতমারণ্যে মহাতপা নাম মুনিঃ। তেনাশ্রমসন্নিধানে মূষিকশাবকঃ কাকমুখাদ্‌ভ্রষ্টো দৃষ্টঃ। ততো দয়াযুক্তেন তেন মুনিনা নীবারকণৈঃ সংবর্দ্ধিতঃ। তং চ মূষিকং খাদিতুমনুধাবন্ বিড়ালো মুনিনা দৃষ্টঃ। পশ্চাৎ তপঃপ্রভাবাৎ তেন মুনিনা স মূষিকো বলিষ্ঠো বিড়ালঃ কৃতঃ। স বিড়ালঃ কুক্কুরাদ্ বিভেতি। ততোঽসৌ কুক্কুরঃ কৃতঃ। কুক্কুরস্য ব্যাঘ্রাম্মহদ্‌ভয়ম্। তদনন্তরং স ব্যাঘ্রঃ কৃতঃ। অথ তং ব্যাঘ্রমপি মুনির্মূষিকনির্ব্বিশেষং পশ্যতি। অতঃ সর্ব্বে তত্রত্যা জনাস্তং ব্যাঘ্রং দৃষ্ট্বা বদন্তি—অনেন মুনিনা মূষিকোঽয়ং ব্যাঘ্রতাং নীতঃ। এতৎ শ্রুত্বা স ব্যাঘ্রঃ সব্যথোঽচিন্তয়ৎ—যাবদনেন মুনিনা জীবিতব্যং তাবদিদং মম স্বরূপাখ্যানমকীর্ত্তিকরং ন পলায়িষ্যতে। ইতি সমালোচ্য মুনিং হন্তুং সমুদ্যতঃ। মুনিস্তস্য

চিত্রবর্ণ জিজ্ঞাসিল,—সে কি প্রকার?। গৃধ্র বলিল। গৌতমারণ্যে (১) মহাতপা নামে এক মুনি বাস করেন। তিনি আশ্রমের নিকট দেখিলেন, একটি মূষিকশাবক কাকের মুখ হইতে পতিত হইল। তদ্দর্শনে তিনি দয়ার্দ্র হইয়া নীবার ধান্য ভোজন করাইয়া (২) সেই মূষিকশাবককে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তিনি একদিন দেখিলেন,—এক বিড়াল সেই মূষিকটিকে খাইবার জন্য তাহার পশ্চাৎ দৌড়িতেছে। অনন্তর তিনি যোগবলে সেই মূষিককে বলিষ্ঠ বিড়াল করিলেন। সেই মূষিক বিড়াল হইয়া কুক্কুরের ভয়ে সর্ব্বদা ভীত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে মুনি সেই বিড়ালকে কুক্কুর করিলেন। মূষিক কুক্কুর হইয়া আবার ব্যাঘ্রের ভয়ে অত্যন্ত ভীত হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া মুনি তাহাকে ব্যাঘ্র করিলেন। মূষিক এইরূপে ব্যাঘ্র হইলেও, মুনি কিন্তু তাহাকে সেই মূষিক বলিয়াই জ্ঞান করিতেন। সেই আশ্রমের লোকেরাও সেই ব্যাঘ্র দেখিয়া বলাবলি করিত যে,—মুনি সেই মূষিককেই এই ব্যাঘ্র করিয়াছেন। তাহা শুনিয়া সেই ব্যাঘ্রের মনে বড়ই কষ্ট হইল। সে ভাবিল,—যতদিন এই মুনি জীবিত থাকিবে, ততদিন আমার ঘোর কলঙ্ককর এই প্রকৃত বৃত্তান্ত কিছুতেই চাপা পড়িবে না। ইহা ভাবিয়া সে

(১) 'গৌতমারণ্য'—গৌতমমুনির আশ্রম।

(২) 'নীবারধান্য'—তৃণধান্যবিশেষ; মুনিরা এই ধান্য ব্যবহার করেন; চলিত-কথায় ইহাকে 'উড়ীধান' বলে।

চিকীর্ষিতং জ্ঞাত্বা "পুনর্মূষিকো ভব"—ইত্যুক্ত্বা মূষিকএব কৃতঃ। অতোঽহং ব্রবীমি—"নীচঃ শ্লাঘ্যপদং প্রাপ্য"—ইত্যাদি। অপরং চ দেব সুকরমিদমিতি ন মন্তব্যম্। শৃণু।

ভক্ষয়িত্বা বহূন্ মৎস্যানুত্তমাধমমধ্যমান্।
অতিলোভাদ্ বকঃ পশ্চান্মৃতঃ কর্কটসংগ্রহাৎ॥ ১৫॥

চিত্রবর্ণঃ পৃচ্ছতি—কথমেতৎ। মন্ত্রী কথয়তি। অস্তি মালববিষয়ে পদ্মগর্ভাভিধানং সরঃ। তত্রৈকো বৃদ্ধো বকঃ সামর্থ্যহীনউদ্বিগ্নমিবাত্মানং দর্শয়িত্বা স্থিতঃ। স চ কেনচিৎ কুলীরকেণ দূরাদেব পৃষ্টঃ—কিমিতি ভবানত্রাহারপরিত্যাগেন তিষ্ঠতি। বকেনোক্তম্—মৎস্যা মম জীবনহেতবঃ। মৎস্যাশ্চাহত্রাঽবশ্যমেব কৈবর্ত্তৈর্ব্যাপাদয়িতব্যা ইতি নগরোপান্তে ময়া কৈবর্ত্তালাপ আকর্ণিতঃ। তদিতো বর্ত্তনাভাবাদেবাঽস্মন্মরণমুপস্থিতমিতি জ্ঞাত্বাহারেঽপ্যনা-

---

সেই মুনিকে বধ করিতে উদ্যত হইল। মুনি তাহার দুরভিসন্ধি বুঝিয়া,—'তুমি পুনরায় মূষিক হও'—এই বলিয়া তাহাকে সেই মূষিকের আকারে পরিণত করিলেন। এইজন্যই আমি বলিতেছিলাম যে,—"যাহার প্রসাদে নীচ উচ্চ পদ পায়"—ইত্যাদি। নীচকে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করাও মহারাজ! সহজ বলিয়া জ্ঞান করিবেন না। শুনুন!—

ভাল মন্দ আদি করি মৎস্য বহুতর, কিছুদিন স্বচ্ছন্দে খাইল নিরন্তর;
শেষে বক অতিলোভে হারাইয়া জ্ঞান, কর্কট খাইতে গিয়া হারাইল প্রাণ (১)।১৫।

চিত্রবর্ণ জিজ্ঞাসিল,—সে কি প্রকার?। মন্ত্রী কহিল,—মালবদেশে পদ্মগর্ভ নামে এক সরোবর আছে। তথায় একটি বৃদ্ধ বক সামর্থ্যহীন হইয়া নিতান্ত উৎকণ্ঠিতভাবে রহিয়াছে দেখিয়া, এক কুলীরক (২) দূর হইতে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—আপনি আহার পরিত্যাগ করিয়া এস্থানে এরূপ বিষণ্নভাবে রহিয়াছেন কেন?। বক কহিল,—মৎস্যই আমার প্রাণরক্ষার উপায়। কিন্তু কৈবর্ত্তেরা এই সরোবরের তাবৎ মাংস বধ করিবে, নগরপ্রান্তে কৈবর্ত্তেরা (৩) এইরূপ পরামর্শ করিতেছে আমি স্বকর্ণে শুনিলাম। অতএব এস্থানে জীবিকার অভাবে আমাকে শীঘ্রই মরিতে হইবে, ইহা ভাবিয়া মনোদুঃখে আহার করিতে আর

---

(১) 'কর্কট'—কাঁকড়া। (২) 'কুলীরক'—কাঁকড়া। (৩) 'কৈবর্ত্ত'—ধীবর, জেলে।

দরঃ কৃতঃ। ততঃ সর্ব্বৈর্মৎস্যৈরালোচিতম্—ইহ সময়ে তাবদুপ-কারকএবাহয়মুপলক্ষ্যতেঽস্মাকম্। তদয়মেব যথাকর্ত্তব্যং পৃচ্ছ্য-তাম্। তথা চোক্তম্।

উপকর্ত্রাঽরিণা সন্ধির্ন মিত্রেণাঽপকারিণা।
উপকারাপকারৌ হি লক্ষ্যং লক্ষণমেতয়োঃ ॥ ১৬ ॥

মৎস্যা ঊচুঃ—ভো বক কোঽস্মাকং রক্ষণোপায়ঃ। বকো ব্রূতে—অস্তি রক্ষণোপায়ো জলাশয়ান্তরাশ্রয়ণম্। তত্রাঽহমেকৈ-কশো যুষ্মান্ নয়ামি। মৎস্যৈরপি ভয়াদুক্তম্—এবমস্তু। ততোঽসৌ দুষ্টবকস্তান্ মৎস্যানেকৈকশো নীত্বা কস্মিংশ্চিদ্দেশে খাদিত্বা পুন-রাগত্য বদতি—তে ময়া জলাশয়ান্তরে স্থাপিতাঃ। অনন্তরং কুলীরস্তমুবাচ—ভো বক মামপি তত্র নয়। ততো বকোঽপ্যপূর্ব্ব-

---

ইচ্ছা নাই। তাহা শুনিয়া মৎস্যেরা ভাবিল,—এ সময় ইহাঁকেই ত আমাদের হিতকারী বলিয়া বোধ হইতেছে। অতএব ইহাঁকেই জিজ্ঞাসা করি, আমাদের এ সময় কর্ত্তব্য কি?। কথিতও আছে যে,—

উপকারী শত্রু সনে করিবে মিলন, অপকারী মিত্রকেও করিবে বর্জ্জন;
উপকার অপকার এ দুই কারণে, মিত্র আর শত্রু হয় জানিবে ভুবনে (১)। ১৬।

মৎস্যেরা জিজ্ঞাসা করিল,—কিরূপে আমাদের প্রাণরক্ষা হইতে পারে?। বক কহিল,—আর একটি জলাশয় আছে, সেই স্থানে যাইলে তোমাদের প্রাণরক্ষা হয়। আমি তোমাদিগকে এক একটি করিয়া সেই স্থানে রাখিয়া আসিতে পারি। মৎস্যেরাও প্রাণের ভয়ে তাহার কথায় সম্মত হইল। অনন্তর সেই দুষ্ট বক, এক একটি করিয়া মৎস্য লইয়া গিয়া কোনও স্থানে তাহাকে ভক্ষণ করিয়া, ফিরিয়া আসিয়া বলিতে লাগিল, যে, আমি তাহাকে অন্য জলাশয়ে রাখিয়া আসিলাম। অনন্তর একদিন সেই কুলীরক বককে বলিল,—হে বক! আমাকেও সেই জলাশয়ে লইয়া চল। বকও অপূর্ব্ব কর্কট-মাংস ভোজনের লোভে সমাদরপূর্ব্বক তাহাকে

---

(১) ইহার মূল শ্লোকটি মাঘ কবির শিশুপালবধ নামক কাব্যের ২য় সর্গে আছে। শত্রুপক্ষীয় হইয়াও যদি উপকারী হয়, তাহার সহিত সন্ধি করিবে, আর মিত্রপক্ষীয় হইয়াও যদি অপকারী হয়, তাহার সহিত কদাচ সন্ধি করিবে না, কারণ উপকারী ব্যক্তিকেই মিত্র, এবং অপকারী ব্যক্তিকেই শত্রু বলিয়া জানিবে, নতুবা, জাতি, সম্বন্ধ, বা অন্য কোনও কারণে কাহাকেও শত্রু বা মিত্র বলিয়া গণনা করিবে না।

কুলীরমাংসার্থী সাদরং তং নীত্বা স্থলে ধৃতবান্। কুলীরোঽপি মৎস্যকণ্টকাকীর্ণাং ভূমিং দৃষ্ট্বাঽচিন্তয়ৎ—হা হতোঽস্মি মন্দভাগ্যঃ। ভবতু ইদানীং সময়োচিতং ব্যবহরামি। যতঃ।

তাবদ্ ভয়াত্তু ভেতব্যং যাবদ্ভয়মনাগতম্।
আগতং তু ভয় দৃষ্ট্বা প্রহর্ত্তব্যমভীতবৎ॥ ১৭॥

অপরং চ। অভিযুক্তো যদা পশ্যেন্ন কিঞ্চিদ্ধিতমাত্মনঃ।
যুধ্যমানস্তদা প্রাজ্ঞো ম্রিয়তে রিপুণা সহ॥ ১৮॥

ইত্যালোচ্য স কুলীরস্তস্য বকস্য গ্রীবাং চিচ্ছেদ। স বকঃ পঞ্চত্বং গতঃ। অতোঽহং ব্রবীমি—"ভক্ষয়িত্বা বহূন্ মৎস্যান্"—ইত্যাদি। ততঃ পুনরপি স রাজা চিত্রবর্ণোঽব্রবীৎ—শৃণু তাবন্মহামন্ত্রিন্ ময়ৈতদালোচিতম্। যদত্রাঽবস্থিতেনাঽনেন মেঘবর্ণেন রাজ্ঞা যাবন্তি কর্পূরদ্বীপস্যোত্তমবস্তূনি তাবন্ত্যস্মাকমুপনেতব্যানি। তেন মহতা বিলাসেনাঽস্মাভির্বিন্ধ্যাচলে স্থাতব্যম্। দূরদর্শী বিহস্যাহ—দেব—

লইয়া গিয়া এক স্থলভাগে উপস্থিত হইল। কুলীরকও সেই স্থান মৎস্যকণ্টকে সমাকীর্ণ দেখিয়া ভাবিল,—হায়! আমি মারা পড়িলাম! আমি অতি হতভাগ্য! যাহাই হউক, এ সময় যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। কারণ,—

যাবত বিপদ নাহি উপস্থিত হয়, তাবত বিপদ বলি' করিবেক ভয়;
বিপদ আসিলে কিন্তু ত্যজি ভয় মনে, প্রতীকার তাহার করিবে প্রাণপণে। ১৭।

আরো,—

শত্রু-হস্তে রক্ষা নাই দেখি' বিজ্ঞজন, যুঝিতে যুঝিতে প্রাণ করে বিসর্জ্জন। ১৮।

কুলীরক এইরূপ ভাবিয়া বকের গ্রীবা ছেদন করিল। সেই বকও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। এইজন্যই বলিতেছিলাম, যে,—"ভাল মন্দ আদি করি মৎস্য বহুতর"—ইত্যাদি। অনন্তর রাজা চিত্রবর্ণ পুনরায় কহিল,—আমি যাহা মনে মনে কল্পনা করিয়াছি, তাহাও আপনি শ্রবণ করুন। মেঘবর্ণকে এই কর্পূরদ্বীপের রাজপদে স্থাপন করিলে, এ ব্যক্তি এ স্থানের যাবতীয় উৎকৃষ্ট বস্তু সর্ব্বদা আমাদিগকে উপহার পাঠাইবে। আমরা বিন্ধ্যাচলে থাকিয়া পরম সুখে সে সকল বিলাসের সামগ্রী ভোগ করিব। দূরদর্শী তাহা শুনিয়া হাস্য করিয়া বলিল, মহারাজ!—

অনাগতবতীং চিন্তাং কৃত্বা যস্তু প্রহৃষ্যতি।
স তিরস্কারমাপ্নোতি ভগ্নভাণ্ডো দ্বিজো যথা ॥ ১৯ ॥

রাজাহ—কথমেতৎ। দূরদর্শী কথয়তি। অস্তি দেবীকোট্ট-নাম্নি নগরে দেবশর্ম্মা নাম ব্রাহ্মণঃ। তেন মহাবিষুবৎসংক্রান্ত্যাং শক্তুপূর্ণশরাবঃ প্রাপ্তঃ। ততস্তমাদায়াঽসৌ ভাণ্ডপূর্ণকুম্ভকারমণ্ডপিকায়াং রৌদ্রেণাকুলিতঃ সুপ্তঃ। ততঃ শক্তুরক্ষার্থং হস্তে দণ্ডমাদায়াঽচিন্তয়ৎ—যদ্যহমিমং শক্তুশরাবং বিক্রীয় দশ কপর্দ্দকান্ প্রাপ্নোমি তদাঽত্রৈব তৈঃ কপর্দ্দকৈর্ঘটশরাবাদিকমুপক্রীয়াঽনেকধা বৃদ্ধৈস্তৈর্ধনৈঃ পুনঃ পুনঃ পূগবস্ত্রাদিকমুপক্রীয় বিক্রীয় বাণিজ্যং

মনে মনে মনোরথ কল্পনা করিয়া, যে জন তাহাতে উঠে আহ্লাদে মাতিয়া;
অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করে সেই জন, শক্তুভাণ্ড ভগ্ন করি' ব্রাহ্মণ যেমন (১)।১৯।

রাজা জিজ্ঞাসিল,—সে কিরূপ?। দূরদর্শী কহিল। দেবীকোট্ট নগরে দেবশর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি মহাবিষুবসংক্রান্তির দিন এক শরা শক্তু প্রাপ্ত হইলেন (২)। তিনি সেই শক্তু লইয়া রৌদ্রে অত্যন্ত সন্তাপিত হইয়া, এক কুম্ভকারের ভাণ্ডপরিপূর্ণ মণ্ডপে (৩) গিয়া শয়ন করিলেন। সেই শক্তুপূর্ণ শরাখানির রক্ষার জন্য হস্তে যষ্টি লইয়া তিনি মনে মনে এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন,—আমি এই একশরা শক্তু বিক্রয় করিয়া যদি দশ কড়া কড়ি পাই, তবে তদ্দ্বারা এইস্থান হইতে ঘট ও শরা ক্রয় করিব, এবং তাহা বিক্রয় করিয়া যে কড়ি পাইব, পুনরায় তাহা নানা উপায়ে বাড়াইয়া, সেই ধনে পূগ (৪) ও বস্ত্রাদি দ্রব্য বারংবার ক্রয় ও

(১) 'শক্তু-ভাণ্ড'—শক্তুপূর্ণ ভাণ্ড, ছাতুভরা ভাঁড়। যে ব্যক্তি কালনেমির লঙ্কাভাগের ন্যায় মনে মনে উচ্চ আশা কল্পনা করিয়া তাহাতে উন্মত্ত হয়, তাহাকে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়; এক ব্রাহ্মণ ঐরূপ কল্পনায় মত্ত হইয়া শেষে নিজের ছাতুর ভাঁড়টি ভাঙ্গিয়া ফেলিল, আর লাঞ্ছনাও ভোগ করিল।

(২) 'মহাবিষুবসংক্রান্তি'—চৈত্রসংক্রান্তি; এই সময় সূর্য্য মেষরাশিতে গমন করে; চৈত্রমাসের শেষ ও বৈশাখের আরম্ভকাল। এই সংক্রান্তিতে পিতৃলোকের উদ্দেশে ব্রাহ্মণকে শক্তু অর্থাৎ ছাতু, জলপূর্ণ কলস প্রভৃতি দান করিতে হয়; যথা কুলার্ণবে,—"যো দদাতি হি মেষাদৌ শক্তূনম্বুঘটান্বিতান্। পিতৃমুদ্দিশ্য বিপ্রেভ্যঃ সর্ব্বপাপৈর্বিমুচ্যতে"। ইতি। অপিচ,—"মেষাদৌ শক্তবো দেয়া বারিপূর্ণা চ গর্গরী"। ইতি।

(৩) 'কুম্ভকার'—কুমার। 'ভাণ্ডপরিপূর্ণ মণ্ডপে' অর্থাৎ কুমারের যে গৃহে হাঁড়ি, কলসি, শরা, মালসা প্রভৃতি স্তরে স্তরে চারিদিকে সাজান আছে, সেই গৃহে।

(৪) 'পূগ'—গুবাক, সুপারী।

কৃত্বা লক্ষসংখ্যকধনান্যুৎপাদ্য বিবাহচতুষ্টয়ং করোমি। ততস্তাসু পত্নীষু যা রূপযৌবনবতী তস্যামধিকানুরাগং করোমি। তদনন্তরং সঞ্জাতের্ষ্যাস্তাঃ সপত্ন্যো যদাহন্যোন্যং দ্বন্দ্বং করিষ্যন্তি তদাহহং কোপাকুলস্তা লগুড়েন তাড়য়িষ্যামি। ইত্যভিধায় তেন লগুড়ঃ ক্ষিপ্তঃ। তেন শক্তুশরাবশ্চূর্ণিতো ভাণ্ডানি চ বহূনি ভগ্নানি। ততো ভগ্নভাণ্ডশ্রবণাদাগত্য কুম্ভকারেণ গলে হস্তং দত্ত্বা ব্রাহ্মণস্তিরস্কৃতো মণ্ডপাদ্‌বহিষ্কৃতশ্চ। অতোহহং ব্রবীমি—"অনাগতবতীং চিন্তাম্"—ইত্যাদি। ততো রাজা রহসি গৃধ্রং মন্ত্রিণং পপ্রচ্ছ—তাত যথাকর্ত্তব্যং তথোপদিশ। গৃধ্রো বদতি।

মদোদ্ধতস্য নৃপতেঃ প্রকীর্ণস্যেব দন্তিনঃ।
গচ্ছন্ত্যুন্মার্গযাতস্য নেতারঃ খলু বাচ্যতাম্ ॥ ২০ ॥

শৃণু তাবৎ দেব—কিমস্মাভির্বলদর্পাদ্দুর্গং ভগ্নং কিংবা ভবতঃ প্রতাপাধিষ্ঠিতেনোপায়েন। রাজাহ—ভবতামুপায়েন। গৃধ্রো

বিক্রয় করিব। এইরূপ বাণিজ্য দ্বারা ক্রমে যখন আমার লক্ষ মুদ্রা সঞ্চয় হইবে, তখন চারিটি বিবাহ করিব। সেই চারিটি পত্নীর মধ্যে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রূপবতী ও যুবতী হইবে, আমি তাহাকেই অধিক ভালবাসিব। ইহাতে তাহার সপত্নীরা ঈর্ষ্যা করিয়া যখন পরস্পর কলহ আরম্ভ করিবে, তখন আমি ক্রোধে অধীর হইয়া তাহাদিগকে লগুড় প্রহার করিব। ব্রাহ্মণ এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সত্য সত্যই ক্রোধে অধীর হইয়া হস্তস্থিত সেই লগুড় যেমন নিক্ষেপ করিলেন, অমনি তাঁহার সেই শক্তুর শরাখানি চূর্ণ হইল এবং কুম্ভকারের অনেকগুলি ভাণ্ডও ভগ্ন হইল। সেই সকল ভাণ্ড ও শরা প্রভৃতির চুরমার শব্দে কুম্ভকার সেইস্থানে আসিয়া ব্রাহ্মণকে গালি দিতে দিতে গলহস্ত দিয়া বহিষ্কৃত করিল। এইজন্যই আমি বলিতেছিলাম যে,—"মনে মনে মনোরথ কল্পনা করিয়া"—ইত্যাদি। অনন্তর রাজা চিত্রবর্ণ গৃধ্র মন্ত্রীকে গোপনে জিজ্ঞাসা করিল—পিতঃ! তবে কি কর্ত্তব্য, তাহা আমাকে উপদেশ করুন। গৃধ্র কহিল,—

রাজা যদি মদমত্ত মাতঙ্গের প্রায়, অভিমানে অন্ধ হ'য়ে কুপথেতে ধায়;
তবে তার উপদেষ্টা যত মন্ত্রিগণ, লোকের নিকট হয় নিন্দার ভাজন। ২০।

শুনুন মহারাজ! আমরা যে এই শত্রু-দুর্গ ভগ্ন করিয়াছি, তাহা কি বাহুবলে? না মন্ত্রণা-কৌশলে?। রাজা বলিল,—আপনারি মন্ত্রণাকৌশলে। তখন গৃধ্র

ব্রূতে—যদ্যস্মদ্বচনং ক্রিয়তে তদা স্বদেশে গম্যতাম্। অন্যথাসন্নে বর্ষাকালে তুল্যবলেন সহ পুনর্বিগ্রহে সত্যস্মাকং পরভূমিষ্ঠানাং স্বদেশগমনমপি দুর্লভং ভবিষ্যতি। তৎ সুখশোভার্থং সন্ধায় গম্যতাম্। দুর্গং ভগ্নং কীর্ত্তিশ্চ লব্ধৈব। মম সম্মতং তাবদেতৎ। যতঃ।

যোহি ধর্ম্মং পুরস্কৃত্য হিত্বা ভর্ত্তুঃ প্রিয়াপ্রিয়ম্।
অপ্রিয়াণ্যাহ পথ্যানি তেন রাজা সহায়বান্ ॥ ২১ ॥

অপরং চ। সন্ধিমিচ্ছেৎ সমেনাঽপি সন্দিগ্ধো বিজয়ো যুধি।
ন হি সংশয়িতং কুর্য্যাদিত্যুবাচ বৃহস্পতিঃ ॥ ২২ ॥

অন্যচ্চ। সুহৃদ্বলং তথা রাজ্যমাত্মানং কীর্ত্তিমেব চ।
যুধি সন্দেহদোলাস্থং কোহি কুর্য্যাদবালিশঃ ॥ ২৩ ॥

অপি চ। যুদ্ধে বিনাশো ভবতি কদাচিদুভয়োরপি।
সুন্দোপসুন্দাবন্যোন্যং সমবীর্য্যৌ হতৌ ন কিম্ ॥ ২৪ ॥

কহিল,—যদি আমার মন্ত্রণা শুনেন, তবে স্বদেশে ফিরিয়া চলুন। নতুবা, যখন ঘোর বর্ষাকাল আসিবে, তখন এই সমকক্ষ রাজার সহিত পুনরায় সংগ্রাম হইলে, এই বিদেশ হইতে স্বদেশে ফিরিয়া যাওয়াই আমাদের দুর্ঘট হইবে। অতএব এই রাজার সহিত সন্ধি করিয়া চলুন, তাহাতে আমাদের সুখসমৃদ্ধি ও সম্মান সকলি বজায় থাকিবে, কেন না, আমরা এক্ষণে শত্রুদুর্গও ভগ্ন করিয়াছি এবং কীর্ত্তিও লাভ করিয়াছি। আমার মতে ইহাই সৎপরামর্শ।

প্রভুর সন্তোষ কিম্বা রোষ না ভাবিয়া, ধর্ম্মকথা বলে যেই নির্ভয় হইয়া;
হিতবাক্য অপ্রিয় হ'লেও যে শুনায়, সেই জন নৃপতির প্রকৃত সহায়। ২১।

আরো,—

বিজয়ে সংশয় রাজা বুঝিবে যখন, সমকক্ষ-সনে সন্ধি করিবে তখন;
অনিশ্চিতে সহসা না যাবে কদাচন, অমর-গুরুর ইহা শাস্ত্রের বচন (১)। ২২।

আরো,—

আপনার মিত্র, সৈন্য, রাজ্য, প্রাণ, মান, সমরে সঙ্কটে ফেলে কোন্ বুদ্ধিমান? ।২৩।

---

(১) সমকক্ষ শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিলে জয় হইবে বা পরাজয় হইবে তাহার স্থিরতা নাই। অতএব এরূপ সংশয়ের স্থলে রাজা যুদ্ধ না করিয়া সন্ধিই করিবে, ইহা অমরগুরু অর্থাৎ বৃহস্পতির উপদেশ।

রাজোবাচ—কথমেতৎ। মন্ত্রী কথয়তি। পুরা দৈত্যৌ মহোদয়ৌ সুন্দোপসুন্দনামানৌ মহতা কায়ক্লেশেন ত্রৈলোক্যরাজ্যকামনয়া চিরাচ্চন্দ্রশেখরমারাধিতবন্তৌ। ততস্তয়োর্ভগবান্ পরিতুষ্টঃ সন্—বরং বরয়তম্—ইত্যুবাচ। অনন্তরং তয়োঃ কণ্ঠাধিষ্ঠিতায়াঃ সরস্বত্যাঃ প্রভাবাৎ তাবন্যদ্বক্তু কামাবন্যদভিহিতবন্তৌ। যদ্যাবয়োর্ভগবান্ পরিতুষ্টস্তদা স্বপ্রিয়াং পার্ব্বতীং পরমেশ্বরো দদাতু। অথ ভগবতা ক্রুদ্ধেন বরদানস্যাবশ্যকতয়া বিচারমূঢ়য়োঃ পার্ব্বতী প্রদত্তা। ততস্তস্যা রূপলাবণ্যলুব্ধাভ্যাং জগদ্ঘাতিভ্যাং মনসোৎসুকাভ্যাং পাপতিমিরাভ্যাং মমেত্যন্যোন্যকলহাভ্যাং প্রমাণপুরুষঃ কশ্চিৎ পৃচ্ছ্যতামিতি মতৌ কৃতায়াং সএব ভট্টারকো বৃদ্ধদ্বিজরূপঃ সমাগত্য তত্রোপস্থিতঃ।

আরো দেখুন!—

সমানে সমানে যুদ্ধ হইলে ঘটনা, উভয়েরি বিনাশের আছে সম্ভাবনা;
সুন্দ উপসুন্দ নামে দুই দৈত্যবর, সমানে সমানে যুঝি' গেল যমঘর। ২৪।

রাজা জিজ্ঞাসিল,—সে কিরূপ?। মন্ত্রী কহিল। পূর্ব্বকালে সুন্দ ও উপসুন্দ নামে দুই মহাপ্রভাব দৈত্য ত্রিলোকীর আধিপত্যকামনায় বহুকাল অতি কঠোর তপস্যা করিয়া ভগবান্ চন্দ্রশেখর হরের আরাধনা করিয়াছিল। মহাদেব তাহাদের আরাধনায় পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন,—তোমরা উভয়ে আমার নিকট বর প্রার্থনা কর। তাহারা যেমন ত্রিলোকীর আধিপত্য প্রার্থনা করিবে, অমনি দুষ্টসরস্বতী আসিয়া তাহাদের কণ্ঠে অধিষ্ঠান করিলেন, এবং তাহাদিগকে সে কথা না বলাইয়া অন্য কথা বলাইলেন। তাহারা কহিল,—হে পরমেশ্বর! আপনি যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন তবে আপনার প্রিয়তমা পার্ব্বতীকে আমাদিগকে দান করুন। তাহাদের সেই প্রার্থনায় মহাদেব ক্রুদ্ধ হইলেন, কিন্তু যখন অঙ্গীকার করিয়াছেন তখন অবশ্যই বর দিতে হইবে, ইহা ভাবিয়া অগত্যা সেই দুই দুর্ব্বুদ্ধি দৈত্যকে পার্ব্বতী প্রদান করিলেন। অনন্তর সৃষ্টিসংহারী সেই দুই পাপাত্মা দৈত্য ভগবতী পার্ব্বতীর রূপলাবণ্যে এরূপ বিমোহিত ও অধীরচিত্ত হইল যে,—"এ সুন্দরীকে আমিই লইব"—ইহা বলিয়া পরস্পরে ঘোর কলহ আরম্ভ করিল। শেষে উভয়ে এই স্থির করিল,—আইস! আমরা এই বিবাদ ভঞ্জনের জন্য কোনও ব্যক্তিকে মধ্যস্থ মানি, তিনি বিচার করিয়া যাহাকে দিবেন, এ সুন্দরী তাহারই হইবে।

অনন্তরমাবাভ্যামিয়ং স্ববললব্ধা কন্যেয়মাবয়োর্ভবতীতি ব্রাহ্মণমপৃচ্ছতাম্। ব্রাহ্মণো ব্রূতে।

জ্ঞানশ্রেষ্ঠো দ্বিজঃ পূজ্যঃ ক্ষত্রিয়ো বলবানপি।
ধনধান্যাধিকো বৈশ্যঃ শূদ্রস্তু দ্বিজসেবয়া॥ ২৫॥

তদ্‌যুবাং ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাণৌ। যুদ্ধমেব যুবয়োর্নিয়মঃ। ইত্যভিহিতে সতি সাধূক্তমনেনেতি কৃত্বাঽন্যোন্যতুল্যবীর্য্যৌ সমকালমন্যোন্যঘাতেন বিনাশমুপগতৌ। অতোঽহং ব্রবীমি—"সন্ধিমিচ্ছেৎ সমেনাঽপি"—ইত্যাদি। রাজাহ—তৎ কিং প্রাগেব নেদমুপদিষ্টম্। মন্ত্রী বদতি—তদা কিং মম বচনমবসানপর্য্যন্তং শ্রুতং ভবদ্ভিঃ। তদাপি মম সম্মত্যা নায়ং বিগ্রহারম্ভঃ। যতঃ সন্ধেয়গুণযুক্তোঽয়ং হিরণ্যগর্ভো ন বিগ্রাহ্যঃ। তথা চোক্তম্।

ইত্যবসরে সেই ভগবান্ মহাদেবই এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া তাহাদের সমীপে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর তাহারা উভয়েই সেই ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিল,—আমরা তপোবলে এই সুন্দরীকে লাভ করিয়াছি, এক্ষণে আমাদের উভয়ের মধ্যে কে ইহাঁকে ভোগ করিবে?। ব্রাহ্মণ কহিলেন,—

জ্ঞানের গৌরবে পূজা লভয়ে ব্রাহ্মণ, ভুজবলে পূজ্য হয় ক্ষত্রিয় যে জন;
ধন ধান্য সম্পদেই বৈশ্য মান পায়, শূদ্রের প্রাধান্য হয় ব্রাহ্মণসেবায়। ২৫।

তোমরা উভয়ে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মান্বিত, অতএব তোমরা পরস্পর যুদ্ধ কর, যে জয়ী হইবে, সে ইহাঁকে গ্রহণ করিবে। ব্রাহ্মণ এই কথা বলিলে, তাহারা তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। উভয়েরই সমান বলবীর্য্য, উভয়েই পরস্পরকে সাংঘাতিক আঘাত করিয়া এককালে উভয়েই হত হইল। এইজন্যই আমি বলিতেছিলাম যে,—"সমকক্ষ-সনে সন্ধি করিবে"—ইত্যাদি। রাজা কহিল,—তবে আপনি পূর্ব্বেই এ পরামর্শ দেন নাই কেন?। মন্ত্রী বলিল,—আপনি কি তখন আমার কথার শেষ পর্য্যন্ত শুনিয়াছিলেন?। তখন ত আমার মতে এ যুদ্ধ আরম্ভ হয় নাই। কারণ আমার মতে এই রাজা হিরণ্যগর্ভের সহিত যুদ্ধ করা উচিত নহে, ইহাঁর যে সকল গুণ আছে, তাহাতে ইহাঁর সহিত সন্ধি করাই উচিত। কথিতও আছে যে,—(১)

---

(১) কার কার সহিত সন্ধি করা উচিত, তাহাই এস্থলে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।

সত্যার্য্যো ধার্ম্মিকোঽনার্য্যো ভ্রাতৃসঙ্ঘাতবান্ বলী।
অনেকযুদ্ধবিজয়ী সন্ধেয়াঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ ॥ ২৬ ॥
সত্যোঽনুপালয়ন্ সত্যং সন্ধিতো নৈতি বিক্রিয়াম্।
প্রাণবাধেঽপি সুব্যক্তমার্য্যো নায়াত্যনার্য্যতাম্ ॥ ২৭ ॥
ধার্ম্মিকস্যাঽভিযুক্তস্য সর্ব্বএব হি যুধ্যতে।
প্রজানুরাগাদ্ধর্ম্মাচ্চ দুঃখচ্ছেদ্যো হি ধার্ম্মিকঃ ॥ ২৮ ॥
সন্ধিঃ কার্য্যোঽপ্যনার্য্যেণ বিনাশে সমুপস্থিতে।
বিনা তস্যাশ্রয়েণার্য্যঃ কুর্য্যান্ন কালযাপনম্ ॥ ২৯ ॥
সংহতত্বাদ্‌যথা বেণুর্নিবিড়ঃ কণ্টকৈর্বৃতঃ।
ন শক্যতে সমুচ্ছেত্তুং ভ্রাতৃসঙ্ঘাতবাংস্তথা ॥ ৩০ ॥

সত্যনিষ্ঠ, আর্য্য আর ধার্ম্মিক যে জন, অনার্য্য, সহায় যার বহু ভ্রাতৃগণ ;
প্রবল যে, বহু যুদ্ধে জয়ী যেই জন, এই সাত সনে সন্ধি করিবে স্থাপন (১) ।২৬।
সত্যনিষ্ঠ নিজসত্য করয়ে পালন, ভগ্ন নাহি করে কভু সন্ধির বন্ধন ;
প্রাণান্তেও আর্য্য কভু অনার্য্য না হয়, তাহার সহিত সন্ধি চিরকাল রয়। ২৭।
ধার্ম্মিকের সনে সন্ধি করিবে স্থাপন, তাঁর সনে যুদ্ধ না করিবে কদাচন ;
বিপক্ষে তাঁহাকে যদি করে আক্রমণ, তাঁহারি স্বপক্ষ হোয়ে যুঝে সর্ব্বজন ;
প্রজা প্রতি অনুরাগ আর ধর্ম্মবলে, ধার্ম্মিক দুর্জ্জয় অতি জানিবে ভূতলে। ২৮।
অনার্য্য সনেও রাজা সদ্ভাব রাখিবে, অসভ্য বলিয়া তারে ঘৃণা না করিবে ;
কখনো আসিতে পারে এমন সময়, অনার্য্য-আশ্রয়ে যবে প্রাণরক্ষা হয় (২) ।২৯।
যে বংশ নিবিড় ঝাড়ে পরিবৃত রয়, ছেদন যেমন তার সহজে না হয় ;
তেমনি অনেক ভ্রাতা যাহার সহায়, তাহারে সহজে জয় করা নাহি যায়। ৩০।

---

(১) (১) 'সত্যনিষ্ঠ'—যে প্রাণান্তে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না। (২) 'আর্য্য'—যে ব্যক্তি সৎকুলোদ্ভব সুসভ্য ও সদাচারনিষ্ঠ। (৩) 'ধার্ম্মিক'—যে সদা ধর্ম্মপথে চলে। (৪) 'অনার্য্য'—হীনজাতীয়, অসভ্য, কদাচারসম্পন্ন। (৫) 'বহু ভ্রাতৃগণ যার সহায়'—অর্থাৎ বিস্তর ভাই বন্ধু ও জ্ঞাতি প্রাণপণে যাহার সাহায্যে নিযুক্ত। (৬) 'প্রবল'—যে ব্যক্তি লোকবলে অর্থবলে ও নীতিশক্তিপ্রভাবে অতিপ্রবলপরাক্রান্ত। (৭) 'বহুযুদ্ধে জয়ী'—নিজ প্রতাপে যে বিস্তর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে। এই সাত প্রকার বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ না করিয়া সন্ধি করিবে, কেন না ইহাদের সহিত যুদ্ধ করিলে নিজেরই পরাজয়ের সম্ভাবনা, এবং সন্ধি করিলে বিস্তর উপকারের সম্ভাবনা।

(২) গুহক চণ্ডাল ও বানরগণের সহিত সদ্ভাব করিয়া রামচন্দ্র অশেষ সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। সিপাহি-বিদ্রোহ কালে অনেক ইংরাজ অসভ্যগণের আশ্রয়লাভে প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। অতএব অনার্য্য অর্থাৎ অসভ্যজাতির সহিত যুদ্ধ বিগ্রহ না করিয়া সন্ধি করাই উচিত।

বলিনা সহ যোদ্ধব্যমিতি নাস্তি নিদর্শনম্।
প্রতিবাতং ন হি ঘনঃ কদাচিদুপসর্পতি ॥ ৩১ ॥
জমদগ্নেঃ সুতস্যেব সর্ব্বঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।
অনেকযুদ্ধজয়িনঃ প্রতাপাদেব ভুজ্যতে ॥ ৩২ ॥
অনেকযুদ্ধবিজয়ী সন্ধানং যস্য গচ্ছতি।
তৎপ্রতাপেন তস্যাশু বশমায়ান্তি শত্রবঃ ॥ ৩৩ ॥

তদত্র বহুভির্গুণৈরুপেতঃ সন্ধেয়োঽয়ং রাজহংসঃ। চক্রবাকোঽবদৎ—প্রণিধে সর্ব্বমবগতম্। ব্রজ পুনরাগমিষ্যসি। অথ হিরণ্যগর্ভশ্চক্রবাকং পৃষ্টবান্—মন্ত্রিন্ অসন্ধেয়াঃ কতি। তান্ বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি। মন্ত্রী ব্রূতে—দেব কথয়ামি। শৃণু।

বালো বৃদ্ধো দীর্ঘরোগী তথা জ্ঞাতিবহিষ্কৃতঃ।
ভীরুকো ভীরুকজনো লুব্ধো লুব্ধজনস্তথা ॥ ৩৪ ॥

বহিলে প্রবল ঝড়, জলদ যেমন, তার প্রতিকূল দিকে না করে গমন;
তেমনি প্রবল সনে না করিবে রণ, তার অনুকূলে সদা করিবে গমন (১)। ৩১।
বহু যুদ্ধে জয়ী যেই ভার্গবের মত, (২) প্রতাপে সর্ব্বত্র সবে যার পদানত;
তাহার সহিত সন্ধি করিবে স্থাপন, তাহারি প্রতাপে বশে থাকে সর্ব্বজন।৩২।৩৩।

অতএব এই রাজা রাজহংস সন্ধির উপযুক্ত পাত্র, কারণ ইঁহাতে সন্ধির উপযোগী বহুতর গুণ আছে। চক্রবাক কহিল,—গূঢ়চর! তুমি সমস্ত জ্ঞাত হইলে ত? এক্ষণে তুমি গমন কর, পুনরায় আসিও। অনন্তর হিরণ্যগর্ভ চক্রবাককে জিজ্ঞাসা করিল,—হে মন্ত্রিবর! যে সকল রাজার সহিত সন্ধি না করিয়া যুদ্ধ করা উচিত, সে সকল আপনি নির্দ্দেশ করুন, আমি তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। মন্ত্রী কহিল,—মহারাজ! বলিতেছি শুনুন (৩)।

বাল, বৃদ্ধ, দীর্ঘরোগী, জ্ঞাতি-বহিষ্কৃত, ভীরু, ভীরুজন, লুব্ধ, লুব্ধ-পরিবৃত;

---

(১) ঝড়ের দিকে মেঘ যেমন কদাচ গমন করে না, তেমনি প্রবল বিপক্ষের দিকে রাজাও কদাচ যুদ্ধার্থ যাইবে না, যাইলেই ছিন্ন ভিন্ন হইবে।

(২) 'ভার্গবের মত'—পরশুরামের ন্যায় যে রাজা অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে।

(৩) যাহাদের সহিত সন্ধি না করিয়া যুদ্ধ করিবে, তাহাদের বিষয় এস্থলে কথিত হইতেছে। ফল কথা এই যে,—যে যে স্থলে যুদ্ধ করিলে জয়লাভের বিশেষ সম্ভাবনা, সেই সেই স্থলেই সন্ধি না করিয়া যুদ্ধ করিবে।

বিরক্তপ্রকৃতিশ্চৈব বিষয়েষ্বতিসক্তিমান্‌।
অনেকচিত্তমন্ত্রশ্চ দেবব্রাহ্মণনিন্দকঃ ॥ ৩৫ ॥
দৈবোপহতকশ্চৈব দৈবচিন্তকএব চ।
দুর্ভিক্ষব্যসনোপেতো বলব্যসনসঙ্কুলঃ ॥ ৩৬ ॥
অদেশস্থো বহুরিপুর্যুক্তঃ কালেন যশ্চ ন।
সত্যধর্ম্মব্যপেতশ্চ বিংশতিঃ পুরুষা অমী ॥ ৩৭ ॥
এতৈঃ সন্ধিং ন কুর্বীত বিগৃহ্নীয়াত্তু কেবলম্‌।
এতে বিগৃহ্যমাণা হি ক্ষিপ্রং যান্তি রিপোর্বশম্‌ ॥ ৩৮ ॥

বিরক্তপ্রকৃতি, অতি বিষয়সেবক, বহুচিত্তমন্ত্র, দেব-ব্রাহ্মণ-নিন্দক ;
দৈবোপহতক, আর দৈবপরায়ণ, দুর্ভিক্ষব্যসনী, বলব্যসনী যে জন ;
অদেশস্থ, আর যেবা বহু-শত্রু-যুত, অকালস্থ, আর সত্যধর্ম্ম-পরিচ্যুত ;
সন্ধি না করিবে এই বিংশতির সনে, নৃপতি এসব শত্রু আক্রমিবে রণে ;
এ সবারে আক্রমণ করিবে যখনি, বশ্যতা স্বীকার এরা করিবে তখনি (১)।৩৪। ৩৫। ৩৬। ৩৭। ৩৮।

---

(১) ৩৪। ৩৫। ৩৬। ৩৭। ৩৮।—(১) 'বাল'—যে অল্পবয়স্ক এবং যাহার বল বীর্য্য জ্ঞান ও সাহস অতি সামান্য, এবং যে যুদ্ধের ফলাফল বুঝিতে অক্ষম। (২) 'বৃদ্ধ'—জরায় যাহার বল বুদ্ধি ও উৎসাহ প্রভৃতি ক্ষয় পাইয়াছে। (৩) 'দীর্ঘরোগী'—যে চিরকাল রোগগ্রস্ত বলিয়া অকর্ম্মণ্য। (৪) 'জ্ঞাতি-বহিষ্কৃত'—সমস্ত জ্ঞাতি ও বন্ধুগণ যাহার উপর নিতান্ত বিরক্ত। (৫) 'ভীরু'—ভয়শীল, অর্থাৎ যে প্রাণভয়ে যুদ্ধ ছাড়িয়া পলায়ন করে। (৬) 'ভীরুজন'—অর্থাৎ যাহার সৈন্য সামন্ত লোক জন প্রভৃতি প্রাণভয়ে যুদ্ধ ছাড়িয়া পলায়ন করে। (৭) 'লুব্ধ'—যে অত্যন্ত লোভী, অর্থাৎ যে আপন সৈন্য সামন্ত প্রভৃতিকে তাহাদের লভ্যাংশ হইতে বঞ্চিত করিয়া সকলি আত্মসাৎ করে। (৮) 'লুব্ধপরিবৃত'—অত্যন্ত লুব্ধস্বভাব লোকজনে যে রাজা সর্ব্বদা পরিবেষ্টিত থাকে, অর্থাৎ যাহার ভৃত্যগণ অর্থলোভে প্রভুর সর্ব্বনাশ ঘটায়। (৯) 'বিরক্তপ্রকৃতি'—মন্ত্রী পরিজন সৈন্য সামন্ত ও প্রজাবর্গ যে রাজার প্রতি নিতান্ত বিরক্ত থাকে। (১০) 'অতিবিষয়সেবক'—যে রাজা সদাই ইন্দ্রিয়সুখে মত্ত থাকে। (১১) 'বহুচিত্তমন্ত্র'—মন্ত্রণাবিষয়ে যে রাজার চিত্তের স্থৈর্য্য নাই, চপলতা বশত মন্ত্রিগণের গূঢ় মন্ত্রণা অন্যের নিকট ব্যক্ত করে। (১২) 'দেবব্রাহ্মণনিন্দক'—যে রাজা আরাধ্য দেবতার প্রতি ও উপদেষ্টা ব্রাহ্মণের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করে। (১৩) 'দৈবোপহতক'—অর্থাৎ যাহার প্রতি দৈব নিতান্ত প্রতিকূল। (১৪) 'দৈবপরায়ণ'—যে রাজা নিতান্ত কাপুরুষ, কেবল দৈবের উপর নির্ভর করিয়া স্বয়ং নিশ্চেষ্ট থাকে। (১৫) 'দুর্ভিক্ষব্যসনী'—যে রাজা দুর্ভিক্ষরূপ ব্যসন অর্থাৎ বিপদে পতিত, অর্থাৎ যাহার প্রজারা দুর্ভিক্ষে মারা যাইতেছে। (১৬) 'বলব্যসনী'—যে রাজার বল অর্থাৎ সৈন্যে ব্যসন অর্থাৎ বিপদ উপস্থিত, অর্থাৎ যাহার সৈন্যমধ্যে রোগ মারিভয় অসন্তোষ অবাধ্যতা প্রভৃতি বিশৃঙ্খলা ঘটে। (১৭) 'অদেশস্থ'—

বালস্যাঽল্পপ্রভাবত্বান্ন লোকো যোদ্ধুমিচ্ছতি।
যুদ্ধাযুদ্ধফলং যস্মাজ্‌জ্ঞাতুং শক্তো ন বালিশঃ ॥ ৩৯ ॥
উৎসাহশক্তিহীনত্বাদ্ বৃদ্ধো দীর্ঘাময়স্তথা।
স্বৈরেব পরিভূয়েতে দ্বাবপ্যেতাবসংশয়ম্ ॥ ৪০ ॥
সুখোচ্ছেদ্যশ্চ ভবতি সর্ব্বজ্ঞাতিবহিষ্কৃতঃ।
তএবৈনং বিনিঘ্নন্তি জ্ঞাতয়স্ত্বাত্মসাৎকৃতাঃ ॥ ৪১ ॥
ভীরুর্যুদ্ধপরিত্যাগাৎ স্বয়মেব প্রণশ্যতি।
তথৈব ভীরুকজনঃ সঙ্গ্রামে তৈর্বিমুচ্যতে ॥ ৪২ ॥
লুব্ধস্যাঽসংবিভাগিত্বান্ন যুধ্যন্তেঽনুজীবিনঃ।
লুব্ধানুজীবিকৈরেষ দানভিন্নৈর্নিহন্যতে ॥ ৪৩ ॥
সন্ত্যজ্যতে প্রকৃতিভির্বিরক্তপ্রকৃতির্যুধি।
সুখাভিযোজ্যো ভবতি বিষয়েষ্বতিসক্তিমান্ ॥ ৪৪ ॥

বালকের অল্প বীর্য্য অল্প বুদ্ধিবল, বুঝিতে না পারে সে যুদ্ধের ফলাফল ;
সে কারণে লোক জন সৈন্য সমুদায়, বালক রাজার পক্ষে যুঝিতে না চায় ।৩৯।
বৃদ্ধ কিম্বা চিররোগী হয় যে নৃপতি, নাহি থাকে সে দুয়ের উৎসাহ শকতি ;
স্বপক্ষেই এ উভয়ে নাহি করে ভয়, যুদ্ধে সহজেই এরা মানে পরাজয়। ৪০।
সর্ব্ব-জ্ঞাতি-বহিষ্কৃত হয় যে নৃপতি, সহজেই নষ্ট হয় সেই দুষ্টমতি ;
তার জ্ঞাতিগণেরে করিয়া আত্মসাত্, তারি জ্ঞাতি দিয়া তারে করিবে নিপাত।৪১।
ভীরু রাজা যুদ্ধ ছাড়ি করে পলায়ন, সহজেই শত্রুহস্তে সে পায় নিধন ;
লোকজন সৈন্য যদি অতি ভীরু হয়, সমরে রাজারে ছাড়ি পলায় নিশ্চয়। ৪২।
লুব্ধ রাজা অর্থ নাহি দেয় ভৃত্যগণে, তার তরে কেহ নাহি যুঝে সে কারণে ;
আর যদি ধনলুব্ধ হয় লোক জন, অর্থলোভে নৃপতির ঘটায় নিধন। ৪৩।
আপন প্রকৃতিগণ বিরক্ত যাহার, যুদ্ধকালে সবে তারে করে পরিহার (১) ;

যে রাজা নিজ দুর্গ প্রভৃতি সুরক্ষিত স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অনায়ত্ত স্থানে পতিত হয়। (১৮) 'বহুশত্রুযুত'—যে রাজার চারি দিকে অনেক শত্রু। (১৯) 'অকালস্থ'—যে রাজার অতি দুঃসময়। (২০) 'সত্যধর্ম্মপরিচ্যুত'—যে রাজা সত্য ও ধর্ম্মের পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে। এই বিংশতিপ্রকার রাজার সহিত সন্ধি না করিয়া যুদ্ধ করিবে, কেন না, ইহাদিগকে আক্রমণ করিলে ইহারা সহজেই পরাজিত হয়। যে যে কারণে ইহারা পরাজিত হয়, তাহা পরবর্ত্তী শ্লোক সকলে প্রদর্শিত হইয়াছে।

(১) 'প্রকৃতিগণ'— মন্ত্রী সৈন্য সামন্ত পরিজন ও প্রজাবর্গ বিরক্ত অর্থাৎ রাজার প্রতি নিতান্ত

অনেকচিত্তমন্ত্রস্তু দ্বেষ্যো ভবতি মন্ত্রিণাম্।
অনবস্থিতচিত্তত্বাৎ কার্য্যে তৈঃ স উপেক্ষ্যতে॥ ৪৫॥
সদা ধর্ম্মবলীয়স্ত্বাদ্দেবব্রাহ্মণনিন্দকঃ।
বিশীর্য্যতে স্বয়ং হ্যেব দৈবোপহতকস্তথা॥ ৪৬॥
সম্পত্তেশ্চ বিপত্তেশ্চ দৈবমেব হি কারণম্।
ইতি দৈবপরো ধ্যায়ন্ নাত্মানমপি চেষ্টয়েৎ॥ ৪৭॥
দুর্ভিক্ষব্যসনী চৈব স্বয়মেবাঽবসীদতি।
বলব্যসনযুক্তস্য যোদ্ধুং শক্তির্ন জায়তে॥ ৪৮॥
অদেশস্থো হি রিপুণা স্বল্পকেনাঽপি হন্যতে।
গ্রাহোঽল্পীয়ানপি জলে গজেন্দ্রমপি কর্ষতি॥ ৪৯॥
বহুশত্রুস্তু সন্ত্রস্তঃ শ্যেনমধ্যে কপোতবৎ।
যেনৈব গচ্ছতি পথা তেনৈবাঽসৌ বিপদ্যতে॥ ৫০॥

নিতান্ত ইন্দ্রিয়সুখে আসক্ত যে হয়, বিপক্ষ সহজে তারে করে পরাজয়। ৪৪।
মন্ত্রণাবিষয়ে যার স্থির নহে মতি, অমাত্যগণের দ্বেষ্য হয় সে নৃপতি;
অস্থির প্রকৃতি তার হেরি মন্ত্রিগণ, কার্য্যকালে উপেক্ষা করয়ে প্রদর্শন (১)। ৪৫।
দেবতা ব্রাহ্মণে দ্বেষ করে যে নৃপতি, আর যার প্রতি দৈব প্রতিকূল অতি;
আপন অধর্ম্মে নষ্ট হয় সে উভয়, ধর্ম্মই প্রধান বল জানিবে নিশ্চয়। ৪৬।
বিপদ সম্পদ যত দৈবের কারণে, দৈবপরায়ণ ইহা ভাবে মনে মনে;
ইহা ভাবি সর্ব্ব চেষ্টা করে পরিহার, সহজে বিপক্ষ তারে করয়ে সংহার। ৪৭।
যে নৃপতি দুর্ভিক্ষ-ব্যসনে মগ্ন হয়, নিজেই সে অবসন্ন হয় অতিশয়;
সৈন্যের ব্যসনে মগ্ন হয় যে নৃপতি, আর তার যুঝিবার না থাকে শকতি। ৪৮।
অস্থানে নৃপতি যদি নিপতিত হয়, ক্ষুদ্রেও আসিয়া তারে করে পরাজয়;
গজেন্দ্রও জলমধ্যে হইলে মগন, ক্ষুদ্র কুম্ভীরেও তারে করে আকর্ষণ। ৪৯।
চারি দিকে বহু শত্রু আছে যে রাজার, কোনো দিকে রক্ষা আর নাহি থাকে তার;

সেরূপ হইলে যুদ্ধকালে কেহই তাহার সাহায্য করে না, সুতরাং আক্রমণ করিলেই তাহাকে পরাজয় করিতে পারে।

(১) যাহার মন্ত্রণাকার্য্যে চিত্তের স্থিরতা নাই, তাহাকে 'বহুচিত্তমন্ত্র' বলে। মন্ত্রীরা সেরূপ অব্যবস্থিতচিত্ত রাজার কার্য্যে উপেক্ষা করে, এজন্য তাহার সহিত যুদ্ধ করিলে সে সহজে পরাজিত হয়।

অকালসৈন্যযুক্তস্তু হন্যতে কালযোধিনা।
কৌশিকেন হতজ্যোতির্নিশীথইব বায়সঃ ॥ ৫১ ॥
সত্যধর্ম্মব্যপেতেন ন সন্দধ্যাৎ কদাচন।
স সন্ধিতোঽপ্যসাধুত্বাদচিরাদ্ যাতি বিক্রিয়াম্ ॥ ৫২ ॥

অপরমপি কথয়ামি। সন্ধিবিগ্রহযানাসনসংশ্রয়দ্বৈধীভাবাঃ ষাড়্গুণ্যম্। কর্ম্মণামারম্ভোপায়ঃ পুরুষদ্রব্যসম্পদ্ দেশকাল-বিভাগো বিনিপাতপ্রতীকারঃ কার্য্যসিদ্ধিশ্চেতি পঞ্চাঙ্গো মন্ত্রঃ। সামদানভেদদণ্ডাশ্চত্বার উপায়াঃ। উৎসাহশক্তির্ম্মন্ত্রশক্তিঃ প্রভু-শক্তিশ্চেতি শক্তিত্রয়ম্। এতৎ সর্ব্বমালোচ্য নিত্যং বিজিগীষবো ভবন্তি মহান্তঃ। যতঃ।

অনেক শ্যেনের মাঝে কপোত যেমন, তেমনি জানিবে তার অবশ্য নিধন(১)।৫০।
রাত্রিকালে দৃষ্টিহীন বায়স যেমন, পড়িয়া পেচক-হস্তে হারায় জীবন;
তেমনি অকালে রাজা করে যদি রণ, কাল পেয়ে শত্রু তার ঘটায় নিধন (২)।৫১।
সত্য ধর্ম্ম হ'তে চ্যুত হয় যে নৃপতি, কভু না করিবে সন্ধি তাহার সংহতি;
করিলেও তার সনে সন্ধির বন্ধন, সে দুষ্ট কদাচ তাহা না করে পালন। ৫২।

আরো কহিতেছি শুনুন,—সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন ও দ্বৈধ, ইহাকে ষড়্গুণ বলে। কর্ম্মের আরম্ভোপায়, পুরুষ-দ্রব্য-সম্পদ্, দেশ-কাল-বিভাগ, বিনি-পাত-প্রতীকার ও কার্য্যসিদ্ধি, এই পাঁচটি মন্ত্রণার অঙ্গ। উৎসাহশক্তি, মন্ত্রশক্তি ও প্রভুশক্তি এই তিনটিকে রাজশক্তি বলে (৩)। জিগীষু নরপতিরা এই সকল নিত্য আলোচনা করিয়া মহত্ত্ব লাভ করিয়া থাকেন। কারণ,—

---

(১) 'শ্যেন'—বাজ পক্ষী। 'কপোত'—পায়রা। শ্যেনপক্ষীরা কপোতের স্বাভাবিক শত্রু, এজন্য শ্যেনপক্ষীকে 'কপোতারি' অর্থাৎ পায়রার শত্রু বলে। যেমন চারি দিকে শ্যেনপক্ষী থাকিলে তাহার মধ্য হইতে কপোতের রক্ষা নাই, তেমনি চারিদিকে বহু শত্রু থাকিলে সে রাজার আর রক্ষা নাই, তাহাকে আক্রমণ করিলেই জয়লাভ হয়।

(২) পেচক কাকের স্বাভাবিক শত্রু, এজন্য পেচককে 'বায়সারাতি' অর্থাৎ কাকের শত্রু বলে। কাক রাত্রিকালে কিছুই দেখিতে পায় না, সেই সময় পেচক কাককে আক্রমণ করিলেই যেমন তাহাকে বিনাশ করিতে পারে, তেমনি শত্রুর দুঃসময়ে তাহাকে আক্রমণ করিলেই বিনষ্ট করিতে পারা যায়।

(৩) ছয় গুণ, যথা;—(১) সন্ধি, (২) বিগ্রহ, (৩) যান, (৪) আসন, (৫) দ্বৈধ, (৬) আশ্রয়। ধন বা ভূমি প্রভৃতি দান করিয়া বিপক্ষ রাজার সহিত মিলন করাকে 'সন্ধি' বলে। 'বিগ্রহ'—অর্থাৎ যুদ্ধ।

যা হি প্রাণপরিত্যাগমূল্যেনাঽপি ন লভ্যতে।
সা শ্রীর্নীতিবিদাং বেশ্ম চঞ্চলাঽপি প্রধাবতি ॥ ৫৩ ॥

তথা চোক্তম্।

বিত্তং যদা যস্য সমং বিভক্তম্
গূঢ়শ্চ চারো নিভৃতশ্চ মন্ত্রঃ।
ন চাঽপ্রিয়ং প্রাণিষু যো ব্রবীতি
স সাগরান্তাং পৃথিবীং প্রশাস্তি ॥ ৫৪ ॥

কিন্তু দেব, যদ্যপি মহামন্ত্রিণা গৃধ্রেণ সন্ধানমুপন্যস্তং তথাপি তেন রাজ্ঞা সম্প্রতি ভূতজয়দর্পান্ন মন্তব্যম্। তদেবং ক্রিয়তাম্।

যার তরে কত লোক করে প্রাণপণ, তথাপি নাহিক পায় যার দরশন ;
সে কমলা চপলা হ'লেও অতিশয়, নীতিজ্ঞগণের গৃহ করয়ে আশ্রয়। ৫৩।

আরো কথিত আছে যে,—

সর্ব্বলোকে সমভাবে ভুঞ্জে যার ধন, অতি গূঢ় চর যার, অভেদ্য মন্ত্রণ ;
অপ্রিয় বচন যার বদনে না সরে, সেই রাজা সসাগরা ধরা ভোগ করে। ৫৪।

কিন্তু মহারাজ! মন্ত্রিবর গৃধ্র যদিও সন্ধি করিতে পরামর্শ দিয়াছেন, তথাপি সেই রাজা চিত্রবর্ণ এ সময় বিজয়দর্পে এরূপ উন্মত্ত হইয়াছেন যে কদাচ সে প্রস্তাব শুনিবেন না। অতএব আমাদের মিত্র সিংহলদ্বীপের রাজা মহাবল নামক

শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রাকে 'যান' বলে। শত্রুর দুর্গাদি অবরোধ করিয়া থাকার নাম 'আসন'। আপনার সেনাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা, অথবা এক শত্রুর সহিত সন্ধি এবং অপর শত্রুর সহিত যুদ্ধ করাকে 'দ্বৈধ' বলে। শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া আর একজন প্রবল রাজার আশ্রয় গ্রহণ করাকে 'আশ্রয়' বলে। রাজার স্বরাজ্য ও পররাজ্য বিষয়ক মন্ত্রণার পাঁচটি অঙ্গ যথা,—(১) 'কর্ম্মের আরম্ভোপায়', অর্থাৎ কোনও একটি কার্য্যের অনুষ্ঠানের উপযোগী সহায় সংগ্রহ করা। (২) 'পুরুষদ্রব্যসম্পদ', অর্থাৎ সেই কার্য্যের নির্ব্বাহোপযোগী লোকবল ও অর্থবল প্রভৃতির সংগ্রহ। (৩) 'দেশকালবিভাগ', অর্থাৎ সেই কার্য্যনির্ব্বাহের উপযোগী স্থান ও সময় স্থির করা। (৪) 'বিনিপাতপ্রতীকার', অর্থাৎ সেই কার্য্যের সিদ্ধিপক্ষে যে সকল বিঘ্নবিপত্তি উপস্থিত হইতে পারে সে সকলের প্রতিবিধান স্থির করিয়া রাখা। (৫) সিদ্ধি, অর্থাৎ সেই কার্য্যটির সম্পূর্ণ ফল লাভ করা। রাজার চারিটি উপায়,—(১) 'সাম', অর্থাৎ মিষ্ট বাক্যাদি দ্বারা শত্রুর কোপ শান্তি করা। (২) 'দান',—ভূমি, ধন প্রভৃতি দান করিয়া শত্রুর সহিত বিবাদ ভঞ্জন করা। (৩) 'ভেদ'—শত্রুর গৃহবিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিয়া স্বকার্য্য সিদ্ধি করা। (৪) 'বিগ্রহ'—যুদ্ধ। রাজার তিনটি শক্তি, যথা ;—(১) 'প্রভুশক্তি', অর্থাৎ রাজার নিজের পৌরুষ ও প্রতাপ। (২) 'উৎসাহশক্তি', অর্থাৎ রাজা ও রাজপুরুষগণের অটল অধ্যবসায়। (৩) 'মন্ত্রশক্তি', অর্থাৎ রাজা ও রাজমন্ত্রিগণের অব্যর্থ মন্ত্রণা-কৌশল।

অস্মন্মিত্রং সিংহলদ্বীপস্থ মহাবলো নাম সারসো রাজা জম্বুদ্বীপে কোপং জনয়তু। যতঃ।

সুগুপ্তিমাধায় সুসংহতেন বলেন বীরো বিচরন্নরাতিম্।
সন্তাপয়েদ্ যেন সমং সুতপ্তস্তপ্তেন সন্ধানমুপৈতি তপ্তঃ ॥৫৫॥

রাজাহ—এবমস্তু। ইত্যুক্ত্বা তেন বিচিত্রো নাম বকঃ সুগুপ্ত-লেখং দত্ত্বা সিংহলদ্বীপং প্রস্থাপিতঃ। অথ প্রণিধিঃ পুনরাগত্যোবাচ—দেব শ্রূয়তাং তাবৎ তত্রত্যঃ প্রস্তাবঃ। এবং তত্র গৃধ্রেণোক্তম্—দেব মেঘবর্ণস্তত্র চিরমুষিতঃ। স বেত্তি কিং সন্ধেয়গুণযুক্তো হিরণ্যগর্ভো রাজা ন বেত্তি। ততোঽসৌ মেঘবর্ণশ্চিত্রবর্ণেন রাজ্ঞা সমাহূয় পৃষ্টঃ—বায়স কীদৃশোঽসৌ হিরণ্যগর্ভো রাজা

সারস যাহাতে রাজা চিত্রবর্ণের রাজ্য জম্বুদ্বীপ আক্রমণ করেন, এক্ষণে আমাদের তাহারই উপায় করা কর্ত্তব্য।

কারণ,—

শত্রুহস্তে নিপীড়িত হইবে যখনি, শত্রুসনে সন্ধি নাহি করিবে তখনি;
সুদৃঢ় সুগূঢ় বল করি' নিযোজিত, শত্রুকেও তুল্যরূপে করিবে পীড়িত;
সমান বিপদে দোঁহে পড়িবে যখন, তখনি জানিবে ঠিক্ হইবে মিলন;
বহ্নিতাপে সমভাবে না গলে যখন, ধাতুতে ধাতুতে মিল হয় কি তখন? (১)।৫৫।

রাজা কহিল—তবে তাহাই করা যাউক। ইহা বলিয়া বিচিত্র নামক বকের হস্তে গুপ্ত লিপি প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে সিংহলদ্বীপে পাঠাইয়া দিল। অনন্তর গূঢ়চর পুনরায় আসিয়া রাজাকে সংবাদ দিল,—মহারাজ! বিপক্ষেরা যে পরামর্শ করিয়াছে তাহা শ্রবণ করুন। তথায় গৃধ্রমন্ত্রী রাজা চিত্রবর্ণকে কহিলেন,—মহারাজ! মেঘবর্ণ কাক শত্রুগণের নিকট বহুদিন ছিল; অতএব সে বলিতে পারে যে, রাজা হিরণ্যগর্ভ সন্ধির উপযুক্ত পাত্র কি না। তাহা শুনিয়া রাজা চিত্রবর্ণ মেঘ-

---

(১) যুদ্ধে যে সময় শত্রুপক্ষ প্রবল হইয়া রাজাকে নিপীড়িত করিবে, ঠিক্ সেই সময় রাজা সেই শত্রুর সহিত সন্ধি করিবে না, কেন না, ঠিক্ সেই সময় সন্ধি করিতে গেলে শত্রু যাহা কিছু চাহিবে, তাহাকে তাহাই দিতে হইবে। অতএব সে সময় সন্ধি পাকাপাকি না করিয়া নানা কৌশলে সন্ধি করিতে কালবিলম্ব করিবে, এবং সেই অবসরে গূঢ় উপায় দ্বারা শত্রুকেও আপনার ন্যায় বিপাকে ফেলিবে। যেমন দুই খণ্ড ধাতু অগ্নিতাপে তুল্যরূপে গলিয়া গেলে পরস্পরে ঠিক্ মিশ্রিত হয়, তেমনি উভয় পক্ষ তুল্যরূপ বিপদে পড়িলে পরস্পরে ঠিক্ সন্ধি অর্থাৎ মিলন হয়।

চক্রবাকো মন্ত্রী বা কীদৃশঃ। মেঘবর্ণো ব্রূতে—দেব স হিরণ্যগর্ভো রাজা যুধিষ্ঠিরসমো মহাশয়ঃ সত্যবাক্। চক্রবাকসদৃশো মন্ত্রী ন ক্বাঽপ্যবলোক্যতে। রাজাহ—যদ্যেবং তদা কথমসৌ ত্বয়া বঞ্চিতঃ। মেঘবর্ণো বিহস্য ব্রূতে—দেব।

বিশ্বাসপ্রতিপন্নানাং বঞ্চনে কা বিদগ্ধতা।
অঙ্কমারুহ্য সুপ্তং হি হত্বা কিং নাম পৌরুষম্॥ ৫৬॥

শৃণু দেব—তেন মন্ত্রিণাঽহং প্রথমদর্শনদিনএব বিজ্ঞাতঃ। কিন্তু মহাশয়োঽসৌ রাজা। তেন ময়া বিপ্রলব্ধঃ।
তথা চোক্তম্—

আত্মৌপম্যেন যো বেত্তি দুর্জ্জনং সত্যবাদিনম্।
সএব বঞ্চিতস্তেন ব্রাহ্মণশ্ছাগতো যথা॥ ৫৭॥

বর্ণকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে বায়স! সেই হিরণ্যগর্ভ রাজাই বা কিরূপ? আর তাঁহার চক্রবাক মন্ত্রীই বা কিরূপ?। মেঘবর্ণ কহিল,—মহারাজ! রাজা হিরণ্যগর্ভ যুধিষ্ঠিরের ন্যায় মহাত্মা ও সত্যবাদী, আর চক্রবাকের ন্যায় মন্ত্রীও কুত্রাপি দেখা যায় না। রাজা কহিলেন,—যদি তাহাই সত্য হয়, তবে তুমি কিরূপে তাহাকে বঞ্চনা করিতে সমর্থ হইলে?। মেঘবর্ণ হাস্য করিয়া কহিল,—মহারাজ!

সম্পূর্ণ সরল মনে যে করে বিশ্বাস, তাহার ঠকাইতে কিবা বুদ্ধির প্রকাশ?
প্রণয়ে শুইয়া কোলে ঘুমায় যে জন, কি তাহে পৌরুষ! তার বধিলে জীবন?।৫৬।

শুনুন মহারাজ!—আমাকে প্রথম দিন দেখিয়াই মন্ত্রী আমার দুরভিসন্ধি বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু রাজা হিরণ্যগর্ভ অত্যন্ত সদাশয়, এই জন্যই আমি তাঁহাকে বঞ্চনা করিতে পারিয়াছি। কথিতও আছে যে,—

সকলেরে আত্মসম ভাবিয়া সুজন, যে করে ধূর্ত্তের বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন;
নিতান্তই প্রতারিত হয় সেই জন, ছাগলে বঞ্চিত হৈল ব্রাহ্মণ যেমন (১)। ৫৭।

---

(১) যেমন এক সরলচিত্ত ব্রাহ্মণ ধূর্ত্তের কথায় বিশ্বাস করিয়া আপনার ছাগলটি খোয়াইয়াছিল, তেমনি যে সাধুব্যক্তি সকলকেই আপনার ন্যায় সাধু ভাবিয়া ধূর্ত্তের কথায় বিশ্বাস করে, সে সেই ব্রাহ্মণের ন্যায় প্রতারিত হয়।

রাজাহ—কথমেতৎ। মেঘবর্ণঃ কথয়তি। অস্তি গৌতমারণ্যে প্রস্তুতযজ্ঞঃ কশ্চিদ্ ব্রাহ্মণঃ। স চ যজ্ঞার্থং গ্রামান্তরং গত্বা ছাগমুপক্রীয় স্কন্ধে নীত্বা গচ্ছন্ ধূর্ত্তত্রয়েণাঽবলোকিতঃ। ততস্তে ধূর্ত্তা যদ্যেষ ছাগঃ কেনাঽপ্যুপায়েন লভ্যতে তদা মতিপ্রকর্ষো ভবতীতি সমালোচ্য প্রান্তরবৃক্ষত্রয়তলে তস্য ব্রাহ্মণস্য বর্ত্মন্যুপবিশ্য স্থিতাঃ। তত্রৈকেন ধূর্ত্তেন স ব্রাহ্মণোঽভিহিতঃ—ভো ব্রাহ্মণ কিমিতি ত্বয়া কুক্কুরঃ স্কন্ধেনোহ্যতে। বিপ্রেণোক্তম্—নাঽয়ং শ্বা যজ্ঞচ্ছাগোঽয়ম্। অনন্তরং পুনর্দ্বিতীয়েন ধূর্ত্তেন ক্রোশমাত্রস্থিতেন তদেবোক্তম্। তদাকর্ণ্য ব্রাহ্মণশ্ছাগং ভূমৌ নিধায় মুহুর্মুহুর্নিরীক্ষ্য পুনঃ স্কন্ধে কৃত্বা দোলায়মানমতিশ্চলিতঃ। যতঃ।

মতির্দোলায়তে নূনং সতামপি খলোক্তিভিঃ।
তাভির্বিশ্বাসিতো যোঽসৌ ম্রিয়তে চিত্রকর্ণবৎ ॥ ৫৮ ॥

রাজা পৃচ্ছতি—কথমেতৎ। স কথয়তি। অস্তি কস্মিংশ্চিৎ

রাজা জিজ্ঞাসিলেন—সে কিরূপ ?। মেঘবর্ণ বলিল। গৌতমারণ্যে এক ব্রাহ্মণ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি গ্রামে গিয়া যজ্ঞের নিমিত্ত একটি ছাগ ক্রয় করিয়া স্কন্ধে করিয়া আনিতেছিলেন, তিন জন ধূর্ত্ত তাহা দেখিতে পাইল। দেখিয়া ধূর্ত্তেরা পরামর্শ করিল,—যদি এই ছাগটি কোন কৌশলে লইতে পারি, তবে ইহা ভোজন করিলে বুদ্ধি সতেজ হয়। ইহা ভাবিয়া তাহারা তিন জনে এক এক ক্রোশ অন্তরে প্রান্তরবর্ত্তী বৃক্ষের তলে সেই ব্রাহ্মণের আগমন-মার্গে বসিয়া রহিল।

অনন্তর তাহাদের মধ্যে প্রথম ধূর্ত্ত সেই ব্রাহ্মণকে বলিল,—ঠাকুর! আপনি একটা কুক্কুরকে কি জন্য স্কন্ধে করিয়া বহন করিতেছেন ?। ব্রাহ্মণ কহিলেন,—এ কুক্কুর নহে, এটি যজ্ঞের ছাগ। অনন্তর ব্রাহ্মণ এক ক্রোশ পথ অতিক্রম করিলে, দ্বিতীয় ধূর্ত্ত সেই ব্রাহ্মণকে দেখিয়া সেইরূপ কহিল। তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ সেই ছাগকে ভূমে নামাইয়া তাহাকে বারংবার নিরীক্ষণ করিয়া পুনরায় স্কন্ধে লইয়া চলিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি ঐরূপ বলায় তাঁহার মন সন্দেহ-দোলায় বিচলিত হইল। কারণ,—

খলের মোহন বাক্য শুনিয়া নিশ্চয়, সাধুর বুদ্ধিও তাহে বিচলিত হয়;
তাহাতে বিশ্বাস যেই করে, সেই জন, মারা যায় চিত্রকর্ণ উষ্ট্রের মতন। ৫৮।

রাজা জিজ্ঞাসিলেন,—সে কিরূপ ? মেঘবর্ণ কহিল। এক বনে মদোৎকট

বনোদ্দেশে মদোৎকটো নাম সিংহঃ। তস্যাঽনুচরাস্ত্রয়ঃ—কাকো ব্যাঘ্রঃ শৃগালশ্চ। অথ তৈর্ভ্রমদ্ভিঃ স্বার্থভ্রষ্টঃ কশ্চিদুষ্ট্রো দৃষ্টঃ পৃষ্টশ্চ—কুতো ভবানাগতঃ। স চাত্মবৃত্তান্তমকথয়ৎ। ততস্তৈর্নীত্বাঽসৌ সিংহায় সমর্পিতঃ। তেন চাঽভয়বাচং দত্ত্বা চিত্রকর্ণ ইতি নাম কৃত্বা স্থাপিতঃ। এবং কালো গচ্ছতি। অথ কদাচিৎ সিংহস্য শরীরবৈকল্যাৎ ভূরিবৃষ্টিকারণাচ্চাহারমলভমানাস্তে ব্যস্তা বভূবুঃ। ততঃ কাকব্যাঘ্রগোমায়ুভিরালোচিতম্—চিত্রকর্ণমেব যথা স্বামী ব্যাপাদয়তি তথাঽনুষ্ঠীয়তাম্। কিমনেন কণ্টকভুজাঽস্মাকম্। ব্যাঘ্রো ব্রূতে—স্বামিনাঽভয়বাচং দত্ত্বা গৃহীতোঽয়ম্। কথমেবং সম্ভবতি। বায়সো বদতি—ইহ সময়ে পরিক্ষীণঃ স্বামী পাপমপি করিষ্যতি। যতঃ।

ত্যজেৎ ক্ষুধার্ত্তা মহিলাঽপি পুত্রম্
খাদেৎ ক্ষুধার্ত্তা ভুজগী স্বমণ্ডম্।

নামে এক সিংহ আছে। কাক, ব্যাঘ্র ও শৃগাল এই তিনটি তাহার অনুচর। এক দিন তাহারা ভ্রমণ করিতে করিতে, যূথভ্রষ্ট এক উষ্ট্র দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?। তাহা শুনিয়া উষ্ট্র আত্মবৃত্তান্ত তাহাদিগকে নিবেদন করিল। অনন্তর সেই তিন অনুচর সেই উষ্ট্রকে লইয়া সিংহের নিকট উপস্থিত করিল। সিংহও তাহাকে অভয়দান (১) পূর্ব্বক তাহার 'চিত্রকর্ণ' এই নাম রাখিয়া তাহাকে ভৃত্যপদে নিযুক্ত করিল। এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে, একদা সেই সিংহ অত্যন্ত পীড়িত হওয়ায় এবং সেই সময় ঘোর বর্ষা উপস্থিত হওয়ায়, আহার না পাইয়া তাহারা সকলেই অত্যন্ত ব্যাকুল হইল। অনন্তর কাক, ব্যাঘ্র ও শৃগাল এই তিন জনে মন্ত্রণা করিল,—যাহাতে চিত্রকর্ণকে রাজা বধ করেন, তাহার উপায় করিতে হইবে। ঐ কণ্টকভোজী অসভ্য উষ্ট্র থাকিয়া আমাদের কি উপকার?। ব্যাঘ্র কহিল,—রাজা উহাকে অভয় দান করিয়াছেন, অতএব তিনি কিরূপে উহাকে বধ করিবেন?। কাক কহিল,—রাজা এ সময় রোগে ও ক্ষুধায় অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছেন, অতএব এ সময় তিনি পাপকর্ম্মও করিবেন। কারণ,—

---

(১) অভয় দেওয়া, তোমার ভয় নাই আমি রক্ষা করিব এইরূপ বলিয়া আশ্বাস বা সাহস দেওয়া।

বুভুক্ষিতঃ কিং ন করোতি পাপম্
ক্ষীণা জনা নিষ্করুণা ভবন্তি ॥ ৫৯ ॥

অন্যচ্চ। মত্তঃ প্রমত্তশ্চোন্মত্ত আর্ত্তঃ ক্রুদ্ধো বুভুক্ষিতঃ।
লুব্ধো ভীরুস্ত্বরাযুক্তঃ কামুকশ্চ ন ধর্ম্মবিৎ ॥ ৬০ ॥

ইতি নিশ্চিত্য সর্ব্বে সিংহান্তিকং জগ্মুঃ। সিংহেনোক্তম্—আহারার্থং প্রাপ্তং কিঞ্চিৎ। কাকো ব্রূতে—দেব যত্নাদপি প্রাপ্তং ন কিঞ্চিৎ। সিংহোঽবদৎ—কোঽধুনা জীবনোপায়ঃ। কাকো বদতি—দেব স্বাধীনাহারপরিত্যাগাৎ সর্ব্বনাশোঽয়মুপস্থিতঃ। সিংহেনোক্তম্—অত্রাহারঃ কঃ স্বাধীনঃ। কাকঃ কর্ণে কথয়তি—চিত্রকর্ণ ইতি। সিংহো ভূমিং স্পৃষ্ট্বা কর্ণৌ স্পৃশতি ব্রূতে চ—ময়াঽস্মৈ অভয়বাগ্‌দত্তা। তৎ কথমেবং সম্ভবতি।

ক্ষুধার্ত্ত মাতাও পুত্রে করে পরিহার, ক্ষুধার্ত্ত ভুজগী অণ্ড খায় আপনার;
কিবা পাপ নাহি করে ক্ষুধাতুর জনে, ক্ষীণের করুণা কভু নাহি থাকে মনে (১)।৫৯।

আরো,—

প্রমত্ত, উন্মত্ত, মত্ত, ক্রুদ্ধ, বুভুক্ষিত, লুব্ধ, ভীরু, ত্বরাযুক্ত, কামুক, পীড়িত;
এ সব লোকের মনে জানিবে নিশ্চয়, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা না হয় উদয় (২)। ৬০।

এইরূপ স্থির করিয়া তাহারা সকলে সিংহের নিকট গমন করিল। সিংহ জিজ্ঞাসা করিল,—আমাদের আহারের জন্য কিছু পাইলে কি?। কাক কহিল,—মহারাজ! বহু যত্নেও কিছু মিলিল না। সিংহ কহিল,—তবে এক্ষণে প্রাণধারণের উপায় কি?। কাক কহিল,—যে আহার স্বেচ্ছাধীন রহিয়াছে, তাহা ত্যাগ করিতেছেন বলিয়াই ত এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত। সিংহ জিজ্ঞাসিল,—কি আহার এস্থানে স্বেচ্ছাধীন রহিয়াছে?। কাক সিংহের কাণে কাণে কহিল,—'চিত্রকর্ণ'। সিংহ তাহা শুনিয়া ভূমি স্পর্শ করিয়া নিজ কর্ণে হস্ত দিল, এবং কহিল,—ছি! ছি! ইহাও কি কখনও সম্ভব হয়? আমি যে উহাকে অভয়দান করিয়াছি। দেখ!—

---

(১) 'ভুজগী'—সর্পী। 'অণ্ড'—ডিম। 'ক্ষীণের করুণা' ইত্যাদি—ক্ষুধা বা রোগ প্রভৃতির যাতনায় নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িলে কাহারও মনে দয়াধর্ম্ম থাকে না, সেরূপ অবস্থায় লোকে সকলপ্রকার দুষ্কর্ম্মই করিতে পারে।

(২) 'প্রমত্ত'—অনবহিত, অর্থাৎ কর্ত্তব্যকর্ম্মে যাহার অণুমাত্র মনোযোগ নাই। 'উন্মত্ত'—উন্মাদগ্রস্ত, পাগল। 'মত্ত'—মদ্যপানে বা অভিমানে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য। 'ক্রুদ্ধ'—ক্রোধে অধীর।

তথাহি। ন ভূপ্রদানং ন সুবর্ণদানং ন গোপ্রদানং ন তথাঽন্নদানম্।
যথা বদন্তীহ মহাপ্রদানং সর্ব্বপ্রদানেষ্বভয়প্রদানম্ ॥৬১॥

অন্যচ্চ। সর্ব্বকামসমৃদ্ধস্য অশ্বমেধস্য যৎ ফলম্।
তৎ ফলং লভতে সম্যগ্রক্ষিতে শরণাগতে ॥ ৬২ ॥

কাকো ব্রূতে—নাঽসৌ স্বামিনা ব্যাপাদয়িতব্যঃ। কিন্ত্বস্মাভিরেব তথা কর্ত্তব্যম্ যথাঽসৌ স্বয়মেব স্বদেহদানমঙ্গীকরোতি। তৎশ্রুত্বা সিংহস্তূষ্ণীং স্থিতঃ। ততোঽসৌ লব্ধাবকাশঃ কূটং কৃত্বা সর্ব্বানাদায় সিংহসমীপমাগতঃ। অথ কাকেনোক্তম্—দেব যত্নাদপ্যাহারো ন প্রাপ্তঃ। অনেকোপবাসক্লিষ্টশ্চ স্বামী। তদিদানীং মদীয়মাংসমুপভুজ্যতাম্। যতঃ।

স্বামিমূলা ভবন্ত্যেতাঃ সর্ব্বাঃ প্রকৃতয়ঃ খলু।
সমূলেষু হি বৃক্ষেষু প্রযত্নঃ সফলো নৃণাম্ ॥ ৬৩ ॥

ভূদান, গোদান, অন্নদান, স্বর্ণদান, অভয়দানের কভু না হয় সমান ;
এ জগতে মহাদান অভয়-প্রদান, দানের প্রধান ইহা শাস্ত্রের বিধান। ৬১।

অশ্বমেধ যজ্ঞ যার নাহিক তুলনা, যাহা হ'তে পূর্ণ হয় সকল কামনা ;
তাহার সম্পূর্ণ ফল লভে সেই জন, শরণাগতের প্রাণ যে করে রক্ষণ। ৬২।

কাক কহিল,—মহারাজ! তাঁহাকে বধ করা আপনার উচিত নয় বটে, কিন্তু যদি এরূপ করিতে পারি যে, সে স্বয়ং আসিয়া প্রভুকে স্বদেহ দান করিতে অঙ্গীকার করে। সিংহ তাহা শুনিয়া মৌনভাবে রহিল। কাকও অমনি সেই সুযোগে ষড়্‌যন্ত্র করিয়া সকলকে সিংহের নিকট উপস্থিত করিল। অনন্তর কাক কহিল,—মহারাজ! অনেক চেষ্টা করিয়াও আহারের জন্য কিছুই পাইলাম না। প্রভো আপনিও দীর্ঘকাল অনাহারে নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছেন। অতএব এক্ষণে আমারই দেহ ভোজন করিয়া প্রাণধারণ করুন। কারণ,—

রাজাই রাজ্যের মূল জানিবে নিশ্চয়, রাজা বিনা রাজ্য-অঙ্গ সব নষ্ট হয় ;
পাদপের মূলদেশ যদি পায় ক্ষয়, শাখা পত্র ফল পুষ্প কিছু নাহি রয় (১)। ৬৩।

'বুভুক্ষিত'—ক্ষুধাতুর। 'লুব্ধ'—লোভান্ধ। 'ভীরু'—ভয়াকুল। 'ত্বরাযুক্ত'—ব্যস্তসমস্ত। 'কামুক'—কামাতুর, কামরিপু দ্বারা উত্তেজিত। 'পীড়িত'—রোগে বা শোকে অভিভূত।

(১) 'পাদপের'—বৃক্ষের। বৃক্ষের মূল সুরক্ষিত হইলে যেমন সমস্ত বৃক্ষটি রক্ষিত হয়, রাজা সুরক্ষিত হইলেও তেমনি সমস্ত রাজ্য রক্ষা পায়।

সিংহেনোক্তম্—ভদ্র বরং প্রাণপরিত্যাগো ন পুনরীদৃশে কর্ম্মণি প্রবৃত্তিঃ। জম্বুকেনাঽপি তথোক্তম্। ততঃ সিংহেনোক্তম্—মৈবম্। অথ ব্যাঘ্রেণোক্তম্—মদ্দেহেন জীবতু স্বামী। সিংহেনোক্তম্—ন কদাচিদেবমুচিতম্। অথ চিত্রকর্ণোঽপি জাতপ্রত্যয়স্তথৈবাত্মদেহ-দানমাহ। তদ্বদন্নেবাঽসৌ দ্বীপিনা কুক্ষিং বিদার্য্য ব্যাপাদিতঃ সর্ব্বৈর্ভক্ষিতশ্চ। অতোঽহং ব্রবীমি—"মতির্দোলায়তে নূনম্"—ইত্যাদি। তদনন্তরং তৃতীয়ধূর্ত্তবচনং শ্রুত্বা স বিপ্রো ভ্রমং নিশ্চিত্য ছাগং ত্যক্ত্বা স্নাত্বা গৃহং যযৌ। ছাগশ্চ নীত্বা ধূর্ত্তৈঃ খাদিতঃ। অতোঽহং ব্রবীমি—"আত্মৌপম্যেন যো বেত্তি"—ইত্যাদি। রাজাহ—মেঘবর্ণ কথং ত্বয়া শত্রুমধ্যে সুচিরমুষিতম্। কথং বা তেষামনুনয়ঃ কৃতঃ। মেঘবর্ণ আহ—দেব স্বামিকার্য্যার্থিনা স্বপ্রয়োজনবশাদ্বা কিং কিং ন ক্রিয়তে। পশ্য।

সিংহ কহিল,—ভদ্র! আমার প্রাণ যায় সেও ভাল, তথাপি এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিব না। অনন্তর শৃগালও নিজ দেহদানের প্রস্তাব করিলে সিংহ তাহাতে অস্বীকার করিল। পরে ব্যাঘ্র কহিল,—প্রভো! তবে আমারই দেহ ভক্ষণ করিয়া প্রাণধারণ করুন। সিংহ বলিল,—তাহা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। তাহারা ঐরূপ প্রস্তাব করিলে সিংহ যখন কাহাকেও বধ করিল না, তখন চিত্রকর্ণেরও মনে সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিল। চিত্রকর্ণও নিজ দেহ দান করিতে চাহিল, ব্যাঘ্রও তৎক্ষণাৎ তাহার কুক্ষি (১) বিদীর্ণ করিয়া তাহাকে সংহার করিল, এবং সকলে তাহাকে ভোজন করিল। এইজন্যই আমি বলিতেছিলাম যে,—"খলের মোহন-বাক্য"—ইত্যাদি। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ তৃতীয় ধূর্ত্তের মুখে সেই কথা শুনিয়া স্থির করিলেন যে, তবে আমিই ভ্রমবশত কুক্কুরকে ছাগ বলিয়া জ্ঞান করিয়াছি। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই ছাগলটি ফেলিয়া দিয়া স্নান করিয়া গৃহে গমন করিলেন। এদিকে ধূর্ত্তেরাও সেই ছাগ লইয়া ভোজন করিল। এই জন্যই আমি বলিতেছিলাম যে,—"সকলেরে আত্মসম ভাবিয়া সুজন"—ইত্যাদি। অনন্তর রাজা চিত্রবর্ণ জিজ্ঞাসিলেন,—ওহে মেঘবর্ণ! তুমি ত বহুদিন বিপক্ষমধ্যে বাস করিলে। বল দেখি, কিরূপে শত্রুকে ভুলাইলে?। মেঘবর্ণ কহিল,—মহারাজ! প্রভুর কার্য্য বা স্বকার্য্য সিদ্ধ করিতে কি না করা যায়?। দেখুন!—

---

(১) 'কুক্ষি'—উদর, পেট।

লোকো বহতি কিং রাজন্ ন মূর্দ্ধ্না দগ্ধুমিন্ধনম্।
ক্ষালয়ন্নপি বৃক্ষাঙ্ঘ্রিং নদীবেলা নিকৃন্ততি ॥ ৬৪ ॥

তথা চোক্তম্।

স্কন্ধেনাঽপি বহেচ্ছত্রূন্ কার্য্যমাসাদ্য বুদ্ধিমান্।
যথা বৃদ্ধেন সর্পেণ মণ্ডূকা বিনিপাতিতাঃ ॥ ৬৫ ॥

রাজাহ—কথমেতৎ। মেঘবর্ণঃ কথয়তি। অস্তি জীর্ণোদ্যানে মন্দবিষো নাম সর্পঃ। সোঽতিজীর্ণতয়া স্বাহারমপ্যন্বেষ্টুমক্ষমঃ সরসস্তীরে পতিত্বা স্থিতঃ। ততো দূরাদেব কেনচিন্মণ্ডূকেন দৃষ্টঃ পৃষ্টশ্চ—কিমিতি ভবানাহারং নান্বিষ্যতি। সর্পো ব্রূতে—ভদ্র গচ্ছ। কিং তে মম মন্দভাগ্যস্য বৃত্তান্তপ্রশ্নেন। ততঃ সঞ্জাত-

---

লোকে অগ্রে আনে কাষ্ঠ করিয়া মাথায়, অবশেষে সেই কাষ্ঠ আগুনে পোড়ায়;
প্রথমে বৃক্ষের পাদ করিয়া ক্ষালন, নদীস্রোত শেষে তারে করে উন্মূলন;
অতএব নিজকার্য্য করিতে উদ্ধার, লোকে বল! এ জগতে কি না করে আর?(১)।৬৪।

আরো দেখুন!—

বুদ্ধিমান্ নিজ কার্য্য করিতে সাধন, শত্রুকেও নিজপৃষ্ঠে করিবে বহন;
বৃদ্ধ এক সর্প নিজ পৃষ্ঠেতে বহিয়া, সমস্ত মণ্ডুক ক্রমে ফেলিল খাইয়া। ৬৫।

রাজা জিজ্ঞাসিলেন,—সে কি প্রকার?। মেঘবর্ণ কহিল,—এক পুরাতন উদ্যানে মন্দবিষ নামক এক সর্প ছিল। সে জরায় এরূপ জীর্ণ হইয়াছিল যে, নিজের আহার পর্য্যন্ত অন্বেষণ করিতে পারিত না। সে এক দিন অনাহারে সরোবরের তীরে পড়িয়া আছে, এমন সময় এক মণ্ডূক তাহাকে দূর হইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—আপনি যে আহারের অন্বেষণ করিতেছেন না?। সর্প কহিল,—ভদ্র! তুমি গমন কর, এ হতভাগ্যের বিবরণ শুনিয়া আর কাজ নাই। সর্পের সেই কথায় ভেকের মনে অত্যন্ত কুতূহল জন্মিল, সে সেই বিবরণ শুনিবার জন্য জিদ করিয়া সর্পকে বলিল,—আপনাকে তাহা বলিতেই হইবে। সর্প কহিল,—ভদ্র! এই ব্রহ্মপুরে কৌণ্ডিন্য নামক শ্রোত্রিয়ের বিংশতিবর্ষীয় সর্ব্বগুণসম্পন্ন

---

(১) 'পাদ'—মূলদেশ। 'ক্ষালন'—ধৌত করা। নদীর স্রোত তীরস্থিত বৃক্ষের পাদ অর্থাৎ মূলদেশ প্রথমে ধৌত করিতে থাকে, এবং ক্রমে ক্রমে সেই বৃক্ষটিকে সমূলে উৎপাটন করে। অতএব কোনও শত্রুকে উৎপাটন করিবার জন্য প্রথমে যদি তাহার পাদ প্রক্ষালন করিতে হয়, বা তাহাকে স্কন্ধে বহন করিতে হয়, তাহাও করিবে।

কৌতুকঃ স ভেকঃ—সর্ব্বথা কথ্যতাম্—ইতি তং সর্পমাহ। সর্পো ব্রূতে—ভদ্র অত্র ব্রহ্মপুরে কৌণ্ডিন্যনাম্নঃ শ্রোত্রিয়স্য পুত্রো বিংশতিবর্ষদেশীয়ঃ সর্ব্বগুণসম্পন্নো দুর্দৈবান্ময়া নৃশংসেন দষ্টঃ। ততস্তং সুশীলনামানং পুত্রং মৃতমবলোক্য কৌণ্ডিন্যঃ শোকেন মূর্চ্ছিতঃ পৃথিবীতলে লুলোঠ। অনন্তরং ব্রহ্মপুরবাসিনঃ সর্ব্বে বান্ধবাস্তস্য তত্রাগত্যোপবিষ্টাঃ। তথা চোক্তম্।

উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে শত্রুবিগ্রহে।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ॥ ৬৬ ॥

ততঃ কপিলো নাম স্নাতকোঽবদৎ—অরে কৌণ্ডিন্য মূঢ়োঽসি যেনৈবং বিলপসি। শৃণু।

এক পুত্র ছিল। আমার নাকি অতি দুরদৃষ্ট! তাই নিষ্ঠুরতাবশত সেই শ্রোত্রিয়-কুমারকে দংশন করিলাম। কৌণ্ডিন্য, সুশীল নামক সেই পুত্রটিকে মৃত দেখিয়া শোকে মূর্চ্ছিত ও ভূমে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর ব্রহ্মপুরবাসী তদীয় বান্ধবগণ তাঁহার নিকটে আসিয়া বসিলেন। কথিতও আছে যে,—

উৎসব, ব্যসন আর দুর্ভিক্ষ সময়, শ্মশান, রাজার দ্বার আর শত্রুভয়;
এ সবে সহায় যার যেই জন হয়, সে তার যথার্থ বন্ধু জানিবে নিশ্চয়। ৬৬।

অনন্তর, তাঁহার সেই সকল বন্ধুর মধ্যে কপিল নামক এক স্নাতক (১) ব্রাহ্মণ কহিলেন,—ওহে কৌণ্ডিন্য! তুমি অতি অজ্ঞান, তাই এরূপ বিলাপ করিতেছ?।

শুন!—

---

(১) 'স্নাতক'—গুরুগৃহে বেদাধ্যয়ন করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে যথাবিধানে যে স্নানাদি করিতে হয়, তাহাকে 'সমাবর্ত্তন' বলে। যে ব্রাহ্মণ সেই সমাবর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহাকে 'স্নাতক' বলে। স্নাতক তিনপ্রকার,—বিদ্যাস্নাতক, ব্রতস্নাতক এবং বিদ্যাব্রতস্নাতক। গুরুগৃহে কেবল বেদ সমাপন করিয়া এবং ব্রত সমাপন না করিয়া যিনি সমাবর্ত্তন করেন, তাঁহাকে 'বিদ্যাস্নাতক' বলে। কেবল ব্রত সমাপন করিয়া এবং সমগ্র বেদ সমাপন না করিয়া যিনি সমাবর্ত্তন করেন, তাঁহাকে 'ব্রতস্নাতক' বলে। বেদ ও ব্রত যথাবিধি সমাপন করিয়া যিনি সমাবর্ত্তন করেন, তাঁহাকে 'বিদ্যা-ব্রতস্নাতক' বলে। যথাহ হারীতঃ,—"ত্রয়ঃ স্নাতকা ভবন্তি, বিদ্যাস্নাতকো ব্রতস্নাতকো বিদ্যাব্রত-স্নাতকশ্চেতি। যঃ সমাপ্য বেদম্ অসমাপ্য ব্রতানি সমাবর্ত্ততে স বিদ্যাস্নাতকঃ। যঃ সমাপ্য ব্রতানি অসমাপ্য বেদং সমাবর্ত্ততে স ব্রতস্নাতকঃ। উভয়ং সমাপ্য সমাবর্ত্ততে যঃ স বিদ্যাব্রতস্নাতকঃ"। যাজ্ঞবল্ক্যোঽপ্যাহ,—"বেদং ব্রতানি বা পারং নীত্বা হ্যুভয়মেব বা" ইতি।

ক্রোড়ীকরোতি প্রথমং যথা জাতমনিত্যতা।
ধাত্রীব জননী পশ্চাত্তদা শোকস্য কঃ ক্রমঃ ॥ ৬৭ ॥

তথা চ। ক্ব গতাঃ পৃথিবীপালাঃ সসৈন্যবলবাহনাঃ।
বিয়োগসাক্ষিণী যেষাং ভূমিরদ্যাপি তিষ্ঠতি ॥ ৬৮ ॥

অপরঞ্চ। প্রতিক্ষণময়ং কায়ঃ ক্ষীয়মাণো ন লক্ষ্যতে।
আমকুম্ভইবাম্ভঃস্থো বিশীর্ণঃ সন্ বিভাব্যতে ॥ ৬৯ ॥
আসন্নতরতামেতি মৃত্যুর্জন্তোর্দিনে দিনে।
আঘাতং নীয়মানস্য বধ্যস্যেব পদে পদে ॥ ৭০ ॥

যেইমাত্র জীবের জনম ভবে হয়, ধাত্রীসম অনিত্যতা আগে কোলে লয়;
পরে তারে কোলে করে জননী তাহার, তবে কেন মৃত্যু লাগি এত হাহাকার? (১)।৬৭।

দেখ!—
কোথা গেল সে সকল মহীপালগণ? কোথা সে বিপুল সৈন্য? কোথা সে বাহন?
যথায় আছিল তারা সে সকল স্থান, আজিও ধ্বংসের সাক্ষ্য করিছে প্রদান।৬৮।

আরো,—
জলমধ্যে আমকুম্ভ সম এই কায়, প্রতিক্ষণে অলক্ষিত ভাবে ক্ষয় পায়;
কণা কণা করি' শেষে ফুরায় যখন, তখন জানিতে তাহা পারে সর্ব্বজন (২)।৬৯।
এক এক করি' দিন যাইতেছে যত, নিকটে মরণকাল আসিতেছে তত;
বধস্থানে বধ্য দেখ! যত পদ যায়, তত পদ মৃত্যু তার নিকটে ঘনায় (৩)।৭০।

---

(১) 'ধাত্রীসম'—ধাত্রী অর্থাৎ ধাই, যে শিশুর ও প্রসূতির লালন করে। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রেই যেমন ধাত্রী তাহাকে ক্রোড়ে লয়, তেমনি জীবের জন্মমাত্রেই সর্ব্বাগ্রে 'অনিত্যতা' অর্থাৎ মৃত্যু সেই জীবকে ক্রোড়ে লয় অর্থাৎ তাহাকে আপন অধিকারভুক্ত করে, পশ্চাৎ সেই জীবের জননী তাহাকে ক্রোড়ে লয়। 'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ'—জন্ম হইলেই মৃত্যু অবধারিত জানিবে।

(২) 'আমকুম্ভ'—কাঁচা কলসি, যে মাটির কলসি পোড়ান হয় নাই। কাঁচা কলসি জলে ডুবাইয়া রাখিলে যেমন তাহা প্রতিক্ষণেই অদৃশ্যভাবে অল্পে অল্পে ক্ষয় পাইতে থাকে, তেমনি এই অসার দেহও প্রতিক্ষণেই অদৃশ্যভাবে অল্পে অল্পে ক্ষয় পাইতেছে, অজ্ঞ লোকে তাহা বুঝিতে পারে না; একেবারে বিনষ্ট হইলেই জানিতে পারে।

(৩) রাজাজ্ঞায় যাহার প্রাণদণ্ড হইবে, সে ব্যক্তি শূল বা ফাঁসিকাষ্ঠ প্রভৃতির দিকে যত পদ অগ্রসর হয়, মৃত্যুও তাহার দিকে তত পদ অগ্রসর হয়। সেইরূপ, এক এক করিয়া যতই দিন যায়, জীবের মৃত্যুকালও তাহার দিকে ততই অগ্রসর হইতে থাকে।

যতঃ। অনিত্যং যৌবনং রূপং জীবিতং দ্রব্যসঞ্চয়ঃ।
ঐশ্বর্য্যং প্রিয়সংবাসো মুহ্যেত্তত্র ন পণ্ডিতঃ॥ ৭১॥
যথা কাষ্ঠং চ কাষ্ঠং চ সমেয়াতাং মহোদধৌ।
সমেত্য চ ব্যপেয়াতাং তদ্বদ্ভূতসমাগমঃ॥ ৭২॥
যথা হি পথিকঃ কশ্চিচ্ছায়ামাশ্রিত্য তিষ্ঠতি।
বিশ্রম্য চ পুনর্গচ্ছেত্তদ্বদ্ভূতসমাগমঃ॥ ৭৩॥
অন্যচ্চ। পঞ্চভির্নির্ম্মিতে দেহে পঞ্চত্বং চ পুনর্গতে।
স্বাং স্বাং যোনিমনুপ্রাপ্তে তত্র কা পরিদেবনা॥ ৭৪॥
যাবতঃ কুরুতে জন্তুঃ সম্বন্ধান্ মনসঃ প্রিয়ান্।
তাবন্তোঽস্য নিখন্যন্তে হৃদয়ে শোকশঙ্কবঃ॥ ৭৫॥
নাঽয়মত্যন্তসংবাসো লভ্যতে যেন কেনচিৎ।
অপি স্বেন শরীরেণ কিমুতাঽন্যেন কেনচিৎ॥ ৭৬॥

কারণ,—
জীবন, যৌবন, রূপ, বিষয়, বৈভব, প্রিয়জনসহবাস অনিত্য এ সব;
প্রকৃতির এই গতি যে জন বুঝিবে, সে কভু বিয়োগশোকে মুগ্ধ না হইবে। ৭১।
সংসার অনন্ত মহাসাগরের প্রায়, কাষ্ঠ সম জীব যত ভাসিতেছে তায়;
কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঠেকাঠেকি সমুদ্রে যেমন, জীবে জীবে দেখাদেখি সংসারে তেমন;
ক্ষণমাত্র এ মিলন দৈবঘটনায়, আবার কালের স্রোতে কে কোথায় যায়। ৭২।
যেমন পথিকগণ এক তরুতলে, ক্ষণেক বিশ্রাম করি' পুনরায় চলে;
তেমনি জানিবে এই ভবের ভিতরে, পরস্পরে দেখাশুনা কিছুক্ষণ তরে। ৭৩।
আরো,—
পাঁচেই নির্ম্মিত দেহ পাঁচেই মিশায়, তবে কেন তার তরে করে হায় হায়? (১)।৭৪।
মায়ার সম্বন্ধ ভবে যে করিবে যত, আপনারি হৃদে শেল সে হানিবে তত (২)।৭৫।
আপনারি দেহ দেখ! আপনার নয়, কিছু দিন পরে তার অবশ্য বিলয়;
তবে কেন পর-দেহ হইবে আপন? চিরস্থায়ী নহে কিছু, সকলি স্বপন। ৭৬।

---

(১) ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, এই পাঁচটিকে পঞ্চভূত বলে। জীবদেহ এই পঞ্চভূতেই নির্ম্মিত হইয়া আবার পঞ্চভূতেই মিশাইয়া যায়। পঞ্চভূতের এইরূপ সংশ্লেষ ও বিশ্লেষই প্রকৃতির নিয়ম, অতএব তাহাতে শোকের কারণ কিছুই নাই।

(২) এ সংসারে যে ব্যক্তি যত লোকের সহিত স্নেহমমতায় আবদ্ধ হয়, সে নিজেরই হৃদয়ে ততগুলি

অপি চ। সংযোগো হি বিয়োগস্য সংসূচয়তি সম্ভবম্।
অনতিক্রমণীয়স্য জন্ম মৃত্যোরিবাগমম্ ॥ ৭৭ ॥
আপাতরমণীয়ানাং সংযোগানাং প্রিয়ৈঃ সহ।
অপথ্যানামিবাহন্নানাং পরিণামো হি দারুণঃ ॥ ৭৮ ॥
অপরঞ্চ। ব্রজন্তি ন নিবর্ত্তন্তে স্রোতাংসি সরিতাং তথা।
আয়ুরাদায় মর্ত্যানাং সদা রাত্র্যহনী তথা ॥ ৭৯ ॥
সুখাস্বাদপরো যস্তু সংসারে সৎসমাগমঃ।
স বিয়োগাবসানত্বাদ্দুঃখানাং ধুরি যুজ্যতে ॥ ৮০ ॥
অতএব হি নেচ্ছন্তি সাধবঃ সৎসমাগমম্।
যদ্বিয়োগাসিলূনস্য মনসো নাস্তি ভেষজম্ ॥ ৮১ ॥

আরো,—
জনম দেখিয়া ভবে বুঝিবে যেমন, এক দিন অবশ্যই হইবে মরণ;
মিলন দেখিয়া ভবে বুঝিবে তেমন, এক দিন অবশ্যই বিরহঘটন। ৭৭।
কুপথ্য-ভোজন সম প্রিয়-সহবাস, আপাতত সুখ বটে, শেষে সর্ব্বনাশ (১)।৭৮।
আরো দেখ!—
তটিনীর খরতর প্রবাহ যেমতি, অহোরাত্র বহিতেছে অবিরাম গতি;
তেমতি জীবের আয়ু সঙ্গেতে লইয়া, অনন্তকালের স্রোত চলিছে বহিয়া। ৭৯।
সাধু-সম্মিলন ভবে সুখের প্রধান, বিরহে তাহাও দেখ! হয় অবসান;
বিরহে সে সুখ যবে হয় অবসান, তখন তাহাই হয় দুঃখের প্রধান (২)।৮০।
মিলন হ'লেই আছে বিচ্ছেদঘটনা, তাই জ্ঞানী সাধুসঙ্গ না করে কামনা;
সাধুর বিচ্ছেদ-শল্য হৃদয়ে পশিলে, সে মর্ম্মপীড়ার আর ঔষধ না মিলে (৩)।৮১।

শোক-শল্য বিদ্ধ করে, অর্থাৎ সেই সকল প্রিয়জনের রোগ শোক ও বিয়োগে তাহাকে ততই মর্ম্ম-বেদনা সহ্য করিতে হয়।

(১) কুপথ্যসেবনে যেমন আপাতত ইন্দ্রিয়সুখ হয়, কিন্তু শেষে যাতনা পাইয়া মরিতে হয়, তেমনি পুত্রাদির প্রতি স্নেহমমতায় আপাতত সুখ হয় বটে, কিন্তু শেষে তাহাদের জন্যই যাতনায় প্রাণ যায়।

(২) অর্থাৎ পরম সাধু মিত্রের সহবাসে যত আনন্দ হয়, তাহার বিচ্ছেদেও আবার তত যাতনা হয়। এইজন্য বলিয়া থাকে যে,—"যত হাসি তত কান্না"।

(৩) এ জগতে সকল শোকই ভুলিতে পারা যায়, কিন্তু পরম সাধু মিত্রের শোক কিছুতেই ভুলিতে পারা যায় না। এজন্য জ্ঞানীরা সাধুর সহিতও মমতায় আবদ্ধ হইতে চাহেন না।

স্থকৃতান্যপি কর্ম্মাণি রাজভিঃ সগরাদিভিঃ।
অথ তান্যেব কর্ম্মাণি তে চাঽপি প্রলয়ং গতাঃ ॥ ৮২ ॥
সঞ্চিন্ত্য সঞ্চিন্ত্য তমুগ্রদণ্ডং মৃত্যুং মনুষ্যস্য বিচক্ষণস্য।
বর্ষাম্বুসিক্তা ইব চর্ম্মবন্ধাঃ সর্ব্বে প্রযত্নাঃ শিথিলীভবন্তি ॥ ৮৩॥
যামেব রাত্রিং প্রথমামুপৈতি গর্ভে নিবাসং নরবীরলোকঃ।
ততঃ প্রভৃত্যস্খলিতপ্রয়াণঃ স প্রত্যহং মৃত্যুসমীপমেতি ॥ ৮৪ ॥
অথ সংসারং বিচারয়। শোকোঽয়মজ্ঞানস্য প্রপঞ্চঃ। পশ্য।
অজ্ঞানং কারণং ন স্যাদ্ বিয়োগো যদি কারণম্।
শোকো দিনেষু গচ্ছৎসু বর্দ্ধতামপযাতি কিম্ ॥ ৮৫ ॥

কত শত নরপতি জগতে পূজিত অতি
সগর প্রভৃতি আসি' উদিল ধরায়,
তাহারা করিল কত পুণ্যকর্ম্ম অবিরত
কোথা সে তাদের কর্ম্ম ? তারা বা কোথায় ?। ৮২।
শরীরে বর্ষার ধারা পড়িলে যেমন, অবশ হইয়া পড়ে গাত্রের বন্ধন;
তেমনি ভাবিলে ঘোর যমদণ্ড-ভয়, সুবিজ্ঞজনেও হয় অবশ-হৃদয়। ৮৩।
যেই রাত্রে যেই ক্ষণে জননীজঠরে, প্রথম আসিয়া জীব জন্মলাভ করে;
তদবধি চলিতে সে থাকে প্রতিক্ষণে, অহোরাত্র অবিশ্রান্ত কৃতান্ত-সদনে। ৮৪।

আর এই সংসারের প্রকৃতি একবার বিচার করিয়া দেখ। দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে, শোক কেবল অজ্ঞানেরই প্রপঞ্চমাত্র (১)। কেন না,—

শোকের নিদান যদি না হয় অজ্ঞান, বিরহই যদি হয় শোকের নিদান;
বাড়িতে থাকুক তবে শোক অহরহ, কেন না এ ভবে নিত্য ঘটিছে বিরহ;
অজ্ঞান জানিবে তবে শোকের কারণ, অজ্ঞান ঘুচিলে হয় শোক নিবারণ (২) ।৮৫।

---

(১) 'অজ্ঞানের প্রপঞ্চ'—মোহজাল। লোকে ঘোর অজ্ঞানজালে মুগ্ধ হইয়াই শোক করিয়া থাকে, সেই মোহের আবরণ হইতে মুক্ত হইলে আর শোকের অধীন হইতে হয় না।

(২) যদি প্রিয়বস্তুর সহিত বিচ্ছেদকেই শোকের কারণ বলা যায়, তবে এ জগতে কাহারও আর শোকের অবধি থাকে না; কেননা, এ সংসারে প্রতিক্ষণেই কোনও না কোনও প্রিয়বস্তুর সহিত বিচ্ছেদ ঘটিতেছে। অতএব শোকের কারণ বিচ্ছেদ নহে; একমাত্র অজ্ঞানই শোকের কারণ; কেন না, সহস্র সহস্র বিচ্ছেদেও তত্ত্বজ্ঞানীরা শোকের অধীন হয়েন না।

তদ্ ভদ্র আত্মানমনুসন্ধেহি। শোকচর্চ্চাং পরিহর। যতঃ।

অকাণ্ডপাতজাতানামস্ত্রাণাং মর্ম্মভেদিনাম্।
গাঢ়শোকপ্রহারাণামচিন্তৈব মহৌষধম্॥ ৮৬॥

ততস্তদ্বচনং নিশম্য প্রবুদ্ধইব কৌণ্ডিন্য উত্থায়াহব্রবীৎ—তদলমিদানীং গৃহনরকবাসেন। বনং গচ্ছামি। পুনঃ কপিলো ব্রূতে।

বনেঽপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাম্
গৃহেঽপি পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহস্তপঃ।
অকুৎসিতে কর্ম্মণি যঃ প্রবর্ত্ততে
নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনম্॥ ৮৭॥

যতঃ। দুঃখিতোঽপি চরেদ্ধর্ম্মং যত্র কুত্রাশ্রমে রতঃ।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু ন লিঙ্গং ধর্ম্মকারণম্॥ ৮৮॥

অতএব ভাই! আত্মজ্ঞানের অনুসন্ধান কর, শোকচর্চ্চা পরিত্যাগ কর। কারণ,—

মর্ম্মভেদী অস্ত্রসম শোকের প্রহার, অতর্কিতভাবে নিত্য ঘটে বার বার;
বৈরাগ্যই একমাত্র মহৌষধ তায়, যাহার সেবনে সব যাতনা জুড়ায়। ৮৬।

তাঁহার সেই সকল বচন শ্রবণ করিয়া কৌণ্ডিন্য যেন চৈতন্য লাভ করিলেন। অনন্তর তিনি গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন,—ঘোর নরকতুল্য এই গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া ফল কি?। আমি গৃহ ত্যাগ করিয়া অরণ্যে গমন করি। তাহা শুনিয়া কপিল পুনরায় কহিলেন,—

এ ভবে ইন্দ্রিয়-জয় নাহি হয় যার, বনে যাইলেও তার ঘটে অনাচার;
আর যার সমস্ত ইন্দ্রিয় বশে রয়, গৃহেও থাকিয়া তার তপ সিদ্ধ হয়;
বীতরাগ, পুণ্যপথে প্রবৃত্ত যে জন, গৃহই তাহার পক্ষে হয় তপোবন (১)। ৮৭।

কারণ,—

অশেষ দুঃখের ভার করিয়া বহন, যে কোনো আশ্রমে ধর্ম্ম করিবে সাধন;
ভেকধারী হইলেই ধর্ম্ম নাহি হয়, সর্ব্বভূতে সমতাই ধর্ম্ম-পরিচয় (২)। ৮৮।

---

(১) 'বীতরাগ'—যে সংসার-মমতা কাটাইয়া পরমাত্মায় চিত্ত সমর্পণ করিয়াছে।

(২) 'ভেকধারী'—কপট ধার্ম্মিক, ভণ্ড, পাষণ্ড; যে ব্যক্তি স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে ধর্ম্মের নানারূপ ভেক ধরিয়া লোককে বঞ্চনা করিয়া বেড়ায়। 'সর্ব্বভূতে সমতা'—ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীবের প্রতি অভেদ-জ্ঞান। 'ধর্ম্মপরিচয়'—ধর্ম্মের প্রকৃত লক্ষণ।

উক্তং চ। বৃত্ত্যর্থং ভোজনং যেষাং সন্তানার্থং চ মৈথুনম্।
বাক্ সত্যবচনার্থং চ দুর্গাণ্যপি তরন্তি তে ॥ ৮৯ ॥

তথাহি।
আত্মা নদী সংযমপুণ্যতীর্থা সত্যোদকা শীলতটা দয়োর্ম্মিঃ।
তত্রাঽভিষেকং কুরু পাণ্ডুপুত্র ন বারিণা শুধ্যতি চাঽন্তরাত্মা ॥৯০॥

বিশেষতশ্চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিবেদনাভিরুপপ্লুতম্।
সংসারমিদমত্যন্তমসারং ত্যজতঃ সুখম্ ॥ ৯১ ॥

যতঃ। দুঃখমেবাঽস্তি ন সুখং যস্মাত্তদুপলক্ষ্যতে।
দুঃখার্ত্তস্য প্রতীকারে সুখসংজ্ঞা প্রজায়তে ॥ ২৯ ॥

কৌণ্ডিন্যো ব্রূতে—এবমেব। ততোঽহং তেন শোকাকুলেন ব্রাহ্মণেন শপ্তঃ—যদদ্যারভ্য মণ্ডূকানাং বাহনং ভবিষ্যসীতি।

কথিতও আছে যে,—
প্রাণরক্ষা তরে যার ভক্ষ্যে অভিলাষ, সন্তানের তরে যার ভার্য্যা-সহবাস;
কেবল সত্যের তরে বাক্যের কথন, সকল সঙ্কটে পার হয় সেই জন। ৮৯।

আরো,—
আত্মাই পবিত্র নদী, দম তার ঘাট, সত্যই সলিল তার, শীল তার তট;
সকল জীবের প্রতি করুণা অপার, তরঙ্গরূপেতে তাহে উঠে বারেবার;
সে নদীতে কর স্নান হে পাণ্ডুতনয়! অন্য জলে অন্তরাত্মা শুদ্ধ নাহি হয় (১)। ৯০।

বিশেষতঃ,—
জন্ম, জরা, রোগ, শোক, মরণের ক্লেশ, এ ছার সংসারে নাহি আছে সুখলেশ;
কাটাইতে পারে যেই এ ভববন্ধন, জগতে যথার্থ সুখী হয় সেই জন। ৯১।
এ সংসারে সুখ নাই, দুঃখই সকল, অনুভব হয় তাই দুঃখই কেবল;
হৃদয়ে দুঃখের শান্তি হইবে যখন, 'সুখ'-এই নাম তার হইবে তখন। ৯২।

এই সকল উপদেশ শুনিয়া কৌণ্ডিন্য কহিলেন,—হাঁ এইরূপই বটে। অনন্তর তিনি পুত্রশোকে নিতান্ত অধীর হইয়া আমাকে এই বলিয়া শাপ দিলেন, যে,—

---

(১) 'দম' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সংযম, সেই আত্মারূপ নদীর 'ঘাট' অর্থাৎ তাহাতে প্রবেশ করিবার পথ। 'শীল'—পবিত্র স্বভাব, সেই নদীর 'তট' অর্থাৎ পাড়। 'পাণ্ডুনন্দন'—যুধিষ্ঠির। ইহা মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উপদেশ। উদ্যোগপর্ব্বেও ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের ঠিক্ এইরূপ উক্তি আছে।

কপিলো ব্রূতে—সম্প্রত্যুপদেশাসহিষ্ণুর্ভবান্। শোকাবিষ্টং তে হৃদয়ম্। তথাপি কার্য্যং শৃণু।

সঙ্গঃ সর্ব্বাত্মনা ত্যাজ্যঃ স চেৎ ত্যক্তুং ন শক্যতে।
স সদ্ভিঃ সহ কর্ত্তব্যঃ সতাং সঙ্গো হি ভেষজম্॥ ৯৩॥

অন্যচ্চ। কামঃ সর্ব্বাত্মনা হেয়ঃ স চেদ্ধাতুং ন শক্যতে।
স্বভার্য্যাং প্রতি কর্ত্তব্যঃ সৈব তস্য হি ভেষজম্॥ ৯৪॥

এতৎ শ্রুত্বা স কৌণ্ডিন্যঃ কপিলোপদেশামৃতপ্রশান্তশোকানলো যথাবিধি দণ্ডগ্রহণং কৃতবান্। ততোঽহং ব্রাহ্মণশাপং ভোক্তুং মণ্ডূকানুদ্বোঢ়ুমত্র তিষ্ঠামি। অনন্তরং তেন মণ্ডূকেন গত্বা মণ্ডূকনাথস্য জালপাদস্যাগ্রে তৎ কথিতম্। ততোঽসাবাগত্য মণ্ডূকনাথঃ সর্পমধিষ্ঠিতবান্। স চ সর্পস্তং পৃষ্ঠে কৃত্বা চিত্রপদক্রমং বভ্রাম। পরেদ্যুশ্চলিতুমসমর্থং তং মণ্ডূকনাথোঽবদৎ—কিমিতি

তুই আজি হইতে মণ্ডূকগণের বাহন হইবি। কপিল কহিলেন,—তোমার হৃদয় এক্ষণে অত্যন্ত শোকাকুল, এ সময় তোমাকে উপদেশ দেওয়া বৃথা, তথাপি, যাহা কর্ত্তব্য তাহা শ্রবণ কর।

এ ভবে দুঃখের শান্তি যদি ইচ্ছা কর, প্রাণপণে তবে তুমি সঙ্গ পরিহর;
একেবারে সঙ্গ যদি ত্যজিতে না পার, পরম সাধুর কাছে গিয়া সঙ্গ কর;
মহৌষধ জানিবে সাধুর সহবাস, সকল প্রকার রোগ যে করে বিনাশ। ৯৩।

আরো,—

প্রাণপণে কামরিপু করহ বর্জ্জন, কাম হ'তে হয় যত অনর্থ ঘটন;
একেবারে কাম যদি ত্যজিতে না পার, আপন ভার্য্যায় তাহা চরিতার্থ কর;
পরনারী কামধোগে মরণ ঘটায়, নিজ পত্নী একমাত্র মহৌষধ তায়। ৯৪।

কপিলের এইরূপ উপদেশামৃত পান করিয়া ক্রমে কৌণ্ডিন্যের শোকানল শান্ত হইল। তিনি যথাবিধি দণ্ডগ্রহণপূর্ব্বক সংসার ত্যাগ করিলেন। তদবধি আমি সেই ব্রহ্মশাপে মণ্ডূকগণকে পৃষ্ঠে বহন করিবার জন্য এস্থানে অবস্থান করিতেছি। অনন্তর সেই মণ্ডূক মণ্ডূকরাজ জালপাদের নিকট গিয়া সেই সংবাদ প্রদান করিল। মণ্ডূকরাজ সেই সংবাদ পাইয়া তথায় আসিয়া সেই সর্পের পৃষ্ঠে আরোহণ করিল। সর্পও তাহাকে পৃষ্ঠে করিয়া বিচিত্র গমনকৌশল প্রদর্শন পূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে লাগিল। পরদিন মণ্ডূকরাজ সর্পকে চলিতে অক্ষম দেখিয়া কহিল,—

ভবানদ্য মন্দগতিঃ। সর্পো ব্রূতে—দেব আহারবিরহাদ্দুর্ব্বলেহস্মি। মণ্ডূকনাথোহবদৎ—অস্মদাজ্ঞয়া মণ্ডূকান্ ভক্ষয়। ততো গৃহীতোহয়ং মহাপ্রসাদ ইত্যুক্ত্বা ক্রমশো মণ্ডূকান্ খাদতি। অথ নির্মণ্ডূকং সরো বিলোক্য মণ্ডূকনাথোহপি তেন খাদিতঃ। অতোহহং ব্রবীমি—"স্কন্ধেনাপি বহেচ্ছত্রূন্"—ইত্যাদি। দেব যত্ত্বিদানীং পুরাবৃত্তাখ্যানকথনম্। সর্ব্বথা সন্ধেয়োহয়ং হিরণ্যগর্ভো রাজা সন্ধীয়তামিতি মে মতিঃ। রাজোবাচ—কোহয়ং ভবতো বিচারঃ। যতো জিতস্তাবদয়মস্মাভিঃ। ততো যদ্যস্মদাজ্ঞয়া সেবায়াং বসতি তদাস্তাম্। নোচেদ্ বিগৃহ্যতাম্। অত্রান্তরে জম্বুদ্বীপাদাগত্য শুকেনোক্তম্—দেব সিংহলদ্বীপস্য সারসো রাজা সম্প্রতি জম্বুদ্বীপমাক্রম্যাহবতিষ্ঠতে। রাজা তং সসম্ভ্রমমাহ—কিং কিম্। শুকঃ পূর্ব্বোক্তং কথয়তি। গৃধ্রঃ স্বগতমুবাচ—সাধু রে চক্রবাক মন্ত্রিন্ সাধু। রাজা সকোপমাহ—আস্তাং তাবদয়ম্। তমেব গত্বা সমূলমুন্মূলয়ামি। দূরদর্শী বিহস্যাহ।

আজি তুমি এত আস্তে চলিতেছ কেন?। সর্প কহিল,—মহারাজ! অনাহারে দুর্ব্বল হইয়াছি। মণ্ডূকরাজ কহিল,—আমার আজ্ঞায় তুমি কয়েকটি মণ্ডূক ভক্ষণ কর। 'আপনার এই মহাপ্রসাদ আমি শিরোধার্য্য করিলাম'—ইহা বলিয়া সে ক্রমে মণ্ডূকদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিল। ক্রমে সেই সরোবরের সমস্ত মণ্ডূক যখন নিঃশেষিত হইল, তখন সে সেই মণ্ডূকরাজকেও ভক্ষণ করিল। এই জন্যই আমি বলিতেছিলাম যে,—"শত্রুকেও নিজ পৃষ্ঠে করিবে বহন"- ইত্যাদি। মহারাজ! এক্ষণে ঐ সকল পৌরাণিক কথার আলোচনা থাকুক। রাজা হিরণ্যগর্ভ সর্ব্বপ্রকারেই সন্ধির উপযুক্ত পাত্র, অতএব আমার মতে তাঁহার সহিত সন্ধি করাই কর্ত্তব্য। রাজা চিত্রবর্ণ কহিল,—আপনার এ কি বিচার! আমরা যখন তাহাকে পরাজয় করিয়াছি তখন সে যদি আমার আজ্ঞাধীন হইয়া আমার সেবায় নিযুক্ত থাকে তবেই সে রক্ষা পাইবে, নতুবা যুদ্ধ করিতে হইবে। ইত্যবসরে জম্বুদ্বীপ হইতে শুক আসিয়া সংবাদ দিল,—মহারাজ! সিংহলদ্বীপের রাজা সারস সম্প্রতি সসৈন্যে জম্বুদ্বীপ অবরোধপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন। তাহা শুনিয়া রাজা ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিল,—কি? কি?। শুক পুনরায় সেইরূপ কহিল। গৃধ্র মন্ত্রী মনে মনে কহিতে লাগিল,—মন্ত্রিন্ চক্রবাক! ধন্য তোমার বুদ্ধিকৌশল!।

ন শরন্মেঘবৎ কার্য্যং বৃথৈব ঘনগর্জ্জিতম্।
পরস্যাঽর্থমনর্থং বা প্রকাশয়তি নো মহান্॥ ৯৫॥

অপরঞ্চ। একদা ন বিগৃহ্লীয়াদ্ বহূন্ রাজা বিবাদিনঃ।
সদর্পোঽপ্যুরগঃ কীটৈর্বহুভির্নাশ্যতে ধ্রুবম্॥ ৯৬॥

দেব কিমিতো বিনা সন্ধানং গমনমস্তি। যতোঽস্মাকং পশ্চাৎ প্রকোপোঽনেন কর্ত্তব্যঃ। অপরঞ্চ।

যোঽর্থতত্ত্বমবিজ্ঞায় ক্রোধস্যৈব বশং গতঃ।
স তথা তপ্যতে মূঢ়ো ব্রাহ্মণো নকুলাদ্‌যথা॥ ৯৭॥

রাজা পৃচ্ছতি—কথমেতৎ। দূরদর্শী কথয়তি। অস্ত্যুজ্জয়িন্যাং মাধবো নাম ব্রাহ্মণঃ। তস্য ব্রাহ্মণী প্রসূতা। সা বালাপত্যরক্ষার্থং ব্রাহ্মণমবস্থাপ্য স্নাতুং গতা। অথ ব্রাহ্মণায় রাজ্ঞঃ পার্ব্বণশ্রাদ্ধং দাতুমাহ্বানমাগতম্। তৎ শ্রুত্বা ব্রাহ্মণঃ সহজদারিদ্র্যাদচিন্তয়ৎ—

রাজা ঐ সংবাদে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল,—এক্ষণে এ হিরণ্যগর্ভ থাকুক, অগ্রে যাইয়া সেই সারস রাজাকেই সমূলে উন্মূলন করি। তাহা শুনিয়া মন্ত্রী দূরদর্শী হাস্য করিয়া কহিল,—

পরের অনিষ্ট কিম্বা ইষ্ট যা করিবে, বড় লোকে বাক্যে তাহা নাহি প্রকাশিবে;
শরতে মেঘের ডাক বৃথাই যেমন, কথায় বড়াই করা নিষ্ফল তেমন। ৯৫।

আরো,—

বহু সনে রাজা না যুঝিবে একেবারে, সর্পকেও বহু কীটে বিনাশিতে পারে। ৯৬।

মহারাজ! সন্ধি স্থাপন না করিয়া এস্থান হইতে গমন করিবার সাধ্য কি?। কারণ, তাহা হইলে এই বিপক্ষেরা আমাদের পশ্চাৎ আক্রমণ করিবে। আরো,—

প্রকৃত ঘটনা অগ্রে না করি সন্ধান, অগ্রেই যে জন ক্রোধে হয় হতজ্ঞান;
সে জন নকুল শোকে ব্রাহ্মণের প্রায়, অনুতাপে অবশেষে করে হায় হায়। ৯৭।

রাজা জিজ্ঞাসা করিল,—সে কি প্রকার?। দূরদর্শী কহিল। উজ্জয়িনী নগরে মাধব নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার ব্রাহ্মণী একটি পুত্র প্রসব করিলেন। একদিন ব্রাহ্মণী শিশু সন্তানটির রক্ষণার্থে ব্রাহ্মণকে গৃহে রাখিয়া স্নান করিতে গমন করিলেন। ইত্যবসরে রাজার পার্ব্বণশ্রাদ্ধের দানগ্রহণার্থে সেই ব্রাহ্মণকে লইতে লোক আসিল। রাজার নিমন্ত্রণ পাইয়া ব্রাহ্মণ নিজ দারিদ্র্যহেতু মনে মনে ভাবি-

যদি সত্বরং ন গচ্ছামি তদাঽন্যঃ কশ্চিৎ শ্রাদ্ধং গ্রহীষ্যতি। উক্তং চ।

আদেয়স্য প্রদেয়স্য কর্ত্তব্যস্য চ কর্ম্মণঃ।
ক্ষিপ্রমক্রিয়মাণস্য কালঃ পিবতি তদ্রসম্ ॥ ৯৮ ॥

কিন্তু শিশোরত্র রক্ষকঃ কোঽপি নাস্তি। তৎ কিং করোমি। যাতু। চিরকালপালিতমমুং সুতনির্ব্বিশেষং নকুলং বালকরক্ষার্থং ব্যবস্থাপ্য গচ্ছামি। তথা কৃত্বা গতঃ। ততস্তত্র নকুলেন বালকসমীপমাগচ্ছন্ তূষ্ণীং কৃষ্ণসর্পো ব্যাপাদিতঃ খণ্ডিতশ্চ। অথাঽসৌ নকুলো ব্রাহ্মণমায়ান্তমবলোক্য রক্তবিলিপ্তমুখপাদঃ সত্বরমুপগম্য তচ্চরণয়োর্লুলোঠ। ততোঽসৌ ব্রাহ্মণস্তং তথাবিধং দৃষ্ট্বা মম পুত্রোঽনেন ভক্ষিত ইত্যবধার্য্য তং ব্যাপাদিতবান্। অনন্তরং যাবদুপসৃত্য পশ্যতি ব্রাহ্মণস্তাবদ্ বালকঃ সুস্থঃ স্বপিতি সর্পশ্চ

লেন,—যদি শীঘ্র না যাই, তবে আর কেহ গিয়া ঐ দান গ্রহণ করিবে। কথিতও আছে যে,—

আদান, প্রদান আদি কর্ত্তব্য বিষয়, অবিলম্বে এ সকল করিবে নিশ্চয়;
শীঘ্রই এ সব যদি নাহি করা যায়, সময়ে ইহার সব রসটুকু খায় (১)। ৯৮।

কিন্তু এখানে এই শিশুটির রক্ষক কেহ নাই, অতএব কি করি। আমার এই নকুলটিকে আমি চিরকাল সন্তানের ন্যায় পালন করিয়াছি, অতএব ইহাকেই এই শিশুর রক্ষায় নিযুক্ত করিয়া যাই। অনন্তর ব্রাহ্মণ নকুলকে শিশুসন্তানের রক্ষায় নিযুক্ত করিয়া গমন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে নকুল দেখিল,—এক কালসর্প সেই শিশুর নিকটে আস্তে আস্তে আসিতেছে। নকুল তৎক্ষণাৎ সর্পকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। অনন্তর ব্রাহ্মণকে প্রত্যাগমন করিতে দেখিয়া নকুল ব্রাহ্মণের নিকট দৌড়িয়া গিয়া তাঁহার চরণতলে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ নকুলের মুখ ও পদ রক্তাক্ত দেখিয়া স্থির করিলেন,—এ নিশ্চয় আমার শিশুসন্তানটিকে ভক্ষণ করিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই নকুলের প্রাণসংহার করিলেন। পরে যখন গিয়া দেখিলেন,—বালকটি সুস্থির হইয়া ঘুমাইতেছে এবং তাহার নিকটে এক কালসর্প খণ্ড খণ্ড হইয়া মরিয়া আছে, তখন সেই ব্রাহ্মণ নিদারুণ অনুতাপে দগ্ধ

---

(১) অর্থাৎ দেনা পাওনা প্রভৃতি শীঘ্র শীঘ্র পরিষ্কার না করিয়া তাহাতে যতই কালক্ষেপ করিবে ততই ক্ষতি হইতে থাকিবে।

ব্যাপাদিতস্তিষ্ঠতি। ততোঽসৌ ব্রাহ্মণঃ পরং বিষাদমুপগতঃ। অতোঽহং ব্রবীমি—"যোঽর্থতত্ত্বমবিজ্ঞায়" ইত্যাদি। অপরং চ।

কামঃ ক্রোধো মদো মোহো লোভো মাৎসর্য্যমেব চ।
ষড়্ বর্গমুৎসৃজেদেনমস্মিংস্ত্যক্তে সুখী ভবেৎ॥ ৯৯॥

রাজাহ—মন্ত্রিন্ এষ তে নিশ্চয়ঃ। মন্ত্রী ব্রূতে—এবমেব। যতঃ।

স্মৃতিশ্চ পরমার্থেষু বিতর্কো জ্ঞাননিশ্চয়ঃ।
দৃঢ়তা মন্ত্রগুপ্তিশ্চ মন্ত্রিণঃ পরমো গুণঃ॥ ১০০॥

তথা চ। সহসা বিদধীত ন ক্রিয়ামবিবেকঃ পরমাপদাং পদম্।
বৃণতে হি বিমৃষ্যকারিণং গুণলুব্ধাঃ স্বয়মেব সম্পদঃ॥১০১॥

তদ্দেব যদীদানীমস্মদ্বচনং ক্রিয়তে তদা সন্ধায় গম্যতাম্।

যতঃ। যদ্যপ্যুপায়াশ্চত্বারো নির্দ্দিষ্টাঃ সাধ্যসাধনে।
সংখ্যামাত্রং ফলং তেষাং সিদ্ধিঃ সাম্নি ব্যবস্থিতা॥১০২॥

হইতে লাগিলেন। এইজন্যই বলিতেছিলাম যে,—"প্রকৃত ঘটনা অগ্রে না করি সন্ধান",—ইত্যাদি। আরোও—

কাম, ক্রোধ, লোভ আদি রিপুবর্গ ছয়, ত্যজিতে যে পারে ভবে সেই সুখী হয়।৯৯।

রাজা জিজ্ঞাসিল,—মন্ত্রিন্! সন্ধি করিতেই কি আপনি দৃঢ় নিশ্চয় করিয়াছেন?। মন্ত্রী কহিল,—হাঁ, ইহাই আমার দৃঢ় নিশ্চয়। কারণ,—

কর্ত্তব্য বিষয় সদা করিবে স্মরণ, সে বিষয়ে ফলাফল করিবে চিন্তন;
সুনিপুণ ভাবে তাহা করিয়া নির্ণয়, দৃঢ়পণে সিদ্ধ তাহা করিবে নিশ্চয়;
গূঢ় মন্ত্র নাহি প্রকাশিবে কদাচন, সুমন্ত্রীর এই সব জানিবে লক্ষণ। ১০০।

আরো,—

না করিবে কোনো কার্য্য সহসা কখন, অবিবেক বিপদের প্রধান কারণ;
সুবিচারে সব কার্য্য করে যেই জন, নিজেই কমলা তারে করে আলিঙ্গন।(১)১০১।

অতএব মহারাজ! যদি আমার মন্ত্রণা শ্রবণ করেন, তবে সন্ধি করিয়া গমন করুন। কারণ,—

সাম, দান, ভেদ, যুদ্ধ,—চারিটি কৌশল, দান, ভেদ, যুদ্ধ, আছে নামেই কেবল;
সর্ব্বকালে সাম রাজা করিবে আশ্রয়, সামেই সকল সিদ্ধি জানিবে নিশ্চয়।১০২।

---

(১) মূল শ্লোকটি ভারবি কবির কিরাতার্জ্জুনীয় কাব্যের ২য় সর্গে আছে। 'সহসা'—পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া। 'অবিবেক'—অবিবেচনা। 'কমলা'—লক্ষ্মী অর্থাৎ সম্পদ।

রাজাহ কথমেবং সত্বরং সম্ভবতি। মন্ত্রী ব্রূতে—দেব সত্বরং ভবিষ্যতি। যতঃ।

মৃদ্ঘটবৎ সুখভেদ্যো দুঃসন্ধানশ্চ দুর্জনো ভবতি।
সুজনস্তু কনকঘটবদ্ দুর্ভেদ্যশ্চাশু সন্ধেয়ঃ॥ ১০৩॥

অপরং চ। অজ্ঞঃ সুখমারাধ্যঃ সুখতরমারাধ্যতে বিশেষজ্ঞঃ।
জ্ঞানলবদুর্বিদগ্ধং ব্রহ্মাঽপি নরং ন রঞ্জয়তি॥ ১০৪॥

বিশেষতশ্চাঽসৌ ধর্ম্মজ্ঞো রাজা সর্ব্বজ্ঞো মন্ত্রী চ। জ্ঞাতমেতন্ময়া পূর্ব্বং মেঘবর্ণবচনাৎ তৎকৃতকার্য্যসন্দর্শনাচ্চ। যতঃ।

কর্ম্মানুমেয়াঃ সর্ব্বত্র পরোক্ষগুণবৃত্তয়ঃ।
তস্মাৎ পরোক্ষবৃত্তীনাং ফলৈঃ কর্ম্ম বিভাবয়েৎ॥ ১০৫॥

রাজাহ—অলমুত্তরোত্তরেণ। যথাভিপ্রেতমনুষ্ঠীয়তাম্। এত-

রাজা কহিল,—এত শীঘ্র সন্ধি করা কিরূপে সম্ভবে?। মন্ত্রী বলিল,—মহারাজ! শীঘ্রই সন্ধি করিয়া দিব। কারণ,—

মাটির ঘটের ন্যায় জানিবে দুর্জ্জন, সহজেই ভাঙ্গে আর না হয় মিলন;
সোণার ঘটের ন্যায় জানিবে সুজন, কষ্টে ভাঙ্গে, হয় কিন্তু সহজে মিলন। ১০৩।

আরো,—

অজ্ঞকে তুষিতে লাগে অল্প পরিশ্রম, বিজ্ঞকে তুষিতে শ্রম লাগে আরো কম;
কিন্তু বিন্দুমাত্র জ্ঞানে মত্ত যেই জন, ব্রহ্মাও না পারে তারে করিতে রঞ্জন (১)। ১০৪।

বিশেষতঃ ঐ রাজা হিরণ্যগর্ভ অতি ধার্ম্মিক এবং উহাঁর মন্ত্রীও সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানে বিভূষিত, আমি ইহা মেঘবর্ণের কথায় পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছি, এবং তাঁহাদের কর্ম্ম দেখিয়াও তাহা বুঝিয়াছি। কেন না,—

পরোক্ষে যেরূপ যেবা করে আচরণ, ফল দেখি' কর্ম্ম তার বুঝে বিজ্ঞ জন (২)। ১০৫।

রাজা কহিল,—তবে আর উত্তরপ্রত্যুত্তরে প্রয়োজন নাই, আপনার যাহা অভিপ্রায় তাহাই করুন। এইরূপ মন্ত্রণার পর মহামন্ত্রী গৃধ্র বলিল,—এ বিষয়ে

---

(১) অল্প বিদ্যা অতি ভয়ানক; বরং একেবারে অজ্ঞ থাকা ভাল। অল্প বিদ্যায় কেবল গর্ব্বেরই বৃদ্ধি হয়। এজন্য অল্পশিক্ষিত ব্যক্তিকে কেহই বুঝাইতে পারে না।

(২) যে স্থলে অন্যের কার্য্য স্বচক্ষে দেখিবার সম্ভাবনা নাই, সে স্থলে ফল দেখিয়াই তাহার সেই কার্য্য বুঝিয়া লইতে হয়। অতএব রাজা রাজহংস যে অতি সদাশয়, তাহা মেঘবর্ণের প্রতি তাঁহার সরল ব্যবহার দেখিয়াই বুঝা যাইতেছে।

স্মন্ত্রয়িত্বা গৃধ্রো মহামন্ত্রী তত্র যথার্হং কর্ত্তব্যম্ ইত্যুক্ত্বা দুর্গাভ্যন্তরং প্রচলিতঃ। ততঃ প্রণিধিবকেনাগত্য রাজ্ঞো হিরণ্যগর্ভস্য নিবেদিতম্—দেব সন্ধিং কর্ত্তুং মহামন্ত্রী গৃধ্রোঽস্মৎসমীপমাগচ্ছৎ। রাজহংসো ব্রূতে—মন্ত্রিন্ পুনঃ সম্বন্ধিনা কেনচিদত্রাগন্তব্যম্। সর্ব্বজ্ঞো বিহস্যাহ—দেব ন শঙ্কাস্পদমেতৎ। যতো মহাশয়োঽসৌ দূরদর্শী। অথবা স্থিতিরিয়ং মন্দমতীনাং—কদাচিৎ শঙ্কৈব ন ক্রিয়তে কদাচিৎ সর্ব্বত্র শঙ্কা। তথাহি।

সরসি বহুশস্তারাচ্ছায়েং ক্ষণাৎ পরিবঞ্চিতঃ
কুমুদবিটপান্বেষী হংসো নিশাস্ববিচক্ষণঃ।
ন দশন্তি পুনস্তারাশঙ্কী দিবাঽপি সিতোৎপলম্
কুহকচকিতো লোকঃ সত্যেঽপ্যপায়মপেক্ষতে ॥১০৬॥

অপি চ। দুর্জ্জনদূষিতমনসঃ সুজনেম্বপি নাস্তি বিশ্বাসঃ।
বালঃ পায়সদগ্ধো দধ্যপি ননু ফুৎকৃতং ভুঙ্‌ক্তে ॥১০৭॥

যাহা কর্ত্তব্য করিতেছি। ইহা বলিয়া দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। এদিকে সেই গূঢ়চর বক আসিয়া রাজা হিরণ্যগর্ভকে সংবাদ দিল,—মহারাজ! মহামন্ত্রী গৃধ্র সন্ধি স্থাপন করিবার জন্য আমাদের নিকট আসিয়াছেন। রাজহংস কহিল,—বোধ হয় মেঘবর্ণের ন্যায় আবার কেহ সর্ব্বনাশ করিবার উদ্দেশে কপট বন্ধু হইয়া আসিয়াছে। তাহা শুনিয়া সর্ব্বজ্ঞ মন্ত্রী হাস্য করিয়া কহিল,—মহারাজ! ইহাতে আর সেরূপ আশঙ্কা করিবেন না, কারণ, ঐ দূরদর্শী মন্ত্রী অতি মহাত্মা। অথবা, অল্পবুদ্ধি লোকের প্রকৃতিই এই যে, কখনও একেবারেই আশঙ্কা করে না, কখনও বা সর্ব্বত্রই আশঙ্কা করে। দেখুন!—

নিশায় তারকা-বিম্ব সলিলে হেরিয়া, খাইতে চলিল হংস কুমুদ ভাবিয়া;
ঠকিয়া তাহাতে শেষে হইল নিরাশ, দিবসেও নাহি গেল কুমুদের পাশ;
কুহকে পড়িয়া যেই ঠকে একবার, সত্যেও বিশ্বাস তার নাহি হয় আর (১)।১০৬।
দুর্জ্জনে বিশ্বাস করি' বঞ্চিত যে হয়, সুজনেও আর তার না হয় প্রত্যয়;
অত্যুষ্ণ পায়সে হাত যে শিশু পোড়ায়, শীতল দধিও দিলে ফুঁ দিয়া সে খায়।১০৭।

---

(১) হংসেরা পদ্ম ও কুমুদ প্রভৃতির ডাঁটা খাইতে ভাল বাসে। রাত্রিকালে সরোবরের স্বচ্ছ জলে শুভ্র নক্ষত্রের প্রতিবিম্বকে শুভ্র কুমুদপুষ্প ভাবিয়া এক হংস তাহা খাইতে গেল; কিন্তু তাহাতে

তদ্দেব যথাশক্তি তৎপূজার্থং রত্নোপহারাদিসামগ্রী সজ্জীক্রিয়তাম্। তথানুষ্ঠিতে সতি স গৃধ্রো মন্ত্রী দুর্গদ্বারাচ্চক্রবাকেণোপগম্য সৎকৃত্যানীয় রাজদর্শনং কারিতো দত্তাসনে চোপবেশিতঃ। চক্রবাক উবাচ—মন্ত্রিন্ যুষ্মদায়ত্তং সর্ব্বম্। স্বেচ্ছয়োপভুজ্যতামিদং রাজ্যম্। রাজহংসো ব্রূতে—এবমেব। দূরদর্শী ব্রূতে—এবমেবৈতৎ। কিন্ত্বিদানীং বহুপ্রপঞ্চবচনং নিষ্প্রয়োজনম্। যতঃ।

লুব্ধমর্থেন গৃহ্নীয়াৎ স্তব্ধমঞ্জলিকর্ম্মণা।
মূর্খং ছন্দানুবৃত্তেন যাথাতথ্যেন পণ্ডিতম্ ॥ ১০৮ ॥

অন্যচ্চ। সদ্ভাবেন হরেন্মিত্রং সম্ভ্রমেণ তু বান্ধবান্।
স্ত্রীভৃত্যান্ দানমানৈশ্চ দাক্ষিণ্যেনেতরান্ জনান্ ॥১০৯॥

তদিদানীং সন্ধায় গম্যতাম্। মহাপ্রতাপশ্চিত্রবর্ণো রাজা।

অতএব মহারাজ! সেই মন্ত্রিবরের যথাবিধি সম্মানের জন্য রত্নাদি উপহারসামগ্রী যথাসাধ্য সজ্জিত করিয়া রাখুন। অনন্তর তাঁহার সৎকারের জন্য সমস্ত আয়োজন হইলে, চক্রবাক দুর্গের দ্বার পর্য্যন্ত গিয়া গৃধ্র মন্ত্রীকে সমাদরপূর্ব্বক আনিয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিল। গৃধ্র রাজদত্ত আসনে উপবেশন করিলে, চক্রবাক কহিল,—মন্ত্রিন্! এস্থানে সমস্তই আপনার নিজের বলিয়া জানিবেন, এই রাজ্য আপনি যথেচ্ছ উপভোগ করুন। রাজা রাজহংস কহিল,—সত্যই এ সমস্ত আপনি নিজেরই জ্ঞান করিবেন। দূরদর্শী গৃধ্র বলিল,—তাহাতে আর সন্দেহ কি?। কিন্তু এক্ষণে অধিক কথার আড়ম্বরে প্রয়োজন নাই। কারণ,—

লুব্ধকে করিবে বশ ধন রত্ন দিয়া, দৃপ্তকে করিবে বশ বিনয় করিয়া (১);
মূর্খকে করিবে বশ মন যোগাইয়া, জ্ঞানীকে করিবে বশ যথার্থ কহিয়া। ১০৮।
সদ্ভাবে করিবে বশ নিজ বন্ধু জনে, সম্ভ্রমে করিবে বশ নিজ জ্ঞাতিগণে;
স্ত্রী ভৃত্যে রাখিবে বশে মানে আর ধনে, দাক্ষিণ্যে করিবে বশ অন্য সাধারণে(২)।১০৯।

অতএব এক্ষণে সন্ধি স্থাপন করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করুন, কারণ, মহারাজ চিত্র-

---

মগ্ন হইল; তখন দিবাভাগে সত্য কুমুদের নিকটও যাইল না, কেন না, যে একবার কপটের প্রতি বিশ্বাস করিয়া ঠকে, সে অকপটের প্রতিও বিশ্বাস করিতে আশঙ্কা করে।

(১) 'দৃপ্ত'—গর্ব্বিত, উদ্ধতস্বভাব।

(২) 'সম্ভ্রম'—সম্মান, বিনয়প্রদর্শন। 'দাক্ষিণ্য'—সৌজন্য, সরলতা, অনুকূলতা।

চক্রবাকো ব্রূতে—যথা সন্ধানং কার্য্যং তদুচ্যতাম্। রাজহংসো ব্রূতে—কতি প্রকারাঃ সন্ধীনাং সম্ভবন্তি। গৃধ্রো বদতি—কথয়ামি শ্রূয়তাম্।

বলীয়সাঽভিযুক্তস্তু নৃপোঽনন্যপ্রতিক্রিয়ঃ।
আপন্নঃ সন্ধিমন্বিচ্ছেৎ কুর্ব্বাণঃ কালযাপনম্॥ ১১০॥
কপাল উপহারশ্চ সন্তানঃ সঙ্গতস্তথা।
উপন্যাসঃ প্রতীকারঃ সংযোগঃ পুরুষান্তরঃ॥ ১১১॥
অদৃষ্টনর আদিষ্ট আত্মাদিষ্ট উপগ্রহঃ।
পরিক্রয়স্তথোচ্ছিন্নস্তথা চ পরভূষণঃ॥ ১১২॥
স্কন্ধোপনেয়ঃ সন্ধিশ্চ ষোড়শৈতে প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ইতি ষোড়শকং প্রাহুঃ সন্ধিং সন্ধিবিচক্ষণাঃ॥ ১১৩॥
কপালসন্ধির্বিজ্ঞেয়ঃ কেবলং সমসন্ধিতঃ।
সম্প্রদানাদ্ ভবতি য উপহারঃ স উচ্যতে॥ ১১৪॥

বর্ণ অতি প্রতাপশালী। চক্রবাক কহিল,—যেরূপ সন্ধি করিতে হইবে তাহা আদেশ করুন। রাজহংস জিজ্ঞাসিল,—সন্ধি কয় প্রকার? গৃধ্র বলিল,—কহিতেছি শুনুন।

প্রবল বিপক্ষে রাজা আক্রান্ত হইয়া, যখন উপায় কিছু না পাবে খুঁজিয়া;
নানারূপে কালব্যাজ করিয়া তখন, করিবে শক্রর সনে সন্ধির স্থাপন। ১১০।

(১) কপাল, (২) উপহার, (৩) সন্তান, (৪) সঙ্গত, (৫) উপন্যাস, (৬) প্রতীকার, (৭) সংযোগ, (৮) পুরুষান্তর, (৯) অদৃষ্টনর, (১০) আদিষ্ট, (১১) আত্মাদিষ্ট, (১২) উপগ্রহ, (১৩) পরিক্রয়, (১৪) উচ্ছিন্ন, (১৫) পরভূষণ, (১৬) স্কন্ধোপনেয়; এই ষোল প্রকার সন্ধি আছে। সন্ধিতত্ত্বে বিচক্ষণ পণ্ডিতেরা এই ষোলপ্রকার সন্ধি নির্দ্দেশ করিয়াছেন (১)। ১১১। ১১২। ১১৩।

যাহে দুই পক্ষে তুল্য ফল লাভ হয়, 'কপাল' নামক সন্ধি তাহাকেই কয়;
ধন আদি করি' দান যেই সন্ধি হয়, 'উপহার' নামে সন্ধি তাহাকেই কয়। ১১৪।

---

(১) মূলের এই তিনটি শ্লোক গদ্যে লিখিত হইল, এজন্য ইহাতে শ্লোকের সংখ্যানুসারে সংখ্যা প্রদত্ত হইল।

সন্তানসন্ধির্বিজ্ঞেয়ো দারিকাদানপূর্ব্বকঃ।
সদ্ভিস্তু সঙ্গতঃ সন্ধির্মৈত্রীপূর্ব্ব উদাহৃতঃ ॥ ১১৫ ॥
যাবদায়ুঃপ্রমাণস্তু সমানার্থপ্রয়োজনঃ।
সম্পত্তৌ বা বিপত্তৌ বা কারণৈর্যো ন ভিদ্যতে ॥১১৬॥
সঙ্গতঃ সন্ধিরেবাঽয়ং প্রকৃষ্টত্বাৎ সুবর্ণবৎ।
তথাঽন্যৈঃ সন্ধিকুশলৈঃ কাঞ্চনঃ স উদাহৃতঃ ॥১১৭॥
আত্মকার্য্যস্য সিদ্ধিং তু সমুদ্দিশ্য ক্রিয়েত যঃ।
স উপন্যাসকুশলৈরুপন্যাস উদাহৃতঃ ॥ ১১৮ ॥
ময়াঽস্যোপকৃতং পূর্ব্বং মমাঽপ্যেষ করিষ্যতি।
ইতি যঃ ক্রিয়তে সন্ধিঃ প্রতীকারঃ স উচ্যতে ॥১১৯॥
উপকারং করোম্যস্য মমাঽপ্যেষ করিষ্যতি।
অয়ং চাঽপি প্রতীকারো রামসুগ্রীবয়োরিব ॥ ১২০ ॥
একার্থাং সম্যগুদ্দিশ্য ক্রিয়াং যত্র হি গচ্ছতি।
সুসংহিতপ্রমাণস্তু স চ সংযোগ উচ্যতে ॥ ১২১ ॥

কন্যাদান করি' সন্ধি করিলে স্থাপন, 'সন্তান' নামেতে সন্ধি বলে বুধ জন ;
দুই পক্ষে চিরসখ্যে যাহে বদ্ধ হয়, তাহাকে 'সঙ্গত' সন্ধি সাধুজনে কয়। ১১৫।
কি বিপদে কি সম্পদে সকল সময়, কিছুতেই এই সন্ধি ভগ্ন নাহি হয় ;
উভয়েরি এক অর্থ, এক প্রয়োজন, না ভাঙ্গে 'সঙ্গত' সন্ধি যাবত জীবন ;
ধাতুমধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাঞ্চন যেমন, সন্ধিমধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ 'সঙ্গত' তেমন ;
সে কারণে সন্ধি-বিচক্ষণ বুধগণ, 'কাঞ্চন' নামেই ইহা করেন কীর্ত্তন।১১৬,১১৭।
স্বকার্য্যসিদ্ধির তরে যেই সন্ধি হয়, 'উপন্যাস' নাম তার বিজ্ঞ জনে কয়। ১১৮।
পূর্ব্বে উপকার আমি করেছি ইহার, এ ব্যক্তিও উপকার করিবে আমার ;
এই অভিপ্রায়ে সন্ধি করিলে স্থাপন, 'প্রতীকার' নাম তার বলে বিজ্ঞ জন।১১৯।
আমি এর উপকার করিব যেমন, এও মোর উপকার করিবে তেমন ;
এরূপে সুগ্রীবে রামে যেই সন্ধি হয়, 'প্রতীকার' নামে সন্ধি তাহাকেও কয় (১)।১২০।
একই কার্য্যের সিদ্ধি করিবার তরে, দুই পক্ষে মিলিত হইয়া পরস্পরে ;
সুদৃঢ় প্রমাণে সন্ধি করিলে বন্ধন, 'সংযোগ' তাহার নাম বলে বিজ্ঞজন। ১২১।

---

(১) রামচন্দ্র বালি বধ করিয়া স্ত্রী ও রাজ্য উদ্ধারপূর্ব্বক সুগ্রীবকে দিবেন, এবং সুগ্রীবও রাবণ-বধের উপায় করিয়া সীতা উদ্ধারপূর্ব্বক রামচন্দ্রকে দিবেন। উভয়ে এই পণে সখ্যস্থাপন ও সন্ধিবন্ধন

আবয়োর্যোধমুখ্যৈস্তু মদর্থঃ সাধ্যতামিতি।
যস্মিন্ পণস্তু ক্রিয়তে স সন্ধিঃ পুরুষান্তরঃ ॥ ১২২ ॥
ত্বয়ৈকেন মদীয়োঽর্থঃ সম্প্রসাধ্যস্ত্বসাবিতি।
যত্র শত্রুঃ পণং কুর্য্যাৎ সোঽদৃষ্টপুরুষঃ স্মৃতঃ ॥১২৩॥
যত্র ভূম্যেকদেশেন পণেন রিপুরূর্জ্জিতঃ।
সন্ধীয়তে সন্ধিবিদ্ভিরাদিষ্টঃ স উদাহৃতঃ ॥ ১২৪ ॥
স্বসৈন্যেন তু সন্ধানমাত্মাদিষ্ট উদাহৃতঃ।
ক্রিয়তে প্রাণরক্ষার্থং সর্ব্বদানাদুপগ্রহঃ ॥ ১২৫ ॥
কোষাংশেনাঽর্দ্ধকোষেণ সর্ব্বকোষেণ বা পুনঃ।
শিষ্টস্য প্রতিরক্ষার্থং পরিক্রয় উদাহৃতঃ ॥ ১২৬ ॥
ভুবাং সারবতীনাং তু দানাদুচ্ছিন্ন উচ্যতে।
ভূম্যুত্থফলদানেন সর্ব্বেণ পরভূষণঃ ॥ ১২৭ ॥

উভয় পক্ষের সব মহাযোধগণ, মিলিয়া আমার কার্য্য করুক সাধন ;
এইরূপ পণে যেই সন্ধিপত্র হয়, 'পুরুষান্তর' সন্ধি তাহাকেই কয়। ১২২।
একা তুমি মোর কার্য্য করিবে সাধন, আমার সাহায্য নাহি করিবে প্রার্থন ;
এই পণে শত্রু করে যে সন্ধি বন্ধন, 'অদৃষ্টপুরুষ' তারে বলে বুধগণ। ১২৩।
স্বভূমির কিয়দংশ করিয়া অর্পণ, প্রবলের সনে সন্ধি করিলে স্থাপন ;
সন্ধিতত্ত্বে বিচক্ষণ পণ্ডিত সকলে, 'আদিষ্ট' নামেতে সন্ধি তাহাকেই বলে।১২৪।
আপন সৈন্যের সনে যেই সন্ধি হয়, 'আত্মাদিষ্ট' নামে সন্ধি তাহাকেই কয় ;
সর্ব্বস্ব অর্পিয়া প্রাণ করিলে রক্ষণ, 'উপগ্রহ' নামে সন্ধি বলে বিজ্ঞগণ। ১২৫।
নিজের সমস্ত কোষ করি' পরিহার, অথবা অর্দ্ধেক, কিম্বা কিয়দংশ তার ;
শত্রু হ'তে অবশিষ্ট করিলে রক্ষণ, 'পরিক্রয়' নামে সন্ধি বলে বিজ্ঞ জন (১)।১২৬।
সার সার ভূমি যদি ছেড়ে দিতে হয়, 'উচ্ছিন্ন' নামেতে সন্ধি তাহাকেই কয় ;
ভূমির ফসল সব যদি দিতে হয়, তাহাকে 'পরভূষণ' নামে সন্ধি কয়। ১২৭।

হইয়াছিল। দুই পক্ষে ভাবী উপকারের প্রত্যাশায় এই প্রকার সন্ধি করিলে তাহাকেও 'প্রতীকার'-নামক সন্ধি বলে।

(১) যে সন্ধিতে নিজের সমস্ত রাজকোষ বা তাহার কিয়দংশ দিয়া প্রবল শত্রুর হস্ত হইতে অবশিষ্ট অধিকার রক্ষা করা যায়, তাহাকে 'পরিক্রয়'-নামক সন্ধি বলে।

পরিচ্ছিন্নং ফলং যত্র প্রতিস্কন্ধেন দীয়তে।
স্কন্ধোপনেয়ং তং প্রাহুঃ সন্ধিং সন্ধিবিচক্ষণাঃ ॥ ১২৮ ॥
পরস্পরোপকারশ্চ মৈত্রী সম্বন্ধকস্তথা।
উপহারশ্চ বিজ্ঞেয়াশ্চত্বারশ্চৈব সন্ধয়ঃ ॥ ১২৯ ॥
একএবোপহারস্তু সন্ধিরেব মতো মম।
উপহারবিভিন্নাস্তু সর্ব্বে মৈত্রীবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ১৩০ ॥
অভিযোক্তা বলীয়স্ত্বাদলব্ধ্বা ন নিবর্ত্ততে।
উপহারাদৃতে তস্মাৎ সন্ধিরন্যো ন বিদ্যতে ॥ ১৩১ ॥

রাজাহ—ভবন্তো মহাপণ্ডিতাঃ। তদত্রাঽস্মাকং যথাকার্য্যমুপদিশ্যতাম্। দূরদর্শী ব্রূতে—আঃ কিমুচ্যতে।

আধিব্যাধিপরীতাপৈরদ্য শ্বো বা বিনাশিনে।
কো হি নাম শরীরায় ধর্ম্মাপেতং সমাচরেৎ ॥ ১৩২ ॥

শত্রুর প্রার্থনামত শস্য আদি ধন, স্কন্ধে করি শত্রুগৃহে করিয়া বহন;
যে সন্ধি শত্রুর সনে সংঘটিত হয়, তাহাকে 'স্কন্ধোপনেয়' নামে সন্ধি কয়। ১২৮।
মিত্রতাস্থাপন, পরস্পর উপকার, বিবাহসম্বন্ধ আর ধন উপহার;
ষোড়শ সন্ধির এই চারিটি প্রকার, ইহা ভিন্ন অন্যরূপ সন্ধি নাহি আর (১)।১২৯।
একমাত্র উপহার সকলের সার, সন্ধি নাহি হয় না থাকিলে উপহার;
প্রবল বিপক্ষে যদি করে আক্রমণ, বিনা উপহারে নাহি ফিরে কদাচন।১৩০।১৩১।

রাজা রাজহংস বলিল,—আপনারা পরম পণ্ডিত, অতএব এ বিষয়ে আমাকে যেরূপ করিতে হইবে তাহা উপদেশ করুন। দূরদর্শী কহিল,—আঃ! কি বলিব! দেখুন!—

শত শত রোগ শোক দুঃখের আধার, আজি আছে কালি নাই এমনি অসার;
এ ছার দেহের তরে লোকে কি কারণ, নানাবিধ পাপকর্ম্ম করে আচরণ? ১৩২।

---

(১) উপরে যে ষোল প্রকার সন্ধির কথা বলা হইল, তাহা প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা;—(১) পরস্পর পরস্পরের উপকারসূত্রে বদ্ধ হওয়া; (২) পরস্পর বন্ধুতা স্থাপন করা; (৩) কন্যাদানাদি দ্বারা পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধে বদ্ধ হওয়া; (৪) ভূমি, ধন প্রভৃতি প্রদান করা। 'উপহার'—অর্থাৎ প্রবল শত্রুকে ধনাদি প্রদান করিয়া তাহার সহিত বিবাদভঞ্জন করা।

জলান্তশ্চন্দ্রচপলং জীবিতং খলু দেহিনাম্।
তথাবিধমিতি জ্ঞাত্বা শশ্বৎ কল্যাণমাচরেৎ ॥ ১৩৩ ॥
বাতাভ্রবিভ্রমমিদং বসুধাধিপত্যম্
আপাতমাত্রমধুরো বিষয়োপভোগঃ।
প্রাণাস্তৃণাগ্রজলবিন্দুসমা নরাণাম্
ধর্ম্মঃ সখা পরমহো পরলোকযানে ॥ ১৩৪ ॥
মৃগতৃষ্ণাসমং বীক্ষ্য সংসারং ক্ষণভঙ্গুরম্।
সজ্জনৈঃ সঙ্গতং কুর্য্যাদ্ধর্ম্মায় চ সুখায় চ ॥ ১৩৫ ॥
তন্মম সম্মতেন তদেব ক্রিয়তাম্। যতঃ।
অশ্বমেধসহস্রং চ সত্যং চ তুলয়া ধৃতম্।
অশ্বমেধসহস্রাদ্ধি সত্যমেবাতিরিচ্যতে ॥ ১৩৬ ॥

জলমধ্যে চন্দ্রবিম্ব কর দরশন, তরঙ্গবিক্ষোভে তাহা চঞ্চল যেমন;
জীবন অস্থির ভবে জানিয়া তেমন, নিরন্তর সনাতন ধর্ম্মে দেও মন। ১৩৩।
বায়ুবেগে বিতাড়িত বারিদ যেমন, বসুধার এ ঐশ্বর্য্য অস্থির তেমন;
উপভোগে ক্ষণিক ইন্দ্রিয়সুখ হয়, কিন্তু পরিণামে তাহা হয় বিষময়;
তৃণাগ্রে বারির ন্যায় জীবন চঞ্চল, ধর্ম্মই কেবল পরকালের সম্বল। ১৩৪।
অনিত্য অসত্য এই মায়ার সংসার, মৃগতৃষ্ণা সম ইহা জানিও অসার (১);
নিরমল ধর্ম্মসুখ নাহি যার নাশ, তার তরে সাধুসনে কর সহবাস। ১৩৫।

অতএব আমার মতে এইরূপ করা কর্ত্তব্য,—

দশ শত অশ্বমেধ এক দিকে দিয়া, অন্য দিকে একমাত্র সত্যকে রাখিয়া;
প্রজাপতি তুলাদণ্ড ধরিয়া দেখিল, সত্যের গুরুত্ব তাহে অধিক হইল (২)।১৩৬।

---

(১) ‘মৃগতৃষ্ণা’—মরুভূমি ও প্রান্তর প্রভৃতি স্থানে তির্য্যক্ সূর্য্যরশ্মির আন্দোলনে দৃষ্টিবিভ্রম জন্মে, এবং সম্মুখে নদী, দীর্ঘিকা, বন, উপবন, অট্টালিকা প্রভৃতি বিবিধ অলীক দৃশ্য প্রতীয়মান হয়। লোকে এই অলীক প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া ক্রমাগত তদভিমুখে অগ্রসর হয়, এবং শেষে হতাশ ও অবসন্ন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই মায়াময় সংসারের প্রলোভনও সেইরূপ; অর্থাৎ লোকে তাহাতে মুগ্ধ হইয়া শেষে বিনষ্ট হয়।

(২) ‘প্রজাপতি’—ব্রহ্মা। ‘তুলাদণ্ড’—দাঁড়িপাল্লা। এই শ্লোক মহাভারতের আদিপর্ব্বে দুষ্মন্তো-পাখ্যানে অবিকল আছে। রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ডে কৌশল্যাবিলাপে এইরূপ আছে, যথা,—"শ্লোকশ্চায়ং মহারাজ পৌরাণঃ প্রথিতঃ ক্ষিতৌ। সত্যং পুরা তুলয়তা স্বয়ং গীতঃ স্বয়ম্ভুবা॥ অশ্বমেধসহস্রং চ সত্যং চ তুলয়া ধৃতম্। তুলয়িত্বা তু পশ্যামি সত্যমেবাতিরিচ্যতে" ॥—হে মহারাজ! এই পৌরাণিক

অতঃ সত্যাভিধানদিব্যপুরঃসরং দ্বয়োরপ্যেতয়োর্ভূপালয়োঃ কাঞ্চনাভিধানসন্ধির্বিধীয়তাম্। সর্ব্বজ্ঞো বদতি—এবমস্তু। ততো বস্ত্রালঙ্কারোপহারৈঃ স মন্ত্রী দূরদর্শী পূজিতঃ প্রহৃষ্টমনাশ্চক্রবাকং গৃহীত্বা ময়ূরস্য রাজ্ঞঃ সমীপং গতঃ। তত্র চিত্রবর্ণেন রাজ্ঞা সর্ব্বজ্ঞো গৃধ্রবচনাদ্ বহুমানদানপুরঃসরং সম্ভাষিতস্তথাবিধং সন্ধিং স্বীকৃত্য রাজহংসসমীপং প্রস্থাপিতঃ। দূরদর্শী ব্রূতে—দেব সিদ্ধং নঃ সমীহিতম্। ইদানীং স্বস্থানমেব বিন্ধ্যাচলং প্রতিগম্যতাম্। অথ সর্ব্বে স্বস্থানং প্রাপ্য মনোবাঞ্ছিতফলমনুভবন্তি। বিষ্ণুশর্ম্মণোক্তম্—অপরং কিং কথয়ামি তদুচ্যতাম্। রাজপুত্রা ঊচুঃ—আর্য্য তব প্রসাদাৎ সকলরাজ্যব্যবহারাঙ্গং জ্ঞাতম্। ততঃ সুখিনো ভূতা বয়ম্। বিষ্ণুশর্ম্মোবাচ—যদ্যপ্যেবম্ তথাপ্যপরমপীদমস্তু।

অতএব সেই সত্যকেই অঙ্গীকার করিয়া এই উভয় রাজার মধ্যে পরস্পর 'কাঞ্চন' নামক সন্ধি(১) স্থাপিত হউক। সর্ব্বজ্ঞ মন্ত্রী কহিল,—তাহাই হউক। অনন্তর বহুমূল্য অলঙ্কার বস্ত্র প্রভৃতি উপহার দ্বারা যথাবিধি পূজিত হইয়া সেই দূরদর্শী গৃধ্র মন্ত্রী পুলকিতচিত্তে চক্রবাক মন্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া ময়ূররাজার সমীপে উপস্থিত হইল। ময়ূররাজও গৃধ্র মন্ত্রীর কথায় সেই সর্ব্বজ্ঞ নামক চক্রবাকের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিল, এবং তাহার সহিত যথোচিত আলাপের পর সেই সন্ধিতে সম্পূর্ণ সম্মতি প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে বিদায় করিল। তখন দূরদর্শী কহিল,—মহারাজ! আমাদের অভিলাষ পূর্ণ হইল, এক্ষণে চলুন স্বদেশ বিন্ধ্যাচলে ফিরিয়া যাই। অনন্তর সকলেই স্বদেশে পঁহুছিয়া অভিলষিত ফলভোগ করত পরম সুখে বাস করিতে লাগিল।

বিষ্ণুশর্ম্মা কহিলেন,—আর কি বলিব, তাহা বল!। রাজপুত্রেরা কহিলেন,—আর্য্য! আমরা আপনার প্রসাদে রাজনীতির সমস্ত অঙ্গই জ্ঞাত হইলাম। বিষ্ণুশর্ম্মা কহিলেন;—তথাপি আমি এই আশীর্ব্বাদ করি যে,—

শ্লোকও জগতে প্রসিদ্ধ আছে; পূর্ব্বকালে স্বয়ং ব্রহ্মা সত্যকে তুলাদণ্ডে পরিমাণ করত এই শ্লোক গান করিয়াছিলেন,—আমি সহস্র অশ্বমেধ ও একটি সত্য তুলাদণ্ডে ধারণ করিলাম, পরিমাণ করিয়া দেখিলাম যে সত্যই গুরুতর হইল।

(১) 'কাঞ্চন নামক সন্ধি'—পূর্ব্ববর্ত্তী ১১৫, ১০৬, ১১৭ নং শ্লোক দেখ।

সন্ধিঃ সর্ব্বমহীভুজাং বিজয়িনামস্তু প্রমোদঃ সদা
সন্তঃ সন্তু নিরাপদঃ সুকৃতিনাং কীর্ত্তিশ্চিরং বর্দ্ধতাম্।
নীতির্বারবিলাসিনীব সততং বক্ষঃস্থলে সংস্থিতা
বক্ত্রং চুম্বতু মন্ত্রিণামহরহো ভূয়াম্মহান্মুৎসবঃ ॥ ১৩৭ ॥

ইতি হিতোপদেশে সন্ধির্নাম চতুর্থঃ কথাসংগ্রহঃ।

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ।

বিজয়ী নৃপতিগণে সন্ধি করি' শত্রু সনে
পরম সদ্ভাবসুখে সদা যেন রয়,
সাধুর বিপদ যত সকলি হউক হত
সুকৃতিগণের কীর্ত্তি হউক অক্ষয়;
সুনীতি প্রেয়সী হেন মন্ত্রীর হৃদয় যেন
গাঢ় আলিঙ্গিয়া মুখ করয়ে চুম্বন,
অহরহ অনুক্ষণ যেন থাকে নিমগন
প্রেমময় মহোৎসবে অখিল ভুবন। ১৩৭।

ইতি হিতোপদেশে সন্ধি নামক চতুর্থ কথাসংগ্রহ।

সমাপ্ত।

॥ শুভমস্তু ॥

পরিশিষ্ট।

ভূমিকায় উল্লিখিত হইয়াছে যে, মহাভারত, মনুসংহিতা, বৃহস্পতিনীতি, শুক্র-নীতি, চাণক্যনীতি, কামন্দকনীতি প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধসকল হইতে বিষ্ণুশর্ম্মা হিতোপদেশের অধিকাংশ শ্লোক সংগ্রহ করিয়াছেন। ঐ সকল প্রবন্ধের কোনও কোনও শ্লোক হিতোপদেশে অবিকল দৃষ্ট হয়, কোনও কোনও শ্লোকে কিছু কিছু বিভিন্নতাও লক্ষিত হয়। এই প্রকরণে ঐ বিষয় সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল (১)।

হিতোপদেশ, অবতরণিকা, ২নং শ্লোক, বৃদ্ধচাণক্যে যথা ;—

অর্জ্জয়েদ্ জ্ঞানমর্থং চ গুমানমরবৎ সদা।
কেশেষিব গৃহীতঃ সন্ মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ ॥

কথারম্ভ, ১২নং শ্লোক, বৃদ্ধচাণক্যে যথা ;—

কোঽর্থঃ পুত্রেণ জাতেন যো ন বিদ্বান্ ন ভক্তিমান্।
কিং তয়া ক্রিয়তে ধেন্বা যা ন দোগ্ধ্রী ন গুর্ব্বিণী ॥

কোনও কোনও পুস্তকে দ্বিতীয়ার্দ্ধ এইরূপ আছে, যথা —

কিং তয়া ক্রিয়তে ধেন্বা যা ন সূতে ন দুগ্ধদা।

কথারম্ভ, ১৬নং শ্লোক, মহাভারত-উদ্যোগপর্ব্ব-১১৩ অধ্যায়-২২নং শ্লোকে যথা ;—

দানে তপসি শৌর্য্যে চ যস্য নোচ্চারিতং যশঃ।
বিদ্যায়ামর্থলাভে বা মতুরুচ্চারএব সঃ ॥

গরুড়পুরাণ-১১৫ অধ্যায়ে যথা ;—

শৌর্য্যে তপসি দানে বা যস্য ন প্রথিতং যশঃ।
বিদ্যায়ামর্থলাভে বা মাতুরুচ্চারএব সঃ ॥

কথারম্ভ, ১৭নং শ্লোক, চাণক্যে যথা ;—

বরমেকো গুণী পুত্রো ন চ মূর্খশতান্যপি।
একশ্চন্দ্রস্তমো হন্তি ন চ তারাঃ সহস্রশঃ ॥

---

(১) এই প্রকরণে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, কি চাণক্য, কি কামন্দক, কি বিষ্ণুশর্ম্মা, মহাভারত সকলের সর্ব্বপ্রধান উপজীব্য। আমি ইহাতে মহাভারতের যে শ্লোক ও অধ্যায় প্রভৃতির উল্লেখ করিলাম, তাহা বর্দ্ধমান-মহারাজের প্রকাশিত মহাভারতে আছে।

গরুড়পুরাণ-১১৫ অধ্যায়ে যথা ;—

এক়ো হি গুণবান্ পুত্রো নিগুর্ণেন শতেন কিম্।
চন্দ্রো হন্তি তমাংস্যেকো ন চ জ্যোতিঃ সহস্রশঃ॥

শুক্রনীতি-৪র্থ অধ্যায়-১ম প্রকরণ-১৪নং শ্লোকে যথা ;—

পিত্রোর্নির্দেশবর্ত্তী যঃ স পুত্রোঽন্বর্থনামবান্।
শ্রেষ্ঠএকস্তু গুণবান্ কিং শতৈরপি নিগুর্ণৈঃ॥

কথারম্ভ, ১৯নং শ্লোক, মহাভারত-উদ্যোগপর্ব্ব-৩৩ অধ্যায়-৮৯নং শ্লোকে যথা ;—

অর্থাগমো নিত্যমরোগিতা চ প্রিয়া চ ভার্য্যা প্রিয়বাদিনী চ।
বশ্যশ্চ পুত্রোঽর্থকরী চ বিদ্যা ষড়্জীবলোকস্য সুখানি রাজন্॥

কথারম্ভ, ২০নং শ্লোক, বৃদ্ধচাণক্যে যথা ;—

কিং জাতৈর্বহুভিঃ পুত্রৈঃ শোকসন্তাপকারকৈঃ।
বরমেকঃ কুলালম্বী যত্র বিশ্রাম্যতে কুলম্॥

কথারম্ভ, ২১নং শ্লোক, চাণক্যনীতিতে অবিকল আছে। শুক্রনীতি-৪র্থ অধ্যায়-১ম প্রকরণে,-'ঋণকারী পিতা শত্রুর্মাতা স্ত্রী ব্যভিচারিণী' এইরূপ আছে। বৃদ্ধচাণক্যের কোনও কোনও পুস্তকে,-'পিতা চ ঋণবান্ শত্রুর্মাতা শত্রুরশীলিনী' এইরূপ পাঠান্তর আছে।

কথারম্ভ, ২২নং শ্লোক, বৃদ্ধচাণক্যে যথা ;—

অনভ্যাসে বিষং শাস্ত্রমজীর্ণে ভোজনং বিষম্।
দরিদ্রস্য বিষং গোষ্ঠী বৃদ্ধস্য তরুণী বিষম্॥

কথারম্ভ, ২৫নং শ্লোক, বৃদ্ধচাণক্যে যথা ;—

আহারনিদ্রাভয়মৈথুনানি সমানি চৈতানি নৃণাং পশূনাম্।
জ্ঞানং নরাণামধিকো বিশেষো জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥

বৃদ্ধচাণক্যের এই পাঠই প্রশস্ত বলিয়া বোধ হয়।

কথারম্ভ, ২৬নং ও ২৭নং শ্লোক, বৃদ্ধচাণক্যে অবিকল আছে।

কথারম্ভ, ৩২নং শ্লোক, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় অবিকল আছে ; মহাভারত-অনুশাসনপর্ব্ব-৬ অধ্যায়-৭নং শ্লোকে যথা ;—

যথা বীজং বিনা ক্ষেত্রমুপ্তং ভবতি নিষ্ফলম্।
তথা পুরুষকারেণ বিনা দৈবং ন সিধ্যতি॥

কথারম্ভ, ৩৮নং শ্লোক, বৃদ্ধচাণক্যে যথা ;—

মাতা রিপুঃ পিতা শত্রুর্বালো যাভ্যাং ন পাঠ্যতে।
সভামধ্যে শোভতে ন হংসমধ্যে বকো যথা॥

কথারম্ভ, ৩৯নং শ্লোক, চাণক্যে অবিকল আছে, এবং ৪০নং শ্লোকটির পাঠ চাণক্যের ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার আছে, যথা,—'দূরতঃ শোভতে মূর্খো লম্বমানপটাবৃতঃ' ; 'লম্বশাটপটাবৃতঃ', ইত্যাদি।

কথারম্ভ, ৪২ নং শ্লোক, মহাভারত-বনপর্ব্ব-১ম-অধ্যায়-২৭ নং শ্লোকে যথা;—

বুদ্ধিশ্চ হীয়তে পুংসাং হীনৈঃ সহ সমাগমাৎ।
মধ্যমৈর্মধ্যতাং যাতি শ্রেষ্ঠতাং যাতি চোত্তমৈঃ ॥

কথারম্ভ, ৪৭নং শ্লোকে, 'গুণা গুণজ্ঞেষু গুণা ভবন্তি' এস্থলে 'গুণাগুণজ্ঞা-গুণিনো ভবন্তি' এই পাঠান্তর আছে।

মিত্রলাভ, ২নং শ্লোক, মহাভারতের নানা স্থানে আছে ; বনপর্ব্ব ২য় অধ্যায়-১৬নং শ্লোক, শান্তিপর্ব্ব-মোক্ষধর্ম্ম-১৭৪ অধ্যায়ের ৪২নং শ্লোক এবং ৩৩০ অধ্যায়ের ২নং শ্লোক দেখ। রাজধর্ম্ম-২৫ অধ্যায়ে, 'ভয়স্থানশতানি চ' স্থলে 'হর্ষস্থান-শতানি চ' এই পাঠ আছে।

মিত্রলাভ, ৬নং শ্লোক, মহাভারতে অবিকল আছে ; শান্তিপর্ব্ব-আপদ্ধর্ম্ম-১৪০ অধ্যায়ের ৩৪নং শ্লোক দেখ।

মিত্রলাভ, ৭নং ও ৮নং শ্লোক, মহাভারতে প্রায় অবিকল আছে, কেবল 'ধৃতিঃ ক্ষমা' স্থলে 'ক্ষমা ঘৃণা' এই পাঠ আছে ; ৮নং শ্লোকে 'মহাত্মন্যেব তিষ্ঠতি' এই স্থলে 'নাঽমহাত্মসু তিষ্ঠতি' এই পাঠ আছে ; উদ্যোগপর্ব্ব-৩৫ অধ্যায়-৫৬নং ও ৫৭নং শ্লোক দেখ। বনপর্ব্ব-দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই দুইটি শ্লোকের পাঠ যথা ;—

ইজ্যাধ্যয়নদানানি তপঃ সত্যং ক্ষমা দমঃ।
অলোভ ইতি মার্গোঽয়ং ধর্ম্মস্যাষ্টবিধঃ স্মৃতঃ ॥
অত্র পূর্ব্বশ্চতুর্বর্গঃ পিতৃযানপথে স্থিতঃ।
উত্তরো দেবযানস্তু সদ্ভিরাচরিতঃ সদা ॥

মিত্রলাভ, ১১নং শ্লোক, মহাভারত-অনুশাসনপর্ব্ব-দানধর্ম্ম ১১৫ অধ্যায়ে যথা ;—

প্রাণা যথাত্মনোঽভীষ্টা ভূতানামপি বৈ তথা।
আত্মৌপম্যেন মন্তব্যং বুদ্ধিমদ্ভিঃ কৃতাত্মভিঃ ॥

মিত্রলাভ, ১২নং শ্লোক, মহাভারতে অবিকল আছে ; অনুশাসনপর্ব্ব দান-ধর্ম্ম ১১৩ অধ্যায় ৯নং শ্লোক দেখ।

মিত্রলাভ, ১৩নং শ্লোক, বৃদ্ধচাণক্যের কোনও কোনও পুস্তকে যথা ;—

মাতৃবৎ পরদারাংশ্চ পরদ্রব্যাণি লোষ্টবৎ।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতানি যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥

মিত্রলাভ, ১৫নং শ্লোক, ভগবদ্গীতায় অবিকল আছে।

মিত্রলাভ, ১৮নং শ্লোকের বিবিধ পাঠান্তর যথা ;—'নখিনাং চ নদীনাং চ শৃঙ্গিণাং শস্ত্রধারিণাম্'; 'নখিনাং চ নদীনাং চ শৃঙ্গিণাং শস্ত্রিণাম্ স্ত্রিয়াম্'-ইত্যাদি। শুক্রনীতি-৩য় অধ্যায়-১৪১ শ্লোকে যথা ;—

শৃঙ্গিণাং নখিনাং চৈব দংষ্ট্রিণাং দুর্জ্জনস্য চ।
নদীনাং বসতো স্ত্রীণাং বিশ্বাসং নৈব কারয়েৎ ॥

মিত্রলাভ, ২২নং শ্লোকের পাঠান্তর যথা ;—

বৃদ্ধানাং বচনং গ্রাহ্যমাপৎকালে হ্যুপস্থিতে।
সর্ব্বত্রৈবাং বিচারেণ ভোজনেঽপ্য প্রবর্ত্তনম্ ॥

মিত্রলাভ, ২৪নং শ্লোক, মহাভারতে অবিকল আছে, কেবল 'ষড়েতে দুঃখভাগিনঃ' স্থলে 'ষড়েতে নিত্যদুঃখিতাঃ' এই পাঠান্তর আছে ; উদ্যোগপর্ব্ব-৩৩-অধ্যায়-৮৮নং শ্লোক দেখ। ২৫নং শ্লোকও মহাভারতে অবিকল আছে, কেবল 'ক্লিশ্যন্তে লোভমোহিতাঃ' এই স্থলে 'ক্লিশ্যন্তীহাল্পবুদ্ধয়ঃ' এই পাঠান্তর আছে ; শান্তিপর্ব্ব-আপদ্ধর্ম্ম-১৫৮ অধ্যায়-১৫নং শ্লোক দেখ। ২৬নং শ্লোক, মহাভারত-আপদ্ধর্ম্ম-১৫৮ অধ্যায়-৪নং শ্লোকে যথা ;—

লোভাৎ ক্রোধঃ প্রভবতি লোভাৎ কামঃ প্রবর্ত্ততে।
লোভান্মোহশ্চ মায়া চ মানঃ স্তম্ভঃ পরাসুতা ॥

মিত্রলাভ, ২৯নং শ্লোক, মহাভারতে ও চাণক্যে অবিকল আছে।

মিত্রলাভ, ৩৪নং শ্লোক, মহাভারত-উদ্যোগপর্ব্ব-৩৩ অধ্যায়-৮০নং শ্লোকে এবং শুক্রনীতি-৩য় অধ্যায়-৫৫নং শ্লোকে অবিকল আছে ; মহাভারত-সভাপর্ব্ব-৫ অধ্যায়-১২৬ নং শ্লোকে কিছু বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, যথা ;—

ষড়নর্থা মহারাজ কচ্চিত্তে পৃষ্ঠতঃ কৃতাঃ।
নিদ্রালস্যং ভয়ং ক্রোধো মার্দ্দবং দীর্ঘসূত্রতা ॥

মিত্রলাভ, ৩৫নং শ্লোক, বৃদ্ধচাণক্যে ভিন্নরূপ আছে যথা ;—

লঘুনামপি সত্ত্বানাং সর্ম্বায়ো রিপুঞ্জয়ঃ।
বর্ষাধারাধরো মেঘস্তৃণৈরপি নিবার্য্যতে ॥

মিত্রলাভ, ৪১ নং শ্লোক, মহাভারত-স্ত্রীপর্ব্ব-২য় অধ্যায়-৩৩ নং এবং ৩৪ নং শ্লোকে এইরূপ আছে যথা ;—

যস্যাং যস্যামবস্থায়াং যৎ করোতি শুভাশুভম্।
তস্যাং তস্যামবস্থায়াং তৎফলং সমুপাশ্নুতে ॥
যেন যেন শরীরেণ যদ্ যৎ কর্ম্ম করোতি যঃ।
তেন তেন শরীরেণ তত্তৎ ফলমুপাশ্নুতে ॥

মিত্রলাভ, ৪২নং শ্লোক, বৃদ্ধচাণক্যে যথা ;—

দারিদ্র্যরোগদুঃখানি বন্ধনব্যসনানি চ।
আত্মাপরাধবৃক্ষস্য ফলান্যেতানি দেহিনাম্॥

৪৩নং শ্লোক, মনুসংহিতা-৭ম অধ্যায়-২১৩নং শ্লোকে, এবং মহাভারত-উদ্যোগপর্ব্ব-৩৭ অধ্যায়-১৯নং শ্লোকে অবিকল আছে।

মিত্রলাভ, ৫৫নং শ্লোক, মহাভারত-শান্তিপর্ব্ব-আপদ্ধর্ম্ম-১৩৮ অধ্যায়-১৬১নং শ্লোকে যথা ;—

অহমন্নং ভবান্ ভোক্তা দুর্ব্বলোঽহং ভবান্ বলী।
নাবয়োর্ব্বিদ্যতে সন্ধির্ব্বিযুক্তে বিষমে বলে॥

মিত্রলাভ, ২৯ পৃষ্ঠায় যে দীর্ঘকর্ণনামক বিড়ালের গল্প আছে, তাহা মহাভারত-উদ্যোগপর্ব্ব-১৫৮ অধ্যায়-উলূকদূতাভিগমনপর্ব্ব-১৫নং শ্লোক হইতে ৪১ নং শ্লোক পর্য্যন্ত-বিড়াল তপস্বীর গল্পের কিঞ্চিৎ রূপান্তরমাত্র।

মিত্রলাভ, ৫৮নং শ্লোক, মহাভারত-শান্তিপর্ব্ব-আপদ্ধর্ম্ম-১৪০ অধ্যায়-৩৩নং শ্লোকে যথা ;—

ভীতবৎ সংবিধাতব্যং যাবদ্ভয়মনাগতম্।
আগতং তু ভয়ং দৃষ্ট্বা প্রহর্ত্তব্যমভীতবৎ॥

বৃদ্ধচাণক্যে যথা ;—

তাবদ্ভয়েষু ভেতব্যং যাবদ্ভয়মনাগতম্।
আগতং তু ভয়ং দৃষ্ট্বা প্রহর্ত্তব্যমশঙ্কয়া॥

মিত্রলাভ, ৬০নং শ্লোক, মহাভারত-শান্তিপর্ব্ব-আপদ্ধর্ম্ম-১৪৬ অধ্যায়-৫নং শ্লোকে অবিকল আছে, কেবল, 'ছেত্তুঃ পার্শ্বগতাচ্ছায়াম্' স্থলে 'ছেত্তুমপ্যাগতা-চ্ছায়াম্' এই পাঠান্তর আছে। ৬১নং শ্লোক, মনুসংহিতা-৩ অধ্যায়-১০১নং শ্লোকে, এবং মহাভারত-উদ্যোগপর্ব্ব-৩৬ অধ্যায়-৩৪নং শ্লোকে এবং বনপর্ব্ব-২য় অধ্যায়-৫৩নং শ্লোকে অবিকল আছে, কেবল, 'এতান্যপি সতাং গেহে' স্থলে 'সতামেতানি গেহেষু' এই পাঠান্তর আছে।

মিত্রলাভ, ৬৪নং শ্লোক, নানা পুরাণে দৃষ্ট হয় ; মহাভারত-শান্তিপর্ব্ব-মোক্ষ-ধর্ম্ম-১৯১ অধ্যায়-১২নং শ্লোকে ইহা ঠিক্ অবিকল আছে ; মহাভারত-অনুশাসন-পর্ব্ব-দানধর্ম্ম-১২৬ অধ্যায়-২৫নং শ্লোকে পূর্ব্বার্দ্ধের কিঞ্চিৎ রূপান্তর যথা ;—

পিণ্ডদাস্তস্য হীয়ন্তে ন চ প্রীণাতি বৈ পিতৄন্।
অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে॥

মিত্রলাভ, ৩৩ পৃষ্ঠা,—'পরস্পরং বিবদমানানামপি প্রমাণশাস্ত্রাণাম্ অহিংসা পরমো ধর্ম্ম ইত্যত্রৈকমত্যম্'—ইহার প্রমাণ মহাভারতে যথা ;—

অহিংসা পরমো ধর্ম্মস্তথাঽহিংসা পরং তপঃ।
অহিংসা পরমং সত্যং যতো ধর্ম্মঃ প্রবর্ত্ততে॥
অহিংসা পরমো ধর্ম্মস্তথাঽহিংসা পরো দমঃ।
অহিংসা পরমং দানমহিংসা পরমং তপঃ॥
অহিংসা পরমো যজ্ঞস্তহিংসা পরমং বলম্।
অহিংসা পরমং মিত্রমহিংসা পরমং সুখম্॥
অহিংসা পরমং সত্যমহিংসা পরমং শ্রুতম্।
সর্ব্বযজ্ঞেষু বা দানং সর্ব্বতীর্থেষু চাপ্লুতম্॥

ইত্যাদি, অনুশাসনপর্ব্ব, দানধর্ম্ম, ১১৬ অধ্যায়।

মিত্রলাভ, ৬৭নং শ্লোক, মনুসংহিতা—৮ম অধ্যায়—১৭নং শ্লোকে অবিকল আছে।

মিত্রলাভ, ৭৩নং শ্লোক, মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব—আপদ্ধর্ম্ম—১৩৮ অধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপে আছে, যথা;—

ন কশ্চিৎ কস্যচিন্মিত্রং ন কশ্চিৎ কস্যচিদ্রিপুঃ।
অর্থতস্তু নিবধ্যন্তে মিত্রাণি রিপবস্তথা॥
নাস্তি জাতু রিপুর্নাম মিত্রং নাম ন বিদ্যতে।
সামর্থ্যযোগাৎ জায়ন্তে মিত্রাণি রিপবস্তথা॥
নাস্তি মৈত্রী স্থিরা নাম ন চ ধ্রুবমসৌহৃদম্।
অর্থযুক্ত্যাঽনুজায়ন্তে মিত্রাণি রিপবস্তথা॥
কারণাৎ প্রিয়তামেতি দ্বেষ্যো ভবতি কারণাৎ।
অর্থার্থী জীবলোকোঽয়ং ন কশ্চিৎ কস্যচিৎ প্রিয়ঃ॥

ইত্যাদি। এই শ্লোক কামন্দকনীতির ৮ম সর্গে এইরূপ আছে যথা;—

কারণেনৈব জায়ন্তে মিত্রাণি রিপবস্তথা।
রিপবো যেন জায়ন্তে কারণং তৎ পরিত্যজেৎ॥

মিত্রলাভ, ৭৪নং শ্লোক, চাণক্যে যথা;—

জানীয়াৎ প্রেষণে ভৃত্যান্ বান্ধবান্ ব্যসনাগমে।
মিত্রং চাপদি কালে চ ভার্য্যাং চ বিভবক্ষয়ে॥

এই শ্লোক গারুড় নীতিসার—১০৯ অধ্যায়ে যথা;—

আপৎসু মিত্রং জানীয়াদ্ যুদ্ধে শূরং বনে শুচিম্।
ভার্য্যাং চ বিভবে ক্ষীণে দুর্ভিক্ষে চ প্রিয়াতিথিম্॥

মিত্রলাভ, ৭৫নং শ্লোক, চাণক্যের সকল পুস্তকেই আছে; কোনও কোনও পুস্তকে পূর্ব্বার্দ্ধের পাঠ যথা;—'আতুরে ব্যসনে প্রাপ্তে দুর্ভিক্ষে শত্রুশঙ্কটে'।

মিত্রলাভ, ৭৬নং শ্লোক, মহাভারত-উদ্যোগপর্ব্ব-১২৯ অধ্যায়-৩৯নং শ্লোকে যথা ;—

সুহৃদাং হিতকামানাং যো ন তিষ্ঠতি শাসনে।
প্রাজ্ঞানাং কৃতবিদ্যানাং স নরঃ শত্রুনন্দনঃ॥

মিত্রলাভ, ৭৮নং শ্লোক চাণক্যে অবিকল আছে, কেবল, 'তাদৃশং মিত্রম্' স্থলে 'বহুতো বন্ধুম্' এইরূপ পাঠই প্রশস্ত, কারণ, 'মিত্রম্' পাঠ থাকিলে, এই ক্লীবলিঙ্গ-শব্দের বিশেষণ 'কার্য্যহন্তারম্' ও 'প্রিয়বাদিনম্' এইরূপ পুংলিঙ্গ থাকিতে পারে না।

মিত্রলাভ, ৮৩নং শ্লোক ও ৯০নং শ্লোক চাণক্যে অবিকল আছে। ৯৭নং শ্লোক, কামন্দকনীতি-৪র্থ সর্গে যথা ;—

শুচিতা ত্যাগিতা শৌর্য্যং সমানসুখদুঃখতা।
অনুরাগশ্চ দাক্ষ্যং চ সত্যতা চ সুহৃদ্গুণাঃ॥

মিত্রলাভ, ১০০নং শ্লোক, কামন্দকনীতি-৪র্থ সর্গের এই দুইটি শ্লোক হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে, যথা ;—

গুণদ্বয়ং পরীক্ষেত প্রাগল্‌ভ্যং প্রতিভাং তথা।
কথাযোগেন বুধ্যেত বাগ্মিত্বং সত্যবাদিতাম্॥
অস্তব্ধতামচাপল্যং বৈরাগ্যং চাপি কর্ত্তৃতাম্।
প্রত্যক্ষতো বিজানীয়াদ্ ভদ্রতাং ক্ষুদ্রতামপি॥

মিত্রলাভ, ১০৩নং শ্লোক, শুক্রনীতি-১ম অধ্যায়, ৩৮নং শ্লোকে যথা ;—

ন সংত্যজেচ্চ স্বস্থানং নীত্যা শত্রুগণং জয়েৎ।
স্থানভ্রষ্টা নো বিভান্তি দন্তাঃ কেশা নখা নৃপাঃ॥

মিত্রলাভ, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২নং শ্লোক কয়টি বৃদ্ধচাণক্যে প্রায় অবিকল আছে।

মিত্রলাভ, ১২১নং শ্লোক, মনুসংহিতা-৯ম অধ্যায়-১৩ নং শ্লোকে প্রায় অবিকল আছে, যথা ;—

পানং দুর্জ্জনসংসর্গঃ পত্যা চ বিরহোঽটনম্।
স্বপ্নোঽন্যগেহবাসশ্চ নারীসংদূষণানি ষট্॥

মিত্রলাভ, ১২৩নং শ্লোক, মহাভারত-অনুশাসনপর্ব্ব-৩৯ অধ্যায়-৫নং শ্লোকে যথা ;—

ন চাসাং মুচ্যতে কশ্চিৎ পুরুষো হস্তমাগতঃ।
গাবো নবতৃণানীব গৃহ্নন্ত্যেতা নবং নবম্॥

মিত্রলাভ, ১২৬নং শ্লোক চাণক্যে অবিকল আছে। ১২৭নং শ্লোক, মনুসংহিতা-৯ম অধ্যায়-৩য় শ্লোকে যথা ;—

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থাবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি ॥

এই শ্লোক, মনুসংহিতা—৫ম অধ্যায়-১৪৮ শ্লোকে প্রকারান্তরে যথা ;—

বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে।
পুত্রাণাং ভর্ত্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাম্ ॥

মিত্রলাভ, ১২৮নং শ্লোক, শুক্রনীতি-৩য় অধ্যায়ে যথা ;—

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাত্যন্তৈকান্তিকং বসেৎ।
যথা সম্বন্ধমাহুয়াদাভাষ্যাশ্চ বৈ স্ত্রিয়ম্ ॥

মিত্রলাভ, ১২৯নং শ্লোক, মহাভারত-অনুশাসনপর্ব্ব-৩৯ অধ্যায়-৮নং শ্লোকে যথা ;—

উশনা বেদ যচ্ছাস্ত্রং যচ্চ বেদ বৃহস্পতিঃ।
স্ত্রীবুদ্ধ্যা ন বিশিষ্যেতে তাস্তু রক্ষ্যাঃ কথং নরৈঃ ॥

মিত্রলাভ, ১৩২নং ও ১৩৩নং শ্লোক দুইটি, বৃদ্ধচাণক্যে প্রায় অবিকল আছে, কেবল ১৩৩নং শ্লোকে 'স তু পণ্ডিতঃ' স্থলে 'স তু জীবতি' এই পাঠান্তর আছে। এই দুই শ্লোক, মহাভারত-শান্তিপর্ব্ব-রাজধর্ম্ম-৮ম অধ্যায়-১৮ ও ১৯নং শ্লোকে প্রায় অবিকল আছে যথা ;—

অর্থেনেহ বিহীনস্য পুরুষস্যাল্পমেধসঃ।
বিচ্ছিদ্যন্তে ক্রিয়াঃ সর্ব্বা গ্রীষ্মে কুসরিতো যথা ॥
যস্যার্থাস্তস্য মিত্রাণি যস্যার্থাস্তস্য বান্ধবাঃ।
যস্যার্থাঃ স পুমান্ লোকে যস্যার্থাঃ স তু পণ্ডিতঃ ॥

মিত্রলাভ, ১৩৪নং শ্লোক, লঘুচাণক্যে যথা ;—

অবিদ্যং জীবনং শূন্যং দিক্ শূন্যা চেদবান্ধবা।
পুত্রহীনং গৃহং শূন্যং সর্ব্বশূন্যা দরিদ্রতা ॥

বৃদ্ধচাণক্যে পাঠান্তর যথা ;—

অপুত্রস্য গৃহং শূন্যং দিশঃ শূন্যাস্ত্ববান্ধবাঃ।
মূর্খস্য হৃদয়ং শূন্যং সর্ব্বশূন্যা দরিদ্রতা ॥

মৃচ্ছকটিক নাটকের আমুখে যথা ;—

শূন্যমপুত্রস্য গৃহং চিরশূন্যং নাস্তি যস্য সন্মিত্রম্।
মূর্খস্য দিশঃ শূন্যাঃ সর্ব্বং শূন্যং দরিদ্রস্য ॥

মিত্রলাভ, ১৩৫নং শ্লোক, মৃচ্ছকটিকনাটক-১ম অঙ্কে যথা ;—

দারিদ্র্যান্মরণাদ্বা মরণং মম রোচতে ন দারিদ্র্যম্।
অল্পক্লেশং মরণং দারিদ্র্যমনন্তকং দুঃখম্ ॥

মিত্রলাভ, ১৩৭নং শ্লোক, লঘুচাণক্যে অবিকল আছে, বৃদ্ধচাণক্যে পাঠান্তর যথা ;—

অর্থনাশং মনস্তাপং গৃহিণীচরিতানি চ।
নীচবাক্যং চাঽপমানং মতিমান্ ন প্রকাশয়েৎ ॥

মিত্রলাভ, ১৩৮নং শ্লোক, বৃদ্ধচাণক্যে আছে ; শুক্রনীতি-৩য় অধ্যায়-১২৯নং শ্লোকে যথা ;—

আয়ুর্বিত্তং গৃহচ্ছিদ্রং মন্ত্রমৈথুনভেষজম্।
তপোঽপমানদানানি নবৈতানি সুগোপয়েৎ ॥

মিত্রলাভ, ১৪৩নং শ্লোক, মৃচ্ছকটিক-১ম অঙ্কে যথা ;—

দারিদ্র্যাদ্ধ্রিয়মেতি তৎপরিগতঃ প্রভ্রশ্যতে তেজসঃ
নিস্তেজাঃ পরিভূয়তে পরিভবান্নির্বেদমাপদ্যতে।
নির্বিণ্ণঃ শুচমেতি শোকবিহতো বুদ্ধ্যা পরিত্যজ্যতে
নির্বুদ্ধিঃ ক্ষয়মেত্যহো নিধনতা সর্ব্বাপদামাস্পদম্ ॥

মিত্রলাভ, ১৫২নং শ্লোকের পাঠান্তর বৃদ্ধচাণক্যে যথা ;—

সন্তোষামৃততৃপ্তানাং যৎ সুখং শান্তিরেব চ।
ন চ তদ্ধনলুব্ধানামিতশ্চেতশ্চ ধাবতাম্॥

মিত্রলাভ, ১৫৮নং শ্লোক, চাণক্যে অবিকল আছে, এবং মহাভারতের অনেক স্থানে দেখা যায় ; উদ্যোগপর্ব্ব-৩৭ অধ্যায়-১৮নং শ্লোকে এবং ১২৮ অধ্যায়-৪৯নং শ্লোকে যথা ;—

ত্যজেৎ কুলার্থে পুরুষং গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ ॥

মিত্রলাভ, ১৫৯নং শ্লোক, মহাভারত-শান্তিপর্ব্ব-রাজধর্ম্ম-১১১ অধ্যায়-৩২নং শ্লোকে অবিকল আছে। ১৬১নং শ্লোকের পাঠান্তর, বৃদ্ধচাণক্যে যথা ;—

সংসারকূটবৃক্ষস্য দ্বে ফলে অমৃতোপমে।
সুভাষিতরসাস্বাদঃ সঙ্গতিঃ সুজনৈঃ সহ ॥

মিত্রলাভ, ১৬৪নং শ্লোক, বৃদ্ধচাণক্যে অবিকল আছে, কেবল 'পরীবাহ' স্থলে 'পরিস্রব' এই পাঠান্তর আছে। ১৬৯নং শ্লোক, মহাভারত-শান্তিপর্ব্ব-মোক্ষধর্ম্ম-৩২১ অধ্যায়-৯২নং শ্লোকে যথা ;—

ধনেন কিং যন্ন দদাতি নাশ্নুতে
বলেন কিং যেন রিপুং ন বাধতে।
শ্রুতেন কিং যেন ন ধর্ম্মমাচরেৎ
কিমাত্মনা যো ন জিতেন্দ্রিয়ো বশী॥

মিত্রলাভ, ১৭৯নং শ্লোক; মহাভারত-উদ্যোগপর্ব্ব-৩৩ অধ্যায়-২৭নং শ্লোকে ও অন্যান্য পর্ব্বে অবিকল আছে। ১৮০নং শ্লোক, বনপর্ব্ব-৩১২ অধ্যায়-১০৫নং শ্লোকে এইরূপ আছে যথা ;—

পঠকাঃ পাঠকাশ্চৈব যে চান্যে শাস্ত্রচিন্তকাঃ।
সর্ব্বে ব্যসনিনো মূর্খা যঃ ক্রিয়াবান্ স ধার্ম্মিকঃ॥

মিত্রলাভ, ১৮২নং শ্লোকটি, মহাভারতের নানাস্থানে নানারূপে আছে; শান্তি-পর্ব্ব-মোক্ষধর্ম্ম-১৭৪ অধ্যায়ে যথা ;—

সুখস্যানিন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখম্।
সুখদুঃখে মনুষ্যাণাং চক্রবৎ পরিবর্ত্ততঃ॥

মোক্ষধর্ম্মের স্থানান্তরে যথা ;—

এবমেব কিলৈতানি প্রিয়াণ্যেবাঽপ্রিয়াণি চ।
জীবেষু পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ॥

বনপর্ব্ব-২৫৮ অধ্যায়ে যথা ;—

সুখদুঃখে হি পুরুষঃ পর্য্যায়েণোপসেবতে।
ন হ্যনন্তং সুখং কশ্চিৎ প্রাপ্নোতি পুরুষর্ষভ॥
সুখমাপতিতং সেবেৎ দুঃখমাপতিতং বহেৎ।
কালপ্রাপ্তমুপাসীত শস্যানামিব কর্ষকঃ॥

বনপর্ব্ব ২৬০ অধ্যায়ে যথা ;—

সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখম্।
পর্য্যায়েণোপসর্পন্তি নরং নেমিমরাইব॥ ইত্যাদি।

মিত্রলাভ, ১৯০নং শ্লোক, মহাভারত-বনপর্ব্ব-২য় অধ্যায়-৪৩নং শ্লোকে এইরূপ আছে, যথা ;—

অর্থস্যোৎপাদনে চৈব পালনে চ তথা ক্ষয়ে।
সহন্তে চ মহদ্দুঃখং ঘ্নন্তি চৈবার্থকারণাৎ॥

মিত্রলাভ, ১৯১নং শ্লোক, মহাভারত-বনপর্ব্ব-২য় অধ্যায়-৪৮নং শ্লোকে অবিকল আছে। ১৯২নং শ্লোক, মহাভারত-বনপর্ব্ব-২য় অধ্যায়-৪০নং শ্লোকে অবিকল আছে। ১৯৩নং শ্লোক, মহাভারত-বনপর্ব্ব-২য় অধ্যায়-৩৯নং শ্লোকে অবিকল

আছে। ১৯৫নং শ্লোক, মহাভারত-শান্তিপর্ব্ব-মোক্ষধর্ম্ম-১৭৭ অধ্যায়-২৬নং শ্লোকে এইরূপ আছে যথা ;—

ঈহা ধনস্য ন সুখা লব্ধে চিন্তা চ ভূয়সী।
লব্ধনাশো যথা মৃত্যুর্লব্ধং ভবতি বা ন বা॥

মিত্রলাভ, ২০৩নং শ্লোক, কামন্দকনীতি-৪র্থ সর্গ-৭৪নং শ্লোকে অবিকল আছে। ২০৪নং শ্লোক, চাণক্যে অবিকল আছে।

মিত্রলাভ, ২০৯নং শ্লোক, মহাভারত-আদিপর্ব্ব-সম্ভবপর্ব্ব-৭৪ অধ্যায়-৩৯-শ্লোকে অবিকল আছে। বৃদ্ধচাণক্যে ইহার পাঠান্তর যথা ;—

সা ভার্য্যা যা শুচির্দক্ষা সা ভার্য্যা যা পতিব্রতা।
সা ভার্য্যা যা পতিপ্রীতা সা ভার্য্যা যা প্রিয়ংবদা॥

২১০নং শ্লোক, চাণক্যে অবিকল আছে। ২১১নং শ্লোক, মহাভারত-শান্তিপর্ব্ব-আপদ্ধর্ম্ম-১৪৫ অধ্যায়ে এইরূপ আছে, যথা ;—

ন সা স্ত্রী হ্যভিমন্তব্যা যস্যাং ভর্ত্তা ন তুষ্যতি।
তুষ্টে ভর্ত্তরি নারীণাং তুষ্টাঃ স্যুঃ সর্ব্বদেবতাঃ।
অগ্নিসাক্ষিকমিত্যেব ভর্ত্তা হি দৈবতং পরম্॥

মিত্রলাভ, ২১৪নং শ্লোক, মহাভারত-শান্তিপর্ব্ব-রাজধর্ম্ম-৫৭ অধ্যায়-৪০নং শ্লোকে অবিকল আছে, কেবল, 'লোকেঽস্মিন্' স্থলে 'লোকস্য' এই পাঠান্তর। ২১৫নং শ্লোক, মহাভারত ও কামন্দকনীতি প্রভৃতির নানা স্থানে নানারূপে উল্লিখিত আছে ; শান্তিপর্ব্ব-রাজধর্ম্ম-৭৫ অধ্যায়ে যথা ;—

পর্জ্জন্যমিব ভূতানি মহাদ্রুমমিব দ্বিজাঃ।
নরাস্তমুপজীবন্তি নৃপং সর্ব্বার্থসাধকম্॥

মিত্রলাভ, ২১৬নং শ্লোক, কামন্দকনীতি-২য় সর্গ-৪৩নং শ্লোকে প্রায় অবিকল আছে ; কিঞ্চিৎ পাঠান্তর যথা ,—

নিয়তবিষয়বর্ত্তী প্রায়শো দণ্ডযোগাৎ
জগতি পরবশেঽস্মিন্ দুর্ল্লভঃ সাধুবৃত্তঃ।
কৃশমথ বিকলং বা ব্যাধিতং বাঽধনং বা
পতিমিব কুলনারী দণ্ডভীত্যাঽভ্যুপৈতি॥

মনুসংহিতা-৭ম অধ্যায়-২২নং শ্লোক ইহার অনুরূপ, যথা ,—

সর্ব্বো দণ্ডজিতো লোকো দুর্লভো হি শুচির্নরঃ।
দণ্ডস্য হি ভয়াৎ সর্ব্বং জগদ্ভোগায় কল্পতে॥

মিত্রলাভ, ২২২নং শ্লোকের অনুরূপ শ্লোক, মহাভারত-শান্তিপর্ব্ব- রাজধর্ম্ম ২৭ অধ্যায়ে যথা ;—

সর্ব্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ।
সংযোগা বিপ্রযোগান্তা মরণান্তং হি জীবিতম্॥

মোক্ষধর্ম্ম-৩৩০ অধ্যায়েও ঐরূপ আছে।

মিত্রলাভ, ২২৫ নং শ্লোক, চাণক্যে অবিকল আছে।

সুহৃদ্ভেদ, ৩নং শ্লোক, চাণক্যে অবিকল আছে। ৬নং শ্লোক, মাঘকবির শিশুপালবধকাব্য-২য় সর্গ-৩২নং শ্লোকে অবিকল আছে। ৭নং শ্লোক, মহাভারত-উদ্যোগপর্ব্ব-১৩৩ অধ্যায়-২৯নং শ্লোকে অবিকল আছে, কেবল, 'নিরুৎসাহং নিরানন্দম্'-এই স্থলে 'নিরাময়ং নিরুৎসাহম্'-এই পাঠান্তর আছে। ৮নং শ্লোক, মনুসংহিতা-৭ম অধ্যায়-৯৯ ও ১০১নং শ্লোকে প্রায় অবিকল আছে, যথা ;—

অলব্ধং চৈব লিপ্সেত লব্ধং রক্ষেৎ প্রযত্নতঃ।
রক্ষিতং বর্দ্ধয়েচ্চৈব বৃদ্ধং পাত্রেষু নিক্ষিপেৎ॥
অলব্ধমিচ্ছেদ্দণ্ডেন লব্ধং রক্ষেদবেক্ষয়া।
রক্ষিতং বর্দ্ধয়েদ্ বৃদ্ধ্যা বৃদ্ধং দানেন নিক্ষেপেৎ॥

সুহৃদ্ভেদ, ৯নং শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধের পাঠান্তর বৃদ্ধচাণক্যে যথা ;—'শ্লোকেন বা তদর্দ্ধেন তদর্দ্ধার্দ্ধাক্ষরেণ্ চ'।—১০নং শ্লোক ও ১১নং শ্লোক, বৃদ্ধচাণক্যে অবিকল আছে। ১৩নং শ্লোকের 'সাধ্যসিদ্ধির্বিধীয়তাম্'-স্থলে 'সাধ্যে সিদ্ধির্বিধীয়তে'-এই পাঠান্তর আছে। ১৫নং শ্লোক, মহাভারত-অনুশাসনপর্ব্ব-দানধর্ম্ম-১৬৩ অধ্যায়-১১নং শ্লোকে যথা ;—

নাপ্রাপ্তকালো ম্রিয়তে বিদ্ধঃ শরশতৈরপি।
তৃণাগ্রেণাপি সংস্পৃষ্টঃ প্রাপ্তকালো ন জীবতি॥

সুহৃদ্ভেদ, ৪৭নং শ্লোক, নানা পুরাণে দৃষ্ট হয় ; ইহার অপরার্দ্ধের পাঠান্তর মৎস্য-পুরাণ-১৯৪ অধ্যায়ে যথা ;—'নেত্রবক্ত্রবিকারৈশ্চ গৃহ্যতেঽন্তর্গতং মনঃ'। ৪৮নং শ্লোক, বৃদ্ধচাণক্যে অবিকল আছে। ৪৯নং শ্লোক, মহাভারত-উদ্যোগপর্ব্ব-৩৩ অধ্যায়-৪০নং শ্লোকে যথা ;—

অনাহূতঃ প্রবিশতি অপৃষ্টো বহু ভাষতে।
অবিশ্বস্তে বিশ্বসিতি মূঢ়চেতা নরাধমঃ॥

সুহৃদ্ভেদ, ৫২নং শ্লোক, কামন্দকনীতি-৫ম সর্গ-২২নং শ্লোকে যথা ;—

কোঽয়ংত্রেত্যহমিতি ব্রূয়াৎ সম্যগাজ্ঞাপয়েতি চ।
আজ্ঞাং চাবিতথীকুর্য্যাদ্ যথাশক্ত্যাঽবিলম্বিতম্॥

সুহৃদ্ভেদ, ৫৬নং, ৫৭নং ও ৫৮নং শ্লোকে যে অনুরক্ত ও বিরক্ত প্রভুর লক্ষণ আছে, তাহা, মৎস্যপুরাণ-রাজধর্ম্ম-১৯০ অধ্যায়ে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিতরূপে দৃষ্ট হয়। ৬১নং শ্লোক, মহাভারত-উদ্যোগপর্ব্ব-৩৯ অধ্যায়-২নং শ্লোকে প্রায় অবিকল আছে, যথা ;—

অপ্রাপ্তকালং বচনং বৃহস্পতিরপি ব্রুবন্।
লভতে বুদ্ধ্যবজ্ঞানমবমানং চ ভারত॥

সুহৃদ্ভেদ, ৬২নং শ্লোক, শুক্রনীতি-২য় অধ্যায়-২২১নং শ্লোকে, প্রায় অবিকল আছে, কেবল, 'অপৃষ্টেনাপি বক্তব্যং ভৃত্যেন হিতমিচ্ছতা'-এই স্থলে 'অপৃষ্টোঽপি হিতান্বেষী ব্রূয়াৎ কল্যাণভাষিতম্'-এই পাঠান্তর আছে ; কামন্দকনীতি-৫ম সর্গ-২৮নং শ্লোকেও 'অপৃষ্টোঽপি হিতান্বেষী ব্রূয়াৎ কল্যাণভাষিতম্' এই পাঠ আছে। ৬৬নং শ্লোক, বৃদ্ধচাণক্যে প্রায় অবিকল আছে, কেবল, 'পাদেষু' স্থলে 'পাদাগ্রে' এই পাঠান্তর ; কোনও কোনও পুস্তকে, 'ক্রয়বিক্রয়বেলায়াম্' স্থলে 'যথৈবাস্তে তথৈবাস্তাম্' এই পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। ৬৯নং শ্লোক, মহাভারত-উদ্যোগপর্ব্ব-৩৩ অধ্যায়-৬৫নং শ্লোকে প্রায় অবিকল আছে, কেবল, 'তথৈবৈতান্'-স্থলে 'যথাবৎ তান্'-এই পাঠান্তর। ৭৩নং শ্লোকে 'বুদ্ধিমাননুরক্তোঽয়মিহোভয়গুণো জনঃ' এই স্থলে 'বুদ্ধিমাননুরক্তোঽয়ময়ং শূর ইতো ভয়ম্' এই পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

সুহৃদ্ভেদ, ৮০নং ও ৮১নং শ্লোক দুইটি, মনুসংহিতা-৭ম অধ্যায়-১১নং ও ৮নং শ্লোকে অবিকল আছে ; কেবল, 'পদ্মাস্তে'-স্থলে 'পুণ্যা শ্রীঃ' এই পাঠান্তর। ৮৬নং শ্লোক, মাঘকবির শিশুপালবধকাব্যের-১৬শ সর্গের-২৫নং শ্লোকে অবিকল আছে।

সুহৃদ্ভেদ, ৮৯নং শ্লোক হইতে ১০৫নং শ্লোকে রাজাদের যে কোষরক্ষার ব্যবস্থা ও অনুজীবিগণের কার্য্যদর্শনের ব্যবস্থা আছে, তাহা কামন্দকনীতি ও শুক্রনীতি প্রভৃতির নানা স্থান হইতে সারসঙ্কলন পূর্ব্বক গৃহীত হইয়াছে। ১০৮নং শ্লোক, কামন্দকনীতি-৫ম সর্গ-৮২নং শ্লোকে প্রায় অবিকল আছে, যথা ;—

আযুক্তকেভ্যশ্চৌরেভ্যঃ পরেভ্যো রাজবল্লভাৎ॥
পৃথিবীপতিলোভাচ্চ প্রজানাং পঞ্চধা ভয়ম্॥

সুহৃদ্ভেদ, ১১০নং শ্লোক, মহাভারত-আদিপর্ব্ব-সম্ভবপর্ব্ব-দুষ্মন্তোপাখ্যানে ও মহাভারতের অন্যান্য স্থানে অবিকল আছে। ১১৩নং শ্লোক, মহাভারত-উদ্যোগপর্ব্ব-৪০ অধ্যায়-৭নং শ্লোকে, এবং অনুশাসনপর্ব্ব-৩৮ অধ্যায়-২৫নং শ্লোকে অবিকল আছে। ১১৭নং শ্লোক, লঘুচাণক্যে অবিকল আছে ; বৃদ্ধচাণক্যে

পাঠান্তর যথা ;—'আহারো দ্বিগুণঃ স্ত্রীণাম্' স্থলে 'স্ত্রীণাং দ্বিগুণ আহারঃ' ; 'বুদ্ধিস্তাষাং চতুর্গুণা' স্থলে 'লজ্জা চাপি চতুর্গুণা' ; 'ষড়্গুণো ব্যবসায়শ্চ' স্থলে 'সাহসং ষড়্গুণং চৈব'। ১১৯নং ও ১২০নং শ্লোক, চাণক্যে অবিকল আছে। ১২৫নং শ্লোক, মুদ্রারাক্ষসনাটকে চতুর্থ অঙ্কে অবিকল আছে। ১৩৩নং শ্লোক, মহাভারত-উদ্যোগপর্ব্ব-৩৭ অধ্যায়-১৬নং শ্লোকে যথা ;—

> সুলভাঃ পুরুষা রাজন্ সততং প্রিয়বাদিনঃ।
> অপ্রিয়স্য তু পথ্যস্য পরিণামঃ সুখাবহঃ॥

সুহৃদ্ভেদ, ১৪১নং শ্লোক, মহাভারত-শান্তিপর্ব্ব-রাজধর্ম্ম-৮৫ অধ্যায়-২৫নং শ্লোকে যথা ;—

> ন পরস্য প্রবাদেন পরেষাং দণ্ডমর্পয়েৎ।
> অংগুমানুগমং কৃত্বা বধ্নীয়ান্মোক্ষয়েত বা॥

সুহৃদ্ভেদ, ১৪৫নং শ্লোক, শিশুপালবধকাব্যের ২য় সর্গে অবিকল আছে। ১৪৬নং শ্লোক, চাণক্য ও মহাভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপে আছে ; শান্তিপর্ব্ব-আপদ্ধর্ম্ম-১৪০ অধ্যায়-৩০নং শ্লোকে যথা ;—

> দণ্ডেনোপনতং শত্রুং যো রাজা ন নিযচ্ছতি।
> স মৃত্যুমুপগৃহ্লাতি গর্ভমশ্বতরী যথা॥

সুহৃদ্ভেদ, ১৫১নং শ্লোক, বৃদ্ধচাণক্যে আছে ; 'কো বাস্তি রাজ্ঞাং প্রিয়ঃ' স্থলে 'কো নাম রাজপ্রিয়ঃ', 'কঃ কালস্য ভুজান্তরং ন চ গতঃ' স্থলে 'কঃ কালস্য ন গোচরত্বমগমৎ' ইত্যাদি পাঠান্তর আছে।

সুহৃদ্ভেদ, ১৬৮নং শ্লোক, মহাভারত-স্ত্রীপর্ব্ব-২য় অধ্যায়-১৪নং শ্লোকে এইরূপ আছে, যথা ;—

> হতোঽপি লভতে স্বর্গং হত্বা চ লভতে যশঃ।
> উভয়ং নো বহুগুণং নাস্তি নিষ্ফলতা রণে॥

মনুসংহিতা-৭ম অধ্যায়-৮৯নং শ্লোকে যথা ;—

> আহবেষু মিথোঽন্যোন্যং জিঘাংসন্তো মহীক্ষিতঃ।
> যুধ্যমানাঃ পরং শক্ত্যা স্বর্গং যান্ত্যপরাঙ্মুখাঃ॥

সুহৃদ্ভেদ, ১৭৭নং শ্লোক, মহাভারত-শান্তিপর্ব্ব-আপদ্ধর্ম্ম-১৪০ অধ্যায়-৪৭নং শ্লোকে এইরূপ আছে, যথা ;—

> পুত্রো বা যদি বা ভ্রাতা পিতা বা যদি বা সুহৃৎ।
> অর্থস্য বিঘ্নং কুর্ব্বাণা হন্তব্যা ভূতিমিচ্ছতা॥

বিগ্রহ, ২নং ও ৩নং শ্লোক, কামন্দকনীতি-১ম সর্গ-১০নং ও ১২নং শ্লোকে অবিকল আছে, এবং ২নং শ্লোকটি, শুক্রনীতি-১ম অধ্যায়-৬৫নং শ্লোকে অবিকল আছে। ৪নং শ্লোক, শুক্রনীতি-৪র্থ অধ্যায়-১ম প্রকরণ-১৯নং শ্লোকে এইরূপ আছে, যথা;—

উপদেশো হি মূর্খাণাং ক্রোধায়ৈব শমায় ন।
পয়ঃপানং ভুজঙ্গানাং বিষায়ৈবামৃতায় ন॥

বিগ্রহ, ৭নং শ্লোক, মাঘকবির শিশুপালবধকাব্যের ২য় সর্গের ৪৪নং শ্লোকে অবিকল আছে। ১০নং ও ১১নং শ্লোক, বৃদ্ধচাণক্যে অবিকল আছে। ১৬নং শ্লোক, কামন্দকনীতি-১২শ সর্গ-৮নং শ্লোকে এইরূপ আছে, যথা;—

উদ্যতেষপি শস্ত্রেষু যথোক্তং শাসনং বদেৎ।
রাগাপরাগৌ জানীয়াৎ প্রকৃতীনাং চ ভর্ত্তরি॥

বিগ্রহ, ২১নং শ্লোকে, 'প্রসাদং কুরুতে পত্যুঃ সম্পত্তিং নাভিবাঞ্ছতি' এইস্থলে অনেক পুস্তকে 'প্রসাদঃ কুরুতে ভর্ত্তুঃ সম্পত্তিং নাভিজাততা' এই পাঠ দেখা যায়, কিন্তু অর্থ সংলগ্ন না হওয়ায় ইহা অপপাঠ বলিয়া বোধ হয়। ২৪নং শ্লোক, বৃদ্ধচাণক্যে অবিকল আছে। ২৭নং, ২৮নং এবং ২৯নং শ্লোকত্রয়, মহাভারত ও নানা পুরাণে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিতরূপে আছে, তন্মধ্যে ২৭নং শ্লোকটি, মহাভারত-অনুশাসনপর্ব্ব-দানধর্ম্ম-১৪৬ অধ্যায়-৩৯নং শ্লোকে এইরূপ আছে, যথা;—

পরুষাণ্যপি চোক্তা যা দৃষ্টা ক্রুদ্ধেন চক্ষুষা।
সুপ্রসন্নমুখী ভর্ত্তুর্যা নারী সা পতিব্রতা॥

বিগ্রহ, ৩০নং শ্লোকটির শেষার্দ্ধ, অঙ্গিরার বচনে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত দেখা যায়; যথা,—'তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গে ভর্ত্তারং যাঽনুগচ্ছতি' স্থলে অঙ্গিরাবচনে,— 'তাবন্ত্যব্দানি সা স্বর্গে ভর্ত্তারং যাঽনুগচ্ছতি' এইরূপ আছে। ৩১নং শ্লোকটি, অঙ্গিরাবচনে ও মহাভারতে অবিকল আছে। ৩৩নং শ্লোক, মনুসংহিতা-৫ম অধ্যায়-১৫১নং শ্লোকে অবিকল আছে।

বিগ্রহ, ৩৮নং শ্লোক, কামন্দকনীতি-১২শ-সর্গ-১৩নং শ্লোকে প্রায় অবিকল আছে, কেবল, 'তীর্থাশ্রমসুরস্থানে' এইস্থলে 'তীর্থাশ্রমাশ্রয়স্থানে,' এবং 'সংবদেৎ' স্থলে 'সংবসেৎ' এই পাঠান্তর আছে। ৩৯নং শ্লোকটি, গরুড়পুরাণ-১১৪ অধ্যায়ে এইরূপ আছে, যথা;—

ষট্‌কর্ণো ভিদ্যতে মন্ত্রশ্চতুষ্কর্ণশ্চ ধার্য্যতে।
দ্বিকর্ণস্য তু মন্ত্রস্য ব্রহ্মাঽপ্যেকো ন বুধ্যতে॥

বিগ্রহ, ৪০নং শ্লোক, মহাভারত-আশ্রমবাসিকপর্ব্ব-৫ম অধ্যায়-২৪নং শ্লোকে প্রায় অবিকল আছে, যথা ;—

মন্ত্রভেদে হি যে দোষা ভবন্তি পৃথিবীক্ষিতাম্।
ন তে শক্যাঃ সমাধাতুং কথঞ্চিদিতি মে মতিঃ ॥

ইহা, কালিকাপুরাণের ৮৫ অধ্যায়ে এইরূপ আছে, যথা ;—

দূষণং মন্ত্রভেদেষু নৃপাণাং যদ্ধি জায়তে।
ন তৎ শক্যং সমাধাতুং যত্নৈর্ন্নপশতৈরপি ॥

বিগ্রহ, ৪২নং ও ৪৩নং শ্লোক, মনুসংহিতা-৭ম অধ্যায়-১৯৮ ও ১৯৯নং শ্লোকে প্রায় অবিকল আছে, যথা ;—

সাম্না দানেন ভেদেন সমস্তৈরথবা পৃথক্।
বিজেতুং প্রযতেতারীন্ ন যুদ্ধেন কদাচন ॥
অনিত্যো বিজয়ো যস্মাদ্ দৃশ্যতে যুধ্যমানয়োঃ।
পরাজয়শ্চ সংগ্রামে তস্মাদ্ যুদ্ধং বিবর্জ্জয়েৎ ॥

ইহার অনুরূপ শ্লোক, মহাভারত-শান্তিপর্ব্ব-রাজধর্ম্ম-৬৯ অধ্যায়ে যথা ;—

বর্জ্জনীয়ং সদা যুদ্ধং রাজ্যকামেন ধীমতা।
উপায়ৈস্ত্রিভিরাদানমিত্যুবাচ বৃহস্পতিঃ ॥
সান্ত্বেন তু প্রদানেন ভেদেন চ নরাধিপঃ।
যমর্থং শক্নুয়াৎ প্রাপ্তুং তেন তুষ্যেত পণ্ডিতঃ ॥

বিগ্রহ, ৪৯নং শ্লোকের শেষার্দ্ধে অর্থাৎ—'হস্তিনা সহ যুদ্ধং হি নরাণাং মৃত্যুমাবহেৎ' এই স্থলে অনেক পুস্তকে 'ন যুদ্ধং হস্তিনা সার্দ্ধং নরাণাং পাদযুদ্ধবৎ' এই পাঠ আছে।

বিগ্রহ, ৫১নং শ্লোকটি, কামন্দকনীতি-১০ম সর্গ-৩৫নং শ্লোকে প্রায় অবিকল আছে, যথা ;—

কৌর্ম্মং সঙ্কোচমাস্থায় প্রহারমপি মর্ষয়েৎ।
কালে প্রাপ্তে তু মতিমানুত্তিষ্ঠেৎ ক্রূরসর্পবৎ ॥

ইহা, মৎস্যপুরাণ-১৮৯ অধ্যায়ে যথা ;—

গূহেৎ কূর্ম্ম ইবাঙ্গানি রক্ষেদ্বিবরমাত্মনঃ। ইত্যাদি।

ইহার অনুরূপ শ্লোক, মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব-আপদ্ধর্ম্ম-১৪০ অধ্যায়-২৪নং শ্লোকে যথা ;—

নাস্যচ্ছিদ্রং রিপুর্বিদ্যাৎ বিদ্যাচ্ছিদ্রং পরস্য তু।
গূহেৎ কূর্ম্ম ইবাঙ্গানি রক্ষেদ্বিবরমাত্মনঃ ॥

বকবৎ চিন্তয়েদর্থান্ সিংহবচ্চ পরাক্রমেৎ।
বৃকবচ্চাবলুম্পেত শরবচ্চ বিনিষ্পতেৎ॥

বিগ্রহ, ৫৩নং শ্লোক, মনুসংহিতা-৭ম অধ্যায়-৭৪নং শ্লোকে অবিকল আছে; কালিকাপুরাণ-৮৫ অধ্যায়ে ইহা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত রূপে দৃষ্ট হয়, যথা ;—

শতমেকো যোধয়তি দুর্গস্থো যো ধনুর্ধরঃ।
শতং দশসহস্রাণি তস্মাদ্দুর্গং প্রশস্যতে॥

বিগ্রহ, ৬২নং শ্লোক, কামন্দকনীতি-৮ম সর্গ-৬২নং শ্লোকে প্রায় অবিকল আছে, যথা ;—

ছিদ্রং কর্ম্ম চ বিত্তং চ বিজানাতি নিজো রিপুঃ।
দহত্যন্তর্গতশ্চৈব শুষ্কবৃক্ষমিবানলঃ॥

বিগ্রহ, ৬৪নং শ্লোক, মহাভারত-উদ্যোগপর্ব্ব-৩৫ অধ্যায়-৫৮নং শ্লোকে প্রায় অবিকল আছে, যথা ;—

ন সা সভা যত্র ন সন্তি বৃদ্ধা ন তে বৃদ্ধা যে ন বদন্তি ধর্ম্মম্।
নাসৌ ধর্ম্মো যত্র ন সত্যমস্তি ন তৎ সত্যং যচ্ছলেনাভ্যুপেতম্॥

বিগ্রহ, ৬৭নং শ্লোক, চাণক্যে অবিকল আছে। ৬৯নং শ্লোক, কামন্দকনীতি-১০ম সর্গ-২৮নং শ্লোকে প্রায় অবিকল আছে, যথা ;—

ভূমির্মিত্রং হিরণ্যং চ বিগ্রহস্য ফলং ত্রয়ম্।
যদৈতন্নিয়তং ভাবি তদা বিগ্রহমাচরেৎ॥

বিগ্রহ, ৭২নং, ৭৩নং, ৭৪নং, ৭৫নং,-এই চারিটি শ্লোক কামন্দকনীতি-১৮শ-সর্গ-৪৪নং, ৪৫নং, ৪৬নং, ৪৭নং-এই চারিটি শ্লোক হইতে প্রায় অবিকল গৃহীত হইয়াছে; কামন্দকনীতির ঐ চারি শ্লোক যথা ;—

নদ্যদ্রিবনদুর্গেষু যত্র যত্র ভয়ং ভবেৎ।
সেনাপতিস্তত্র তত্র গচ্ছেদ্ব্যূহীকৃতৈর্বলৈঃ॥ ৪৪॥
নায়কঃ পুরতো যায়াৎ প্রবীরপৃতনাবৃতঃ।
মধ্যে কলত্রং স্বামী চ কোষঃ ফল্গু মহদ্ধনম্॥ ৪৫॥
পার্শ্বয়োরুভয়োরশ্বা বাজিনাং পার্শ্বয়োঃ রথাঃ।
রথানাং পার্শ্বয়োর্নাগা নাগানাং চাটবীবলম্॥ ৪৬॥
পশ্চাৎ সেনাপতিঃ সর্ব্বং পুরস্কৃত্য কৃতী স্বয়ম্।
যায়াৎ সন্নদ্ধসৈন্যৌঘঃ খিন্নানাশ্বাসযন্ শনৈঃ॥ ৪৭॥

বিগ্রহ, ৭৬নং ও ৭৭নং প্রভৃতি শ্লোক কয়েকটির অনুরূপ শ্লোক, মহাভারত-শান্তিপর্ব্ব-রাজধর্ম্ম-১০০ অধ্যায়ে, যথা ;—

অকর্দ্দমামমুদকামমর্য্যাদামলোষ্টকাম্।
অশ্বভূমিং প্রশংসন্তি যে যুদ্ধকুশলা জনাঃ ॥
অপঙ্কা গর্ত্তরহিতা রথভূমিঃ প্রশস্যতে।
নীচদ্রুমমহাকক্ষা সোদকা হস্তিযোধিনাম্ ॥
বহুদুর্গা মহাকক্ষা বেণুবেত্রসমাকুলা।
পদাতীনাং ক্ষমা ভূমিঃ পর্ব্বতোপবনানি চ ॥
পদাতিবহুলা সেনা দৃঢ়া ভবতি ভারত।
রথাশ্ববহুলা সেনা সুদিনেষু প্রশস্যতে ॥
পদাতিনাগবহুলা প্রাবৃট্কালে প্রশস্যতে।
গুণানেতান্ প্রসংখ্যায় দেশকালৌ প্রযোজয়েৎ ॥ ইত্যাদি।

বিগ্রহ, ৭৯নং শ্লোকটি, কামন্দকনীতি-১৮শ-সর্গ-২২নং ও ২৩নং শ্লোকদ্বয়ের সংক্ষেপমাত্র, যথা ;—

অবিচিন্তং কোপভয়াদভ্যাশেন রিপোর্বলম্।
বাসয়েৎ কর্ষয়েচ্চৈনং দুর্গকণ্টকশোধনৈঃ ॥ ২২ ॥
নিত্যমাটবিকং সৈন্যং দুর্গকণ্টকশোধনৈঃ।
পরদেশপ্রবেশে চ পুরা কুর্ব্বীত পণ্ডিতঃ ॥ ২৩ ॥

বিগ্রহ, ৮১নং শ্লোক, মহাভারত-ভীষ্মপর্ব্ব-৪২ অধ্যায়ে এইরূপ আছে, যথা ;—

অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্ত্বর্থো ন কস্যচিৎ।
ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোঽস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ ॥

বিগ্রহ, ৮২নং শ্লোক, কামন্দকনীতি-১৯শ সর্গ-৩১নং ও ৩৪নং শ্লোকদুইটির সংক্ষেপমাত্র, যথা ;—

প্রবীরপুরুষৈরেতৈস্তিষ্ঠেয়ুঃ পরিবারিতাঃ।
অভেদেন চ যুধ্যেরন্ রক্ষেয়ুশ্চ পরস্পরম্ ॥
ফল্গু সৈন্যস্য যৎ কিঞ্চিৎ মধ্যে ব্যূহস্য তদ্ভবেৎ।
যুদ্ধবস্তু চ যৎ কিঞ্চিৎ প্রায়স্তজ্জঘনে ভবেৎ ॥

বিগ্রহ, ৮৩নং শ্লোকের শেষার্দ্ধ, মনুসংহিতা-৭ম অধ্যায়-১৯৫নং শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধ হইতে অবিকল গৃহীত ; মনুর শ্লোক, যথা ;—

উপরুধ্যারিমাসীত রাষ্ট্রং চাস্যোপপীড়য়েৎ।
দূষয়েচ্চাস্য সততং যবসান্নোদকেন্ধনম্ ॥

বিগ্রহ, ৮৪নং শ্লোকটি, মনুসংহিতা-৭ম অধ্যায়-১৯২নং শ্লোকে অবিকল আছে, যথা ;—

স্যন্দনাশ্বৈঃ সমে যুধ্যেদনূপে নৌদ্বিপৈস্তথা।
বৃক্ষগুল্মাবৃতে চাপৈরসিচর্ম্মায়ুধৈঃ স্থলে॥

বিগ্রহ, ৮৫নং শ্লোকটি, মনুসংহিতা-৭ম অধ্যায়-১৯৭নং শ্লোকের শেষার্দ্ধ এবং ১৯৬নং শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধ হইতে অবিকল গৃহীত হইয়াছে। ৯৬নং শ্লোক, কামন্দকনীতি-৯ম সর্গ-৬৭নং শ্লোকে প্রায় অবিকল আছে, যথা ;—

যুবরাজেন সন্ধায় প্রধানপুরুষেণ বা।
ততঃ প্রকোপং জনয়েদভিযোক্তুঃ স্থিরাত্মনঃ॥

বিগ্রহ, ৯৭নং শ্লোক, কামন্দকনীতি-অষ্টাদশ সর্গ-৬২নং শ্লোকে এইরূপ আছে, যথা ;—

মৃগয়াসম্প্রযুক্তং বা হন্যাচ্ছত্রুং ব্যপাশ্রয়ঃ।
অথবা গোগ্রহাকৃষ্ট্যা তল্লক্ষ্যং মার্গবন্ধনাৎ॥

বিগ্রহ, ৯৯নং ও ১০০নং শ্লোকদ্বয়, মাঘকবির শিশুপালবধকাব্যের ২য় সর্গে অবিকল আছে। ১০৪নং শ্লোক, নাগানন্দনাটকে প্রায় অবিকল আছে, যথা ;—

জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ মাদৃশাঃ ক্ষুদ্রজন্তবঃ।
পরার্থবদ্ধকক্ষাণাং ত্বাদৃশামুদ্ভবঃ কুতঃ॥

বিগ্রহ, ১০৫নং শ্লোক, মহাভারত-শান্তিপর্ব্ব-রাজধর্ম্ম-৭০ অধ্যায়-৪নং শ্লোকে অবিকল আছে, কেবল, 'দাতা সৎপাত্রবর্ষী স্যাৎ' এই স্থলে 'দাতা নাঽপাত্রবর্ষী স্যাৎ' এই পাঠান্তর আছে। ১১০নং শ্লোক, কামন্দকনীতি-৮ম সর্গ-১৫নং শ্লোক হইতে অবিকল গৃহীত। ১১১নং, ১১২নং, ১১৩নং এবং ১১৪নং শ্লোক চারিটি, কামন্দকনীতি-১৮শ সর্গ-৫০নং, ৫১নং, ৫২নং এবং ৬২নং শ্লোক হইতে প্রায় অবিকল গৃহীত হইয়াছে ; কামন্দকনীতির ঐ চারি শ্লোক যথা ;—

কন্দরাশৈলগহননিম্নগাবনসঙ্কটে।
দীর্ঘেঽধ্বনি পরিশ্রান্তং ক্ষুৎপিপাসাহিমক্লমম্॥ ৫০॥
ব্যাধিদুর্ভিক্ষমরকৈঃ পীড়িতং দস্যুবিদ্রুতম্।
পঙ্কপাংশুজলস্কন্নং ব্যস্তং পুঞ্জীকৃতং পথি॥ ৫১॥
প্রসুপ্তং ভোজনব্যগ্রমভূমিষ্ঠমসংস্থিতম্।
চৌরাগ্নিভয়বিত্রস্তং বৃষ্টিবাতসমাহিতম্॥ ৫২॥
অবস্কন্দভয়াদাত্রৌ প্রজাগরকৃতশ্রমম্।
অবসন্নাহতশ্রান্তমপরাহ্ণে বিনাশয়েৎ॥ ৬২॥

বিগ্রহ, ১১৫নং শ্লোক, মহাভারত-উদ্যোগপর্ব্ব-৩৪ অধ্যায়-১২নং শ্লোকে অবিকল আছে। মনুসংহিতা ও কামন্দকনীতি প্রভৃতির যে সকল শ্লোকে ব্যসনের বিষয়

উল্লিখিত আছে, ১১৮নং শ্লোকটি তাহার সংক্ষেপমাত্র। ১২০নং শ্লোকটি নানা প্রাচীন প্রবন্ধে দৃষ্ট হয়। ১২২নং শ্লোক, চাণক্যে অবিকল আছে। ১২৩নং শ্লোক, মহাভারত-উদ্যোগপর্ব্ব-৩৮ অধ্যায়-৩০নং শ্লোকে প্রায় অবিকল আছে, যথা ;—

দৈবতেষু চ যত্নেন রাজসু ব্রাহ্মণেষু চ।
নিয়ন্তব্যঃ সদা ক্রোধো বালবৃদ্ধাতুরেষু চ॥

উদ্যোগপর্ব্ব-৩৬ অধ্যায়ে, প্রকারান্তরে যথা ;—

ব্রাহ্মণেষু চ যে শূরা স্ত্রীষু জ্ঞাতিষু গোষু চ।
বৃন্তাদিব ফলং পক্বং ধৃতরাষ্ট্র পতন্তি তে॥
অবধ্যা ব্রাহ্মণা গাবো জ্ঞাতয়ঃ শিশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
যেষাং চান্নানি ভুঞ্জীত যে চ স্যুঃ শরণাগতাঃ॥

বিগ্রহ, ১২৫নং শ্লোকটি, মাঘকবির শিশুপালবধনামক কাব্যের ২য় সর্গে অবিকল আছে। ১২৯নং ও ১৩০নং শ্লোকদ্বয়, মহাভারত-শান্তিপর্ব্ব-রাজধর্ম্ম-১০২-অধ্যায়-২০নং ও ২১নং শ্লোক হইতে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিতরূপে গৃহীত ; মহাভারতের ঐ দুই শ্লোক যথা ;—

পরস্পরজ্ঞাঃ সংহৃষ্টাস্ত্যক্তপ্রাণাঃ সুনিশ্চিতাঃ।
অপি পঞ্চশতং শূরা মৃদ্নন্তি পরবাহিনীম্॥ ২০॥
অপি বা পঞ্চ ষট্ সপ্ত সংহতাঃ কৃতনিশ্চয়াঃ।
কুলীনাঃ পূজিতাঃ সম্যগ্ বিজয়ন্তীহ শাত্রবান্॥ ২১॥

বিগ্রহ, ১৩২নং শ্লোক, কামন্দকনীতি-৪র্থ সর্গ-২৪নং শ্লোকের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তনমাত্র ; কামন্দকের ঐ শ্লোক যথা ;—

ত্যাগঃ সত্যং চ শৌর্য্যং চ ত্রয় এতে মহাগুণাঃ।
প্রাপ্নোতি হি গুণান্ সর্ব্বানেতৈর্যুক্তো নরাধিপঃ॥

বিগ্রহ, ১৩৪নং শ্লোক, মহাভারত-উদ্যোগপর্ব্ব-৩৮ অধ্যায়-৪৩নং শ্লোকে এইরূপ আছে, যথা ;—

যত্র স্ত্রী যত্র কিতবো বালো যত্রানুশাসিতা।
মজ্জন্তি তেঽবশা রাজন্ নদ্যামশ্মপ্লবা ইব॥

বিগ্রহ, ১৩৫নং শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধে-'হর্ষক্রোধৌ যতৌ যস্য কোষঃ স্বল্পব্যয়েন চ' এই স্থলে 'হর্ষক্রোধৌ সমৌ যস্য শাস্ত্রার্থে প্রত্যয়স্তথা' এই পাঠ বোম্বে প্রচলিত পুস্তকে দৃষ্ট হয়। ১৩৭নং শ্লোকে 'মজ্জতোঽকার্য্যসাগরে' স্থলে 'সংকীর্ণস্যেব দন্তিনঃ', এবং 'সুশিষ্টৈরেব দীয়তে' স্থলে 'সুহৃৎসচিবচেষ্টিতম্' এইরূপ পাঠ বোম্বে পুস্তকে আছে।

বিগ্রহ, ১৩৮নং শ্লোকে 'বনাত্তু প্রচ্যুতঃ সত্যম্' স্থলে বোম্বে পুস্তকে 'বনাদ্‌বিনির্গতঃ শূরঃ' এই পাঠ আছে, এবং সম্পূর্ণ শ্লোকটির পাঠান্তর যথা ;—

নক্রঃ স্বস্থানমাশ্রিত্য গজেন্দ্রমপি কর্ষতি।

স এব প্রচ্যুতঃ স্থানাৎ শুনাপি পরিভূয়তে॥

বিগ্রহ, ১৪২নং শ্লোক, মহাভারত-শান্তিপর্ব্ব-আপদ্ধর্ম্ম-১৪০ অধ্যায়-১২নং শ্লোকে প্রায় অবিকল আছে, যথা ;—

সুমন্ত্রিতং সুবিক্রান্তং সুযুদ্ধং সুপলায়িতম্।

আপদাস্পদকালেন কুর্ব্বীত ন বিচারয়েৎ॥

বিগ্রহ, ১৪৪নং শ্লোকটি, বেণীসংহারনাটকে অবিকল দৃষ্ট হয়। ১৪৬নং শ্লোক, নানা প্রাচীন প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভিন্নরূপে দৃষ্ট হয় ; কামন্দকে যথা ;—

স্বাম্যমাত্যশ্চ রাষ্ট্রং চ দুর্গং কোষো বলং সুহৃৎ।

পরস্পরোপকারীদং সপ্তাঙ্গং রাজ্যমুচ্যতে।

পৌরশ্রেণ্যা সহাষ্টাঙ্গমপি রাজ্যং প্রকীর্ত্তিতম্॥

অমরকোষে যথা ;—

স্বাম্যমাত্যসুহৃৎকোষরাষ্ট্রদুর্গবলানি চ।

রাজ্যাঙ্গানি প্রকৃতয়ঃ পৌরাণাং শ্রেণয়োঽপি চ॥

শব্দরত্নাবলীতে যথা ;—

স্বাম্যমাত্যঃ সুহৃৎ কোষো রাষ্ট্রং দুর্গং বলং তথা।

পৌরশ্রেণী চ রাজ্যাঙ্গং প্রকৃতিশ্চ ভবেৎ দ্বয়ম্॥ ইত্যাদি।

বিগ্রহ, ১৪৮নং শ্লোক, কামন্দকনীতি-৪র্থ সর্গ-৪২নং শ্লোকে এইরূপ আছে, যথা ;—

নরেশ্বরে জগৎ সর্ব্বং নিমীলতি নিমীলতি।

সূর্য্যোদয়ে যথাঽম্ভোজং তৎপ্রবোধে প্রবুধ্যতে॥

বিগ্রহ, ১৫০নং ও ১৫১নং শ্লোকদ্বয়, মহাভারত ও পুরাণ প্রভৃতির নানা স্থানে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পাঠভেদে উল্লিখিত আছে।

সন্ধি-প্রকরণ, ২২৪ পৃষ্ঠা, ৫নং শ্লোক হইতে ২২৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত, অনাগতবিধাতা, প্রত্যুৎপন্নমতি ও যদ্ভবিষ্য নামক তিন মৎস্যের গল্প,—মহাভারত-শান্তিপর্ব্ব-আপদ্ধর্ম্ম-১৩৭ অধ্যায় হইতে গৃহীত হইয়াছে। মহাভারতে ঐ গল্প পদ্যে লিখিত, হিতোপদেশে উহা গদ্যে লিখিত। ঐ গল্পের সূচনার্থ ১ম শ্লোকটি দুই গ্রন্থেই প্রায় অবিকল, কেবল 'যদ্ভবিষ্য'-স্থলে মহাভারতে 'দীর্ঘসূত্র'-এই নামান্তর আছে। এই গল্পের সূচনার্থ ১ম শ্লোকটি বৃদ্ধচাণক্যেও দৃষ্ট হয়।

সন্ধি, ১১নং শ্লোক, মহাভারত-শান্তিপর্ব্ব-আপদ্ধর্ম্ম-১৪০ অধ্যায়-৩৭নং শ্লোকে এইরূপ আছে, যথা ;—

যোঽরিণা সহ সন্ধায় সুখং স্বপিতি বিশ্বসন্।
স বৃক্ষাগ্রে প্রসুপ্তো বা পতিতঃ প্রতিবুধ্যতে ॥

সন্ধি, ২৩০ পৃষ্ঠা ১৪নং শ্লোক হইতে ২৩২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত, মুনির প্রসাদে এক মূষিক ব্যাঘ্র হইয়া মুনিকেই বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, এই গল্পটি, মহাভারত-শান্তিপর্ব্ব-রাজধর্ম্ম-১১৬ ও ১১৭ অধ্যায় হইতে সংগৃহীত। সংগ্রহকালে বিষ্ণুশর্ম্মা গল্পটির কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।

সন্ধি, ১৬নং শ্লোকটি, মাঘকবির শিশুপালবধকাব্যের ২য় সর্গে অবিকল আছে। ২০নং শ্লোক, কামন্দকনীতি-৪র্থ সর্গ-৪৯নং শ্লোকে প্রায় অবিকল আছে, যথা ;—

মদোদ্ধতস্য নৃপতেঃ সঙ্কীর্ণস্যেব দন্তিনঃ।
গচ্ছন্ত্যন্যায়বৃত্তস্য নেতারঃ খলু বাচ্যতাম্ ॥

সন্ধি, ২১নং শ্লোক, মহাভারত-উদ্যোগপর্ব্ব-৩৭ অধ্যায়-১৭নং শ্লোকে অবিকল আছে, কেবল 'প্রিয়াপ্রিয়ম্'-স্থলে 'প্রিয়াপ্রিয়ে'-এই পাঠান্তর। ২২নং, ২৩নং ও ২৪নং শ্লোক তিনটি, কামন্দকনীতি-৯ম সর্গ-৫৯নং, ৭৫নং ও ৬১নং শ্লোক তিনটি হইতে যথাক্রমে অবিকল গৃহীত হইয়াছে, কেবল, ২৩নং শ্লোকে 'সুহৃদ্বলম্' স্থলে কামন্দকে 'সুহৃদ্ধনম্', এবং ২৪নং শ্লোকে 'যুদ্ধে বিনাশো ভবতি' স্থলে কামন্দকে 'নাশো ভবতি যুদ্ধেন' এই পাঠ আছে।

সন্ধি, ২৩৮ পৃষ্ঠা, সুন্দ ও উপসুন্দ নামক দুই দৈত্যের গল্প, মহাভারত-আদি-পর্ব্ব-রাজ্যলাভপর্ব্ব-২১০ অধ্যায় হইতে ২১৩ অধ্যায় পর্য্যন্ত অতি বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে।

সন্ধি, ২৬নং, ২৭নং, ২৮নং, ২৯নং, ৩০নং, ৩১নং, ৩২নং, ৩৩নং, ৩৪নং, ৩৫নং, ৩৬নং, ৩৭নং, ৩৮নং, ৩৯নং, ৪০নং, ৪১নং, ৪২নং, ৪৩নং, ৪৪নং, ৪৫নং, ৪৬নং, ৪৭নং, ৪৮নং, ৪৯নং, ৫০নং, ৫১নং, এবং ৫২নং, এই ২৭টি শ্লোক, যথাক্রমে কামন্দকনীতি-৯ম-সর্গ-৪২নং, ৪৩নং, ৪৪নং, ৪৫নং, ৪৬নং, ৪৭নং, ৫১নং, ৫২নং, ২৩নং, ২৪নং, ২৫নং, ২৬নং, ২৭নং, ২৮নং, ২৯নং, ৩০নং, ৩১নং, ৩২নং, ৩৩নং, ৩৪নং, ৩৫নং, ৩৬নং, ৩৭নং, ৩৮নং, ৩৯নং, ৪০নং, ও ৪১নং, এই ২৭টি শ্লোক হইতে অবিকল গৃহীত, কেবল দুই এক স্থলে কিছু কিছু পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

সন্ধি, ৫৫নং শ্লোক, কামন্দকনীতি-৯ম সর্গ-৭৭নং শ্লোকে প্রায় অবিকল আছে, কেবল, 'সমং সুতপ্তঃ' স্থলে 'সুসন্তপ্তঃ' এই পাঠান্তর। ৬১নং শ্লোকের অনুরূপ ভাব, মহাভারত-স্ত্রীপর্ব্ব-৭ম অধ্যায়-২৫নং শ্লোকে যথা ;—

ন তৎ ক্রতুসহস্রেণ নোপবাসৈশ্চ নিত্যশঃ।
অভয়স্য হি দানেন যৎ ফলং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ॥

সন্ধি, ৬৫নং শ্লোক, কামন্দকনীতি-১০ম সর্গ-৩৬নং শ্লোকে এইরূপ আছে, যথা—

কালে সহিষ্ণুর্গিরিবদসহিষ্ণুশ্চ বহ্নিবৎ।
স্কন্ধেনাপি বহেচ্ছত্রূন্ প্রিয়াণি সমুদাহরন্॥

শুক্রনীতি-৩য় অধ্যায়-১৩৩ শ্লোকে, যথা ;—

বহেদমিত্রং স্কন্ধেন যাবৎ স্যাৎ স্ববলাধিকঃ।
জ্ঞাত্বা নষ্টবলং তং তু ভিন্দ্যাদ্ ঘটমিবাশ্মনি॥

মহাভারত-আপদ্ধর্ম্ম-১৪০ অধ্যায়-১৮নং শ্লোকে, যথা ;—

বহেদমিত্রং স্কন্ধেন যাবৎ কালস্য পর্য্যয়ঃ।
প্রাপ্তকালং তু বিজ্ঞায় ভিন্দ্যাদ্ ঘটমিবাশ্মনি॥

সন্ধি, ৭১নং শ্লোক, মহাভারত-বনপর্ব্ব-২য় অধ্যায়-৪৬নং শ্লোকে অবিকল আছে, কেবল, 'দ্রব্যসঞ্চয়ঃ' স্থলে 'রত্নসঞ্চয়ঃ' এবং 'মুহ্যেৎ' স্থলে 'গৃধ্যেৎ' এই পাঠান্তর ; শান্তিপর্ব্ব-মোক্ষধর্ম্ম-২০৫ অধ্যায়-৪নং শ্লোকে, এবং ৩৩০ অধ্যায়-১৪নং শ্লোকে ইহা অবিকল আছে, কেবল, 'ঐশ্বর্য্যম্' স্থলে 'আরোগ্যম্' এবং 'মুহ্যেৎ' স্থলে 'গৃধ্যেৎ' এই পাঠান্তর।

সন্ধি, ৭২নং শ্লোক, মহাভারত-শান্তিপর্ব্ব রাজধর্ম্ম-২৮ অধ্যায়-৩৬নং শ্লোকে এবং মোক্ষধর্ম্ম-১৭৪ অধ্যায়-১৬নং শ্লোকে ঠিক্ অবিকল আছে। ৭৬নং শ্লোক, মহাভারত-শান্তিপর্ব্ব-রাজধর্ম্ম-২৮ অধ্যায়-৫২নং শ্লোকে অবিকল আছে, কেবল 'যেন কেনচিৎ' স্থলে 'জাতু কেনচিৎ' এই পাঠান্তর, শান্তিপর্ব্ব-মোক্ষধর্ম্ম-৩১৯-অধ্যায়-৯নং শ্লোকে ইহার রূপান্তর যথা ;—

পথি সঙ্গতমেবেদং দারৈরন্যৈশ্চ বন্ধুভিঃ।
নায়মত্যন্তসংবাসো লব্ধপূর্ব্বো হি কেনচিৎ॥

সন্ধি, ৭৯নং শ্লোক, মহাভারত-শান্তিপর্ব্ব-মোক্ষধর্ম্ম-৩৩১ অধ্যায়-৫নং শ্লোকে প্রায় অবিকল আছে, যথা ;—

প্রবর্ত্তি ন নিবর্ত্তন্তে স্রোতাংসি সরিতামিব।
আয়ুরাদায় মর্ত্ত্যানাং রাত্র্যহানি পুনঃ পুনঃ॥

সন্ধি, ৮৭নং শ্লোকটি, শান্তিশতকে ও অন্যান্য প্রাচীন প্রবন্ধে দৃষ্ট হয়। ৮৮নং শ্লোক, মনুসংহিতা-৬ষ্ঠ অধ্যায়-৬৬নং শ্লোকে প্রায় অবিকল আছে, যথা ;—

দূষিতোঽপি চরেদ্ধর্ম্মং যত্র তত্রাশ্রমে রতঃ।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু ন লিঙ্গং ধর্ম্মকারণম্॥

সন্ধি, ৮৯নং শ্লোক, মহাভারত-শান্তিপর্ব্ব-রাজধর্ম্ম-১১০ অধ্যায়-২৩নং শ্লোকে প্রায় অবিকল আছে, যথা ;—

যাত্রার্থং ভোজনং যেষাং সন্তানার্থং চ মৈথুনম্।
বাক্ সত্যবচনার্থায় দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে॥

সন্ধি, ৯০নং শ্লোক, মহাভারত-উদ্যোগপর্ব্ব-৪০ অধ্যায়-২১নং শ্লোকে এইরূপ আছে, যথা ;—

আত্মা নদী ভারত পুণ্যতীর্থা সত্যোদকা ধৃতিকূলা দয়োর্ম্মিঃ।
তস্যাং স্নাতঃ পূয়তে পুণ্যকর্ম্মা পুণ্যো হ্যাত্মা নিত্যমম্ভোঽম্ভএব॥

সন্ধি, ৯১নং শ্লোক, মহাভারত-শান্তিপর্ব্ব-রাজধর্ম্ম-৯ম অধ্যায়-৩৩নং শ্লোকে প্রায় অবিকল আছে, যথা ;—

জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিবেদনাভিরভিদ্রুতম্।
অপারমিব চাস্বস্থং সংসারং ত্যজতঃ সুখম্॥

সন্ধি, ৯২নং শ্লোক, মহাভারত-শান্তিপর্ব্ব-রাজধর্ম্ম-২৫ অধ্যায়-২২নং শ্লোকে এইরূপ আছে, যথা ;-

দুঃখমেবাস্তি ন সুখং তস্যাত্তদুপলভ্যতে।
তৃষ্ণার্ত্তিপ্রভবং দুঃখং দুঃখার্ত্তিপ্রভবং সুখম্॥

সন্ধি, ৯৯নং শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধের পাঠান্তর যথা ;—

'কামঃ ক্রোধস্তথা লোভো হর্ষো মানো মদস্তথা'।

এই শ্লোক, কামন্দকনীতি-১ম সর্গ-৫৫নং শ্লোকে, যথা ;—

কামঃ ক্রোধস্তথা লোভো হর্ষো মানো মদস্তথা।
ষড়্বর্গমুৎসৃজেদেনমস্মিংস্ত্যক্তে সুখী নৃপঃ॥

সন্ধি, ১০০নং শ্লোকটি, কামন্দকনীতি-৪র্থ সর্গ-৩১নং শ্লোকে প্রায় অবিকল আছে, যথা ;—

স্মৃতিস্তৎপরতাঽর্থেষু বিতর্কো জ্ঞাননিশ্চয়ঃ।
দৃঢ়তা মন্ত্রগুপ্তিশ্চ মন্ত্রিসম্পৎ প্রকীর্ত্তিতা॥

সন্ধি, ১০১নং শ্লোক, ভারবি কবির কিরাতার্জ্জুনীয় কাব্যের ২য় সর্গে অবিকল আছে। ১০৪নং শ্লোকটি, প্রাচীন প্রবন্ধ সকলে অবিকল দৃষ্ট হয়। ১০৫নং শ্লোক, কামন্দকনীতি-৪র্থ সর্গ-৪০নং শ্লোকে অবিকল আছে। ১০৮নং শ্লোক, চাণক্যে আছে, এই শ্লোকটির বিবিধ পাঠান্তর দৃষ্ট হয় ; মহাভারত-শান্তিপর্ব্ব-আপদ্ধর্ম্ম-১৪০ অধ্যায়-৬৩নং শ্লোকে এইরূপ আছে, যথা ;—

শূরমঞ্জলিপাতেন ভীরুং ভেদেন ভেদয়েৎ।
লুব্ধমর্থপ্রদানেন সমং তুল্যেন বিগ্রহঃ ॥

সন্ধি, ১০৯নং শ্লোক, কামন্দকনীতি-৩য় সর্গ-৩৩নং শ্লোকে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত-রূপে আছে, যথা ;—

স্বভাবেন হরেন্মিত্রং সম্ভাবেন চ বান্ধবান্।
স্ত্রীভৃত্যান্ প্রেমদানাভ্যাং দাক্ষিণ্যেনেতরং জনম্ ॥

সন্ধি, ১১০নং, ১১১নং ১১২নং, ১১৩নং, ১১৪নং, ১১৫নং, ১১৬নং, ১১৭নং, ১১৮নং, ১১৯নং, ১২০নং, ১২১নং, ১২২নং, ২২৩নং, ১২৪নং, ১২৫নং, ১২৬নং, ১২৭নং, ১২৮নং, ১২৯নং, ১৩০নং, এবং ১৩১নং—এই ২২টি শ্লোক, যথাক্রমে কামন্দকনীতি-৯ম সর্গের ১ম শ্লোক হইতে ২২নং পর্য্যন্ত শ্লোকে অবিকল দৃষ্ট হয়, কেবল দুই এক স্থলে কিছু কিছু পাঠান্তর আছে। ১৩০নং শ্লোকটির পাঠ কামন্দক-নীতিতে যেরূপ আছে, তাহাই প্রশস্ত বোধ হয়; কামন্দকে ঐ শ্লোকের পাঠ যথা ;—

একএবোপহারস্তু সন্ধিরেতন্মতং হি নঃ।
উপহারস্য ভেদাস্তু সর্ব্বেঽন্যে মৈত্রবর্জ্জিতাঃ ॥

সন্ধি, ১৩২নং শ্লোক, কামন্দকনীতি-৩য় সর্গ-৯নং শ্লোকে অবিকল আছে, কেবল, 'আধিব্যাধিপরীতাপৈঃ' স্থলে 'আধিব্যাধিপরীতায়' এই পাঠান্তর। ১৩৩নং শ্লোক, কামন্দকনীতি-৩য় সর্গ-১২নং শ্লোকে ঠিক্ অবিকল আছে। ১৩৪নং শ্লোকটি, অতি পূর্ব্বকালের রাজাদিগের তাম্রফলক-নিবদ্ধ দানপত্রে দৃষ্ট হয়। কোল-ব্রুক সাহেবের মিসিলেনিয়স্ এসে, ১ম খণ্ড, ৩০৭ পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত দানপত্র দেখ। ১৩৫নং শ্লোক, কামন্দকনীতি-৩য় সর্গ-১৩নং শ্লোকে প্রায় অবিকল আছে, কেবল, পূর্ব্বার্দ্ধে 'মৃগতৃষ্ণাসমং বীক্ষ্য সংসারং ক্ষণভঙ্গুরম্' স্থলে কামন্দকে-'জগন্মৃগতৃষা-তুল্যং বীক্ষ্যেদং ক্ষণভঙ্গুরম্' এই পাঠান্তর। ১৩৬নং শ্লোকটি, রামায়ণ-অযোধ্যা-কাণ্ড কৌশল্যাবিলাপে এইরূপ আছে, যথা ;—

অশ্বমেধসহস্রং চ সত্যং চ তুলয়া ধৃতম্।
তুলয়িত্বা তু পশ্যামি সত্যমেবাতিরিচ্যতে ॥

ঐ শ্লোক, মহাভারত-আদিপর্ব্ব-সম্ভবপর্ব্ব-৭৪ অধ্যায়-১০৩নং শ্লোকে প্রায় অবিকল আছে, যথা ;—

অশ্বমেধসহস্রং চ সত্যং চ তুলয়া ধৃতম্।
অশ্বমেধসহস্রাদ্ধি সত্যমেব বিশিষ্যতে ॥

শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।

হিতোপদেশের উপদেশ।

কতিপয় কুপথগামী রাজপুত্রকে উপদেশ দিবার উপলক্ষ্যে বিষ্ণুশর্ম্মা সমভাবে সর্ব্বসাধারণকেই উপদেশ দিয়াছেন। মনুষ্য ও কীটাণু, ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল, পৃথ্বীশ্বর ও অকিঞ্চন, সকলকেই তিনি সমভাবে দর্শন করিয়াছেন। অরুণদেব উদয়াচলে প্রকাশিত হইয়া স্নিগ্ধ বালাতপে যেমন সমস্ত জগৎ পুলকিত করেন, তিনিও তেমনি রাজভবনের পৃষ্ঠে উপবিষ্ট হইয়া (১) স্নিগ্ধ উপদেশে সমস্ত জগৎ পুলকিত করিয়াছেন।

এস্থলে তাঁহার কয়েকটি উপদেশের মর্ম্ম গল্প হইতে পৃথক্ করিয়া স্বতন্ত্র ভাবে প্রদর্শিত হইল।

১। হস্তে রাজশক্তি পাইয়া যে ব্যক্তি সে শক্তির অপব্যবহার করে, সে স্বহস্তেই রাজলক্ষ্মীকে বিসর্জ্জন করে;—

ন রাজ্যং প্রাপ্তমিত্যেবং বর্ত্তিতব্যমসাম্প্রতম্।
শ্রিয়ং হ্যবিনয়ো হন্তি জরা রূপমিবোত্তমম্॥

অনুবাদ,--

রাজ্য পাইয়াছি হস্তে আর কিবা ভয়,
ইহা ভাবি' কভু না করিবে অবিনয়;
জরায় দেহের কান্তি বিনাশে যেমন,
অবিনয়ে রাজলক্ষ্মী বিনাশে তেমন।

(বিগ্রহ, ১১৫ শ্লোক)

---

(১) "অথ প্রাসাদপৃষ্ঠে সুখোপবিষ্টানাং রাজপুত্রাণাং পুরস্তাৎ প্রস্তাবক্রমেণ স পণ্ডিতোঽব্রবীৎ- ভো রাজপুত্রাঃ শৃণুত"!—"অনন্তর সেই রাজপুত্রেরা প্রাসাদতলে সুখে উপবেশন করিলে, সেই পণ্ডিত বিষ্ণুশর্ম্মা প্রসঙ্গক্রমে কহিলেন,—হে রাজপুত্রগণ শ্রবণ কর"। ইহা বলিয়া তিনি কথারম্ভ করিলেন। (হিতোপদেশের অবতরণিকার শেষ দেখ)

২। অসীম সমুদ্রের ন্যায় সম্মুখে সঙ্কটাকীর্ণ বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। অর্জ্জুন যেমন কৃষ্ণকে সারথি করিয়া, এবং অক্ষয় তূণ ও অজেয় গাণ্ডীব ধারণ করিয়া, সমর-সাগর পার হইয়াছিলেন, তেমনি তোমরাও ধর্ম্মকে সহায় করিয়া, এবং অটল অধ্যবসায় ও অমেয় উদ্যোগ ধারণ করিয়া, এই কর্ম্ম-সাগর পার হও। দৈবের দোহাই দিয়া নিজের অস্তিত্ব লোপ করিও না। দৈবও, পুরুষকার (১) ভিন্ন কদাচ ফলপ্রদ হয় না। অতএব পুরুষকারই মানুষের একমাত্র গতি ;—

ন দৈবমপি সঞ্চিন্ত্য ত্যজেদুদ্যোগমাত্মনঃ।
অনুদ্যোগেন তৈলানি তিলেভ্যো নাপ্তুমর্হতি॥ ৩০॥
উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।
দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা
যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ॥ ৩১॥
যথা হ্যেকেন চক্রেণ ন রথস্য গতির্ভবেৎ।
এবং পুরুষকারেণ বিনা দৈবং ন সিধ্যতি॥ ৩২॥
যথা মৃৎপিণ্ডতঃ কর্ত্তা কুরুতে যদ্ যদিচ্ছতি।
এবমাত্মকৃতং কর্ম্ম পুরুষঃ প্রতিপদ্যতে॥ ৩৪॥
কাকতালীয়বৎ প্রাপ্তং দৃষ্ট্বাপি নিধিমগ্রতঃ।
ন স্বয়ং দৈবমাদত্তে পুরুষার্থমপেক্ষতে॥ ৩৫॥
উদ্যোগেন হি সিধ্যন্তি কার্য্যাণি ন মনোরথৈঃ।
নহি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ॥ ৩৬॥

অনুবাদ,—

দৈবের দোহাই দিয়া থাকা কিছু নয়,
বিনা যত্নে তিল হ'তে তৈল নাহি হয়। ৩০।
লভে লক্ষ্মী সতত উদ্যোগী নরবর,
কাপুরুষে দৈবে সদা করয়ে নির্ভর ;

---

(১) 'পুরুষকার'—মানুষের নিজের চেষ্টা।

দৈব ছাড়ি' দেখাও পৌরুষ প্রাণপণে,
কি দোষ ? রতন যদি না মিলে যতনে। ৩১।
শুধু চক্রে যেমন শকট নাহি চলে,
তেমনি পৌরুষ বিনা দৈব নাহি ফলে। ৩২।
যেমতি মৃত্তিকাপিণ্ড লয়ে কুম্ভকার,
ইচ্ছামত গড়ে কত বিচিত্র আকার ;
তেমতি করিয়া কার্য্য আপন ইচ্ছায়,
আপন কার্য্যের ফল আপনিই পায়। ৩৪।
দৈবাৎ সম্মুখে যদি হেরে কেহ নিধি,
হাতে কি নিজেই তাহা তুলে দেন বিধি ?
কুড়াইয়া লইতেও চেষ্টা করা চাই,
পুরুষের চেষ্টা বিনা কোনো সিদ্ধি নাই। ৩৫।
ইচ্ছায় না হয় কাজ উদ্যম বিহনে,
মৃগ নাহি পশে সুপ্ত সিংহের বদনে। ৩৬।

(হিতোপদেশ, অবতরণিকা দেখ)

পুনশ্চ,—

উৎসাহসম্পন্নমদীর্ঘসূত্রম্
ক্রিয়াবিধিজ্ঞং ব্যসনেষ্বসক্তম্।
শূরং কৃতজ্ঞং দৃঢ়সৌহৃদং চ
লক্ষ্মীঃ স্বয়ং যাতি নিবাসহেতোঃ ॥

অনুবাদ,—

অতুল উৎসাহী, শূর, কার্য্যে অনলস,
কোনোরূপ ব্যসনের নহে পরবশ ;
কার্য্যের ব্যবস্থাজ্ঞানে অতি বিচক্ষণ,
প্রণয়ে অটল আর কৃতজ্ঞ যে জন ;
আপনি কমলা দেবী বসতির তরে,
গমন করেন সেই পুরুষের ঘরে।

(মিত্রলাভ, ১৮৪ শ্লোক)

৩। আত্মার উন্নতি বা অবনতি সকলেরি স্বযত্নায়ত্ত। আপন কর্ম্মগুণেই উন্নতি এবং আপন কর্ম্মদোষেই অবনতি ঘটিয়া থাকে ;—

যাত্যধোঽধো ব্রজত্যুচ্চৈর্নরঃ স্বৈরেব কর্ম্মভিঃ।
কূপস্য খনিতা যদ্বৎ প্রাকারস্যেব কারকঃ॥

অনুবাদ,—

কর্ম্মদোষে ক্রমে ক্রমে হয় অধোগতি,
কর্ম্মগুণে ক্রমে ক্রমে জানিবে উন্নতি ;
নিম্নেই নামিতে থাকে কূপের খনক,
ঊর্দ্ধেই উঠিতে থাকে প্রাচীর-গঠক।

(সুহৃদ্ভেদ, ৪৫ শ্লোক)

"শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি"—উন্নতির পথে অনেক বিঘ্ন। এজন্য, একাগ্রচিত্তে ভাবনা ও কঠোর সাধনা ভিন্ন কদাচ উন্নতি হয় না। কিন্তু, অবনতির পথ অতি পরিষ্কার। একটু অসাবধান হইলে ক্ষণকালমধ্যেই অধঃপাত ঘটিতে পারে ;—

আরোপ্যতে শিলা শৈলে যত্নেন মহতা যথা।
নিপাত্যতে ক্ষণেনাঽধস্তথাত্মা গুণদোষয়োঃ॥

অনুবাদ,—

অনেক যতনে হয় আত্মার উন্নতি,
সহজেই কিন্তু তার হয় অবনতি ;
পর্ব্বতে তুলিতে শিলা কত কষ্ট হয়,
নিম্নেতে ফেলিতে কিন্তু না লাগে সময়।

(সুহৃদ্ভেদ, ৪৪ শ্লোক)

৪। চিত্তের সম্পূর্ণ স্থৈর্য্যই সকল সিদ্ধির মূল। উত্তাপের ন্যায় সিদ্ধির ব্যাঘাত আর নাই। রিপুর উত্তেজনায় চিত্ত উত্তপ্ত হইলে, বিবেচনাশক্তি তিরোহিত হয়, এবং বিন্দুমাত্র উপলক্ষ্য পাইলেই, চিত্ত ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায় ;—

প্রত্যূহঃ সর্ব্বসিদ্ধীনামুত্তাপঃ প্রথমঃ কিল।
অতিশীতলমপ্যম্ভঃ কিং ভিনত্তি ন ভূতলম্॥

অনুবাদ,—

চিত্তের উত্তাপ অতি দোষের বিষয়,
সর্ব্বসিদ্ধি-নাশ তাহে জানিবে নিশ্চয় ;
কঠোর উত্তাপে ভূমি হইলে তাপিত,
শীতল জলেও তাহা হয় বিদারিত।

(বিগ্রহ, ৪৮ শ্লোক)

৫। কোনও কার্য্যে উদ্যোগ করিয়াই ফললাভের জন্য ব্যগ্র হইও না। যথাকালে যথোচিত উদ্যোগ করিলে সময়ে অবশ্যই তাহার ফল ফলিবে। ফলের সময় উপস্থিত হইলে, কেহই তাহা নিবারণ করিতে পারিবে না, এবং অসময়ে কেহই তাহা দিতে পারিবে না ;—

যথা কালকৃতোদ্যোগাৎ কৃষিঃ ফলবতী ভবেৎ।
তদ্বন্নীতিরিয়ং দেব চিরাৎ ফলতি ন ক্ষণাৎ ॥

অনুবাদ,—

কৃষিকার্য্যে একদিনে ফল নাহি মিলে,
ফল তাহে ফলে কালে উদ্যোগ করিলে ;
তেমনি সময়ে ফলে সুনীতি সকল,
ক্ষণমাত্রে কোনো নীতি না হয় সফল।

(বিগ্রহ, ৪৬ শ্লোক)

৬। একমাত্র সরলতা দ্বারাই গুণের সদ্ব্যবহার হয়। খলের হস্তে গুণ পড়িলে সে গুণের দুর্গতির সীমা থাকে না। তাহা হইতে সুফল না ফলিয়া কুফলই ফলিয়া থাকে ;—

পয়ঃপানং ভুজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্দ্ধনম্।
উপদেশো হি মূর্খাণাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে ॥

অনুবাদ,—

দুঃশীল জনেরে যদি শিখাও সুনীত,
হিত না হইয়া তাহে ঘটে বিপরীত ;
দুগ্ধপান করে যদি বিষধরগণ,
তাহাতে কেবল হয় বিষের বর্দ্ধন।

(বিগ্রহ, ৪ শ্লোক)

পুনশ্চ,—

দুর্জ্জনঃ পরিহর্ত্তব্যো বিদ্যয়াঽলঙ্কৃতোঽপি সন্।
মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ ॥

অনুবাদ,—

দুর্জ্জন যদ্যপি হয় বিদ্যায় ভূষিত,
তথাপি বিশ্বাস তারে না হয় উচিত ;

যার শিরে শোভা করে মণি মনোহর,
তবু কি সে বিষধর নহে ভয়ঙ্কর ?।

(মিত্রলাভ, ৯০ শ্লোক)

পুনশ্চ,—

দুর্জ্জনঃ প্রিয়বাদী চ নৈতদ্ বিশ্বাসকারণম্।
মধু তিষ্ঠতি জিহ্বাগ্রে হৃদি হালাহলং বিষম্॥

অনুবাদ,—

দুর্জ্জন যদ্যপি কয় সুমিষ্ট বচন,
তার সে কথায় না ভুলিবে কদাচন;
জিহ্বার আগায় তার মধু সদা রয়,
কালকূটে ভরা তার জানিবে হৃদয়।

(বিগ্রহ, ৮৩ শ্লোক)

৭। যাঁহার জ্ঞান আছে, অনুষ্ঠান নাই; ধন আছে, দান-ভোগ নাই; বল আছে, শত্রুনিবারণের সাহস নাই; আত্মা আছে, ইন্দ্রিয়সংযম নাই; তাঁহার সে জ্ঞান, সে ধন, সে বল ও সে আত্মা থাকা বিড়ম্বনামাত্র;—

ধনেন কিং যো ন দদাতি নাশ্নুতে বলেন কিং যশ্চ রিপূন্ ন বাধতে।
শ্রুতেন কিং যো ন চ ধর্ম্মমাচরেৎ কিমাত্মনা যো ন জিতেন্দ্রিয়ো ভবেৎ॥

অনুবাদ,—

দান-ভোগ-হীন ধন কি ফল থাকায় ?
কি ফল সে বলে, যাহে শত্রু না পলায় ?
কি ফল বিদ্যায়, যাহে ধর্ম্ম নাহি হয় ?
কি ফল আত্মায়, যাহা বশে নাহি রয় ?।

(মিত্রলাভ, ১৬৯ শ্লোক)

অপি চ,—

দুর্ভগাভরণপ্রায়ো জ্ঞানং ভারঃ ক্রিয়াং বিনা।

অনুবাদ,—

দুর্ভগা নারীর অঙ্গে আভরণ প্রায়,
অনুষ্ঠান বিনা জ্ঞান ভারমাত্র হয়।

(মিত্রলাভ, ১৭ শ্লোক)

পুনশ্চ,—

শাস্ত্রাণ্যধীত্যাপি ভবন্তি মূর্খাঃ যস্তু ক্রিয়াবান্ পুরুষঃ স বিদ্বান্।
সুচিন্তিতং চৌষধমাতুরাণাং ন নামমাত্রেণ করোত্যরোগম্ ॥১৮০॥
ন স্বল্পমপ্যধ্যবসায়ভীরোঃ করোতি বিজ্ঞানবিধির্গুণং হি।
অন্ধস্য কিং হস্ততলস্থিতোঽপি প্রকাশয়ত্যর্থমিহ প্রদীপঃ ॥ ১৮১ ॥

অনুবাদ,—

বহু শাস্ত্র পড়িলেও নাহি হয় জ্ঞান,
অনুষ্ঠান আছে যার সেই জ্ঞানবান্;
নিয়মে সেবন যদি নাহি করা যায়,
ঔষধের নামমাত্রে রোগ কি পলায়?। ১৮০।
জ্ঞানোচিত অনুষ্ঠানে অশক্ত যে জন,
সে জ্ঞান থাকায় তার কিবা প্রয়োজন?
অন্ধের হস্তেও যদি দীপালোক রয়,
তাহে কি পদার্থ তার দরশন হয়?। ১৮১।

(মিত্রলাভ, ১৮০, ১৮১ শ্লোক)

৮। পূজ্য ব্যক্তির পূজা করিতে কদাচ বিস্মৃত হইও না। পূজ্য-পূজার ব্যতিক্রমে মঙ্গলের পথ অবরুদ্ধ হয়। চরিত্রই এ জগতে একমাত্র পূজ্য। অতএব, জাতি, কুল বা সম্বন্ধের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে চরিত্রের পূজা কর;—

জাতিমাত্রেণ কিং কশ্চিদ্ধন্যতে পূজ্যতে ক্বচিৎ।
ব্যবহারং পরিজ্ঞায় বধ্যঃ পূজ্যোঽথবা ভবেৎ ॥

অনুবাদ,—

জাতিমাত্রে কেহ কারো বধ্য পূজ্য নয়,
ব্যবহারে বধ্য কিম্বা পূজনীয় হয়।

(মিত্রলাভ, ৫৯ শ্লোক)

৯। স্বজাতির অভ্যুদয়, স্বজাতির সম্পূর্ণ একতার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতি-সাধারণ অভ্যুদয়ের ইহাই মূলসূত্র। যাঁহারা এই মূলসূত্র ছিন্ন করেন, তাঁহারা বিদেশের শত্রুকে স্বদেশে আহ্বান করেন। গৃহচ্ছিদ্র না পাইলে বাহিরের শত্রু ভিতরে

প্রবেশ করিতে পারে না(১)। জন্মভূমির সকল সন্তানেই যদি একপ্রাণ হয়, সকল ভ্রাতায় যদি একাত্মা হয়, তবে কার সাধ্য যে সে জাতিকে উচ্ছিন্ন করে (২) ;—

সংহতত্বাদ্ যথা বেণুর্নিবিড়ঃ কণ্টকৈর্বৃতঃ।
ন শক্যতে সমুচ্ছেত্তুং ভ্রাতৃসঙ্ঘাতবাংস্তথা ॥

অনুবাদ,—

যে বংশ নিবিড় ঝাড়ে দৃঢ়াবৃত হয়,
ছেদন যেমন তার সহজে না হয় ;
তেমনি সকল ভ্রাতা একাত্মা যথায়,
সে দেশ সহজে জয় করা নাহি যায়।

(সন্ধি ৩০ শ্লোক)

যে জাতি পরাধীন, সে জাতি নিতান্তই অভিশাপগ্রস্ত। অতএব, স্বজাতির অতি ক্ষুদ্রটিকেও অসার ভাবিয়া পরিত্যাগ করিবে না। সদ্ভাবের (৩) একটি পরমাণু খসিলেও তাহা অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়।

---

(১) এই জন্যই শাস্ত্রে গৃহচ্ছিদ্র গোপনের ব্যবস্থা,—

আয়ুর্ব্বিত্তং গৃহচ্ছিদ্রং মন্ত্রমৈথুনভেষজম্।
তপোদানাপমানং চ নব গোপ্যানি যত্নতঃ ॥

(মিত্রলাভ, ১৩৮)

(২) হিতোপদেশের মূলগ্রন্থ পঞ্চতন্ত্রের তৃতীয় তন্ত্রে এইরূপ আছে,—

"লঘূনামপি সংশ্রয়ো রক্ষায়ৈ ভবতি,—
মহানপ্যেকজো বৃক্ষো বলবান্ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ।
প্রমন্দেনাপি বাতেন শক্যো ধূনয়িতুং যতঃ ॥
এবং মনুষ্যমপ্যেকং শৌর্য্যেণাপি সমন্বিতম্।
শক্যং দ্বিষন্তো মন্যন্তে হিংসন্তি চ ততঃপরম্ ॥
বলিনাপি ন বাধ্যন্তে লঘবোঽপ্যেকসংশ্রয়াৎ।
প্রভঞ্জনবিপক্ষেণ যথৈকস্থা মহীরুহাঃ" ॥

একতার গুণে দুর্ব্বলগণেও আত্মরক্ষা করিতে পারে। দেখ! বৃহৎ বৃক্ষও যদি ঘনসন্নিবিষ্ট না থাকিয়া পৃথক্ পৃথক্ থাকে, তবে যেমন অল্প বায়ুতেও তাহাকে কম্পিত করে, তেমনি বলিষ্ঠ জাতিও পরস্পর একতাবন্ধনে দৃঢ়বদ্ধ না হইলে, সামান্য বিপক্ষেও তাহাকে পরাভব করিতে পারে। আর, ক্ষুদ্র বৃক্ষও পরস্পর দৃঢ়-সংশ্লিষ্ট থাকিলে, যেমন প্রবল বায়ুও তাহাকে বাধা দিতে পারে না, তেমনি দুর্ব্বল জাতিও সম্মিলিত হইলে, বলবান্ শত্রুও তাহাকে বাধা দিতে পারে না।

(৩) সদ্ভাবের ব্যখ্যা,—

"বিশ্বেষাং হৃদয়ানাং যদক্ষয্যং পরিবন্ধনম্।
একব্রহ্মমহাসূত্রেণৈষ সদ্ভাব ঈরিতঃ ॥ ১ ॥

অল্পানামপি বস্তূনাং সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা।
তৃণৈগুর্ণত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ ॥ ৩৫ ॥
সংহতিঃ শ্রেয়সী পুংসাং স্বকুলৈরল্পকৈরপি।
তুষেণাপি পরিত্যক্তা ন প্ররোহন্তি তণ্ডুলাঃ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ,—

দুর্ব্বলগণেও সিদ্ধি লভে একতায়,
তৃণের রজ্জুতে মত্ত হস্তী বাঁধা যায়। ৩৫।
স্বজাতির ক্ষুদ্রটিও ছাড়া ভাল নয়,
তুষও খসিলে ধানে গাছ নাহি হয়। ৩৬।

(মিত্রলাভ, ৩৫, ৩৬ শ্লোক)

১০। অর্থের গুণাগুণ, ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। কৃপণতায় অর্থের অস্তিত্ব থাকে না (১), অপব্যয়ে ইহা বিষের ন্যায় এবং সদ্ব্যয়ে অমৃতের ন্যায় কার্য্য করে। অতএব, হস্তে অসীম ঐশ্বর্য্য পাইয়াছি বলিয়া, এক কড়া কড়িও অপব্যয় করিও না। যখনি এক কড়া অপব্যয় করিতে যাইবে, তখনি একবার মনে করা

প্রীতির্নো বর্দ্ধতাং নিত্যং বয়ং সর্ব্বে সহোদরাঃ।
ইতি মৈত্রীময়ী বুদ্ধিঃ সদ্ভাবাদুপজায়তে ॥ ২ ॥
মৈত্রীবুদ্ধের্ম্মহাশক্তিরনন্তা জায়তেঽক্ষয়া।
মহাশক্তিময়ো লোকঃ প্রলয়েঽপি ন লীয়তে ॥ ৩ ॥

এক-ব্রহ্ম-রূপ মহাসূত্র দ্বারা সমস্ত বিশ্ববাসীর হৃদয়মণ্ডলের যে অক্ষয় বন্ধন, তাহারি নাম 'সদ্ভাব'। ১। নিত্যই আমাদের মধ্যে প্রীতি পরিবর্দ্ধিত হউক, আমরা সকলেই এক মায়ের সন্তান, এই মৈত্রীময়ী বুদ্ধি 'সদ্ভাব' হইতে উৎপন্ন হয়। ২। মৈত্রীময়ী বুদ্ধি হইতে অনন্ত ও অক্ষয় মহাশক্তি উৎপন্ন হয়; যে মনুষ্য-সমাজ সেই মহাশক্তির বলে বলীয়ান্, মহাপ্রলয়েও তাহার বিলয় নাই"। ৩।

(১) মিত্রলাভ, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪ শ্লোক দেখ। ১৬৭ শ্লোক যথা,—

দানোপভোগহীনেন ধনেন ধনিনো যদি।
পৃথ্বীখাতনিখাতেন ধনেন ধনিনো বয়ম্ ॥

অনুবাদ,—

উপভোগ নাহি যার নাহি আছে দান,
সে ধনে তাহাকে যদি বল ধনবান্;
তবে ত মাটির নীচে কি বা ধন নাই,
সে ধনেও ধনবান্ আমরা সবাই।

উচিত যে, ঐ কড়িটি দ্বারা হয় ত একটি মুমূর্ষু মহাপ্রাণীর প্রাণরক্ষা হইতে পারে। অথচ, সদ্ব্যয়ে সর্ব্বস্ব দিতেও কাতর হইও না ;—

যঃ কাকিণীমপ্যপথপ্রপন্নাং সমুদ্ধরেন্নিষ্কসহস্রতুল্যাম্।
কালে চ কোটিষ্বপি মুক্তহস্তঃ তং রাজসিংহং ন জহাতি লক্ষ্মীঃ ॥

অনুবাদ,—

এক কড়া কড়ি যদি অকার্য্যেতে যায়,
কোটি স্বর্ণ জ্ঞান করি যে তাহা বাঁচায় ;
কিন্তু কোটি কোটি স্বর্ণ সুকার্য্যে ত্যজিতে,
অণুমাত্র মমতা না হয় যার চিত্তে ;
সেই ত নৃপতিসিংহ জানিবে নিশ্চয়,
কমলা অচলা হ'য়ে তারি কাছে রয়।

(বিগ্রহ, ১২৬ শ্লোক)

১১। ধান্যই শ্রেষ্ঠ ধন। ধান্যই রাজার রাজলক্ষ্মী ও প্রজার প্রাণবায়ু। যে দেশে গৃহে গৃহে ধান্য সঞ্চিত থাকে, সে দেশ, দুর্ভিক্ষ বা বিগ্রহ কোনও বিপদেই সহসা অবসন্ন হয় না। অন্য ধনের বিনিময় ভিন্ন প্রাণরক্ষা হয় না, কিন্তু ধান্য, বিনা বিনিময়েই প্রাণরক্ষা করে। অতএব, প্রজার অন্নবলই রাজার রাজশক্তি, ইহা অবধারিত জানিয়া, রাজা স্বরাজ্যে প্রচুর ধান্য সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন (১) ;—

ধান্যানাং সংগ্রহো রাজন্নুত্তমঃ সর্ব্বসংগ্রহাৎ।
নিক্ষিপ্তং হি মুখে রত্নং ন কুর্য্যাৎ প্রাণধারণম্ ॥

অনুবাদ,—

ধান্যের সংগ্রহ অগ্রে করিবে যতনে,
ধান্য হ'তে শ্রেষ্ঠ বস্তু নাহি এ ভুবনে ;
মণি রত্ন মুখে দিলে ক্ষুধা নাহি যায়,
ধান্য যদি থাকে তবে সবে প্রাণ পায়।

(বিগ্রহ, ৫৮ শ্লোক)

---

(১) অতি পূর্ব্বকাল হইতে ধান্যই এ দেশের সর্ব্বসাধারণের সর্ব্বপ্রধান খাদ্য। এজন্য ধান্যেরই কথা বলা হইয়াছে। বিদেশীয় লোকেরা 'ধান্য'-শব্দে স্ব স্ব দেশের সর্ব্বসাধারণের সর্ব্বপ্রধান খাদ্য বুঝিবেন।

১২। এ সংসারে যাঁহার কোনও অভাব নাই, তিনিই প্রকৃত ঐশ্বর্য্যবান্ ও স্বাধীন। যদি তুমি তৃষ্ণাকে না জয় করিতে পার, তবে, সমস্ত বসুধার ঐশ্বর্য্য হস্তে আসিলেও তোমার ন্যায় দরিদ্র আর নাই, এবং সমস্ত ভূমণ্ডল অধীনতা স্বীকার করিলেও তোমার ন্যায় পরাধীন আর নাই। যিনি তৃষ্ণাকে জয় করিয়াছেন, তিনিই জগতের সিংহাসনে স্বাধীন রাজা; তিনি, সংসারের প্রলোভনকে তৃণজ্ঞান করিয়া সর্ব্বত্র অকুতোভয়ে বিচরণ করেন (১); তিনি মর্ত্ত্যলোকে আপনার জন্য স্বর্গের সিংহাসন স্থাপন করিয়াছেন (২)। আর যিনি সেই তৃষ্ণাকে প্রশ্রয় দিয়াছেন, তিনি চিরজীবনের জন্য দারিদ্র্য ও দাসত্বের বোঝা মাথায় করিয়াছেন;—

সা তৃষ্ণা চেৎ পরিত্যক্তা কো দরিদ্রঃ ক ঈশ্বরঃ।
তস্যাশ্চেৎ প্রসরো দত্তো দাস্যং চ শিরসি স্থিতম্॥

অনুবাদ,—

কে বা রাজা কে বা প্রজা? তৃষ্ণা যদি যায়,
তৃষ্ণাকে প্রশ্রয় দিলে দাসত্ব মাথায়।

(মিত্রলাভ, ১৯৬ শ্লোক)

অপি চ,—

লোভেন বুদ্ধিশ্চলতি লোভো জনয়তে তৃষাম্।
তৃষার্ত্তো দুঃখমাপ্নোতি পরত্রেহ চ মানবঃ॥ ১৪৯॥
ধনলুব্ধো হ্যসন্তুষ্টোঽনিয়তাত্মাঽজিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বা এবাপদস্তস্য যস্য তুষ্টং ন মানসম্॥ ১৫০॥

---

(১) "তৃণং ব্রহ্মবিদঃ স্বর্গস্তৃণং শূরস্য জীবিতম্।
জিতাক্ষস্য তৃণং নারী নিস্পৃহস্য তৃণং জগৎ"॥

ব্রহ্মজ্ঞানীর নিকট স্বর্গ তৃণতুল্য, বীরের নিকট জীবন তৃণতুল্য, জিতেন্দ্রিয়ের নিকট নারী তৃণতুল্য, এবং নিস্পৃহের নিকট জগৎ তৃণতুল্য। (বৃদ্ধ চাণক্য)

(২) ৪০ নং চাণক্য শ্লোক ও তাহার মৎকৃত অনুবাদ দেখ,—
"অভাবে সতি সন্তোষঃ স্বর্গস্থোঽসৌ মহীতলে"।
"অভাবেও সদাই সন্তুষ্ট যার মন,
মর্ত্ত্যেও স্বর্গের সুখ ভুঞ্জে সেই জন"।

সর্ব্বাঃ সম্পত্তয়স্তস্য সন্তুষ্টং যস্য মানসম্।
উপানদ্গূঢ়পাদস্য নন্থ চর্ম্মাবৃতৈব ভূঃ ॥ ১৫১ ॥
সন্তোষামৃততৃপ্তানাং যৎ সুখং শান্তচেতসাম্।
কুতস্তদ্ ধনলুব্ধানামিতশ্চেতশ্চ ধাবতাম্ ॥ ১৫২ ॥
তেনাঽধীতং শ্রুতং তেন তেন সর্ব্বমনুষ্ঠিতম্।
যেনাশাঃ পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা নৈরাশ্যমবলম্বিতম্ ॥ ১৫৩ ॥
অসেবিতেশ্বরদ্বারমদৃষ্টবিরহব্যথম্।
অনুক্তক্লীববচনং ধন্যং কস্যাঽপি জীবনম্ ॥ ১৫৪ ॥
ন যোজনশতং দূরং বাহ্যমানস্য তৃষ্ণয়া।
সন্তুষ্টস্য করপ্রাপ্তেঽপ্যর্থে ভবতি নাদরঃ ॥ ১৫৫ ॥

অনুবাদ,—

লোভেই সবার বুদ্ধি হয় বিচলিত,
লোভেই ঘটায় তৃষ্ণা জানিবে নিশ্চিত ;
একবার পড়ে যদি দারুণ তৃষ্ণায়,
ইহকালে পরকালে ঘোর দুঃখ পায়। ১৪৯।
ধনলোভী আর যেবা অসন্তুষ্ট হয়,
যাহার ইন্দ্রিয় মন আত্মবশে নয় ;
এ সংসারে আপদ বিপদ যত আছে,
সে সকল যায় সেই অভাগার কাছে। ১৫০।
সদাই সন্তোষপূর্ণ যাহার হৃদয়,
সকলি সম্পদ তার সকল সময় ;
চর্ম্মের পাদুকা যার পদতলে রয়,
তার পক্ষে সব স্থান হয় চর্ম্মময়। ১৫১।
সন্তোষ-অমৃত পানে ক্ষুধা তৃষ্ণা যে না জানে
শান্তিপূর্ণ তার মন যে আনন্দ পায়,
ধনলোভে অন্ধ যারা ঘুরে ঘুরে হয় সারা
হায়! তারা সে আনন্দ পাইবে কোথায়? । ১৫২।
সার্থক তাহারি বিদ্যা তাহারি সাধনা,
সম্মুখে বৈরাগ্য যার পশ্চাতে কামনা। ১৫৩।
যে জন ধনীর দ্বার সেবা নাহি করে,
বিরহ-দুঃখের মুখ যে কভু না হেরে ;

বদনে না সরে যার নিস্তেজ বচন,
ভুবনে তাহারি ধন্য জানিবে জীবন। ১৫৪।

তৃষ্ণায় বাহিত হোলে নাহি মানে দূর বোলে
শত শত যোজন সে জন,
সন্তুষ্ট যাহার মন তুচ্ছ করে সেই জন
হাতেও পাইলে বহু ধন। ১৫৫।

(মিত্রলাভ, ১৪৯—১৫৫ শ্লোক)

১৩। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গের জন্য সর্ব্বপ্রযত্নে আত্মাকে রক্ষা করিবে। কেন না,—

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং প্রাণাঃ সংস্থিতিহেতবঃ।
তান্ নিঘ্নতা কিং ন হতং রক্ষতা কিং ন রক্ষিতম্॥

অনুবাদ,—

ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ যাহা কিছু বল!
জীবন থাকিলে লোক লভে সে সকল;
সে জীবন হারাইলে কি বা না হারায়?
সে জীবন থাকে যদি কি না রক্ষা পায়?।

(মিত্রলাভ, ৪৪ শ্লোক)

কিন্তু যদি পরোপকারের জন্য আত্মাকেও বিসর্জ্জন করিতে হয়, তাহাতে অণুমাত্র দ্বিধা করিও না। জানিও যে,—একমাত্র পরোপকার দ্বারাই চতুর্ব্বর্গ-ফল লাভ করা যায়। অনিত্য ও অশুচি দেহের বিনিময়ে যাঁহার ভাগ্যে নিত্য ও নির্ম্মল যশ লাভ হয়, তাঁহার তুল্য ভাগ্যবান্ আর কে আছে?—

ধনানি জীবিতং চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ।
সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি॥ ৪৫॥
যদি নিত্যমনিত্যেন নির্ম্মলং মলবাহিনা।
যশঃ কায়েন লভ্যেত তন্ন লব্ধং ভবেন্নু কিম্॥ ৪৯॥

অনুবাদ,—

পর-হিতে ধন প্রাণ যেই জন করে দান
তাহাকেই প্রাজ্ঞ বলি' জানিবে নিশ্চয়,
চিরদিন এই ভবে এ জীবন নাহি রবে
সুকার্য্যে ত্যজিলে তার সার্থকতা হয়। ৪৫।

দিয়া এই মলাধার বিনশ্বর দেহ,
নিত্য নিরমল যশ লভে যদি কেহ;
তবে সেই ভাগ্যবান্ তুচ্ছ ধন দিয়া,
অক্ষয় অমূল্য নিধি লইল কিনিয়া। ৪৯।

(মিত্রলাভ, ৪৫, ৪৯ শ্লোক)

পুনশ্চ,—

ভবেঽস্মিন্ পবনোদ্‌ভ্রান্তবীচিবিভ্রমভঙ্গুরে।
জায়তে পুণ্যযোগেন পরার্থে জীবিতব্যয়ঃ॥

অনুবাদ,—

বাতাসে তরঙ্গলীলা সলিলে যেমন,
অনিত্য এ ভবলীলা জানিবে তেমন;
যে করে অনিত্যদেহ পরহিতে দান,
সার্থক জীবন তার, সেই পুণ্যবান্।

(বিগ্রহ, ১৪৫ শ্লোক)

১৪। পুণ্য জাহ্নবীজলে অবগাহন করিলে দেহ ও মন পুলকিত হয়, সাধুসঙ্গে চরিত্র পবিত্র হয়, এবং ঈশ্বর-ভক্তি দ্বারা আত্মা ধূতপাপ হয়। অতএব, গঙ্গাস্নান, সাধুসঙ্গ ও নারায়ণে ভক্তি, এই তিনটি, অসার সংসারে সার বলিয়া জানিও (১);—

সৎসঙ্গঃ কেশবে ভক্তির্গঙ্গাম্ভসি নিমজ্জনম্।
অসারে খলু সংসারে ত্রীণি সারাণি ভাবয়েৎ॥

অনুবাদ,—

নারায়ণে ভক্তি আর সাধু-সহবাস,
বিমল গঙ্গার জলে স্নান বার মাস;
অসার সংসারমধ্যে এই তিন সার,
ইহা হ'তে শ্রেষ্ঠ সুখ কিবা আছে আর?।

(মিত্রলাভ, ১৬২ শ্লোক)

১৫। মনুষ্যের যত প্রকার শুদ্ধি আছে, তন্মধ্যে ভাব-শুদ্ধিই

---

(১) শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক, সমঞ্জসভাবে এই ত্রিবিধ শিক্ষাই মনুষ্যের পূর্ণ শিক্ষা। এই তিন সার বস্তু দ্বারা সেই পূর্ণ শিক্ষার কথা বলা হইল।

প্রকৃত শুদ্ধি (১)। অন্য তীর্থে স্নান করিলে দেহ পূত হয় বটে, কিন্তু আত্মা-রূপ মহাতীর্থে অবগাহন না করিলে অন্তরাত্মা পূত হয় না;—

আত্মা নদী সংযমপুণ্যতীর্থা সত্যোদকা শীলতটা দয়োর্ম্মিঃ।
তত্রাঽভিষেকং কুরু পাণ্ডুপুত্র! ন বারিণা শুধ্যতি চাঽন্তরাত্মা॥

অনুবাদ,—

আত্মাই পবিত্র নদী, দম তার ঘাট,
সত্যই সলিল তার, শীল তার তট ;
সকল জীবের প্রতি করুণা অপার,
তরঙ্গরূপেতে তাহে উঠে বারেবার ;
সে নদীতে কর স্নান হে পাণ্ডু-তনয়!
অঙ্গ জলে অন্তরাত্মা শুদ্ধ নাহি হয় :

(সন্ধি, ৩০ শ্লোক)

১৬। দান, পুণ্যের প্রধান অঙ্গ। যে দান, বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের মধুময় উৎস হইতে উচ্ছলিত হয়, সেই সাত্ত্বিক দানই পুণ্যের অঙ্গ। যে গুণে জগদীশ্বর এই অনন্তকোটি জীবের পালন করিতেছেন ; যাহার প্রভাবে জীবের জন্মমাত্র মাতৃস্তন হইতে

---

(১) শুদ্ধি দুই প্রকার,—বাহ্য-শুদ্ধি ও ভাব-শুদ্ধি। মৃত্তিকা, গোময়, জল প্রভৃতি দ্বারা বাহ্য-শুদ্ধি হয় ; সত্য, সংযম, দয়া, শীল ও ভক্তি প্রভৃতি দ্বারা আত্মার শুদ্ধিকে ভাব-শুদ্ধি বলে,—

"সত্যশৌচং মনঃশৌচং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
সর্ব্বভূতদয়াশৌচং জলশৌচং তু পঞ্চমম্॥
শৌচং তু দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তরং তথা।
মৃজ্জলাদিকৃতং বাহ্যং ভাবশুদ্ধিস্তথান্তরম্"॥ (গারুড়ে)

ভাব-শুদ্ধিই পুরুষার্থসিদ্ধির মূল ; এজন্য ভাব-শুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ,—

"অগ্নিহোত্রং বিনা বেদা ন চ দানং বিনা ক্রিয়া।
ন ভাবেন বিনা সিদ্ধিস্তস্মাদ্ ভাবো হি কারণম্॥
ন দেবো বিদ্যতে কাষ্ঠে ন পাষাণে ন মৃণ্ময়ে।
ভাবে হি বিদ্যতে দেবস্তস্মাদ্ ভাবো হি কারণম্"॥ (বৃদ্ধচাণক্য)

যেমন অগ্নিহোত্র বিনা বৈদিক অনুষ্ঠান হয় না, দান বিনা পুণ্যকর্ম্ম হয় না, তেমনি, ভাব অর্থাৎ আত্মার পবিত্র প্রেম বিনা সিদ্ধিলাভ হয় না। অতএব ভাবই শ্রেষ্ঠ। কাষ্ঠ, পাষাণ, ধাতু ও মৃত্তিকা প্রভৃতির মধ্যে ঈশ্বর নাই, ভাবেই ঈশ্বর বিদ্যমান। অতএব ভাবই শ্রেষ্ঠ।

অমৃতধারা নিঃসৃত হয় (১); যে গুণের প্রভাবে অনশন-মুমূর্ষু একটি প্রাণী আপনার মুখের অন্ন অন্যের মুখে প্রদান করে; যাহাতে স্বার্থরূপ আমিষের সংস্পর্শও নাই; তাহাকেই সত্ত্বগুণ বলে। অতএব, অভিমানের স্পর্শশূন্য হইয়া পরিশুদ্ধ হৃদয়ে সৎপাত্রে দান করিবে;—

দাতব্যমিতি যদ্ দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্ দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥

অনুবাদ,—

যাহে নাই স্বার্থমাত্র যাহে দেশ কাল পাত্র
বিচার করিয়া দেখা হয়,
বিশুদ্ধ কর্ত্তব্য জ্ঞান করি' যাহা কর দান
তাকেই সাত্ত্বিক দান কয়।

(মিত্রলাভ, ১৫ শ্লোক)

দরিদ্রই দানের পাত্র, আর কেহ নহে;—

মরুস্থল্যাং যথা বৃষ্টিঃ ক্ষুধার্ত্তে ভোজনং তথা।
দরিদ্রে দীয়তে দানং সফলং পাণ্ডুনন্দন! ॥ ১০ ॥
দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয়! মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্।
ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং নীরুজস্য কিমৌষধৈঃ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ,—

মরুভূমে বৃষ্টিতুল্য ক্ষুধার্ত্তে ভোজন,
সার্থক দরিদ্রে দান হে পাণ্ডুনন্দন! । ১০ ।
কুন্তীর নন্দন! কর হে! ভরণ
দীন দুঃখী যে সকল;
ঔষধে মঙ্গল রোগীর কেবল
সুস্থ জনে কিবা ফল? । ১৪ ।

(মিত্রলাভ, ১০, ১৪ শ্লোক)

১৭। পরদুঃখই দয়ার আলম্বন। শিশুর কাতরস্বরে জননীর হৃদয় যেমন আর্দ্র হয়, এবং সেই শিশু মলমূত্রে লিপ্ত হইলেও

---

(১) গর্ভাদুৎপতিতে জন্তৌ মাতুঃ প্রস্রবতঃ স্তনৌ।
যখনি জনমে জীব দেখ! এ ভুবনে,
দুগ্ধধারা বহে তার জননীর স্তনে।

(মিত্রলাভ, ১৮৮ শ্লোক)

জননী যেমন নির্ব্বিকারচিত্তে তাহাকে ক্রোড়ে লয়েন, তেমনি দুঃখিতের কাতরস্বরে যাঁহার হৃদয় আর্দ্র হয়, এবং সেই দুঃখিত প্রাণী অস্পৃশ্য হইলেও যিনি নির্ব্বিকারচিত্তে তাহাকে বক্ষে ধারণ করেন, তিনিই প্রকৃত দয়ালু। অতএব, দয়া করিতে চণ্ডালের প্রতিও বিমুখ হইও না। যে, চণ্ডাল দেখিয়া মুখ ফিরায়, সে কর্ম্ম-চণ্ডাল। নির্দ্দয় ব্যক্তিকেই কর্ম্মচণ্ডাল বলে (১)। কর্ম্মচণ্ডালের ন্যায় অধম আর নাই;—

নির্গুণেষ্বপি সত্ত্বেষু দয়াং কুর্ব্বন্তি সাধবঃ।
ন হি সংহরতে জ্যোৎস্নাং চন্দ্রশ্চণ্ডালবেশ্মনি॥

অনুবাদ,—

অধম জনেও দয়া সাধুগণ করে,
চন্দ্র কি দেয় না আলো চণ্ডালের ঘরে?।

(মিত্রলাভ, ৬৩ শ্লোক)

১৮। গৃহস্থাশ্রম সকল আশ্রমের উপজীব্য। প্রাণিগণ যেমন প্রাণবায়ুকে আশ্রয় করিয়াই প্রাণ ধারণ করে, তেমনি গৃহস্থকে আশ্রয় করিয়াই, কি ব্রহ্মচারী, কি গৃহী, কি সন্ন্যাসী, সকলেই জীবিত থাকে। সকলের উপজীব্য বলিয়াই, পণ্ডিতেরা এই আশ্রমকে শ্রেষ্ঠ আশ্রম বলিয়া থাকেন (২)। মনুষ্যকে, সর্ব্ব-জীবের তৃপ্তিকামনায় অতি সংযতভাবে এই আশ্রমে প্রবেশ

---

(১) রামচন্দ্র, সীতার প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়াই আপনাকে 'কর্ম্মচণ্ডাল' বলিয়াছিলেন;—

"অপূর্ব্বকর্ম্মচণ্ডালময়ি মুগ্ধে বিমুঞ্চ মাম্।
শ্রিতাসি চন্দনভ্রান্ত্যা দুর্ব্বিপাকং বিষদ্রুমম্"॥

(উত্তররামচরিত)

(২) "যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্বজন্তবঃ।
তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্ব আশ্রমাঃ॥
যস্মাৎ ত্রয়োঽপ্যাশ্রমিণো জ্ঞানেনান্নেন চান্বহম্।
গৃহস্থেনৈব ধার্য্যন্তে তস্মাজ্জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী॥
স সন্ধার্য্যঃ প্রযত্নেন স্বর্গমক্ষয়মিচ্ছতা।
সুখং চেহেচ্ছতা নিত্যং যোঽধার্য্যো দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ৈঃ"॥

করিতে হয়। আতিথ্যই এই শ্রেষ্ঠ আশ্রমের শ্রেষ্ঠতম ব্রত। যিনি এই আতিথ্য-ব্রত প্রাণপণে পালন করিয়া থাকেন, তিনিই গৃহস্থ। যাঁহার প্রীতিপূর্ণ হৃদয়, চিরশীতল ভাগীরথী-বক্ষের ন্যায় প্রাণিমাত্রেরই তাপ-শান্তির জন্য সদাই উন্মুক্ত থাকে, তিনিই গৃহস্থ। শত্রু, মিত্র ও উদাসীন, সকলকেই যিনি সমভাবে আশ্রয় দান করেন, তিনিই গৃহস্থ,—

অরাবপ্যুচিতং কার্য্যমাতিথ্যং গৃহমাগতে।
ছেত্তুঃ পার্শ্বগতাচ্ছায়াং নোপসংহরতে দ্রুমঃ॥ ৬০॥
উত্তমস্যাপি বর্ণস্য নীচোঽপি গৃহমাগতঃ।
পূজনীয়ো যথাযোগ্যং সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ॥ ৬৫॥

অনুবাদ,—

পরম শত্রুও গৃহে হ'লে উপস্থিত,
অতিথি-সৎকার তার করিবে বিহিত;
পাশে বসি' কাঠুরিয়া করিছে ছেদন,
তবু তারে বৃক্ষ করে ছায়া বিতরণ॥ ৬০॥
নীচও আসিলে উচ্চ জাতির ভবনে,
তাহাকেও যথাবিধি পূজিবে যতনে;
একমাত্র অতিথিই সর্ব্বদেবময়,
অতিথি-পূজায় সর্ব্বদেব-পূজা হয়। ৬৫।

(মিত্রলাভ, ৬০, ৬৫ শ্লোক)

অপিচ,—

শ্লাঘ্যঃ স একো ভুবি মানবানাম্ স উত্তমঃ সৎপুরুষঃ স ধন্যঃ।
যস্যার্থিনো বা শরণাগতা বা নাশাবিভিন্না বিমুখাঃ প্রযান্তি॥

অনুবাদ,—

এ ভুবনে একমাত্র শ্লাঘ্য সেই জন,
ধন্য পুণ্যবান্ সেই পুরুষরতন;

"সর্ব্বেষামেব চৈতেষাং বেদস্মৃতিবিধানতঃ।
গৃহস্থ উচ্যতে শ্রেষ্ঠঃ স ত্রীন্ এতান্ বিভর্ত্তি হি॥
যথা নদীনদাঃ সর্ব্বে সাগরে যান্তি সংস্থিতিম্।
তথৈবাশ্রমিণঃ সর্ব্বে গৃহস্থে যান্তি সংস্থিতিম্"॥
(মনু, ৩য় অধ্যায়, ৭৭, ৭৮, ৭৯, এবং ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ৮৯, ৯০ শ্লোক)

যার কাছে যাচক শরণাগত জনে,
আশায় আসিয়া নাহি ফিরে ভগ্নমনে।

(মিত্রলাভ, ২০১ শ্লোক)

গৃহীর হৃদয়ের প্রীতিই অতিথির তৃপ্তির কারণ (১)। অতিথি পরিতৃপ্ত হইলেই আতিথ্য সম্পূর্ণ হয়। অভিমানে অতুল রাজ-ভোগ দান করিলেও অতিথিসৎকার হয় না; অথচ, শ্রদ্ধায় এক মুষ্টি শাকান্ন দান করিলেও অতিথিসৎকার হয়। অতিথিকে যদি শাকান্ন দিবারও সামর্থ্য না থাকে, তবে,—

তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সুনৃতা।
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন॥

অনুবাদ,—

তৃণ, ভূমি, জল আর সুনৃত বচন,
ইহাও ত সাধু-গৃহে থাকে সর্ব্বক্ষণ।

(মিত্রলাভ, ৬১ শ্লোক)

১৯। আত্মার নীচতাই ভেদজ্ঞানের মূল। যেমন, অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গ হইতে ভূতলে দৃষ্টিপাত করিলে, আর সম বিষম জ্ঞান হয় না, সকল পদার্থই সমতল দেখায়, তেমনি মোহভেদী উন্নত আত্মা হইতে এই জীবলোকে দৃষ্টিপাত করিলে, আর ভেদজ্ঞান হয় না, সকল জীবকেই সমান জ্ঞান হয়। যিনি সেই অভেদ-চক্ষে সমস্ত জীবকেই সমান প্রেমে দর্শন করেন, তিনিই প্রকৃত মহাত্মা (২);—

---

(১) আতিথেয়ী দ্রৌপদী, প্রীতিগুণেই শাকান্নের কণিকায় শ্রীকৃষ্ণকে তৃপ্ত করিয়াছিলেন, এবং আতিথেয় বিদুর, প্রীতিগুণেই তণ্ডুল-কণায় শ্রীকৃষ্ণকে তৃপ্ত করিয়াছিলেন।

(২) "ত্বয়ি ময়ি চান্যত্রৈকো বিষ্ণুঃ ব্যর্থং কুপ্যসি ময্যসহিষ্ণুঃ।
সর্ব্বং পশ্যাত্মন্যাত্মানম্ সর্ব্বত্রোৎসৃজ ভেদজ্ঞানম্" (মোহমুদ্গার)

তুমি, আমি,—সর্ব্বঘটে একই ঈশ্বর,
তবে কেন বৃথা দ্বন্দ্ব কর পরস্পর;
সর্ব্বভূতে সর্ব্বমতে ছাড় ভেদজ্ঞান,
আত্মা-মধ্যে পরমাত্মা দেখ! বিদ্যমান।

অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাম্।
উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্॥

অনুবাদ,—

আপনার পর ভাবে ক্ষুদ্রমতি নর,
মহাত্মার বিশ্বই আপন পরিবার।

(মিত্রলাভ, ৭২ শ্লোক)

২০। যদি ধর্ম্মপথে অবিচলিত থাক, তোমার অন্ন ভগবান্‌ই বিধান করিবেন ;—

যেন শুক্লীকৃতা হংসা শুকাশ্চ হরিতীকৃতাঃ।
ময়ূরাশ্চিত্রিতা যেন স তে বৃত্তিং বিধাস্যতি॥

অনুবাদ,—

শুক্লবর্ণে শোভে হংস যাঁহার কৃপায়,
অপূর্ব্ব হরিতবর্ণে শুক শোভা পায় ;
ময়ূরে করেন যিনি বিচিত্র-বরণ,
তাঁহারি কৃপায় হবে তোমার ভরণ।

(মিত্রলাভ, ১৮৭ শ্লোক)

২১। যাঁহার হৃদয় মধুময়, তাঁহার বদন হইতে মধুর বচনই নির্গত হয়। সুশীল মিষ্টভাষীর কেহ শত্রু নাই (১)। যিনি লোককে মিষ্টকথা ভিন্ন আর কিছুই বলিতে জানেন না, তিনিই 'অজাতশত্রু' ;—

কোঽতিভারঃ সমর্থানাং কিং দূরং ব্যবসায়িনাম্।
কো বিদেশঃ সবিদ্যানাং কঃ পরঃ প্রিয়বাদিনাম্॥

অনুবাদ,—

সমর্থের কাছে কিবা আছে অতি ভার ?
ব্যবসায়ী যেই জন, দূর কিবা তার ?
কি আছে বিদেশ তার ? বিদ্বান্ যে হয়,
কেবা শত্রু তার ? যেই প্রিয়কথা কয়।

(সুহৃদ্ভেদ, ১১ শ্লোক)

(১) "শীলেন হি ত্রয়ো লোকাঃ শক্যা জেতুং ন সংশয়ঃ।
ন হি কিঞ্চিদসাধ্যং বৈ লোকে শীলবতাং ভবেৎ"॥
(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, রাজধর্ম্ম)।

প্রণয়-মধুর সান্ত্বনাবাক্যে সকল বিবাদ ভঞ্জন হয়। রাজনীতিশাস্ত্রে, 'সাম', 'দান', 'ভেদ', 'বিগ্রহ',—এই চারি উপায়ের কথা আছে বটে, কিন্তু, সিদ্ধিলাভ, 'সাম' অর্থাৎ মিষ্টকথার উপর প্রতিষ্ঠিত ;—

যদ্যপ্যুপায়াশ্চত্বারো নির্দ্দিষ্টাঃ সাধ্যসাধনে।
সংখ্যামাত্রং ফলং তেষাং সিদ্ধিঃ সাম্নি ব্যবস্থিতা ॥

অনুবাদ,—

সাম, দান, ভেদ, যুদ্ধ,-চারিটি কৌশল,
দান, ভেদ, যুদ্ধ, আছে নামেই কেবল ;
সর্ব্বকালে সাম সবে করিবে আশ্রয়,
সামেই সকল সিদ্ধি জানিবে নিশ্চয়।

(সন্ধি, ১০২ শ্লোক)

২২। যিনি পরের বেদনায় আত্মবেদনা অনুভব করেন, তিনি সর্ব্বপ্রকার হিংসা হইতে স্বতই নিবৃত্ত হন। যিনি সর্ব্বহিংসা-নিবৃত্ত, তিনিই সাধুপুরুষ। অতএব, আত্মতুলনায় পরের কষ্ট ভাবিয়া দেখ, এবং "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ"—এই স্বর্গীয় অক্ষর কয়টি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া রাখ (১) ;—

প্রাণা যথাত্মনোঽভীষ্টা ভূতানামপি তে তথা।
আত্মৌপম্যেন ভূতানাং দয়াং কুর্ব্বন্তি সাধবঃ ॥ ১১ ॥
প্রত্যাখ্যানে চ দানে চ সুখদুঃখে প্রিয়াপ্রিয়ে।
আত্মৌপম্যেন পুরুষঃ প্রমাণমধিগচ্ছতি ॥ ১২ ॥

---

(১) "পরস্পরং বিবদমানানামপি প্রমাণশাস্ত্রাণাম অহিংসা পরমো ধর্ম্ম ইত্যত্রৈকমত্যম্"—"প্রমাণস্বরূপ ধর্ম্মশাস্ত্রসকলে পরস্পর মতভেদ থাকিলেও, অহিংসা পরম ধর্ম্ম, এ কথা সকল শাস্ত্রেই একবাক্যে স্বীকার করে"।

(মিত্রলাভ, ৩৩পৃষ্ঠা)।

"অদ্রোহঃ সর্ব্বভূতেষু কর্ম্মণা মনসা গিরা।
অনুগ্রহশ্চ দানং চ সতাং ধর্ম্মঃ সনাতনঃ" ॥

(মহাভারত, অনুশাসনপর্ব্ব, ১৪৫ অধ্যায়)

"ন তৎ পরস্য সন্দধ্যাৎ প্রতিকূলং যদাত্মনঃ।
সংগ্রহেণৈষ ধর্ম্মঃ স্যাৎ কামাদন্যঃ প্রবর্ত্ততে" ॥

(মহাভারত, উদ্যোগপর্ব্ব, ৩৮ অধ্যায়)

সর্ব্বহিংসানিবৃত্তা যে নরাঃ সর্ব্বংসহাশ্চ যে।
সর্ব্বস্যাশ্রয়ভূতাশ্চ তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ৬৬ ॥

অনুবাদ,—

আমি ভালবাসি নিজ জীবন যেমনি,
অন্যে ভাল বাসে তার জীবন তেমনি ;
সাধুগণ এইরূপ আত্ম-তুলনায়,
প্রকাশেন পরদুঃখে দয়া অতিশয়। ১১ ।
পর-চিত্তে সুখ কিম্বা দুঃখ-উৎপাদন,
পর প্রতি প্রিয় কিম্বা অপ্রিয় কথন ;
প্রত্যাখ্যান কিম্বা দান, কোনটি বিহিত,
আত্ম-তুলনায় তাহা বুঝিবে নিশ্চিত। ১২।
যাঁদের স্বভাবে নাহি থাকে হিংসা-লেশ,
আনন্দে সহেন যাঁরা সমুদয় ক্লেশ ;
সর্ব্বজীবে দেন যাঁরা যতনে আশ্রয়,
সেই সব মহাত্মার স্বর্গে গতি হয়। ৬৬।

(মিত্রলাভ, ১১, ১২, ৬৬ শ্লোক)

২৩। অধর্ম্ম দ্বারা যে অন্ন লাভ হয়, তাহা রাজভোগ হইলেও, বিষের ন্যায় ভয়ঙ্কর। কেন না, সে অন্নের সঙ্গে বহু বিঘ্ন, বহু বিপত্তি, বিস্তর শঙ্কা ও বিষম আত্মগ্লানি। এজন্য, তাহা রাজভোগ হইলেও, নরকভোগে পরিণত হয়। অতএব, যে অন্নে বিঘ্ন নাই, বিপত্তি নাই, শঙ্কা নাই, আত্মগ্লানি নাই, এবং যাহা প্রফুল্ল মনে ও প্রফুল্ল বদনে চিরদিন সমান উপভোগ করিতে পারিবে, সেই নিষ্পাপ অন্নই উপার্জ্জন কর। তাহা শাকান্ন হইলেও অমৃত (২)। শান্তিদেবী, রাবণের স্বর্ণপুরীতে বাস করেন না, বাল্মীকির পর্ণকুটীরেই তাঁহার অধিষ্ঠান ;—

---

(২) ভদ্রলোকের জীবিকার বিষয় মনু বলেন,—
"ন লোকবৃত্তং বর্ত্তেত বৃত্তিহেতোঃ কথঞ্চন।
অজিহ্মামশঠাং শুদ্ধাং জীবেদ্ ব্রাহ্মণজীবিকাম্ ॥
যৎ কর্ম্ম কুর্ব্বতোঽস্য স্যাৎ পরিতোষোঽন্তরাত্মনঃ।
তৎ প্রযত্নেন কুর্ব্বীত বিপরীতং তু বর্জ্জয়েৎ ॥

পানীয়ং বা নিরায়াসং স্বাদ্বন্নং বা ভয়োত্তরম্।
বিচার্য্য খলু পশ্যামি তৎ সুখং যত্র নির্বৃতিঃ॥ ১৩৯॥
স্বচ্ছন্দবনজাতেন শাকেনাপি প্রপূর্য্যতে।
অস্য দগ্ধোদরস্যার্থে কঃ কুর্য্যাৎ পাতকং মহৎ॥ ৭০॥

অনুবাদ,—

নিরাপদে জলমাত্র যদি লাভ হয়,
আর যদি পরমান্নে থাকে নানা ভয়;
এ উভয় বিচারিয়া বুঝিনু নিশ্চয়,
তাহাই সুখের, যাহে মনে শান্তি হয়। ১৩৯।
অরণ্যে স্বভাব-জাত শাকেও যা ভরে,
সে পোড়া পেটের দায়ে পাপ কেন করে? । ৭০।

(মিত্রলাভ, ১৩৯, ৭০ শ্লোক)

২৪। ভিক্ষা করিয়া বা পরের গলগ্রহ হইয়া আত্মপোষণ করার ন্যায় অধম জীবিকা আর নাই। মনস্বী ব্যক্তি বরং প্রাণ-ত্যাগ করেন, তথাপি পরপিণ্ডে আত্মপোষণ করেন না;—

মনস্বী ম্রিয়তে কামং কার্পণ্যং নতু গচ্ছতি।
অপি নির্ব্বাণমায়াতি নাঽনলো যাতি শীততাম্॥ ১৪০॥
কুসুমস্তবকস্যেব দ্বে বৃত্তী তু মনস্বিনঃ।
সর্ব্বেষাং মূর্দ্ধ্নি বা তিষ্ঠেদ্ বিশীর্য্যেত বনেঽথবা॥ ১৪১॥
বরং বিভবহীনেন প্রাণৈঃ সন্তর্পিতোঽনলঃ।
নোপচারপরিভ্রষ্টঃ কৃপণঃ প্রার্থিতো জনঃ॥ ১৪২॥

অধার্ম্মিকো নরো যোহি যস্য চাপ্যনৃতং ধনম্।
হিংসারতশ্চ যো নিত্যং নেহাসৌ সুখমেধতে॥
ন সীদন্নপি ধর্ম্মেণ মনোঽধর্ম্মে নিবেশয়েৎ।
অধার্ম্মিকাণাং পাপানামাশু পশ্যন্ বিপর্য্যয়ম্॥
অধর্ম্মেণৈধতে তাবত্ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলং তু বিনশ্যতি"॥ (মনু, ৪র্থ অধ্যায়)

জীবিকার জন্য কদাচ ঘৃণিত কার্য্য করিবে না, নিষ্পাপ সাধুজীবিকাই আশ্রয় করিবে। যে কর্ম্মে অন্তরাত্মার নির্ম্মল পরিতোষ জন্মে, তাহাই করিবে। অসদুপায়ে উপার্জ্জন করিয়া এ জগতে কেহই সুখী হইতে পারে না। পাপিষ্ঠগণের বিষম পরিণাম দেখিয়া, প্রাণান্তেও ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইবে না। অধর্ম্ম দ্বারা আপাততঃ সমৃদ্ধি লাভ হয় বটে, কিন্তু শেষে সমূলে বিনষ্ট হইতে হয়।

যস্য মিত্রেণ সম্ভাষো যস্য মিত্রেণ সংস্থিতিঃ।
যস্য মিত্রেণ সংলাপস্ততো নাস্তীহ পুণ্যবান্ ॥ ৪০ ॥
ন মাতরি ন দারেষু ন সোদর্য্যে ন চাত্মজে।
বিশ্বাসস্তাদৃশঃ পুংসাং যাদৃঙ্ মিত্রে স্বভাবজে ॥ ২২০ ॥
শোকারাতিভয়ত্রাণং প্রীতিবিশ্রম্ভভাজনম্।
কেন রত্নমিদং সৃষ্টং মিত্রমিত্যক্ষরদ্বয়ম্ ॥ ২২৩ ॥
মিত্রং প্রীতিরসায়নং নয়নয়োরানন্দনং চেতসঃ
পাত্রং যৎ সুখদুঃখয়োঃ সহ ভবেন্মিত্রেণ তদ্ দুর্লভম্।
যে চান্যে সুহৃদঃ সমৃদ্ধিসময়ে দ্রব্যাভিলাষাকুলাঃ
তে সর্ব্বত্র মিলন্তি তত্ত্বনিকষগ্রাবা তু তেষাং বিপৎ ॥ ২২৪ ॥

অনুবাদ,—

প্রিয় বন্ধু সনে যার সদা সম্ভাষণ,
প্রিয় বন্ধু সঙ্গে যার সদা আলাপন;
প্রিয় বন্ধু সনে যার সদা অবস্থান,
তার তুল্য কে বা আর আছে পুণ্যবান্? । ৪০ ।
যার সনে অকৃত্রিম প্রণয়-বন্ধন,
সে জন যেমন হয় বিশ্বাস-ভাজন;
জননী, গৃহিণী আর সোদর, তনয়,
তেমন বিশ্বাসপাত্র কেহই ত নয়। ২২০ ।
বিশ্বাসে প্রণয়ে যায় হৃদয় ভরিয়া,
শোক দুঃখ শত্রুভয় যায় পলাইয়া;
'মিত্র'-এ অমৃতময় দুইটি অক্ষর,
আহা! কে আনিল ইহা ভবের ভিতর? । ২২৩ ।
যে জন অমৃতময় নেত্রের অঞ্জন,
যে জন আনন্দময় হৃদয়-বন্ধন;
সুখে সুখী দুখে দুখী সদা যেই জন,
জানিবে দুর্লভ ভবে সে মিত্র-রতন;
মিলিবে অনেক, যারা সম্পদ-সময়,
কেবল স্বার্থের তরে আসি' মিত্র হয়;
নিকষে পরীক্ষা হয় স্বর্ণের যেমন,
বিপদে প্রকৃত মিত্র চিনিবে তেমন। ২২৪ ।

(মিত্রলাভ, ৪০, ২২০, ২২৩, ২২৪ শ্লোক)

২৬। পঞ্চভূতের সংশ্লেষ ও বিশ্লেষে ভৌতিক পিণ্ডের অনু-ক্ষণ রূপান্তর ঘটিতেছে। ইহাই সংসারের প্রকৃতি। মূঢ় লোকে ইহা না বুঝিয়াই শোকে মুগ্ধ হয়। কিন্তু, পণ্ডিতের নিকট সকলি সুপ্রকাশ। তিনি সংসারের স্বরূপ বুঝিয়া শোকসাগর উত্তীর্ণ হয়েন। তাঁহার আত্মা মোহ-তিমির ভেদ করিয়া নিত্যা-নন্দময় জ্ঞানালোক উপভোগ করে ;—

শোকস্থানসহস্রাণি ভয়স্থানশতানি চ।
দিবসে দিবসে মূঢ়মাবিশন্তি ন পণ্ডিতম্॥ (মিত্রলাভ, ২ শ্লোক)
নাঽপ্রাপ্যমভিবাঞ্ছন্তি নষ্টং নেচ্ছন্তি শোচিতুম্।
আপৎস্বপি ন মুহ্যন্তি নরাঃ পণ্ডিতবুদ্ধয়ঃ॥ (মিত্রলাভ, ১৭৯ শ্লোক)
অনিত্যং যৌবনং রূপং জীবিতং দ্রব্যসঞ্চয়ঃ।
ঐশ্বর্য্যং প্রিয়সংবাসো মুহ্যেৎ তত্র ন পণ্ডিতঃ॥ (সন্ধি, ৭১ শ্লোক)

অনুবাদ,—

সহস্র সহস্র শোক, শত শত ভয়,
মূঢ়েই প্রবেশে নিত্য, জ্ঞানী সুখে রয়।
অলভ্য বিষয়ে যেই না করে বাসনা,
বিনষ্ট বিষয়ে যেই না করে শোচনা ;
বিপদেও যেই জন মুগ্ধ নাহি হয়,
প্রকৃত পণ্ডিত সেই জানিবে নিশ্চয়।
জীবন, যৌবন, রূপ, বিষয়, বৈভব,
প্রিয়জন-সহবাস, অনিত্য এ সব ;
প্রকৃতির এই গতি যে জন বুঝিবে,
সে কভু বিয়োগ-শোকে মুগ্ধ না হইবে।

অপি চ,—

যথা কাষ্ঠং চ কাষ্ঠং চ সমেয়াতাং মহোদধৌ।
সমেত্য চ ব্যপেয়াতাং তদ্বদ্ভূতসমাগমঃ॥ ৭২॥
যথা হি পথিকঃ কশ্চিৎ ছায়ামাশ্রিত্য তিষ্ঠতি।
বিশ্রম্য চ পুনর্গচ্ছেৎ তদ্বদ্ভূতসমাগমঃ॥ ৭৩॥
পঞ্চভির্নির্ম্মিতে কায়ে পঞ্চত্বং চ পুনর্গতে।
স্বাং স্বাং যোনিমনুপ্রাপ্তে কা তত্র পরিদেবনা॥ ৭৪॥

নাহয়মত্যন্তসংবাসো লভ্যতে যেন কেনচিৎ।
অপি স্বেন শরীরেণ কিমুতান্যেন কেনচিৎ ॥ ১৬ ॥
ব্রজন্তি ন নিবর্ত্তন্তে স্রোতাংসি সরিতাং যথা।
আয়ুরাদায় মর্ত্ত্যানাং সদা রাত্র্যহনী তথা ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ,—

সংসার অনন্ত মহাসাগরের প্রায়,
কাষ্ঠসম জীব যত ভাসিতেছে তায় ;
কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঠেকাঠেকি সমুদ্রে যেমন,
জীবে জীবে দেখাদেখি সংসারে তেমন ;
ক্ষণমাত্র এ মিলন দৈবঘটনায়,
আবার কালের স্রোতে কে কোথায় যায়। ১২।
যেমন পথিকগণ এক তরু-তলে,
ক্ষণেক বিশ্রাম করি' পুনরায় চলে ;
তেমনি জানিবে এই ভবের ভিতরে,
পরস্পরে দেখাশুনা কিছুক্ষণ তরে। ১৩।
পাঁচেই নির্ম্মিত দেহ পাঁচেই মিশায়,
তবে কেন তার তরে করে হায় হায় ?। ১৪।
আপনারি দেহ দেখ! আপনার নয়,
কিছু দিন পরে তার অবশ্য বিলয় ;
তবে কেন পর-দেহ হইবে আপন ?
চিরস্থায়ী নহে কিছু, সকলি স্বপন। ১৬।
তটিনীর খরতর প্রবাহ যেমতি,
অহোরাত্র বহিতেছে অবিরাম গতি ;
তেমতি জীবের আয়ু সঙ্গেতে লইয়া,
অনন্ত কালের স্রোতে চলিছে বহিয়া। ১৯।

(সন্ধি)

২৭। ভগবান্ অনন্তদেব, যে কল্যাণময়ী মহাশক্তির প্রভাবে অপরিচ্ছিন্ন বিশ্বমণ্ডল ধারণ করিয়া আছেন, তাহাকে ধর্ম্ম বলে(১)।

---

(১) "নমো ধর্ম্মায় মহতে ধর্ম্মো ধারয়তে প্রজাঃ"। ইত্যাদি।
(মহাভারত, উদ্যোগপর্ব্ব, ১৩৭ অধ্যায়)।

"ধারণাদ্ধর্ম্মমিত্যাহুর্ধর্ম্মেণ বিধৃতাঃ প্রজাঃ।
যৎ স্যাদ্ধারণসংযুক্তং স ধর্ম্ম ইতি কথ্যতে" ॥
(মহাভারত, রাজধর্ম্ম ১০৯ অধ্যায়)।

সেই বিশ্বম্ভর ধর্ম্মের অপর নাম সত্য (১)। সত্য, স্বয়ং 'সৎ' অর্থাৎ সর্ব্বকাল অদ্বৈতভাবে বিদ্যমান। সত্যের বিকার নাই, ব্যভিচার নাই। প্রলয়কালের শত শত কালরাত্রিও সত্য-জ্যোতি বিলুপ্ত করিতে পারে না ;—

> ন সা সভা যত্র ন সন্তি বৃদ্ধা বৃদ্ধা ন তে যে ন বদন্তি ধর্ম্মম।
> ধর্ম্মঃ স নো যত্র ন সত্যমস্তি সত্যং ন তদ্ যৎ ছলমভ্যুপৈতি ॥

অনুবাদ,—

> সভা নহে তাহা, যথা বৃদ্ধ নাহি রয়,
> বৃদ্ধ নহে সেই, যেবা ধর্ম্ম নাহি কয় ;

---

(১) প্রণিধান করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে,—'ধর্ম্ম'ও 'সত্য' একই পদার্থ। এজন্য, পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা ধর্ম্মের যে তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন, সত্যেরও সেই তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন ; ধর্ম্মের যে যে উপাদান স্থির করিয়াছেন, সত্যেরও সেই সেই উপাদান স্থির করিয়াছেন ; ধর্ম্মের যে যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সত্যেরও সেই সেই লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; ধর্ম্মকে যে আকারে যে ভাবে দেখিয়াছেন, সত্যকেও সেই আকারে সেই ভাবে দেখিয়াছেন ;—

> "সত্যং ব্রহ্ম তপঃ সত্যং সত্যং বিসৃজতে প্রজাঃ।
> সত্যেন ধার্য্যতে লোকঃ স্বর্গং সত্যেন গচ্ছতি ॥
> অনৃতং তমসো রূপং তমসা নীয়তে হ্যধঃ।
> তমোগ্রস্তা ন পশ্যন্তি প্রকাশং তমসাবৃতাঃ ॥
> স্বর্গঃ প্রকাশইত্যাহুর্নরকং তম এব চ।
> সত্যানৃতং তদুভয়ং প্রাপ্যতে জগতীচরৈঃ ॥
> রাহুগ্রস্তস্য সোমস্য যথা জ্যোৎস্না ন ভাসতে।
> তথা তমোঽভিভূতানাং ভূতানাং নশ্যতে সুখম্" ॥

তত্র যৎ সত্যং স ধর্ম্মো যো ধর্ম্মঃ স প্রকাশো যঃ প্রকাশস্তৎ সুখমিতি। তত্র যদনৃতং সোঽধর্ম্মো যোঽধর্ম্মস্তৎ তমো যৎ তমস্তৎ দুঃখমিতি"।

(মহাভারত, মোক্ষধর্ম্ম, ১৯০ অধ্যায়)।

—অর্থাৎ,—সত্যই ব্রহ্ম, সত্যই তপ, সত্যই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-কর্ত্তা। আত্মা, সত্য দ্বারাই জ্যোতির্ম্ময় স্বর্গমধ্যে নীত হয়। তমই অসত্যের মূর্ত্তি। আত্মা, তমোগ্রস্ত হইয়া অধোগামী হইতে থাকে। চন্দ্র, রাহুগ্রস্ত হইলে, যেমন তাহা হইতে জ্যোৎস্না প্রকাশ পায় না, আত্মা তমোগ্রস্ত হইলেও, তাহা হইতে আনন্দময় সত্য-জ্যোতি প্রকাশ পায় না। যাহা সত্য, তাহাই ধর্ম্ম ; যাহা ধর্ম্ম, তাহাই প্রকাশ ; যাহা প্রকাশ, তাহাই স্বর্গ, এবং যাহা স্বর্গ, তাহাই সুখ। যাহা অসত্য, তাহাই অধর্ম্ম ; যাহা অধর্ম্ম, তাহাই তম ; যাহা তম, তাহাই নরক, এবং যাহা নরক, তাহাই দুঃখ। অতএব, 'ধর্ম্ম' ও 'সত্য'—একাত্মা, অভিন্ন মঙ্গলময় পদার্থ ; কেবল নামমাত্রে ভেদ।

ধর্ম্ম নহে তাহা, যাহে সত্য নাহি রয়,
বিকৃতি ঘটয়ে যার, সত্য তাহা নয়।

(বিগ্রহ, ৬৪ শ্লোক)

অপিচ,—

নাস্তি বিদ্যাসমং চক্ষুর্নাস্তি সত্যসমং তপঃ।
নাস্তি রাগসমং দুঃখং নাস্তি ত্যাগসমং সুখম্॥

অনুবাদ,—

বিদ্যার সমান আর নাহিক নয়ন,
সত্যের সমান নাই তপের সাধন;
রাগের সমান দুঃখ আর কিছু নাই,
ত্যাগের সমান সুখ দেখিতে না পাই:

(মিত্রলাভ, ৭০ পৃষ্ঠা)

অপিচ,—

অশ্বমেধসহস্রং চ সত্যং চ তুলয়া ধৃতম্।
অশ্বমেধসহস্রাদ্ধি সত্যমেবাতিরিচ্যতে॥

অনুবাদ,—

দশ শত অশ্বমেধ এক দিকে দিয়া,
অন্য দিকে একমাত্র সত্যকে রাখিয়া;
প্রজাপতি তুলাদণ্ড ধরিয়া দেখিল,
সত্যের গুরুত্ব তাহে অধিক হইল।

(সন্ধি, ১৩৬ শ্লোক)

২৮। সহস্র সহস্র চেষ্টা করিয়াও কেহ কখনও গুণী ব্যক্তির গুণের অপলাপ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি গুণের অপলাপ করিতে চেষ্টা করে, সে, গুণের অণুমাত্র অপলাপ না করিয়া, নিজেরই নীচতার পরিচয় দেয়। "শুষ্কেন্ধনমিবানলঃ"—অগ্নি যেমন তৃণকাষ্ঠ ভেদ করিয়া প্রজ্বলিত হয়, গুণও তেমনি অপলাপ-কারীর সমস্ত কুহক ভেদ করিয়া প্রদীপ্ত হয়;—

মণির্লুঠতি পাদেষু কাচঃ শিরসি ধার্য্যতে।
ক্রয়বিক্রয়বেলায়াং কাচঃ কাচো মণির্মণিঃ॥ ৬৬।
মুকুটে রোপিতঃ কাচশ্চরণাভরণে মণিঃ।
নহি দোষো মণেরস্তি কিন্তু সাধোরবিজ্ঞতা॥ ৭২॥

কদর্থিতস্যাপি চ ধৈর্য্যবৃত্তের্বুদ্ধের্বিনাশো নহি শঙ্কনীয়ঃ।
অধঃকৃতস্যাপি তনূনপাতো নাধঃ শিখা যাতি কদাচিদেব ॥ ৬৭ ॥

অনুবাদ,—

মণি যদি করে কেহ চরণে দলন,
আর যদি কাচে করে মস্তকে ধারণ ;
ক্রয় বিক্রয়ের বেলা জানিবে নিশ্চয়,
কাচ কাচ গণ্য হয়, মণি মণি হয়। ৬৬।
মুকুট-উপরে কাচে করিলে স্থাপন,
করিলে অমূল্য মণি পদের ভূষণ ;
মণির তাহাতে কিছু হানি নাহি হয়,
যে করে স্থাপন তারে মূর্খ সবে কয়। ৭২।
খাঁট করি' রাখিলেও ধী-বুদ্ধি জনে,
বুদ্ধি তার খাঁট হয়, না ভাবিও মনে ;
নীচু করি' ধর যদি দীপ্ত হুতাশন,
শিখা তার নীচু দিকে যায় না কখন। ৬৭।

(মিত্রলাভ, ৬৬, ৬৭, ৭২ শ্লোক)

২৯। যে ব্যক্তি যৌবনে পরিণাম না ভাবিয়া কার্য্য করে, সে নিজ বৃদ্ধবয়সের জন্য স্বহস্তেই তুষানলের আয়োজন করে। কেন না, শেষে অনুতাপরূপ কঠোর তুষানলে দগ্ধ হওয়া ভিন্ন তাহার পাপের অন্য প্রায়শ্চিত্ত নাই ;—

অর্থাঃ পাদরজোপমা গিরিনদীবেগোপমং যৌবনম্
মানুষ্যং জললোলবিন্দুচপলং ফেনোপমং জীবনম্।
ধর্ম্মং যো ন করোতি নিশ্চলমতিঃ স্বর্গার্গলোদ্‌ঘাটনম্
পশ্চাত্তাপহতো জরাপরিণতঃ শোকাগ্নিনা দহ্যতে ॥

অনুবাদ,—

পায়ের ধূলার ন্যায় বিভব সকল,
নদীর স্রোতের ন্যায় যৌবন চঞ্চল ;
ক্ষণিক মনুষ্যদশা জলবিম্ব প্রায়,
জীবন ফেনের ন্যায় মিলাইয়া যায় ;
ধর্ম্মই অক্ষয় স্বর্গ-সুখের সাধন,
প্রাণপণে যে না করে তার আরাধন ;

বৃদ্ধকালে হয় তার অনুতাপ সার,
নিদারুণ শোকানল দহে অনিবার।
(মিত্রলাভ, ১৬৩ শ্লোক)

৩০। নির্ম্মল আত্মাই ধর্ম্মের ক্ষেত্র। যিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়-বিকার হইতে বিমুক্ত হইয়া সর্ব্বত্র সমদর্শন হইয়াছেন (১), তিনি বনেই গমন করুন, আর গৃহেই অবস্থান করুন, সকল স্থানই তাঁহার পক্ষে পবিত্র ধর্ম্মক্ষেত্র। যেমন স্পর্শমণির স্পর্শে সকলি স্থবর্ণ হয়, তেমনি পবিত্র আত্মার স্পর্শে সকলি তপোবন হয়;—

বনেঽপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাং গৃহেঽপি পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহস্তপঃ।
অকুৎসিতে কর্ম্মণি যঃ প্রবর্ত্ততে নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনম্॥ ৮৭॥
দুঃখিতোঽপি চরেদ্ধর্ম্মং যত্র কুত্রাশ্রমে রতঃ।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু ন লিঙ্গং ধর্ম্মকারণম্॥ ৮৮॥

অনুবাদ,—

এ ভবে ইন্দ্রিয়-জয় নাহি হয় যার,
বনে যাইলেও তার ঘটে অনাচার;
আর যার সমস্ত ইন্দ্রিয় বশে রয়,
গৃহেও থাকিয়া তার তপ সিদ্ধ হয়;-
বীতরাগ, পুণ্যপথে প্রবৃত্ত যে জন,
গৃহই তাহার পক্ষে হয় তপোবন। ৮৭।
অশেষ ক্লেশের ভার করিয়া বহন,
যে কোনো আশ্রমে ধর্ম্ম করিবে সাধন;
ভেকধারী হইলেই ধর্ম্ম নাহি হয়,
সর্ব্বভূতে সমতাই ধর্ম্ম-পরিচয়। ৮৮।
(মিত্রলাভ, ৮৭, ৮৮ শ্লোক)

৩১। দুই দিনের বন্ধুকে পাইয়া চিরদিনের সখাকে বিস্মৃত হইও না। ধন, জন, জীবন ও যৌবন, কিছুই চিরদিনের সখা নহে; ধর্ম্মই অনন্তকালের সখা (২);—

---

(১) 'সর্ব্বত্র সমদর্শন',—ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি।

(২) মনুসংহিতা; ৪র্থ অধ্যায়, ২৩৯, ২৪০, ২৪১, ১৪২ শ্লোক যথা,—
"নাঽমুত্র হি সহায়ার্থং পিতা মাতা চ তিষ্ঠতঃ।
ন পুত্রদারং ন জ্ঞাতির্ধর্ম্মস্তিষ্ঠতি কেবলঃ॥

এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি ॥
বাতাভ্রবিভ্রমমিদং বসুধাধিপত্যমাপাতমাত্রমধুরো বিষয়োপভোগঃ।
প্রাণাস্তৃণাগ্রজলবিন্দুসমা নরাণাং ধর্ম্মঃ সখা পরমহো পরলোকযানে ॥

অনুবাদ,—

একমাত্র ধর্ম্মই কেবল বন্ধু জন,
যে হয় সঙ্গের সাথী হ'লেও মরণ;
আর দেখ! যাহা কিছু আছে এ ধরায়,
শরীরের সঙ্গে সঙ্গে সব লয় পায়।
বায়ুবেগে বিতাড়িত বারিদ যেমন,
বসুধার এ ঐশ্বর্য্য অস্থির তেমন;
উপভোগে ক্ষণিক ইন্দ্রিয় সুখ হয়,
কিন্তু পরিণামে তাহা হয় বিষময়;
তৃণাগ্রে বারির ন্যায় জীবন চঞ্চল,
পরলোকে সহচর ধর্ম্মই কেবল।

(মিত্রলাভ, ৬৭; সন্ধি, ১৩৪ শ্লোক)

প্রশ্ন। "কো ধর্ম্মঃ" ?—ধর্ম্ম কাহাকে বলে ?

উত্তর। "ভূতদয়া"—সর্ব্বভূতে দয়া। (১)

একঃ প্রজায়তে জন্তুরেকএব হি লীয়তে।
একোঽনুভুঙ্‌ক্তে সুকৃতমেকএব চ দুষ্কৃতম ॥
মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্টসমং ক্ষিতৌ।
বিমুখা বান্ধবা যান্তি ধর্ম্মস্তমনুগচ্ছতি ॥
তস্মাদ্ধর্ম্মং সহায়ার্থং নিত্যং সঞ্চিনুয়াচ্ছনৈঃ।
ধর্ম্মেণ হি সহায়েন তমস্তরতি দুস্তরম্" ॥

(১) কো ধর্ম্মো ভূতদয়া কিং সৌখ্যমরোগিতা জগতি জন্তোঃ।
কঃ স্নেহঃ সদ্ভাবঃ কিং পাণ্ডিত্যং পরিচ্ছেদঃ ॥

সেই ধর্ম্ম, সর্ব্বভূতে যদি দয়া রয়,
সেই সুখ, যদি জীব ব্যাধিশূন্য হয়;
সেই স্নেহ, সর্ব্বজীবে সমান প্রণয়,
সেই ত পাণ্ডিত্য. হিতাহিতের নির্ণয়।

(মিত্রলাভ, ১৫৬ শ্লোক)

হিতোপদেশে এইরূপ ভূরি ভূরি উপদেশ আছে। বিষ্ণুশর্ম্মা এই সকল উপদেশ এমনি আশ্চর্য্য কৌশলে সঙ্কলন করিয়াছেন যে ইহার প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্রভাবে জীবনযাত্রার পথদর্শক হইতে পারে। যেটি দেখি, সেইটিই তুলিয়া দেখাইতে ইচ্ছা হয়। যিনি হিতোপদেশের আদ্যন্ত পাঠ করিবেন, তিনিই এ কথা বুঝিতে পারিবেন।

আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় হিতোপদেশের ন্যায় উপদেশ-শাস্ত্রের যে কিরূপ উপযোগিতা, তাহা আর বলিয়া কি জানাইব? আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা ও ঐ সকল প্রাচীন উপদেশ, যিনি একবার ভাবিয়া দেখিবেন, তিনিই তাহা বুঝিতে পারিবেন। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে নীতি ও যে সমাজ আদর্শরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন, একমাত্র ধর্ম্মই তাহার মূল; অর্থ ও কাম সেই ধর্ম্ম-মূলেই সংস্থাপিত, এজন্য ধর্ম্মেরই সহায়। কিন্তু আমরা ঠিক্ তাহার বিপরীত করিয়াছি। ধর্ম্মকে মূল না করিয়া কামকেই মূল করিয়াছি, এবং ধর্ম্ম অর্থ সকলি সেই কাম-মূলে স্থাপন করিয়াছি। সুতরাং, আমাদের ধর্ম্ম, ধর্ম্ম না হইয়া, ধর্ম্মের ভানমাত্র বা কামের সহায়, এবং আমাদের অর্থ, অর্থ না হইয়া, অনর্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা কূল ছাড়িয়া অকূলে পড়িয়াছি, পথ ছাড়িয়া অপথে চলিয়াছি (১)। একমাত্র মূল ছাড়িয়াই আমরা নির্ম্মূল হইতেছি। অতএব, আমাদের এ দুর্দ্দশা স্বকৃত

(১) আপদাং কথিতঃ পন্থা ইন্দ্রিয়াণামসংযমঃ।
তজ্জয়ঃ সম্পদাং মার্গো যেনেষ্টং তেন গম্যতাম্॥

অনুবাদ,—

অনর্থের পথ হয় ইন্দ্রিয় দুর্দ্দম,
সম্পদের পথ হয় ইন্দ্রিয়সংযম;
এই দুই পথ তুমি জানিয়া নিশ্চয়,
সেই পথে চল! যাহে ইষ্টলাভ হয়।

(মিত্রলাভ, ২৯ শ্লোক)।

পাপেরই ফল (১)। ইহার জন্য দৈব দোষী নহেন (২)। পূর্ব্ব-পুরুষগণের উপদেশবাক্য ও নিজের দুর্গতির বিষয় একবার চিন্তা করিলে, বোধ হয়, অতি বড় পাষণ্ডকেও অনুতাপে দগ্ধ হইতে হয়। হায়! সমাজ যদি পূর্ব্বপুরুষগণের মহাবাক্যের অনুসরণ করিয়া চলিত, তবে আজি, মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, স্ত্রীহত্যা, ভ্রূণ-হত্যা, আত্মহত্যা প্রভৃতি লোমহর্ষণ মহাপাতকের কথা অহরহ শুনিতে হইত না। সুহৃদ্ভেদে সমাজ উচ্ছিন্ন হইত না। বিগ্রহের অনলে এ স্বর্ণলঙ্কা ছারখার হইত না। এত অল্প আয়ু, এত অল্প ভোগ, এত অধিক রোগ ও এত অধিক শোক পাইতে হইত না।

হিতোপদেশের উপদেশ এই যে,—এ জগতে সকলেই মিত্র-লাভ কর। যদি না বুঝিয়া সুহৃদ্ভেদে ও বিগ্রহে ছিন্নভিন্ন হইয়া থাক, পুনরায় সন্ধি অর্থাৎ সদ্ভাব স্থাপন কর, অবশ্যই শক্তি ও সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে।

"সিদ্ধিঃ সাধ্যে সতামস্তু"। ইতি।

শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।

---

(১) রোগশোকপরীতাপবন্ধনব্যসনানি চ।
আত্মাপরাধবৃক্ষস্য ফলান্যেতানি দেহিনাম্॥

অনুবাদ,—

রোগ, শোক, বন্ধন, ব্যসন, পরিতাপ,
এ সব প্রসবে নিজ দুষ্কৃত-পাদপ।

(মিত্রলাভ, ৪২ শ্লোক)।

(২) বিষমাং হি দশাং প্রাপ্য দৈবং গর্হয়তে নরঃ।
আত্মনঃ কর্ম্মদোষাংস্তু নৈব জানাত্যপণ্ডিতঃ॥

অনুবাদ,—

বিপাকে পড়িয়া মূঢ় দৈব নিন্দা করে,
আপনার কর্ম্মদোষ বুঝিতে না পারে।

(সন্ধি, ৩ শ্লোক)।